Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী

অমৃত বার্তা

VOL.-8 OCTOBER, 2004 NO. 4

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHIREE ANANDAMAYEE SANGHA

❁ Branch Ashrams ❁

1. AGARPARA	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Kamarhati Calcutta-700058 (Tel : 25531208)
2. AGARTALA	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Palace Compound P.O. Agartala- 799001. West Tripura (Tel : 0381-2208618)
3. ALMORA	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Patal Devi. P.O. Almora-263602, (Tel : 05962-233120)
4. ALMORA	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O.Dhaul-China. Almora-263881, (Tel : 05962-262013)
5. BHIMPURA	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhimpura. P.O. Chandod, Baroda- 391105, (Tel : 02663-233208+ 233782)
6. BHOPAL	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Bairagarh. Bhopal-462030, M.P. (Tel : 0755-2641227)
7. DEHRADUN	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kishenpur.P.O. Rajpur, Dehradun-248009 (Phone : 0135-2734271)
8. DEHRADUN	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalyanvan, 176, Rajpur Road, P.O. Rajpur, Dehradun-248009, (Phone : 0135-2734471)
9. DEHRADUN	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. JAMSHEDPUR	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005
11. KANKHAL	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kankhal.Hardwar-249408, (Tel : 01334-246575)
12. KEDARNATH	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok. P.O. Kedarnath, Chamoli-246445,
13. NAIMISHARANYA	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir.P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P. (Tel : 05865-251369)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন

ও

অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ ৮	অক্টোবর ২০০৪	সংখ্যা ৪

সম্পাদকমন্ডল

★ ব্রহ্মচারী শিবানন্দ
★ ডঃ শুকদেব সিংহ
★ কুমারী চিত্রা ঘোষ
★ কুমারী গীতা ব্যানার্জী
★ ব্রহ্মচারিণী গুনীতা

কার্য্যকরী সম্পাদক
শ্রী পানু ব্রহ্মচারী

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)
ভারত – ৬০ টাকা
বিদেশে – ১২ ডলার অথবা ৪৫০ টাকা
প্রতি সংখ্যা – ২০ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখ্য নিয়মাবলী

※ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে আরম্ভ হয়।

※ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ট মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখা সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রী শ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রী শ্রীমায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।

※ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।

※ অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা কেবলমাত্র মনি অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট দ্বারা **"Shree Shree Anandamayee Sangha - Publication A/C"** এই নামে পাঠাইবার নিয়ম।

※ পত্রিকা সম্পর্কিত যোগাযোগ নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে —

Managing Editor,
Ma Anandamayee - Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221 001

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ঃ-
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা — ২০০০/- বাৎসরিক
অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা — ১০০০/- "
১/৪ পৃষ্ঠা — ৫০০/- "

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১ ০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪২ কামাচ্ছা, বারাণসী - ১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক — শ্রী পানু ব্রহ্মচারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় সূচী

১. মাতৃ-বাণী – ১

২. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ – ৩
শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

৩. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলামাধুরী – ৬
স্বামী নির্ম্মলানন্দ গিরি

৪. স্মরণাঞ্জলি – ১০
কুমারী চিত্রা ঘোষ

৫. মাতৃবন্দনা (গান) – ১২
চিন্ময় মুখোপাধ্যায়

৬. সমকালীন দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী – ১৩
ড০ নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

৭. মাতৃ-স্বরূপামৃত – ২২
শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য

৮. জমা খরচ – ২৪
ডা০ চিত্ততোষ চক্রবর্তী

৯. স্মৃতি চারণ – ২৫
শ্রীমতী রেণূকা মুখার্জী

১০. মায়ের কথা – ২৯
শ্রী নিগম কুমার চক্রবর্ত্তী

১১. নৃত্য (কবিতা) – ৩১
শ্রী মিলন কুসুম ভট্টাচার্য্য

১২. আশ্রম সংবাদ – ৩৩

১৩. শোক সংবাদ – ৩৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।"

— শ্রীশ্রী মা

পেন্সিলভেনিয়া আমেরিকাতে স্থায়ী রূপে পঞ্জীকৃত প্রতিষ্ঠান "মা আনন্দময়ী সেবা সমিতি"র পক্ষ হতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের সকল ভক্তজনকে সপ্রেম 'জয় মা' জানানো হচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলা ও অমূল্য বাণীর প্রচার, বিবিধ আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদন। সৎসঙ্গের পরিচালন, সনাতন ভাগবৎ ধর্ম্মযুক্ত প্রক্রিয়ার পরিচালনা এবং জনজনার্দ্দনের সেবা।

আমেরিকান সরকার দ্বারা এই সমিতি আয়কর হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ঘোষিত হয়েছে —No. 23/2967597/I.R.S Code 501 (C) (3)

আমেরিকা ও নিকটবর্ত্তী দেশসমূহের স্থায়ী রূপে নিবাসী ভক্তদের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে 'মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা' (ত্রৈমাসিক পত্রিকা যা বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি ও গুজরাতী এই চার ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে) সেই পত্রিকা এবং শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যজীবন লীলা ও অমূল্য বাণী সম্বলিত নানা গ্রন্থ উপরোক্ত সেবা সমিতির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় সম্পর্ক স্থাপন করুন —

Dr. Mahadev R. Patel
Ma Anandamayee Seva Samiti Inc.
212 Moore Road
Wallingford, P.A. 19086-6843
Tel : 610-876-6862, Fax : 610-879-1351

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-বাণী

কায়মনো বাক্যে সত্যনিষ্ঠ হওয়া। সত্যস্বরূপ ভগবান, নিজ স্বরূপ প্রকাশের জন্য। ক্রিয়া করা আর হওয়া। ক্রিয়া করা চাই ক্রিয়া স্বরূপ প্রকাশের জন্য যে প্রকাশে অপ্রকাশ নাশে।

☆ ☆ ☆

সময় মানিয়া উপস্থিত চলিতেছে। সেই জন্য সৎ অনুষ্ঠান, ক্রিয়া, ধ্যান, জপাদির মধ্যে যতক্ষণ। তৎ ধ্যান স্মরণ চেষ্টাই ত। ইহার ভিতরে যাঁকে যতটুকু প্রয়োজনীয় বার্তালাপ সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকা।

☆ ☆ ☆

শরীরের বহির্মুখী ক্রিয়ার গতি অন্তর্মুখ করিবার চেষ্টা। ভগবৎ ক্রিয়ায় শরীরকে প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা সর্বক্ষণ।

☆ ☆ ☆

মনের দুর্গতি অর্থাৎ মনের যে ভাবনা চিন্তার গতি ভগবানকে দূরে রাখে। অভাবের তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টাই মানুষের করণীয়।

☆ ☆ ☆

জগতের চিন্তায় পাগল হইবে কেন? পরমার্থ চিন্তায় পাগল হইতে হয়। বিশেষ ধারা যা সব সময় উপস্থিত না হইতে পারে কিন্তু স্রোত থাকা দরকার। এইটি মনে রাখা।

☆ ☆ ☆

যোগ না রাখিলে চলিবে না। ঐ স্রোতের সঙ্গেই ধারা আসা স্বাভাবিক। জগতে নানা রকম বিক্ষেপ যুক্ত ব্যাপার আসা স্বাভাবিক। সেই জন্য ভেসে যাবে কেন? ভেসে যাওয়াত পরমার্থ প্লাবনে।

☆ ☆ ☆

সব সময় ভগবানের উপর নির্ভর রাখা। তাঁর জপ, ধ্যান, স্মরণে মনটাকে সর্ব্বদা রেখে দেওয়ার চেষ্টা।

☆ ☆ ☆

খুব বেশী সময় বসিয়া জপ, ধ্যান করিতে না পারিলে ও স্মরণে যেন তাঁহাকে রাতদিন ২৪ ঘন্টা আপ্লুত করিয়া টানিয়া রাখে, জগতের সবকিছু আকর্ষণ হইতে। এইটিও সাধকের প্রয়োজন।

☆ ☆ ☆

অতীত সর্ব্বাতীত প্রকাশের জন্য যে যেখান হইতে তাঁর উদ্দেশ্যে যা করে তাঁর কাছে সবই পৌঁছে।

☆ ☆ ☆

তিনিই করেন, করান, তিনিই মন্ত্র ও লক্ষ্য স্বয়ংই ত। যেমন করনেওয়ালা, করানেওয়ালা, ক্রিয়া লক্ষ্য একই। ঐ প্রকাশই চাই।

☆ ☆ ☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিন পুটলী অর্থাৎ ত্রিপুটী নাশের জন্য এই লক্ষ্য ও স্থির ভাব নিয়া ব্রতী থাকা।

★ ★ ★

অন্তর্যামী ভগবান অন্তরে অন্তরে তাহাকে ডাকিতে পারিলেই হইল। যে ভাবেই হউক কিন্তু প্রত্যহ আহার যেমন ২।৩ বেলা, সময় মত স্নানাদি করিয়া ভালভাবে এক স্থানে বসিয়া করার নিয়ম, ত্রিসন্ধ্যাও শুদ্ধ বস্ত্র (না হইলে দুই বেলা) একটু পবিত্র ভাবে যথা শক্তি যথা সম্ভব নিষ্ঠার সহিত আসনে বসিয়া করা শাস্ত্রীয় বিধি।

★ ★ ★

অবশ্য অসুস্থ, অস্বাস্থ্য বা রাস্তায় ঘাটে হইলে যখন যে অবস্থায় যতটুকু অনুকূল হয় পারা যায় করিয়া নেওয়া।

★ ★ ★

আসল কথা নিত্য নিয়মিত করাই চাই। ইহাতে ভিতরে যে নিত্য শুচি রহিয়াছে তাহা জাগ্রত হয়। যাহা জাগ্রত হইলে শুচি অশুচির প্রশ্ন থাকে না।

★ ★ ★

তিনি সর্ব্বময় এইরূপ জাগ্রতের জন্য এই কষ্টটুকু করাই। অতি কিছুই করা নয়। ধীরে ধীরে অল্প অল্প করিয়া যাওয়া যাহাতে সুরক্ষিত হয় মানুষের ইহাই কর্ত্তব্য।

★ ★ ★

শরীরের ও সাংসারিক বেশী আর কি অবহেলা হয়। ২৪ ঘন্টাই সুখ সুবিধা দিক নিয়া চলা হয়ত। ১৫।২০ মিনিট না হয় আধ ঘন্টা নিয়মিত। আর সবসময় ত যেভাবে সেই ভাবেই করা যায়।

★ ★ ★

এই লক্ষকোটি কোটি ভাগ হইলেও তিনি ভাগের মধ্যে থাকিয়াও ভাগ নাই। কারণ তৎ কিনা সেই ত একমাত্র। কে বা ভাগ করে? ভাগ ভোগ সেই ত স্বয়ং। তৎ জ্ঞানে সেবার সর্ব্বকাজটা সম্পন্ন করার চেষ্টাই সহজ পন্থা।

★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

নবম খণ্ড পূর্ব্বার্দ্ধ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

কাশী। ২৪শে ফাল্গুন (ইং ৮-৩-১৯৫৩)

আমি। বিগ্রহ তোমাকে যেদিন প্রথম দেখা দিলেন, সেদিন তিনি কিছু বলিয়াছিলেন?

মা। না শুধু চোখের ইসারা করিয়া আশ্রম দেখাইয়াছিলেন অর্থাৎ ঐ আশ্রমে ইহাদিগকে যে এইরূপে দেখিতে পাইব তাহাই ইঙ্গিতে বলিয়া গেলেন।

আমি। আর ব্রহ্মচারী বেশে আসিয়া তিনি কি বলিয়া গেলেন?

মা। ব্রহ্মচারী বেশে আসিয়া কিছু বলেন নাই। ঐ ব্রহ্মচারীকে দেখিয়াই আমি বলিয়াছিলাম, "তুমি যে কে তাহা আমি জানি।" ব্রহ্মচারী বেশে আসিয়া ইহাই জানাইয়া গেলেন যে দুই বিগ্রহ স্বরূপতঃ একই।

আমি। ইহা কি তোমার জানা নাই?

মা।জানা না জানার কথা হইতেছে না। প্রথমবার যখন পোড়া বিগ্রহ দেখিলাম তখন তিনি বুঝাইলেন যে ঐ রূপেই তিনি আশ্রমে আছেন, অর্থাৎ শ্রীজী এবং বিহারীজী এই দুই মূর্ত্তিতে। পরে ব্রহ্মচারী বেশে তিনি দেখাইলেন যে বিগ্রহ ধ্বংস হইয়া যাওয়ার পর তিনি এই ভাবেই আছেন, অর্থাৎ দুই-ই এক হইয়া আছেন-বাহিরে শ্রীজী ভিতরে বিহারীজী।

এই সব কথা বলিয়া মা বলিলেন, "একটা কথা তোমাদিগকে বলিয়া রাখি, আজ খাওয়া দাওয়ার পর বিন্ধ্যাচলে চলিয়া যাইতে পারি। সেখানে আজ রাত্রিটা থাকিয়া কাল আবার এখানে ফিরিয়া আসিব।" এই বলিয়া মা উঠিলেন।

কর্ম্মফল এবং নিয়ন্ত্রণের মূলসূত্র—

২৬শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার (ইং ১০/৩/৫৩)

গতকল্য রাত্রিতে মাকে বলিয়াছিলাম, "মা, বৃন্দাবনে তুমি যে বিগ্রহের দগ্ধ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলে উহা ত বিগ্রহ নষ্ট হইবার পূর্ব্বেই দেখিয়াছিলে; কাজেই একথা বলা যায় যে যাহা পূর্ব্ব হইতে নিয়ন্ত্রিত ছিল তাহাই ঘটিয়া গিয়াছে। ইহার জন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায়না।"

মা। কর্ম্মফল এবং নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দূরত্ব কত? উহার উত্তরে আমি কিছু বলিলে মা বলিলেন, "তুমি এই প্রশ্ন গোপীবাবাকে জিজ্ঞাসা করিও। ইহার উত্তর আমি পরে দিব। তোমরা কি ভাবে সমাধান কর তাহা দেখিয়া লই, পরে এ শরীরের যাহা বলিবার তাহা বলিবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ গোপীবাবার সঙ্গে ঐ প্রশ্নের আলোচনা করিলাম। তিনি প্রশ্নের উত্তরটি আমাকে লেখাইয়া দিলেন। বিষয়টি রহস্যময় বলিয়া সর্ব্ব সাধারণের অবগতির জন্য উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে জগতে যে কার্য্য কারণ ভাবের (Causality) খেলা দেখিয়া থাকি তাহা এক হিসাবে সত্য হইলেও পূর্ণ ভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ যে কারণে অথবা কারণ সমষ্টি হইতে কার্য্য উৎপন্ন হইবে তাহা উপস্থিত থাকিলে এবং কোন প্রকার প্রতিবন্ধক না থাকিলে যথা সময়ে সেই কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন বিশিষ্ট কারণ হইতে কোন বিশিষ্ট কার্য্য কেন উৎপন্ন হয় তাহার মীমাংসা লৌকিক দৃষ্টিতে করা যায় না। লৌকিক দৃষ্টিতে শুধু ইহাই জানিতে পারা যায় যে, যে কারণে যে প্রকার কার্য্য উৎপাদনের শক্তি নিহিত থাকে সেই কারণ হইতে প্রতিবন্ধক না থাকিলে সেই প্রকার কার্য্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অন্যরূপ কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারেনা। কারণে ঐ প্রকার শক্তি নিহিত আছে কিনা তাহা ব্যবহার হইতে এবং ব্যাপক অনুভূতি হইতে জানিতে পারা যায়। অবশ্য প্রতিবন্ধক কারণ থাকিলে ঐ অন্তর্নিহিত শক্তি থাকিয়াও স্তম্ভিতবৎ হয় এবং কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না। যেমন অগ্নিতে দাহিকা শক্তি আছে এবং সেই জন্য অগ্নি দাহ্যবস্তুকে সংস্পর্শ দ্বারা দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু মন্ত্র শক্তি অথবা কোন দ্রব্য বিশেষের সাহায্যে দাহিকা শক্তি স্তম্ভিত হইলে অগ্নি বিদ্যমান থাকিয়াও দাহ কার্য্য করিতে পারে না। প্রতিবন্ধকটি অপসারণ করিলে অগ্নির ঐ স্বাভাবিক শক্তি পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়।

কিন্তু অগ্নিতে দাহিকা শক্তি এবং বিভিন্ন প্রকার বস্তুতে বিভিন্ন প্রকার শক্তি নিহিত থাকিবার মূল রহস্য কি? অর্থাৎ বস্তু শক্তির মূল প্রস্রবন কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে জড়বাদী যে সকল সমাধান প্রদর্শন করেন তাহা চরম সমাধান নহে। কারণ ঐ সমাধানের পরেও প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে কোন বস্তুর শক্তির কারণ বৈজ্ঞানিক মতে বস্তুর মূল অবয়ব সকলের পরস্পর সন্নিবেশ মানিয়া লওয়া যায়। ইহাকে তাহারা Collocation বলেন। আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রকার সংস্থান ভেদ নাম দিয়া এই সন্নিবেশের কথা বলিতেন। সন্নিবেশের উপাদান এক হইলেও সন্নিবেশের তারতম্য হইতে যে শক্তির অভিব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার হয় তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হয় যে সংস্থান বা সন্নিবেশের তারতম্য হয় কেন? এই জন্য বস্তু শক্তির মূল কারণ নির্ণয় এই সিদ্ধান্তও অধিক দূর সাহায্য করিতে পারে না।

ঋষিগণ বলিয়াছেন আদি সৃষ্টিতে সত্য সঙ্কল্প পুরুষের সঙ্কল্প অনুসারেই বস্তু সকল বিভিন্ন প্রকার শক্তি সম্পন্ন রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। মহাকল্পের আদিতে সঙ্কল্পময় পুরুষের এই আদিম সঙ্কল্পই প্রাকৃত জগতে বস্তুশক্তি রূপে এবং প্রকৃতির নিয়মরূপে পরিচিত। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে এই প্রসঙ্গে বশিষ্ঠদেব কা আলোচনা করিয়াছেন। এই আদি সঙ্কল্পকেই তিনি নিয়তি নাম দিয়াছেন। বস্তুতঃ এই আদি সঙ্কল্প ও স্বভাব ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সৃজ্যমান প্রাণিবর্গের ব্যষ্টি ও সমষ্টিভূত প্রাক্তন কর্ম্ম সংস্কার ইহারই অন্তর্ভুক্ত। কালের রাজ্যে পূর্ব্বাপর ক্রম প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ দেশগত ভাবেই হউক অথবা কালগত ভাবেই হউক অথবা বস্তুগত ভাবেই হউক একটির পর আরেকটি অবশ্যম্ভাবী রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেরটিকে কারণ বলিলে পরেরটিকে কার্য্য বলিতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যাহাকে কারণ বলা হইতেছে তাহাও একপ্রকার কার্য্য, কারণ তাহারও পশ্চাতে অপর কারণ আছে এবং যাহাকে কার্য্য বলা হইতেছে তাহাও একপ্রকার কারণ কেননা তাহা হইতেও পুনর্ব্বার কার্য্য আবির্ভূত হয়। এই নিরবচ্ছিন্ন কার্য্যকারণ প্রবাহের মধ্যে যে নিয়ত সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহারই নাম নিয়তি। ইহা প্রতি কারণেই অনুরূপ কার্য্য উদ্ভাবি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবার পক্ষে সাহায্য করে। ইহা মূলে না থাকিলে কার্য্য কারণের শৃঙ্খলা থাকিত না এবং কোন প্রকার জাগতিক ব্যবহার নিষ্পন্ন হইত না।

স্থূলের কার্য্য কারণ ভাব সাধারণতঃ অল্প অল্প জানিতে পারা যায়। ব্যাপক ও সূক্ষ্ম দর্শন দ্বারা এই জ্ঞান লাভ হয়। কারণ সাধারণ লোকের পক্ষে কার্য্য দেখিয়াই কারণে নিহিত শক্তির অনুমান করিতে হয়। সাক্ষাৎ ভাবে ফলোন্মুখ শক্তির সত্তা সাধারণ লোকে জানিতে পারেনা।

ব্যক্তিগত ভাবে মনুষ্য জীবনের ঘটনার পরম্পরা এবং বাহ্য জগতের ঘটনার পূর্ব্বাপর শৃঙ্খলা সাধারণতঃ এই নিয়মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। জীব অজ্ঞানে আচ্ছন্ন বলিয়া এই শৃঙ্খলাটি প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়না। কিন্তু যদি প্রাকৃতিক সংবেষ্টন হইতে সে নিজকে মুক্ত করিতে পারে অর্থাৎ যদি দেহাত্ম বোধ হইতে মুক্ত হইয়া আনুষঙ্গিক বিকারের ঊর্দ্ধে অবস্থিত হইতে পারে তাহা হইলে সেও এই কার্য্য কারণের অনন্ত বৈচিত্র্যময় জালটি দেখিতে পারে। কিন্তু তটস্থ দ্রষ্টা বলিয়া এবং অভিমান রহিত বলিয়া উহা দ্বারা সে বিচলিত হয় না। এই অর্থে দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন সব কিছু পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট অথবা পূর্ব্ব হইতেই নিয়ন্ত্রিত। যাহা হইবার তাহাই হইয়া থাকে; অর্থাৎ আদি স্রষ্টার সঙ্কল্পই বিভিন্ন ধারাতে কার্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলামাধুরী

—স্বামী নির্ম্মলানন্দ গিরি

আনন্দ-পীঠিকা

মাতৃদেবো-ভব

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মার মাতা মোক্ষদাসুন্দরী দেবী পরবর্ত্তী জীবনে যার সন্ন্যাস নাম হয় মুক্তানন্দ গিরি তাঁর জীবন বৃত্তান্ত বিষয়ে পাঠকবর্গকে কিছু না জানালে, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও পরিচিতি না দিলে শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যলীলা কাহিনী অপূর্ণই থেকে যায়। যে পবিত্র আধারকে আশ্রয় করে এই মহান বিভূতির জগতে মহাপ্রকাশ হয়েছিল সে বিষয়ে এখানে কিছু কিছু সংক্ষেপে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মার গর্ভধারিণী মা বলে ভক্ত সমাজে এবং শিষ্য সমাজে মোক্ষদাসুন্দরী দেবী সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের, আদরের 'দিদিমা' বলেই সম্বোধিত হতেন।

স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজীর (দিদিমার) পূর্বাশ্রমের নাম ছিল বিধুমুখী দেবী অপর নাম মোক্ষদাসুন্দরী। মোক্ষ এবং মুক্তি দুটি একই কথা। যিনি পূর্ব্বাশ্রমে মোক্ষদাসুন্দরী তিনি সন্ন্যাস আশ্রমে হলেন মুক্তানন্দ গিরি।

মোক্ষদাসুন্দরী দেবীর জন্ম ১২৮৪ সালের বৈশাখ মাসে কোন এক রবিবারে হয়। জন্মস্থান ছিল সুলতানপুর গ্রামে। (বর্তমান বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত)। মোক্ষদাসুন্দরী দেবী দীর্ঘজীবী ছিলেন। তাঁর জীবন তিন অধ্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। ১২ বছর পিত্রালয়ে কুমারী জীবন, পরে পঞ্চাশ বছর গার্হস্থ্য আশ্রম-জীবন, শেষ বত্রিশ বছর সন্ন্যাস আশ্রম জীবন। মোক্ষদাসুন্দরী দেবীর পিতৃদেব পুজ্যপাদ রমাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই সুলতানপুর গ্রামেরই বাসিন্দা ছিলেন। ভরদ্বাজ গোত্রীয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি, সদাচার এবং সহৃদয়তার জন্য গ্রামে সর্বজন পূজ্য ছিলেন। ধীর স্থির গম্ভীর প্রকৃতির হলেও গ্রামের সকলের ছিল তাঁর কাছে অবাধ গতি। পল্লীবাসিগণ পরামর্শের জন্য তাঁর শরণাপন্ন হত। সকল কাজেই তাঁর বলবুদ্ধির ওপর সকলে ভরসা রাখত। রমাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় বেশ ধনী ব্যক্তি ছিলেন। যদিও প্রধানতঃ অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন কাজেই ব্যপৃত থাকতেন প্রাচীন গুরু কুলের ধারাকে অবলম্বন করে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁর বাড়ীতে টোল ছিল। বহু ছাত্র ও অধ্যাপকগণ সেই টোলকে আশ্রয় করে অধ্যয়ন ও অধ্যপনা করতেন, এবং সকলের সঙ্গেই তাঁর একটা আন্তরিক সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল।

বাড়ীতে সদর-মহল, অন্দর-মহল, ফলের বাগান, ফুলের বাগান, শ্যামল তৃণে আচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ সর্বত্র স্বাচ্ছন্দ ও লক্ষীশ্রী ছিল। তপোবন সুলভ সাত্ত্বিক পরিবেশ শান্তি ও অনাবিল পবিত্রতা সদাই বিরাজ করত। অথচ জন-জনার্দনের সমাগমে বাড়ীটি মুখরিত থাকত। তখনকার দিনে দোল-দুর্গোৎসব ইত্যাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পার্বন উপলক্ষ্যে পল্লীবাসিগণ রমাকান্ত ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে আগমন করতেন। ভট্টাচার্য্য বাড়ীর দুর্গাপূজার বৈশিষ্ট্য ছিল পবিত্রতা, সাত্ত্বিকতা ও আন্তরিকতা। জাকজমক ও ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী ছিল না কিন্তু সাচ্ছন্দ্য এবং লক্ষীশ্রী বর্ত্তমান ছিল। রমাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঋষি পন্থায় গৃহস্থ আশ্রমজীবন যাপন করতেন। গৃহ দেবতা ছিল জাগ্রত লক্ষী-নারায়ণ শিলা।

রমাকান্ত ভট্টাচা মহাশয়ের সহ-ধর্মিণী ছিলেন হরসুন্দরী দেবী। এই পুণ্যবতী রমণীর অষ্টম গর্ভের সন্তান ছিলেন মোক্ষদাসুন্দরী দেবী।

মোক্ষদাসুন্দরী দেবীর শৈশব–

মোক্ষদাসুন্দরী দেবীর যে পরিবারে জন্ম এবং যে পরিবারে তাঁর বাল্যকাল ও শৈশব কেটেছিল তা ছিল খুবই সাত্বিক এবং আনন্দ ও বৈভবে পরিপূর্ণ। তিনি খুবই শান্তশিষ্ট বালিকা ছিলেন। কখনও কারও সঙ্গে কলহ হয়নি তাঁর। সকলের সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহার করতেন। সকলকে ভালবাসা দিতেন ও পেতেন। বাজে কথায় কিম্বা বাজে আলোচনায় যোগ দিতেন না। সুযোগ পেলে নির্জনে একাকী থাকতে ভালবাসতেন। বারব্রত পালনে ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং পূজাদি ব্যাপারে গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল ঈশ্বর বলে একজন আছেন যিনি দয়াময় করুণাময় জগতের পালনকর্তা। অনেকদূরে হিমায়লয় আদি কোন স্থানে গেলে তাঁর সাক্ষাৎলাভ হতে পারে। এই ছিল তাঁর বালিকা বয়সের ভাবনা ও ক্রিয়া কলাপ।

বিদ্যালয়ের শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ তাঁর ঘটেনি কিন্তু বাল্যকালেই নিষ্ঠা সহকারে রামায়ণ ও মহাভারতের সকল কথা ও কাহিনীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। বিদ্যাশিক্ষা তেমন না হলেও উত্তর জীবনে তিনি প্রাণের আবেগে অতি সহজ সরল ভাষায় অনেক ভক্তিমুলক, বৈরাগ্যমূলক গান রচনা করেছেন। ঐটি পরবর্ত্তীকালে 'সাধন সঙ্গীত' পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে। মোক্ষদাসুন্দরী দেবীর জীবন খুবই সুখময় ছিল। বাপ-মায়ের আদরের ছোট মেয়ে। স্বচ্ছল সংসার, বাড়ীতে বাগান, পুকুর, মাঠ, গাছপালা। পূজো-পার্ব্বণ উপলক্ষে বাড়ীতে আনন্দের স্রোত। কিন্তু এই সুখময় অধ্যায়টি অতি সংক্ষিপ্ত। অল্প বয়সে তার পিতৃ বিয়োগ ও মাতৃ বিয়োগ হয়। হরসুন্দরী দেবীর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর জ্যেষ্ঠবধূর কাছে বিধুমুখীকে সমর্পণ করে গিয়েছিলেন। স্নেহময়ী এই ভ্রাতৃবধূ ননদিনীকে আদর করে সম্বোধন করতেন 'ছোট ঠাইন' বলে।

বিবাহ

১২৯৬ সালে প্রথম পর্বে মোক্ষদাসুন্দরী শুভবিবাহ বিদ্যাকূটের বিখ্যাত কাশ্যপ বংশীয় শ্রীবিপিন বিহারী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত হয়। বিবাহের পর নতুন পরিবেশ, নতুন আত্মীয়-স্বজন, নতুন ধরনের দায়িত্ব, জীবনধারার আমূল পরিবর্তন। কিন্তু মোক্ষদাসুন্দরীর জীবনে যিনি স্বামীরূপে এলেন তিনি আপনভোলা, অনাসক্ত, উদাসীন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কাজেই অর্থ উপার্জ্জনের ব্যাপারে স্বামীর নির্লিপ্ততা ও নিরুৎসাহ থাকায় পিত্রালয়ের স্বচ্ছলতার মধ্যে লালিত এই নববধূর জীবনে এল দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম। এই সংগ্রামে তিনি সর্বতোভাবে জয়ী হয়েছিলেন। দারিদ্র্য তাঁকে কষ্ট দিতে পারেনি।

মোক্ষদাসুন্দরীর দ্বিতীয় সন্তান নির্মলাসুন্দরী। তিনিই শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা। পরে বহু সন্তানের জননী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়েও এবং তাদের বিয়োগে কাতর হয়েও মোক্ষদাসুন্দরীর পরবর্ত্তী জীবনে তাঁর প্রধান আকর্ষনের কেন্দ্র বিন্দু হল জগৎ জননী আনন্দময়ী মাতা।

দিদিমার সংসার জীবন যাত্রার মান ছিল সাদাসিধে-সেখানে বিলাসিতার কোন স্থান ছিল না। সংসারের যাবতীয় কাজ নিজেই করতেন নিজের হাতে-যেমন ঘর ঝাড়া, বাসন মাজা, জল তোলা, রান্না করা ইত্যাদি। এছাড়া প্রচুর ছিল নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম। নিজেদের একটু জমি ছিল তাতে ধান চাষ হত সেই ধান থেকে চিড়ে মুড়ি তৈরী করতেন। সর্বদা কিছু না কিছু কাজে নিযুক্ত থাকতেন। নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ ছিল না। সকলের আহারের ব্যবস্থা করে যতটুকু থাকত তাই তিনি যথেষ্ট মনে করতেন। অতিথি -অভ্যাগতের সেবায় কোন ত্রুটি করতেন না। নিজে অনাহারে থেকেও তাদের আহার যোগাতেন। ঠাকুর সেবাতেও তাঁর যথেষ্ট রুচি ও শ্রদ্ধা ছিল। উত্তর জীবনে তাঁর পুত্রের নীরোগের জন্য ঠাকুর স্বয়ং বালকরূপে দর্শন দিয়ে "এক পয়সার হরির লুট দাও"-এ কথা তাঁকে বলেছিলেন এবং তিনি সেই অনুসারে হরির দেওয়ায় পুত্র নীরোগ হয়েছিল।

১৩৩১ সালে মাকে কেন্দ্র করে শাহবাগে যে আনন্দ চক্র গড়ে উঠল মায়ের আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে দাদা মহাশয় ও দিদিমা চিরতরে বিদ্যাকূট ত্যাগ করে ঢাকায় বসবাস আরম্ভ করলেন। এরপর ১৩৪২ সালে তিনি কলকাতায় আসেন। ১৩৪৩ সালে ১লা পৌষ ৭১ বছর বয়সে দাদামহাশয় কলকাতার গঙ্গার তীরে দেহত্যাগ করেন। দাদামহাশয়ের দেহান্তের পর দিদিমার জীবনে পট পরিবর্তন হয়। পিতৃহীন কনিষ্ঠ পু এবং নব পরিণীতা বধূর সংসার যাত্রা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিল। বছর তিনেক তাদের সঙ্গে থেকে দিদিমা তাঁ সাংসারিক কর্ত্তব্য সমাপ্ত করলেন। ১৩৪৫ সালে নির্বাণী আখাড়ার মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রী ১০৮ মঙ্গলগিরি মহারাজ থেকে সন্ন্যাস মন্ত্র আনন্দময়ী মার সামনে গ্রহণ করলেন। সেদিন ছিল বিষুব সংক্রান্তি (চৈত্র সংক্রান্তি)। পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি অতিবাহিত প্রায়। মঙ্গলানন্দগিরি মহারাজের পুত আশ্রমে সমবেত হয়েছেন মা, দিদিমা ও অন্যান্য কয়েকজন। গভীর রাত্রি গম্ভীর পরিবেশ। রাত্রি তখন প্রায় তিনটে একটি বৃক্ষমূলে ঝুপড়ির মধ্যে চলছে দিদিমার দীক্ষার অনুষ্ঠান। বিরজা হোমের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হল আত্মীয়-স্বজন কামক্রোধাদি সবই স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দেওয়া হল। মঙ্গলাগিরি মহারাজ দিদিমাকে বুঝিয়ে দিলেন সন্ন্যাসের মন্ত্রের অর্থ। পরে বললেন-"বেটি তোকে যা কিছু দেবার সবই আমি দিলাম।"

আশ্রম প্রাঙ্গনে যজ্ঞ–হুতাগ্নির সমুখে সমাসীনা তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা মোক্ষদাসুন্দরী। তাঁর পরিধানে হোমশিখাসম বর্ণোজ্জ্বল গৈরিক বসন মুন্ডিত মস্তক সন্ন্যাসের নাম হল মুক্তানন্দগিরি মহারাজ। নব-বর্ষের নবপ্রভাতে শুরু হল দিদিমার সন্ন্যাস জীবনের নব অভিযান। যেমন জ্বলন্ত অগ্নির সংস্পর্শে এক একটি প্রদীপ জ্বলে উঠে সেই প্রদীপ আবার শত শত প্রদীপ জ্বালাবার শক্তি ধারণ করে। শ্রীশ্রী মঙ্গলগিরির আশ্রমে আত্মশক্তি লাভ করে মুক্তানন্দগিরি মহারাজও গুরুর গৌরবান্বিত আসন অধিকার করার যোগ্যতা অর্জন করলেন।

গুরু-রূপিণী দিদিমা

পিতৃকুল ও পতিকুলের গুরু পরম্পরা, স্বামী গৃহী হয়েও বৈরাগ্যবান ভগবৎপ্রেমী। গুরু প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীশ্রী১০৮ মঙ্গলানন্দগিরি মহারাজ। কন্যা স্বয়ং জগৎজননী শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা। এহেন শুভ সংযোগের তুলনা কোথায়? মুক্তানন্দগিরি মহারাজ সত্যই জগৎগুরু লাভের উপযুক্ত ছিলেন। জীবনের অন্তিম সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর্য্যন্ত মায়েরই নির্দেশে বহু নরনারীকে দীক্ষাদান করে অমর পথের সন্ধান বলে দিয়েছেন। গুরুগিরির অহঙ্কার তাঁর বিন্দু মাত্র ছিল না। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বিন্দুমাত্র করেননি। সমভাবে সকলের কেল্যাণ সাধন করেছেন। তাঁর আন্তরিকতা ও স্নেহের তুলনা ছিল না। সদা সর্বদা শিষ্যদের কল্যাণে তিনি জপে মগ্ন থাকতেন। কথা তিনি খুব কম বলতেন। সন্ন্যাস জীবনের সব দিনগুলি মায়ের সঙ্গে ছায়ার মত কাটিয়ে দিয়েছেন। দিদিমা শুধু আনন্দময়ী মার জননী বলে নয় তিনি নিজের মহিমায় নিজে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর নিজের ধৈর্য অপরিসীম ছিল। ঘন্টার পর ঘন্টা দিনের পর দিন মুক্তানন্দগিরি সৎসঙ্গে মায়ের পাশে বসে থাকতেন। মুখে একটি কথা নেই। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোন চঞ্চলতা নেই, স্থির দৃষ্টিতে কন্যার দিকে চেয়ে থাকতেন। অদ্ভুত এই চরিত্র। তাঁর সন্ন্যাস জীবন বাইরের দিক থেকেছিল কর্মহীন, বৈচিত্রহীন, কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করে গেছেন।

গীতার স্থিত প্রজ্ঞ প্রকরণের উপসংহারে ভগবান বলেছেন–"যিনি সকল কামনা পরিত্যাগ করে নিস্পৃহ নির্মম ও নিরহঙ্কার হয়ে বিচরণ করেন তিনিই শান্তি লাভ করেন।" এই ভগবৎ বাণীকে স্মরণ করে আনন্দময়ী মা দিদিমার সম্বন্ধে বলেছেন–"আমি, আমার ও আমিত্ব এদিকেও যেন নির্মূল। গীতার উক্ত শ্লোকটির বিস্তারিত ব্যাখ্যাই দিদিমার পুণ্যময় জীবন।"

মহাপ্রয়াণ

১৩৭৭ সালের ২২শে শ্রাবন মুক্তিক্ষেত্র হরিদ্বারে শ্রীমৎভগবত পারায়ণ চলেছে। মধ্যরাত্রে শয্যাশায়ী দিদিমার শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হল। মা দিদিমার বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন। দিদিমার নিমীলিত নয়ন যুগল ক্ষণকালের জন্য উন্মীলিত হল এবং দৃষ্টি স্থির হল মায়ের প্রতি। তারপরে আবার চোখ বন্ধ করে হাতদুটি উপরের দিকে তুললেন আনন্দময়ী মার বিস্তৃত কর কমলের ওপরে। তাঁর পঞ্চভৌতিক দেহ ঝরে পড়ল অনন্তের মধ্যে মিশে গেল। ২৩শে শ্রাবন প্রাতঃকালে গিরিজীর দেহ কনখল আশ্রমে আনা হল। যথারীতি স্নান অভিষেক–আরতি সমাপন করে আশ্রমের উদ্যানে সন্ন্যাসীর নিয়ম অনুসারে তাঁর মর্মর দেহ প্রস্তর পেটিকায় উপবিষ্ট অবস্থায় সমাহিত করা হল। নামরূপধারী দিদিমা ব্রহ্মলীন হয়েছেন। মর্ত্তবাসী আর দেখতে পাবে না তাঁকে। তবে এখনও ভক্তজনের স্মৃতি পটে জ্বল জ্বল করছে সেই শান্ত স্নিগ্ধ সুন্দর মূর্ত্তি সেই মুন্ডিত মস্তক উন্নত ললাট আয়ত লোচন ওষ্ঠাধরের সেই মঞ্জু হাস্য বদন মন্ডলে সেই করুণাময়ীর করুণা।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মরণাঞ্জলি

শ্রী শ্রী হরিবাবার মহাপ্রয়াণ

—কুমারী চিত্রা ঘোষ

১লা জানুয়ারী, ১৯৭০—

মা ও আমরা সকলে দুপুরে হরিবাবাকে নিয়ে কাশী পৌঁছালাম। কাশী আশ্রমের গলি ফুল দিয়ে অপূ সাজানো। কত জল্পনা-কত কল্পনা। হরিবাবা মায়ের আশ্রমে দুই মাস থাকবেন। হরিবাবার হার্টের অবস্থ ডাক্তারদের মতে এখন তখন ছিল। তবে মনে হয় দিল্লী থেকে Train Journey র ধকল যখন সহ্য করতে পেরেছেন তাহলে একটু ভালর দিকে।

গোপাল মন্দিরের তিন তলায় হরিবাবার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা পানুদা করে রেখেছিলেন। হরিবাবাকে Invalid Chair এ করে উপরে উঠানো হল। তাঁর মুমূর্ষু অবস্থা। দুই বেলা মা দেখতে যেতেন। 'বাবা' বলে মা গালভরা ডাকলে হরিবাবা মুচকি হাসতেন। কখনও মা বলতেন—"বাবা, ক্যাসা হ্যায়?" বেনারসের বড় বড় Heart specialist রা মাকে private এ বলেছিলেন—বাবার অবস্থা খুবই critical। মাকে কিছুদিন আগে Delhi আশ্রমে বাবা বলেছিলেন যে "ভগবানের সাক্ষী করে আমি সংকল্প করেছি-শেষ সময়ে আমি মার কাছে থাকব। মা তুমি আমায় ভুলো না।" কাশীর মুক্তিক্ষেত্রে বাবা শেষ সময় মার কাছে থাকেন হরিবাবার শিষ্যদের মধ্যেও অনেকরই ইচ্ছা। কিন্তু এত বড় Journey এই দুর্বল অবস্থায় করা—সাহস করে কাশী আনার কথা কে বলবে? এবারে যখন মা Delhi গেলেন বাবার অবস্থা একটু ভাল দেখে মা বললেন- -"এই শরীর সঙ্গে করে বাবাকে কাশী নিয়ে যাবে।"

পূর্বে তিনবার মা অলৌকিক ভাবে হরিবাবাকে জীবনদান করেছেন—একথা সবারই জানা। হরিবাবার মৃত্যুর পরে মার মুখে আমরা শুনেছি-'কিছুদিন আগে নৈমিষারণ্যে হঠাৎ মার খেয়াল হল বাবার শেষ সময় উপস্থিত। খেয়াল হল-"বাবা, তুমি যেওনা। এই শরীরটার কাছে আরো ২৫দিন থাকো।" মা পানুদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, Time কত? পানুদা বললেন-'সকাল ৯টা।' নৈমিষারণ্যে সেই দিনের তারিখ হচ্ছে ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯। সেই থেকে ২রা জানুয়ারী, ১৯৭০ সকাল ৯টা পর্যন্ত মা মেয়াদ বাড়ালেন। কিন্তু হরিবাবা মহাপ্রয়াণ করেন ৩রা জানুয়ারী রাত ১-৪০ মিঃ। আরো ২৪ ঘন্টা মার খেয়ালে বেড়েছিল।

৩রা জানুয়ারী সকাল থেকেই মা গম্ভীর। বাবা মাঝে মাঝে তাঁর প্রধান শিষ্য হরেকৃষ্ণকে বলছেন, 'চলো চলো।' সন্ধ্যা বেলা হরেকৃষ্ণ মাকে খবর দিলেন বাবার খুব কাশি হচ্ছে। মা সেই সন্ধ্যে ৬টা থেকে বাবার ঘরে ঢুকলেন, আর বেরোন নি। মা আমাদের এককে বার সরিয়ে দিচ্ছেন—যে নীচের হলে গিয়ে নাম কর, কীর্তন কর। হলে "শ্রীরাম জয়রাম-জয় জয় রাম" কীর্তন হচ্ছিল। হরিবাবার ঘরে বিভুদা, কান্তিভাই প্রভৃতি সাধুরা দাঁড়ানো ছিল। বাবার মুখে oxygen funnel লাগানো। মা বেশী সময় বাবার খাটের কাছেই দাঁড়ানো, বাবার হাতের উপর মার হাত রাখা। মাঝে মাঝে বাবার কানের কাছে মুখ নিয়ে মা বলছেন- "শ্রীরাম জয়রাম জয় জয় রাম।" মা জিজ্ঞাস করছেন-"বাবা, ক্যয়া কষ্ট হ্যায়?" বাবা বলে ডাকাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিবাবা খুব অস্পষ্ট ভাবে কিছু বলছেন বলে মনে হয়। দিদি (গুরুপ্রিয়া) দিদিমা সবাই ঘরে রাত ১০টা অবধি ছিলেন। বড় Heart Specialist এসে বলে গেলেন Injection শরীরে ঢুকছেনা—আর কোন আশা নেই। মা বাবার শিষ্য হরেকৃষ্ণকে বললেন, "একটু তুলসী পাতার রস আদা মধু মিলিয়ে কাপড়ে ভিজিয়ে বাবার জিহ্বাতে বুলিয়ে দাও। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।" রাত ১২টার পরে মা দিদি ও দিদিমাকে বললেন তাঁদের ঘরে চলে যেতে। মা চেয়ারে বসা। আমি ও পুষ্প লুকিয়ে মার চেয়ারের পেছনে বসে আছি। রাত ১টা বাজল। মা উঠে আবার বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। মা 'বাবা' বলে আবার ডাকলেন। বাবার কোনও সাড়া নেই। নারায়ণ স্বামীজীর দিকে চেয়ে মা মাথা নাড়লেন। মা হরেকৃষ্ণকে পাশের ঘর থেকে ডেকে পাঠালেন। আমি, পুষ্প, উদাস তখন সাধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেছি। মা বাবার খাটের ডানদিকে দাঁড়ানো। মা ইশারা করে দেওয়াল থেকে বড় গৌর নিতাইর ছবি খুলে নিয়ে বাবার বুকের উপর রাখলেন। মার হাত বাবার হাতের উপর রাখা। হঠাৎ দেখি বাবার বন্ধ চোখ দুটি খুলে গেল উর্দ্ধ নেত্র। মার অপূর্ব চেহারা চাউনি। বাবা মার দিকে তাকিয়ে গৌর নিতাইর ফটোর দিকে তাকিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

তারপর হরেকৃষ্ণর কি কান্না, কি চিৎকার। কি আর্তনাদ। রাম রাম বলে কি আর্তনাদ। মার চোখ দুটি বন্ধ। হরেকৃষ্ণ মার পায়ের কাছে বসে উপুর হয়ে কাঁদছে। মা বলছেন—"ওরে ওঠ। তুই কাঁদছিস কেন? আমি ত বাবাকে নিয়ে নিয়েছি। বাবা সর্বময় ব্যপ্ত হয়ে আছেন। তুই বললি—'আপনি বাবাকে ছুঁয়ে থাকুন ছাড়বেন না।' এই শরীর তাই করেছে। বাবার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হোল। এই শরীরটাকে বাবা এত বছর বেঁধে রেখেছিল। বাবা কি কোথাও যায়? এই শরীরটা বাবাকে নিয়ে নিয়েছে।"

২।৩ দিন পরে গোপীবাবা যখন মার কাছে এলেন—মা বললেন—যে ভাইজীর মৃত্যুর সময় ভাইজীর মাথা স্পর্শ করে মা বসেছিলেন, আর বাবার শেষ সময় বাবার দেহ স্পর্শ করে দাঁড়িয়েছিলেন। আর এরূপ কখনও হয়নি। মার স্পর্শ পেতে পেতে প্রাণত্যাগ করেছেন। তারপর পরমানন্দ স্বামীজীকে ঘরে রেখে নীচে নেমে এলেন। স্বামীজী বাবাকে সুখাসনে বসিয়ে বাবাকে পাগড়ি বেঁধে বাবার মুখ একটু খোলা ছিল, তা বন্ধ করে দিলেন। সন্ন্যাসীদের এই ভাবে সমাধি দেওয়া হয়। পরে শরীর stiff হয়ে গেলে বসানো যায় না। তাই তখনই বসানো হয়। তারপর আড়াই ঘন্টার ভেতরে পানুদা সব বন্দোবস্ত করে ফেললেন। হরেকৃষ্ণর ইচ্ছা বাবাকে 'বাঁধ' এ স্থূল সমাধি দেবে। ফুলের মালা দিয়ে বাবাকে সাজানো হল। ফটোগ্রাফার দিয়ে Photo তোলা হোল। মা দিদিকে বললেন আরতি করতে। দিদি আরতি করতে করতে কেঁদে অস্থির। কন্যাপীঠের মেয়েরা সারারাত কীর্তন করছে। মার সান্নিধ্যে এইরূপ মৃত্যু এটা যেন এক উৎসব। ভোর ৪টার সময় গোপালের মন্দিরে উষা কীর্তন শুরু হল। হরিবাবা ও মার আশ্রম থেকে বিদায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। বাবার দেহ পাঁজা কোলা করে শিষ্যরা নামিয়ে আনল। এনে গাড়ীতে বসাল। মা আমাদের সাথে গোপাল মন্দিরের সামনের রাস্তায় দাঁড়ানো। আমরা হরিবাবার দেহে পুষ্প বৃষ্টি করলাম। হরেকৃষ্ণ ভীষণ কাঁদছিল। মা তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন—'এমন বাবা এ শরীরের আর হবে না। যা তুই শান্ত হয়ে বাবার সব কাজ করে ফেল।" স্বামীজীকে মা বাবার দেহের সাথে বাঁধে পাঠিয়ে দিলেন। ৩রা জানুয়ারী বাবা দেহ রাখলেন। ৬ই জানুয়ারী বাবার স্থূল সমাধি হবার কথা। মাকে ওরা যাবার জন্য অনেক করে বলে পাঠিয়েছে—কিন্তু অত্যধিক ভীড়ের জন্য মাকে সবাই মানা করায় মা গেলেন না।

বাবার মৃতদেহ নেবার পর মার ঘরে সন্ধ্যে ৬টা অবধি কেবলই কি আত্মসমর্পণ কি মাতৃগত প্রাণ—এ সব কথাই হচ্ছিল। এবার যখন হরিবাবা Delhi আশ্রমে ছিলেন—বারবার বলতেন, "যতক্ষণ না আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মার কাছে নেবে আমি অন্নজল ত্যাগ করে থাকব। আমরা মার আগে পৌঁছে গেছি Delhi আশ্রমে। আমাদে সঙ্গে মার বিছানা পৌঁছে গেছে–সেই খবর শুনে হরিবাবা আনন্দে আত্মহারা। কেবলই বলছেন–"মা বিছানা এসে গেছে-এবারে মা এসে যাবেন।"

কি যে পেয়েছিলেন মার মধ্যে বাবাই জানতেন। এত বড় মহান তপস্বী–মার জন্য কি ব্যাকুলতা। বালকের মত ভাব। কোন সংকোচ নেই। মার জন্য একেবারে পাগল–আত্মহারা। কত কথা মনে হয়। এ সেদিন ও পুনা আশ্রমে হরিবাবাকে নিয়ে কত কীর্তন, কত সৎসঙ্গ, কত আনন্দ। মাকে হরিবাবাই প্রথ সাধুদের সঙ্গে ঘড়ির ঘন্টা বেঁধে বেঁধে Time এ time এ মাকে বসাতে শিখিয়েছেন। বৃন্দাবনে দেখে হরিবাবার আশ্রমে–বাবা খুশি হয়ে বললেন–"মা Time এ time এ রাসলীলা মহাপ্রভুর লীলাতে যোগদা করেন।"

আজ হরিবাবা নেই–এ কথা ভাবতেও চোখে জল এসে যায়।

মাতৃবন্দনা

–চিন্ময় মুখোপাধ্যায়

রাগ তিলক কামোদ — তাল কাহারবা

তুমি জগন্ময়ী মা, (মাগো) আনন্দময়ী।
তুমি যোগেশ্বরী, রাজরাজেশ্বরী, অরূপরূপিনী মা॥
তুমি মা সর্ব্বানী ত্রিলোকতারিণী ভুবনমোহিনী জগজ্জননী,
অসুরদলনী, অভয়দায়িনী তুমি মোদের ত্রাতা মা॥
অরূপ তোমার ওগো মধুমাখাবাণী
বুঝিনা তবস্বরূপ ওগো লীলাময়ী॥
করুণাময়ী মাগো, কৃপা করো মোরে নিয়ে চলো মাগো সেই অভয়ধামে,
তুমি ছাড়া মোর কেবা আছে আর জয় মা জয় মা জয় মা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমকালীন দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতর পর)

—ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী

গান্ধীজীর আশ্রমে মা মাত্র আটঘন্টা অবস্থান করেছিলেন। স্বল্প কাল অবস্থান, বলা বাহুল্য সকলেরই চোখে পড়েছিল। এ সম্পর্কে হরিরামজীর দৃষ্টি অনুসরণ করা যেতে পারে —

"From Wardha to Itarsi, I travelled with Mataji in a first ciass compartment. Thus I could get ample time to discuss with Her in private Her strange behaviour during Her short stay at Sevagram. It puzzled me that She did not give Bapuji the necessary help to understand Her real *Swarupa* (Nature) and philosophy. This had been the great desire of both Bhaiji and Bhayyaji. Mataji told me many things about the doctrine of non--violence as propagated by Bapuji.

I wanted to communicate to him through a letter all that I had heard from Mataji so that Bapuji might perhaps remodel his future plans of action. Mataji at first did not agree to my suggestion, but when persistently requested, She finally permitted me to do so. She, however, told me that all She had stated was meant for my own personal guidance. I then wrote a letter to Bapuji in the presence of the Divine Mother, and after reading it to Her, despatched it from Lucknow in the first week of March 1942.

I have tried in this letter to give, as far as possible within my own limitations, a correct version of all that I had heard from Mataji in private while travelling with Her in the train. This letter gives in a nutshell some clue to Mataji's teaching, which is universal, and also depicts to some extent Her real Divine Nature. I am confident that a careful reading of the letter with reverence and in a meditative mood will be very helpful to the reader.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

श्री हरिराम जोशीजी द्वारा प्रेषित पूज्य बापू को पत्र।

नजरबाग, लख[illegible]

मार्च, १९[illegible]

श्रीश्री मां शरण्म,

श्री पूज्य बापू जी के चरण में हरिराम जोशी का सादर प्रणाम।

वर्धा से लौटते हुये श्री माताजी को उनके आज्ञानुसार एक एकान्त स्थान में छोड़कर २५ ता० फरवरी को मैं लखनऊ वापस आया। श्रीश्री मां के साथ इस समय ब्रह्मचारी अभय और ब्रह्मचारिणी गुरुप्रिया दीदी है। स्वामी परमानन्द जी देहरादून गये हैं। वे फिर थोड़े दिनों बाद श्री मां के पास जायेंगे। श्री मां ने कहा जब तक वे न कहें किसी व्यक्ति को उनके निवास स्थान का पता न दिया जाय। उनके पास यदि पत्र भेजा जाये तो मैं यहा से उनके पास भेज दूंगा।

आपके अनुरोध करने पर भी श्री श्री मां इस समय वर्धा अधिक नहीं रुकीं; आपसे विज्ञप्ति करके और आपकी आज्ञा लेकर एक छोटी बच्ची के समान हठ करके चली आईं पर मुझे आशा है कि आपका और श्री मां का दूसरे बार का मिलन विशेष महत्व का होगा। इस मिलन से संसार का कल्याण होगा। स्व० श्री भाई जी (श्री ज्योतिष चन्द्र राय जी) ओर स्व० भैय्या जी (श्री सेठ जमना लाल बजाज) की प्रबल इच्छा थी कि इस मधुर मिलन से हम लोगों को श्री मां का असली स्वरूप पहचानने में सुविधा होगी और परमार्थ की तरफ जाने का आनन्द मिलेगा। उनकी यह धारणा थी कि आप जैसे शक्तिशाली महानुभव ही श्री मां के शुद्ध स्वरूप को पहचान सकेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि उनकी यह प्रवल इच्छा अंशमात्र में पूरी हो गई।

वर्धा के स्टेशन पर श्री मां ने श्री भाई राधाकृष्ण जी से आपके लिये एक संदेश भेजा था। राधाकृष्ण भाई ने उस संदेश को आपको सुना दिया होगा। संदेश यह था–(१) अपने घर में अपने पास जाना ही होगा। पिताजी को अगर सबसे छोटी बच्ची को अपने पास लेकर खेलने की इच्छा हो सूचना देवें। यदि पिता जी शरीर को ठीक रखेंगे और ध्यान करायेंगे तो बच्ची पिता जी के गोद में फिर चली आवेगी। श्री मां ने एक बात खाने और कपड़े के विषय में कही। वह इस प्रकार है- –"जो कुछ खाना और पहनना है वह एक ही स्थान से मिलता है। उसी का सब रूप है।" इसी ईश्वर की दृष्टि से श्री मां ने आपसे कहा था–"मैं तुम्हारा ही कपड़ा पहनती हुँ"। श्री माता जी को स्व० कमला नेहरू जी ने खद्दर का कपड़ा दिया था उसको श्री मां ने पहन लिया था।

हर समय श्री माता जी जिस तरह परमार्थ विषयों में बात करती है उसी तरह वर्धा से लौटते

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

हुए रेल में उन्होने एकान्त में बहुत सी बातें मुझसे कहीं–जो विशेष बातें श्री मां के मुखारबिन्द से सुनने का सौभाग्य मुझे इस समय प्राप्त हुआ, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला था। यह सुअवसर आपके मिलने के बाद प्राप्त हुआ जिससे अत्यन्त आनन्द मिला और प्रबल इच्छा हुई कि इन बातों को आपके पास लिख भेजूं। मैने श्री मां से विनती की कि वे उन बातों को आपके पास लिख भेजने की आज्ञा प्रदान करें।

मेरे हठ करने पर श्री माँ ने कहा–"हम सब एक ही तो हैं। मुझसे पूछने की क्या बात है। परमपिता, परम माता, परम पति, परम बन्धु, एक ही तो हैं। वही राम, नारायण, वही कृष्ण, वही महादेवी, शक्ति, वही ब्रह्म, वही आत्मा है। उसी का तो सब कुछ खेल हैं"। श्री माता जी की बात समझने की तो मुझ में शक्ति नहीं है, सुनने व लिखने में कभी कभी बड़ा भारी फर्क भी हो जाता है। मैंने जितना समझा लिख रहा हूं। आपसे मिलने के सम्बन्ध में श्री मां ने मुझे कहा–"प्रेमप्रकाश पिता जी ने बच्ची को बुलाकर प्रेमानन्द से मिल लिया। पिता जी के लिये सब बच्चे जैसे हैं यह शरीर भी एक तरह से वैसा ही है। समदृष्टि से पिता जी को इस बच्ची को भी अपना ही समझना होगा। छोटी से छोटी बच्ची जो यह शरीर है उसको तो और भी अधिक देखना होगा"।

श्री माताजी की और विशेष बातें इस प्रकार थीं–

१. विश्व-प्रेम, अखंड शान्ति, पूर्ण शक्ति से ही प्राप्त होते हैं।

२. सर्वज्ञान अर्थात अखण्डज्ञान के पास सर्वशक्ति का ही प्रकाश रहता है।

३. पूर्ण शक्ति जहाँ विराजमान है वहां तो जो कुछ कर्म स्वरूप से प्रकाश है वह स्वयं सिद्ध है, संकल्प इच्छामात्र से ही सब कार्य सिद्ध हो सकते हैं।

४. आत्मज्ञान एक आत्मा का ही ज्ञान है।

५. ब्रह्म-ज्ञान एकब्रह्म द्वितीयो नास्ति को ही जानना है।

६. ईश्वर के विचित्र चित्र के ज्ञान प्रकाश जो है वह उसी के अर्थात् ईश्वर की अनन्त शक्ति के ज्ञान का प्रकाश है। उसको छोड़कर और कुछ नहीं है। जो वह रहे तो कुछ न रहे। इसके माने यह नहीं है कि कुछ जो है वह अलग है। अलग नाम-रूप जो है वह भी वही है। वे ऐसे विचित्र हैं नाशवान अविनाशी युगपत् रहते हैं, उन्ही में ही ऐसा होना संभव है।

७. ईश्वर निर्गुंण निराकार और सगुण साकार भी हैं। देखो कैसे कैसे सुन्दर रूप में तरह तरह से अपने को लेकर अपनी माया का खेल कर रहा है–विश्वव्यापक ईश्वर की लीला इसी प्रकार तरह तरह से चलती है। वह अनादि है, अनन्त है। वह पूर्ण है; अखण्ड फिर खण्ड भी है। खण्ड और अखण्ड सब कुछ लेकर पूर्ण और अखण्ड है। इन सब बातों को हर समय याद रखने का प्रयत्न

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

करना। प्रतिदिन एक बार यदि इच्छा हो तो उसको पढ़ लिया करो। बच्चे को जैसे अक्षर बोध होने के लिये पहले परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम करने से तो इन बातों का अर्थ समझ में आ जायेगा। प्रश्न भी उत्पन्न हो सकते हैं ओर समाधान भी हो जायेगा।

८. उसका एक तरह रूप मानकर समाधान मत करो। केवल उन्ही को, नानारूप नानाभाव से जो कुछ है उनको ग्रहण करो। लक्ष्य पूर्ण रखना, सारे कार्य पूर्ण मिलेंगे। देखो तो, एक छोटे बट बृक्ष के बीज में छोटे, मध्यम और वृद्ध वृक्ष और बीज अनन्त रूप से कैसे सुन्दर प्रकार से विराजमान है।

९. तुम अपने को जानने की कोशिश करो। अपने को जानने का अर्थ सब कुछ अपने अन्दर पाना है। तुम से अलग और कुछ नहीं है।

१०. अपने शरीर से जैसा प्रेम करते हो वैसे ही सबको अपने शरीर के समान मानना। महानुभव से अपनी की ही सेवा हर एक रूप से हरेक भाव से प्रकाश होती है। पेड़ कहो, चिड़िया कहो, पशु कहो, मनुष्य कहो, जो नामरूप से चाहो कहो, अपनी सेवा ही अपने को करनी होती है।

११. विराट या महान विश्व सेवा जो है वही पूर्ण आकार से करने के लिये पूर्ण शक्तिमान के पास प्रार्थना, जप और ध्यान करने की आवश्यकता है। पूर्ण शक्ति बिना पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती।

१२. किसी तरह का ज्ञान और अज्ञान न रहे इसी को पूर्ण लक्ष्य रखना।

१३. अपने को जड़ बनाकर मत बैठना। सर्वज्ञान के ध्यान का अर्थ जड़ बनना नहीं है। देखो, राम और कृष्ण का कैसा सुन्दर खेल है।

१४. अज्ञान से तो अज्ञान का ही काम बन सकता है। एक बात यह है कि अज्ञान के बीच में उन्हीं की प्रेरणारूप से काम बनता सा दीखता है। दूसरी बात है प्रत्यक्ष जानकर सब काम करना। प्रत्यक्ष में सब कुछ जानने का प्रयत्न करो। प्रत्यक्ष होने के माने हैं अपना वही हो जाना। अपनी सेवा अपने आप करना। उसमें फिर यह नहीं रहता 'द्वन्द्व', द्विधा या झगड़ा।

१५. वह जैसा है वैसा नहीं भी है। है भी नही है, नही भी नही है। उसके भी ऊपर है। वह जो पूर्ण है उसको ऐसे मन बुद्धि से छोड़े ही समझ सकते हो। उनकी महान कृपा से जो चश्मा मिलता है, उसी से ही सब कुछ जानना सम्भव है। प्रार्थना करना अपना धर्म है।

पत्र लम्बा हो गया है। इसलिये क्षमा चाहता हूँ। आशा है आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। श्री मां से प्रार्थना करता हूं कि आपका संकल्प सिद्ध हो और आपको पूर्णानन्द और पूर्ण शान्ति प्राप्त हो।

आपका

हरिराम जोशी

★ ★ ★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

पू० बापू का उपर्युक्त पत्र का उत्तर

सेवा ग्राम

१०-३-१९४२

भाई जोशी,

तुम्हारा खत मिला। बहुत अच्छा किया तुमने लिखा। अब तो जानकी बहन वहां रहती हैं। श्री मां से कहो जब इच्छा हो तब आ जायें।

बापू का आशीर्वाद

☆ ☆ ☆

শ্রীযুক্ত যোশী তাঁর এই পত্রটির ইংরাজী অনুবাদ দিয়েছেন। এই হিন্দিতে লেখা পত্রটির সঙ্গে মায়ের ভাষাগত যে মিল দেখা যায় তা যোশীজী অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করেছেন তা যাঁরা মায়ের কথা শোনার সৌভাগ্য পেয়েছেন তাঁদের কাছে ধরা পড়বে। সেই কারণে এই মূল পত্রটি দেওয়া গেল। সঙ্গে বাংলায় অনুবাদের চেষ্টা করা হল মাত্র। মায়ের ভাষার তুলনা নাই। আধা-হিন্দি আধা-বাংলা মিশিয়ে যেভাবে তিনি শোনাতেন তার ক্ষমতা শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ রাখতো। সঙ্গে হাসতে হাসতে দু একটি ইংরাজী শব্দ ও প্রয়োগ করতেন। সমগ্র দৃশ্যটি তখন অপূর্ব মাধুর্যে ভেসে যেত।

☆ ☆ ☆

নজর বাগ, লক্ষ্ণৌ

মার্চ, ১৯৪২

শ্রীশ্রী মা শরণম্

শ্রীপূজ্য বাপুজীর চরণে হরিরাম যোশীর সাদর প্রণাম।

ওয়ার্ধা থেকে ফেরবার সময় শ্রীমাকে তাঁর আজ্ঞানুসারে এক অজ্ঞাত স্থানে রেখে লক্ষ্ণৌ ফিরেছি ২৫শে ফেব্রুয়ারী। এই সময় শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে রয়েছেন ব্রহ্মচারী অভয় এবং ব্রহ্মচারী গুরুপ্রিয়া দিদি। স্বামী পরমানন্দজী দেরাদুন গিয়েছেন। কয়েকদিন পর উনি শ্রীমায়ের কাছে যাবেন। শ্রীমা নির্দেশ দিয়েছেন ওঁর বিনা অনুমতি কাউকে যেন ওঁর নিবাস-স্থানের ঠিকানা দেওয়া না হয়। ওঁকে যদি চিঠি দিতে হয় তবে তা আমার মাধ্যমে, আমি ওঁর কাছে পাঠিয়ে দেব।

আপনার অনুরোধ সত্ত্বেও শ্রীশ্রীমা ওয়ার্ধাতে বেশী সময় ছিলেন না, আপনাকে জানিয়ে আপনার অনুমতি নিয়ে ছোটি বাচ্চির মতই হঠাৎই চলে এলেন। তবে আমার মনে আশা, আপনার সঙ্গে শ্রীশ্রীমার দ্বিতীয়বার যখন মিলন হবে, তা হবে বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ। এই মিলনে সংসারের কল্যাণ হবে। স্বর্গত শ্রী ভাইজী (শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায়) এবং স্বর্গীয় ভাইয়াজীর (শেঠ যমুনালাল বজাজ) প্রবল ইচ্ছা ছিল যে এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুর মিলনে আমাদের শ্রীশ্রী মার আসল স্বরূপের পরিচয় পাওয়ার সুবিধা হবে এবং পরমার্থলাভের পথে যাবার আনন্দ মিলবে। ওঁদের ধারণা ছিল আপনার ন্যায় শক্তিশালী মহানুভবের পক্ষে শ্রীশ্রী মার শুদ্ধস্বরূপের সন্ধান জানা সম্ভব হবে। আমার বড় আনন্দ, ওঁদের প্রবল ইচ্ছার অংশমাত্র হলেও তা পূর্ণ হয়েছে।

ওয়ার্ধা স্টেশনে শ্রীমা আপনার জন্য ভাই রাধাকৃষ্ণ ভাইয়ের মাধ্যমে একটি লেখা পাঠিয়েছেন। রাধাকৃষ্ণ ভাই ঐ লেখাটি আপনাকে শুনিয়েছেন সম্ভবতঃ। লেখা ছিল এই প্রকার–(১) আপন ঘরে নিজের কাছে যেতেই হবে। পিতাজীর যদি সবচেয়ে এই ছোট্ট বাচ্চির সঙ্গে খেলার ইচ্ছা হয় তা হলে সূচনা দেবেন। যদি পিতাজীর শরীর ঠিক থাকে আর মনে করিয়ে দেন তা হলে এই বাচ্চি আবার পৌঁছে যাবে। শ্রীমা খাদ্য এবং বস্ত্র সম্পর্কে একটি কথা বলেন। তা এই প্রকার–"যা কিছু খাদ্য এং পরিধানের সামগ্রী ব্যবহৃত হয়, তা সবের উৎস একটাই। সব কিছু সেই একেরই রূপভেদ মাত্র"। এই ঈশ্বরীয় দৃষ্টি থেকেই শ্রীমা আপনাকে বলেছিলেন–"আমি তোমারই কাপড় পরি"। স্বর্গীয় কমলা নেহেরুজী শ্রীমাকে খদ্দরের কাপড় দিয়েছিলেন, শ্রীমা তা ব্যবহার করেছিলেন।

শ্রীমা সকল সময় পরমার্থ বিষয়েই বলেন। সেই ভাবেই ওয়ার্ধা থেকে ফেরবার সময় রেল যাত্রা কালে একান্তে আমার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল। এই সময় আমার শ্রীমার মুখারবিন্দ থেকে নিঃসৃত বাণী শোনবার সৌভাগ্য ঘটেছিল। আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের পর এই সুঅবসর ঘটেছিল আর আমার প্রবল ইচ্ছা ঐ সকল কথা আপনার কাছে পৌঁছে দিই। আমি শ্রীমাকে জানাই আমার ইচ্ছার কথা এবং শ্রীমার অনুমতি প্রার্থনা করি। আমার বিশেষ আগ্রহ দেখে শ্রীমা বলেন,–আমরা সব তো একই। আমায় আবার জিজ্ঞাসার কথা কেন? পরম পিতা, পরম মাতা, পরম পতি, পরম বন্ধু, সবই তো একই। তিনিই রাম, নারায়ণ, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই মহাদেবী, শক্তি, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা। সব কিছু খেলা তো তাঁরই"। শ্রীমায়ের কথা হৃদয়ঙ্গম করার মত শক্তি আমার নাই। শোনা এবং লেখার মধ্যে বিপুল পার্থক্য রয়ে যায়। আপনার সঙ্গে পরবর্তী সক্ষাৎকার সম্পর্কে শ্রীমা আমায় বলেন,–"পিতাজী তো প্রেমের মূর্ত্তি। এই বাচ্চিকে প্রেমভরে ডেকে ছিলেন এবং মিলিত হয়েছিলেন। বাচ্চারা পিতাজীর কাছে যেমন প্রিয়, এই মূর্তিটাও তাঁর কাছে সেই রকম। সমদৃষ্টি নিয়ে এই বাচ্চিকেও মানতে হবে। এই বাচ্চিটা ছোটি বাচ্চির থেকেও ছোট। সেজন্য তো বেশী করে তার প্রতি দেখতে হবে।"

শ্রীমাতাজীর অন্য বিশেষ কথা নিম্নপ্রকার–

১) বিশ্ব প্রেম, অখন্ড শান্তি, পূর্ণ শক্তির দ্বারাই পাওয়া যায়।

২) সর্বজ্ঞান অর্থাৎ অখন্ডজ্ঞানেই সর্বশক্তির প্রকাশ হয়।

৩) পূর্ণশক্তি যেখানে বিরাজমান সেখানে সব কিছু কর্ম স্বরূপতঃ প্রকাশ হয় এবং স্বয়ংসিদ্ধ হয়। সংকল্পের ইচ্ছামাত্র সেই কার্য সিদ্ধ হতে পারে।

৪) আত্মজ্ঞান–এক আত্মারই জ্ঞান।

৫) ব্রহ্মজ্ঞান-ব্রহ্ম–এক, দুই নয়।

৬) ঈশ্বরের বিচিত্র চিত্রের যা জ্ঞান-প্রকাশ, তা ঈশ্বরের অনন্তশক্তির জ্ঞানেরই প্রকাশ। এর বাইরে আর কিছু নেই। এর মানে এই নয় যে কিছুর আলাদা অস্তিত্ব আছে। পৃথক নাম-রূপ যা রয়েছে, তাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একই। তিনি এক নাশবান এবং অবিনাশী যুগপৎ অভিন্ন। এটা কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

৭) ঈশ্বর–নির্গুণ, নিরাকার–আবার, সগুণ, সাকার। দেখ, কেমন সুন্দর সুন্দর রূপ নিয়ে নানাভাবে আপনার মায়া নিয়ে খেলা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপক ঈশ্বরের এই প্রকার নানা লীলা চলছে অবিরাম। তিনি অনাদি, ও অনন্ত। তিনি পূর্ণ, অখন্ড, আবার খন্ডও। খন্ড এবং অখন্ড সব কিছু নিয়ে পূর্ণ এবং অখন্ড। এই সব কথা সকল সময় স্মরণ করবার প্রয়ত্ন করো। প্রতিদিন যদি একবারও ইচ্ছা হয় তবে স্মরণ করো। বাচ্চাদের যেমন অক্ষর জ্ঞানের জন্য প্রথমে পরিশ্রম করতে হয়, সেইরকম। পরিশ্রম যদি করো, দেখবে এই সব কথার অর্থ, বোধে আসবে। প্রশ্ন জাগতে পারে, আর তার সমাধানও হয়ে যাবে।

৮) তাঁর রূপ–একটাই-এ রূপ মনে ভেবে সমাধান কখনো করবে না। কেবল মাত্র সব কিছুই তাঁরই নানারূপ, নানাভাব, এইটাই মনে করা। লক্ষ্য পূর্ণ, রাখা, সকল কার্যই পূর্ণরূপে মিলবে। দেখতো, বট বৃক্ষের একটি ছোট বীজ থেকে ছোট, মধ্যম ও বৃদ্ধ এবং বীজরূপে অনন্তরূপে কত সুন্দর প্রকারে বিরাজমান হয়।

৯) নিজেকে জানবার চেষ্টা কর। নিজেকে জানা মানে নিজের মধ্যেই সব কিছু পাওয়া।

১০) নিজের শরীরের প্রতি যেমন ভালবাসা, তেমনি সকলকে আপন মনে করা। একরূপ থেকে আর এক রূপের প্রকাশ হয় নিজেরই মহানভাব থেকে। বৃক্ষ বল, পাখি বল, পশু বল, মনুষ্য বল, যে নামরূপে চাও সেইরূপেই নিজের সেবা নিজেরই দ্বারা হয়ে থাকে।

১১) বিরাট বা মহান বিশ্ব সেবা যা, তা পূর্ণ ভাবে করতে গেলে পূর্ণ শক্তিমানের কাছে প্রার্থনা, জপ এবং ধ্যানের প্রয়োজন। পূর্ণ শক্তি ব্যতীত পূর্ণ সফলতা পাওয়া যায় না।

১২) কোন রকম জ্ঞান বা অজ্ঞান না থাকার প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রেখো।

১৩) নিজেকে জড় বানিয়ে বসে যেও না। সর্বজ্ঞানের অর্থ নিজেকে জড় বানানো নয়। দেখ, রাম এবং কৃষ্ণের কী সুন্দর খেলা।

১৪) অজ্ঞান থেকে অজ্ঞান-কর্মই হতে পারে। তবে একটা কথা, অজ্ঞানের মধ্যেই তাঁরই প্রেরণা থেকে কর্ম হচ্ছে। আর একটা কথা প্রত্যক্ষ ভাবে জেনে সকল কর্ম করা। প্রত্যক্ষভাবের অর্থ নিজেকে জানা। নিজেই নিজের সেবা করা। এর মধ্যে কোন 'দ্বন্দ্ব' 'দ্বিধা' বা 'ঝগড়া' নাই।

১৫) তিনি 'এই রকম' আবার 'এই রকম' নন। আছেন, আবার নেই। সবকিছুর উপর তিনি। যিনি পূর্ণ, যিনি মন-বুদ্ধির সীমা অতিক্রম করেছেন, তিনিই তাঁকে ধারণা করতে পারেন। তাঁর মহান কৃপায় যে চশমা মেলে, তা দিয়েই সব কিছু জানা সম্ভব হয়। প্রার্থনা করা, নিজের ধর্ম।

পত্র বড় হয়ে গেল, এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আশা করছি, আপনার স্বাস্থ্য ভালই রয়েছে। শ্রীমায়ের কাছে প্রার্থনা করছি আপনার সংকল্প সিদ্ধির জন্য এবং আপনি পূর্ণানন্দ এবং পূর্ণ শান্তিলাভ করুন।

আপনার

হরিরাম জোশী

  ☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজনীয় বাপুর উপর্য্যুক্ত পত্রের উত্তর

সেবাগ্রা
১০-৩-১৯৪

ভাই জোশী,

তোমার পত্র পেলাম। খুব ভাল করেছ পত্র লিখে। এখন জানকী বহিন এখানে রয়েছেন। শ্রীমাকে বোলো, যখন ইচ্ছা হবে তখন যেন এসে যান।

বাপুর আশীর্বাদ।

শ্রীযুক্ত জোশীর পত্র মধ্যে 'খাদ্য এবং বস্ত্র সম্পর্কে কিছু কথা বলা হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত রয়ে মহাত্মাজীর সঙ্গে মায়ের কিছু কথাবার্তা। গুরুপ্রিয়া দিদিও এই প্রসঙ্গটির পরিচয় প্রকাশ করেছেন "মহাত্মাজী মাকে রাখিবার জন্য অনেক ভাবের কথাবার্তা বলিয়াও যখন আশা পাইলেন না তখন উপস্থি সকলকে দেখাইয়া বলিলেন—"ইহারা যে সকলেই হাসিবে। বলিবে কোথা হইতে একজন পাগল মে আসিয়াছে তাহাকেই বুঝাইয়া রাখিতে পারিল না, আর চীন দেশের সেনাপতিকে কি ভাবে বুঝাইবে সকলেই আমাকে তখন উপহাস করিবে।

মাও হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বেশ ত, আমার বাবাকে নিয়া লোকে যদি একটু আনন্দ করে হা হাসুক না। আর আমার বাবা ত এই সব কথা গ্রাহ্যই করে না। বাবার এই সবে কিছু আসে যায় না।"

মহাত্মাজী—"আমি ত অনেকেরই বাবা, তুমিও আমাকে বাবা বলিতেছ, ভালই। আমি ভুলে তোমা মাতাজী বলিয়া ফেলিয়াছি। এই বলিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। তাহার পর অন্যান্য সকলের দিকে চাহি বলিতে লাগিলেন—যমুনালাল জেলে বসিয়া সূতো কাটিয়া সেই সূতা দিয়া এক জোড়া কাপড় বানাই মাতাজীর জন্য রাখিয়া গিয়াছে। মাতাজী তাহার মধ্যে এক টুকরা আমাকে, এক টুকরা জানকীবাঈকে, এ টুকরা বিনোবাজীকে আর এক টুকরা নিজের জন্য রাখিয়াছেন।"

মাও হাসিয়া বলিলেন—"পিতাজী, আমিও একবার নিজের হাতে সূতা কাটিয়া এক জোড়া কাপ বানাইয়াছিলাম।"

একটু থামিয়া বলিলেন—"একবার ঢাকাতে যখন গিয়াছিলে তখন আমি তোমাকে দেখিতে গিয়াছিলা তুমি তখন চরখা কাটিতেছিলে।"

ইহার পর কি কথায় কথায় মা বলিলেন—"আমি ত পিতাজীর কাপড়ই পরি।" মা কথাটা এমন ভা বলিলেন যে কথার ভাবটি হয় ত ঠিক মহাত্মাজী ধরিতে পারিলেন না। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ হ যেখানে যেখানে খদ্দর বানানো হয় সব আমারই কাপড়।" এই বলিয়া মার কাপড়ের দিকে তাকাইলে মার গায়ে তখন একখানা খদ্দরের চাদরই ছিল।"

মহাত্মাজীর দৃষ্টির সঙ্গে শ্রীমার দৃষ্টির পার্থক্য দুস্তর। সব কিছুরই উৎস 'এক'। এই ঐশ্বরীয় দৃ ভারতীয় শাস্ত্র ও সাধনা-বাহিত অনুভূতির সঙ্গে অভিন্ন।

মহাত্মা গান্ধী-প্রসঙ্গ সমাপ্ত করার পূর্বে আরও একটি বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন। মা, ওয়ার্ধা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মহাত্মাজীর জীবনকাল সম্পর্কে। মা সচেতন করতে চেয়েছেন গান্ধীজীকে আর রক্ষাকর্ত্রীরূপে তাঁর জীবন-সীমার গন্ডীও বাড়িয়েছেন। ওয়ার্ধাতে ঐ কথা বলার এক বৎসর পরে আহমদনগর জেলে বাপুজী গুরুতর অসুস্থ হন। জোশীজী মায়ের কাছে বাপুজীর জীবন রক্ষার প্রার্থনা জানান। তার উত্তরে তিনি পঁচাত্তর বৎসর বয়স্ক এক মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যিনি তাঁর সামনেই উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ আজীবন ব্রহ্মচারী এবং গীতার বিশেষজ্ঞ। তিনি বারাণসী থেকে এসেছেন মায়ের কাছে বাপুজীর জীবন-রক্ষার অবিরাম প্রার্থনা নিয়ে। গত তিন দিন তিনি মায়ের কাছে চোখের জলে এই প্রার্থনা নিয়ে রয়েছেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী জোশীজী মায়ের বিন্ধ্যাচল আশ্রমে পৌঁছান। তার মাত্র দুঘন্টা পরেই আশ্রমে অনুষ্ঠিত অখন্ড নাম যজ্ঞে সকলকে উপস্থিত হবার আদেশ দেন। কিন্তু বাপুজীর জীবন রক্ষার কোন সুনিশ্চিত আভাস দেন নি তিনি। আনন্দের কথা, তার পরের দিনই 'আকাশ-বাণী'তে প্রচারিত হল আশ্চর্যজনক ভাবে বাপুজী এ যাত্রা রক্ষা পেলেন যদিও ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় প্রমুখ চিকিৎসকগণ তাঁর প্রাণের কোন আশা রাখে নি। জোশীজী এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "I feel that a further lease of life was given to Bapuji by Mataji in Her great mercy."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-স্বরূপামৃত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচা

মা বলেন যে শক্তি অনন্তরূপে প্রকাশিত হয়ে জীব জগতের কল্যাণ সাধন করে। আবার শক্তিযোগে মহামায়া স্বক্রিয় হয়ে থাকেন। স্বশক্তি প্রভাবে মা সকলের মনের কথা জানতে পারেন, শুধু নয় তিনি সব সময় সাহায্য করে চলেছেন। মা তাঁর শক্তি প্রয়োগ খেয়ালে করে থাকেন-কখন যে খেয়াল হত বুঝা যেত না-ইচ্ছা করে কোন শক্তি মা প্রয়োগ করতেন না, যা হতো, আপনা আপনি হ খেয়াল হলে মা তাঁর যোগশক্তি প্রভাবে সন্তানের ভেতর–বাহির সব দেখতে পেতেন, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত সব কিছুই তাঁর বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়ত, কখন কিছু বলতেন, কখনও নীরব থাকতেন। দূ নিকট বলে কোন কথা ছিল না–দেশে বা বিদেশে সবখানে সবাইর জন্য তাঁর এই অন্তর্দৃষ্টিশক্তি কৃপা করত। মায়ের এই সর্বজ্ঞতার পরীক্ষা একবার ভোলানাথ করেছিলেন। ভোলানাথ তাঁর ভাই যামিনীর জানতে পারলেন যে কোন মোকদ্দমায় তার জেল হওয়ার আশঙ্কা। মোকদ্দমার তারিখের দিন ভোলা মার সন্ধ্যার আসনের কাছে গিয়ে বললেন, "তুমি যা বল সবই তো ঠিক হয়। বল দেখি যামিনী কোথায়?" মা উত্তর দিলেন, "সে এখন বন্ধ আছে।" মোকদ্দমা মিটে যাওয়ার পর যামিনী ভোলানা জানাল পত্র লিখে। তখন ভোলানাথ মাকে বললেন, "তোমার এসব কি? দেখ দেখি, যামিনী ত বন্ধ না শেষে যামিনী এলে তার কাছ থেকে জানা গেল যে 'সে সময়' বাস্তবিক সে হাজতে ছিল (মায়ের পৃঃ১০৯-১০)।

মায়ের শক্তির পরীক্ষা অসংখ্য মানুষ করেছে। মাকে অবলম্বন করে বহু সন্তানের দোলা চল চিত্তবৃ প্রকাশ ঘটেছিল। মা যে মহাশক্তি স্বয়ং, তা জেনেও যেন তারা নিজেদের উপর আস্থা বজায় রাখতে নি। ভোলানাথের ভগিনীপতি কালী প্রসন্ন কুশারী একদিন মাকে বলে উঠলেন "আপনার যদি শক্তি আমাকে ভস্ম করুন ত।" এ কথা বলে তিনি হাসতে লাগলেন। তারপর মা, ভোলানাথ ও কুশারী একসঙ্গে শহরে রওয়ানা হলেন, বের হবার সময় শাহবাগের একজন মুসলমান মালী মার কাছ ধূপকাঠি নিয়ে গেল। তখন কুশারী মশাই ও ধূপকাটি জ্বালিয়ে হাতে নিয়ে মায়ের সঙ্গে গল্প করতে চললেন। হঠাৎ কুশারী মশাই চমকে উঠে বললেন, "আরে! আগুন কোথা থেকে মাথায় পড়ছে? আম ভস্ম করছেন না কি? সত্যি আপনার শক্তির পরিচয় খুব হয়েছে আর আমাকে ভস্ম করবেন না।" এ বলতে বলতে ছাতা খানার দিকে চেয়ে দেখলেন–যে ছাতাটি খানিকটা পুড়ে আগুন মাথায় পড়ছে। কু মশাইর তো ভ্রম দূর হল মায়ের কৃপায় তিনি যা বুঝবার বুঝে নিলেন। এদিকে লঘিমা ঐশ্বর্য্যের আধিকা মা ধরা ছোঁয়ার বাইরে রইলেন, বললেন, "আগুন কিরূপে লাগিল ইহার অনুসন্ধানে তাহাদের মনে হ ভস্ম করিবার কথা নিয়া ঠাট্টা করিতে করিতে তিনি ধূপকাটি জ্বালাইয়া হাতে করিয়া নিতেছিলেন, গুলিতে হয়তো ছাতার কাপড় পুড়িয়া আগুন তাহার মাথায় পড়িয়া ছিল" (মায়ের কথা, পৃঃ ১৩৭-৩৮

মহাযোগেশ্বরী মার শক্তি পরীক্ষার ব্যাপারে কুশারী মশাই তো অল্পেই রক্ষা পেলেন, কিন্তু মায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রীক্ষা করতে গিয়ে ভোলানাথ একবার শোচনীয় অবস্থায় পড়েছিলেন। ভোলানাথ শাহবাগে একদিন মাকে লেন, "দেখ, তোমার যে অবস্থা দেখি, আচ্ছা তুমি যদি মরিচের গুঁড়া খাও, তবে না শিশিয়ে, চোখে, মুখে জল না ফেলে, অসুস্থ না হয়ে থাকতে পার?" মা বলে উঠলেন, "তোমার মনে যখন কথা এসেছে, তখন তুমি নিজ হাতে মরিচের গুঁড়া খাইয়ে দাওনা কেন?" ভোলানাথ নিজহাতে মরিচের গুঁড়া তাঁর হাতের এক মুঠোয় যতটা ধরে সেরূপ তিন মুঠা তিনবার মায়ের মুখে পুড়ে দিলেন। মা বিনা জলে তা খেলন এবং একঘন্টা বসে রইলেন। তারপর দিন ভোলানাথের জ্বর হল। দু তিন দিন পর রক্ত আমাশা হল। অসুখ বড়ে মিনিটে মিনিটে বমি আরম্ভ হল। ডাক্তার এলেন, কিন্তু ঔষধে কোন কাজ হল না। বিকার গ্রস্থ হয়ে উঠলেন ভোলানাথ। কখনো অস্থির হতেন, কখনও জ্ঞানশূণ্যের মত অবস্থা। মহাযোগিনী অধিশ্বরী মা, তিনি কৃপাশক্তি বর্ষণ করলেন। তিনি ভোলানাথের সারা গায়ে ও মাথায় তাঁর হাত বুলালেন। ভোলানাথ চোখ মেলে চাইলেন, ধীরে ধীরে বললেন, "আমার বড় কষ্ট, বাঁচাও।" মা বলে উঠলেন, "এ শরীরকে কখনও পরীক্ষা করতে যেও না।" ভোলানাথ উত্তর দিলেন-"আচ্ছা"। দু এক দিনের ভেতরই ভোলনাথ সম্পূর্ণ সরে উঠলেন (মায়ের কথা, ১৮৬-৭৬)। মাতৃলীলায় এই বিভূতি প্রকাশ সম্পর্কে মা বলেন, "আমি তো ইচ্ছা করে কিছু করি না বা বলি না-তোমাদের ভাবে তোমরা যা করাও বা বলাও, তাই করি বা বলি (মাতৃদর্শন, পৃঃ ১০৭)।

যোগৈশ্বর্যের মধ্যে অন্তর্যামিত্ব বিভূতি প্রকাশ হয়েছিল মার শরীরকে অবলম্বন করে। গুরুপ্রিয়াদি লিখেছেন "অনেকের মনের কথা ও অনেক সময় বলিয়া দিতেন। কেহ হয় ত একটা প্রশ্ন মনে করিয়া বসিয়া আছেন, মা অপরের সহিত কথা বলিতেছেন, কথায় কথায় এ প্রশ্নের ও পরিষ্কার জবাব দিয়া দিতেছেন। যিনি প্রশ্ন করিবেন বলিয়া বসিয়াছিলেন তাঁহাকে আর প্রশ্ন করিতে হইল না। এইরূপ একবার নয় বহুবার হইয়াছে" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, প্রথম ভাগ, ১৬৮)। মাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আমরা যখন তাঁর জন্য ব্যস্ত হই তখন তিনি কি বুঝতে পারেন? মা উত্তর দিয়েছিলেন এই বলে–"যখনই তোমাদের আমার প্রতিলক্ষ্য পড়ে তখন তোমাদিগকে আমার কাছে নানা ভাবে দেখি, তখনই বুঝি তোমরা আমাকেই চিন্তা করিতেছ" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, পৃঃ১৬৯, প্রথম ভাগ)।

সুরেশবাবুর বাসায় মার যাবার কথা ছিল। রান্নাবান্না করে সুরেশ বাবুর স্ত্রী বসে আছেন। মা সারাদিন ভক্তের ভীড়ে রয়েছেন। সন্ধ্যার সময় সেখানে মার যাওয়া হল–দেখেন সবাই অভুক্ত। সুরেশবাবুর স্ত্রীর বিশ্বাস ছিল মা নিশ্চয় যাবেন। অন্তর্যামিনী মা তাই গিয়ে হাজির হলেন, কৃপা করলেন ভক্ত দম্পতিকে (শ্রীশ্রী আনন্দময়ী, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৩৪)।

অন্তর্যামিনী মা ভক্ত বাঞ্ছাপূরণে নানারঙে নানা লীলা করেছেন। কাশীতে একবার একটি বিশেষ লীলার প্রকাশ হয়েছিল। গুরুপ্রিয়াদির কাছে নেপাল দাদা এসে একদিন বললেন যে মা এদিকে কবে আসবেন। ডাক্তার গোপাল দাসগুপ্ত স্বপ্নে দেখেছেন যে মা এসে তাঁর বিছানায় পা খানা বাঁকা করে বসে আছেন এবং বলছেন "আমি এত নিকটে এলাম তবু তুই আমাকে দেখতে আসলি না।" নেপালদাদা ডাক্তার বাবুকে জানালেন যে তিনি বহরমপুর থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছেন যে মা বিন্ধ্যাচলে আসছেন। ডাক্তারবাবু বিন্ধ্যাচলে যেতে রাজী হলেন না, বললেন, "আমি যাব না। আমি ত মাকে চিনিও না, তিনিই যখন নিজে দেখা দিয়েছেন তখন দরকার হলে তিনি নিজে আসবেন।" মা সত্যি সত্যি কাশী এলেন। ডাক্তারবাবুর মাতৃদর্শন হল। মা হেসে তাঁকে বললেন, "কি বাবা, কেমন আছ? এবার তুমিই বোধহয় এ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরীরটাকে টেনে এনেছ। তাই বাবাকে দর্শন করতে এলাম–" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, তৃতীয় ভাগ)। মা অন্তর্যামিত্ব যে সব লীলায় প্রকাশ পেয়েছে তা কিন্তু সবই তাঁর খেয়ালে হয়েছে। রাঁচিতে শিক্ষয়িত্রী উ মাকে একখানি সুন্দর গোলাপের মালা পরিয়ে দিল। মালার সঙ্গে আটটা ফুলও মাকে দিল। সে মার দি বিভোর হয়ে তাকিয়েছিল। হঠাৎ চমক ভাঙ্গল, দেখল তার কোলে একটা গোলাপ ফুল। উষা মাকে প্র করে, "মা ফুলটা কোথা থেকে এলো?" মা হেসে উত্তর দিলেন, "কাল রাত্রে আমি স্পষ্ট শুনলাম যে তু আমার কাছে কিছু চেয়েছ। সে জন্য ত এই শরীরটা তোমাকে আজ গোলাপ ফুলটা দিল। গুরুপ্রিয়াদি এ লীলার আলোচনা করে বলেছেন আমাদের কারো বুঝিতে বিন্দুমাত্র ও দেরী হইল না যে উষার প্রা আবেদন মার কাছে একেবারে তৎক্ষনাৎ সোজাসোজি আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।" (শ্রীশ্রীমা আনন্দম ত্রয়োদশ ভাগ, ২০২-২০৩)।

জমা খরচ

—ডাঃ চিত্ততোষ চক্রবর্তী

সারা জীবন জমা খরচ
হিসাব নিয়ে কাটিয়ে দিলাম
শেষ জীবনে খাতা খুলে
হিসাব দেখে অবাক হলাম॥
গাড়ী বাড়ী টাকা কড়ি
স্বজন সুজন অনেক পেলাম
সেই ভাবনা নিয়ে মনে
শান্তি ভেবে ভুলে ছিলাম॥
জমার ঘরে চোখ দিয়ে
হঠাৎ কেমন হোঁচট খেলাম।
পায়ের কড়ি দেব বলে
আসল কড়ি খুঁজতে গেলাম
আসল কড়ির ভাঁড়ার খালি
শোকে দুঃখে ডুবে গেলাম॥

আঁধার ঘরে আলোর বিন্দু
মায়ের চরণ শরণ নিলাম
কোনটা আসল কোনটা নকল
তার কৃপাতেই জানতে পেলাম
তাইতো নূতন খাতা খুলে
তাঁরই পায়ে শরণ নিলাম॥
জমা খরচ খরচ জমা
ভাবনাটাকে বিদায় দিলাম॥
'মা' আছেন আর আমরা আছি
ভাবটা ভেবে ভরসা পেলাম॥
জমার ঘরে পায়ের কড়ি
খুঁজে আমি নাইবা পেলাম
কাণ্ডারী 'মা' হাত ধরেছেন
পাত্রতো আমি হয়েই গেলাম॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection; Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মৃতি-চারণ

(১৪)

—*শ্রীমতী রেণুকা মুখার্জী*

এলাহাবাদের কৃষ্ণকুঞ্জে কালীপূজা

২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৬ —

এলাহাবাদে মুঠীগঞ্জ বলে একটি পাড়া আছে। সেখানকার একটি বিশাল বাড়ীর মালিক শ্রী কাহ্নাইয়ালাল যিনি আমাদের কাছে বুচুনভাইয়া নামে পরিচিত। বাড়ীর দোতলায় প্রকাণ্ড হল ঘর। সেই Hall এর চারিটি দেওয়াল জুড়ে শ্রীকৃষ্ণের ছবি সাজানো। একই ছবি-একটি বড় গাছের নীচে শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গমূর্তিতে দাঁড়ানো, হাতে বাঁশী ও পিছনে একটি সুন্দর সাদা গোমাতা। আমরা শুনলাম যে এই দৃশ্য নাকি বুচুনভাইয়া দর্শন করেছিলেন। তিনি কোনও artist কে দিয়ে একটি বিরাট ছবি আঁকিয়েছেন যেটি Main দেওয়ালের মধ্য স্থলে লাগানো রয়েছে। এই ছবিরই ছোট বড় বহু প্রতিকৃতি-(সব হাতে আঁকা) তিন দিকের দেওয়ালে পর পর সাজানো রয়েছে। তাই এই Hall এর নাম কৃষ্ণকুঞ্জ। এই কৃষ্ণকুঞ্জে এখন কালীপূজার আয়োজন। এই রকম বিপরীত ভাবের সমন্বয়, মায়ের সান্নিধ্যে ত হামেশাই হচ্ছে।

সকাল থেকে পূজার জায়গা সাজানো হল। মাধুরী, বীথু আমার সাহায্য করল। আমার বৌদি এসে বেশ সুন্দর আল্পনা দিয়ে দিল। প্রতিমাটি প্রতিষ্ঠা হবার পর, মায়ের নির্দ্দেশ মত সব গোছগাছ করে দেওযা হল। আমরা মায়ের ঘরে বসেই নৈবেদ্য সাজালাম, কেন না এই দোতলায় অন্য ঘর থাকলেও আমরা সেদিকে যাই না। নৈবেদ্য হলে পরে আমি ভোগ রাঁধবার ব্যবস্থা করতে গেলুম। ইতিমধ্যে বেশ সুন্দর মা নাম কীর্তন জমে উঠল। ভূপেন, বিন্দু এবং স্থানীয় লোকেরা বেশ ভালই মা নাম করছে। মা আমাকে ইশারায় পূজার জায়গায় জপে বসতে বলছেন কিন্তু আমার ত' কাজই শেষ হয় না। সামান্য কিছুক্ষণ বসতে পেরেছি। পূজা সমাপন হলে আমরা সকলেই মায়ের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম। মায়ের ভোগের ব্যবস্থা মার ঘরেই করা হল। আমি সব সাজিয়ে গুছিয়ে দিলাম–দিদি খাওয়াতে বসলেন। আজ আমাদের বাড়ী থেকে আমার মা, বৌদিকেও বৌদির মেয়েকে নিয়ে এসেছেন, বাচ্চাটির অন্নপ্রাশন হবে। মায়ের ভোগের কাছে আনা হল। একটি নতুন থালায় সব সাজানো হল। মা বাচ্চাটিকে খাইয়ে দিলেন এবং তার নানা রকম চোখমুখের মজার ভাব দেখে খুব রঙ্গ রস করতে লাগলেন। অনেক ব্যাখ্যা করলেন।

এই ভাবে দিন শেষ হয়ে পূব দিক প্রায় ফর্সা হয়ে এল। আমরা সকলেই অল্প বিশ্রাম করে নতুন দিনের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম।

২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৬ —

নিত্য কর্ম্মাদি সারা হতেই দেখা গেল যে আজকের প্রধান কাজ হবে লোকেদের প্রসাদ খাওয়ানো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সারাদিন প্রায় তাইতেই গেল। একদল উঠছে ত' আর একদল বসছে। উদাস আজ মায়ের জন্য রা করল। মায়ের খেতে খেতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল। আমার বাড়ী থেকে কে যেন আমার আঁকা অনেক ছ মাকে দেখাতে নিয়ে এসেছে। মা বলছেন, "আমি বলতে পারি কার আঁকা। ওর কাজ যেমন সব খু মুচুর, আঁকাগুলি ও সেই রকম।" মা ভাল বললেন না মন্দ বললেন বুঝতে পারলুম না তবে মুখ দেখে ম হল ভালই বলছেন।

ভাতৃ দ্বিতীয়ার দিন দিদি সবাইকে ফোঁটা দেবেন। গোপাল ঠাকুর মহাশয়কে দিদি নিজে গিয়ে নি এলেন। মায়ের সঙ্গে সবাই সভা করে বসেছেন Hall এ। দিন কাল দেশের অবস্থা ভাল নয়। সেই স কথাবার্তা সকলে মাকে বলছেন। যদি মার মুখ থেকে কিছু বাণী পাওয়া যায়। কিন্তু মা শুনলেন, কিছু বি বললেন না। আমরা দিদির জন্য ফোঁটার আয়োজন ছাতে করেছি। মা গোপালঠাকুরকে এবং অন্যান্য বি কিছু লোক নিয়ে এলেন। দিদি আবার এর মধ্যে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তাই তাঁরই আসতে দেরী হল মা সবাইকার সামনেই দিদিকে ঠাট্টা করে অনেক লজ্জা দিলেন। গোলমালে দিদি মাকেই ফোঁটা দিতে ভু যাওয়াতে মা বলেছেন, "কৈ আমাকে দিলি না?"

এর মধ্যে আমার আবার কাপড়ে আগুন লেগে গিয়ে খানিকটা পুড়ে গেল। মা অসাবধানতার জ বকলেন। পরে কিন্তু আমার অবিচলিত ভাবের জন্য দিদির কাছে সুখ্যাতি করেছেন, টের পেয়ে ভা লাগল।

পূজার পর আমরা সব কাশী চলে এলাম। বীথু আমাদের সঙ্গে এসেছে। মায়ের খেয়ালে এই ব তার পরীক্ষা দেওয়া হয়নি তাই পড়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। বাড়ীতে না থেকে আশ্রমে চলে এসেছে। কিন্তু বিন্দুকে বলেছেন যে সামনের বছরের পরীক্ষা যাতে দিতে পারে তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুম যোগাড় করতে।

একদিন সকালে হঠাৎ দেখি বিন্দু এসেছে। সে খবর দিল যে মা বজরায় গঙ্গার উপর আছেন আমারা যেন হৈ হৈ না করি। মা দুপুরে আশ্রমে আসবেন। তখন সত্যিই দেখা গেল যে আশ্রমের প্রা সামনেই বজরা এবং দিদিকে ত' চেনাই যাচ্ছে। আমরা সবাই প্রাণ দিয়ে আশ্রম পরিষ্কার করে মায়ে আসার অপেক্ষায় রইলুম। মা এসে সব ঘুরে ঘুরে দেখলেন ও প্রসন্ন হলেন মনে হল। আমাকে বললে "কিরে এত রোগা দেখা যায় কেন?" বিন্দুর সঙ্গে বীথু বাড়ী গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করতে হবে। বলেছেন কাজ ফেলে রাখতে নেই। পড়া লেখা শেষ করা উচিত।"

আশ্রমে মাকে পেয়ে আমাদের আনন্দ। মাকে মালিশ করে দেবার সময়ে মা অনেক কথা বলছে "এখানে থাকার মত ভাগ্য কজনার হয়। সামনে গঙ্গা পাশে নারায়ণ ও শিব।" দিদি বললেন, মা তে আছেনই।" সত্যিই এখন থাকবার ব্যবস্থা ত সুন্দরই হয়ে উঠেছে।

২৯শে অক্টোবর, ১৯৪৬ —

আজ নিচেকার গুহার উদ্‌ঘাটন হল। পূজা, হোম ইত্যাদি হল। মা নিচেই শুলেন। সকলে চলে গেলে আমি বহুক্ষণ মায়ের পায়ে হাত বুলিয়ে দিলুম। প্রণাম করে চলে আসবার সময় মা আমার মাথায় হা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিলেন। মায়ের আশীর্ব্বাদে সারা দিনের ক্লান্তি দূর হল। পরে আমাকে মা বলছেন, "দেখ নিয়ম মত খাওয়া দাওয়া করতে হয়। বুনি ওরা সব ঠিকঠিক মত খাওয়া দাওয়া করে। খাটুনিতে শরীর খারাপ না হয় তার জন্য ঠিক মত নিজের দেখা শোনা করা।"

৩০শে অক্টোবর, ১৯৪৬ –

দিদি আজ আমাকে ভাজা মুঁগের ডাল রাঁধতে দিয়ে গেলেন। মা রান্না ঘরে এসে দেখেন আমি কিছুই পারছিনা। মা দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে দিয়ে সব ঠিক ঠিক করিয়ে নিয়ে তারপর গেলেন।

৩১শে অক্টোবর, ১৯৪৬ –

আজ বিরাট ভাবে নারায়ণের ভোগ হল। দিদিই রাঁধলেন, আমি সাহায্য করলাম। প্রেমানন্দ এসেছেন। তিনিও গোবিন্দ গোপাল প্রসাদ পেলেন। দিদি তারপর কলকাতা রওনা হয়ে গেলেন। আমি আরও দু batch লোক খাওয়ালাম। মা কন্যাপীঠের ছাতের ঘরে আছেন। সেখানে গিয়ে শুনি মা মেয়েদের বলছেন, "ধীরে ধীরে কথা বলতে হয়। প্রয়োজন ছাড়া, কি লেখাপড়ার কথা ছাড়া আর কথার দরকার কি? যন্ত্রের মত হাতে কাজ করে যেতে হয়। কাজের জন্য কথা কাটাকাটি, জোর গলা, এসব হওয়া না।"

মা দিদিমার বাপের বাড়ীর কথায় বলছেন, "সেখানে এমন নিয়ম ছিল যে কেউ কারুর নামে দোষ দেবে না। যদি একজনের কাজ হয়নি কোনও কারণে, তাহলে অন্য জন চুপচাপ সে কাজ করে সামাল দিয়ে দিত।" মায়ের আদর্শ আমাদের দ্বারা পালন হয় না, এত দেখতেই পারছি।

দিদি না থাকাতে আমি মায়ের সেবায় আছি। কন্যাপীঠের মেয়েদের দেখাশোনা করবার জন্য জগদম্বা আছে। সাবিত্রী কিছু কিছু পড়াশোনা করায়।

মা একজায়গায় থাকলেই বিস্তর লোকের আগমন এবং খাওয়া দাওয়া। মা নিজের জন্য রাঁধতে বললেন তারমানেই বিশেষ কেউ খাবে। শুনলাম গোবিন্দ গোপালদা ও আরও কয়েকজন খাবে। আমি ওপরে একলাই রাঁধছি। মা কিন্তু বারে বারে এসে অনেক কিছু এগিয়ে দিচ্ছেন। একবার বললেন, "দাঁড়া, মেয়েদের একজনকে পাঠিয়েদি তোর সাহায্যের জন্য।" খাবার জায়গা কোথায় হবে বলে দিয়ে গেলেন।

৫ই নভেম্বর, ১৯৪৬–

কলকাতা থেকে দিদি ফিরেছেন–সঙ্গে বুনীদি। মাকে রাজঘাট School (Blancaji's school) এ ওখানকার teacher রা নিয়ে গেলেন। আমরা ও সঙ্গে গেলাম। খুব সুন্দর school। বিরাট জায়গা ঘিরে সব ঘর বাড়ী করেছে। মাঝে মাঝে বাগান বড় বড় গাছ। শান্ত পরিবেশ।

ফিরবার সময় মোটর আসতে দেরী হওয়াতে মা অনেকক্ষণ রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন। একটি দোকানী মাদুর পেতে দিল যাতে কেউ কেউ বসতে পারে। তবে মা যখন দাঁড়িয়ে তখন কে আর বসবে।

সন্ধ্যায় মা ছাতে হাঁটছিলেন। একটু সময় পেয়ে আমি গেছি। মা হঠাৎ বললেন, "তোরা কি সন্ধ্যায় একটুও সময় পাস না?" আমি বললুম, "মাঝে মাঝে পাই"।

"এখন কি করছিলি?"

"সন্ধ্যা করতে বসেছিলুম"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দেখ তোরা একটু সময় করে হরিনামে যোগ দিস। কোনও ক্ষতি হবে না। আমি খেয়াল করব তোরা এই সময়ে হরিনাম করছিস"। পরে বুঝলাম যে মৌনি মা বড় মেয়েদের নায়ে নালিশ করেছেন তারা সন্ধ্যাকীর্তনে যোগ দেয়না। তাই মার বকুনি। যদি মনে রাখতে পারি যে মাকে সবদিকই রক্ষা করা হয় তাহলে আর কষ্ট হয় না। আর কথা ত' ঠিকই। বড় মেয়েরা সঙ্গে থাকলে, ছোটরা খুব উৎসাহ পা

হঠাৎ মা এলাহাবাদে এসে নৌকায় উঠলেন। প্রভুদত্তজী এসেছেন। তিনি গঙ্গা স্নানে নেমেছেন স্বামী পরমানন্দজী। প্রভুদত্তজী স্বামীজিকে কুস্তী তে আহ্বান করছেন। জলের মধ্যে কুস্তী। মা নৌকা থে খুব উৎসাহ দিচ্ছেন; কিন্তু স্বামীজী পেরে উঠলেন না একেবারে গোহারাণ হেরে গেলেন। সকলেই আনন্দ করল।

কয়েকজন বুড়ীকে নিয়ে মা আমাকে কাশী রওয়া করিয়ে দিলেন। মা নিজেও কাশী ফিরে এ পান্নালালজীর গাড়ীতে। আমি রেঁধে বেড়ে মাকে ঠাকুর ঘরে ভোগ দিলুম। মা বলছেন, "খুকুনির হ পেয়েছে দেখছি। সবই খুব ভাল হয়েছে।"

পান্নালালজী মাকে সারনাথ নিয়ে গেলেন। মোটরে জায়গা আছে দেখে বুনীদিও আমি ও স গেলুম। পান্নালালজী ঘুরে ঘুরে সব দ্রষ্টব্য স্থান গুলি মাকে ও আমাদের দেখালেন। ব্যসজী কিছু ফল কি এনেছে। মা সেখানকার দুটি বৌদ্ধ সাধুদের আগে দেওয়ালেন। বাকিটুকু নিয়ে আমরা মোটরে বসলুম। একটি চাকু চেয়ে নিয়ে নিজেই ফল কাটলেন। আমি একটু মাকে খাইয়ে দিয়ে সকলকে বিতরণ করলু মায়ের চাদর পেঁপের রসে মাখামাখি হয়েছে, হাতেও ফলের রস। মা বুনীর চাদরে হাত পুঁছতে গেলে বাঁধা দিল–বুনীদি ফিটফাট মানুষ। মা বলছেন, "আমি দেখলাম কতটা দিতে পারিস। তা পারলি না ত পরে মা আমার চুলে বেশ করে হাত মুছলেন। বললেন, "ওর চুলে বেনী বাঁধা নেই।" আলগা করে বাঁ চুলে সুবিধা পেলেন।

আশ্রমে ফিরবার আগে station এর কাছে ননীদার বাড়ী হয়ে এলেন।

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪৬—

আমার ত' উদয়াস্ত কাজ। হয়রাণ হয়ে যাই বিশেষ যখন মার সঙ্গে দেখা হয় না। অনেক রাত্রে ম ঘরে গিয়ে বসলুম। দুর্গা কাকিমা ছিলেন। আমার অত্যধিক কাজের চাপ সম্বন্ধেই বোধ হয় মায়ের খেয় হল নিজের ছোটবেলার কথা। মা বলছেন, "সূর্য্য উঠবার আগেই গোবর দিয়ে উঠান লেপা হয়ে যে তারপর পুকুরে গিয়ে স্নান এবং ভিজা কাপড়ে জল আনা ও রান্নার কাজ আরম্ভ করা। বাচ্চাদের পু দেখাশোনা করা তারপর বড়দের খাওয়ার ব্যবস্থা। জল ঘেঁটে ঘেঁটে আঙ্গুলের গোড়ায় ক্ষত হয়ে গিয়েছে বাস্তবিক মা ওই সময়ে কি অমানুষিক খাটা খাটুনী করেছেন। কিন্তু সবই তৎভাবে ও সেবার ভাবে করেছে বলে পরিশ্রম মনে হয়নি। সবই আনন্দ। কিন্তু এই আদর্শ অনুক্ষণ রক্ষা করতে পারলেও, সব সময় পারা যায় তা নয়: তখনই পরিশ্রম ও তখনই শ্রান্তি।

(ক্রমশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের কথা

(পাঁচ)

—শ্রী নিগম কুমার চক্রবর্ত্তী

"মা" ভয়ার্তিহারিনী, বরাভয়দায়িনী ও সর্বমঙ্গলা। তাঁর এই রূপটি ভক্তেরা দেখেছেন, নিজ নিজ জীবনে প্রাণভরে অনুভব করেছেন। তা না হলে দলে দলে অসংখ্য নরনারী তাঁকে দর্শন করতে ছুটতেন না, আর একবার দর্শনলাভের পর অন্তরে সাযুজ্যভাব নিয়ে বাড়ি ফিরতেন না। বাড়ি ফিরে অন্তরে তাঁর আহ্বান শুনতে পেতেন না। আমি তো মনে করি অন্তরে তাঁকে জাগাতে পারলে অপ্রাপ্তিবোধ দূর হয়ে যায়। যখনি মায়ের আহ্বান সত্ত্বেও তাঁর কাছে যেতে পারি না, তখনি তিনি স্বয়ং আবির্ভূতা হয়েছেন। ভক্তের অসামর্থ্যের গ্লানি দূর করেছেন। আমার কাছে তাঁর কৃপার ভেদাভেদ নেই, যাকে যা দেওয়ার তা সম্পূর্ণভাবে দিয়েছেন, গ্রহীতার কর্তব্য সন্তোষামৃত তৃপ্তভাব পোষণ করা। সেটি করতে পারলে সবটাই পাওয়া হয়ে যায়। মানুষ সব কিছু পেয়েও আরও পেতে চায়, আর তাই করতে করতে পাওয়াকে হওয়া করে দেয়। "এ তো আর সামান্য পাওয়া নয়, অসামান্য অপ্রমেয় অসীম প্রাপ্তি"– এমন প্রাপ্তিবোধ জাগানোটাই সাধনা। আমি যা পেলাম তাকে মাপতে যাবো কেন? এ কী বাজার থেকে কিনে আনা বস্তু? এই প্রসঙ্গে অনেক ঘটনা-ই মনে পড়ে যায়। আমার প্রথম মাতৃদর্শন ও মাতৃসান্নিধ্যলাভ থেকেই আমার এরূপ ঘটনার সঙ্গে পরিচিতি। সেই প্রথম অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ লিখবার ইচ্ছা আছে। এখন পরবর্তীকালের একটি অভিজ্ঞতার কথা লিখছি, যার সঙ্গে উপরিলিখিত কথাগুলির সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

১৯৬৩ সালে দুর্গাপূজার সময় পূর্বপরিকল্পনা না থাকলেও আমি আমার মা কে নিয়ে কাশী রওনা হলাম। তিথি বা তারিখ মনে নেই। সে বছর দুটি পূজো হয়েছিল, একটি সেপ্টেম্বরে ও একটি অক্টোবরে। বেশির ভাগ পূজো অক্টোবরেই হয়েছিল, আশ্রমেও তা-ই। আমরা উঠেছিলাম বাঙ্গালিটোলায় পিসিমার বাড়িতে। সারাদিন আশ্রমে থাকতাম, রাত্রে বাড়ি ফিরে আসতাম। আমাদের পেয়ে 'মা' আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। কিছু কিছু কথাবার্তাও হয়েছিল। আমরা কতদিন আছি 'মা' সেটি প্রথমেই জেনে নিয়েছিলেন। ঠিক তার আগের দিন বিকেলে 'মা' যখন বহুজন পরিবৃত হয়ে আশ্রম থেকে মণ্ডপের দিকে যাচ্ছিলেন, অনেকেই তাঁকে প্রণাম করছিলেন। ভীড়ের মধ্যে আমার মাকে আর নিয়ে গেলাম না, তাঁকে একপাশে রেখে আমি এগিয়ে গিয়ে 'মা' কে প্রণাম করলাম। মা কিন্তু ভীড়ের বাইরে জোড়হস্তে দণ্ডায়মানা আমার গর্ভধারিণী কে দেখতে পেয়েছিলেন। আমাকে বললেন মাকে নিয়ে সৎসঙ্গে আসতে রাত ৯ টায় সৎসঙ্গের পরে কথা বলবেন। সৎসঙ্গে গিয়ে বসলাম। সেখানেও প্রনাম করলাম আমরা দুজনেই। সৎসঙ্গ ৯টায় শেষ হল না। তখন প্রায় সাড়ে ৯টা। আমার মা সারাদিন উপবাসী, সেদিন ছিল একাদশী। আমাকে বললেন, "আমি বরং বাড়ি যাই, আমাকে পৌঁছেই তুমি ফিরে এসো, তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই কথা হবে, তখন সব কথা জানিয়ে দিও। আমি জেগে থাকবো, তোমার ফিরতে যত রাতই হোক আমি নিজে দরজা খুলে দেবো।" আমার যা যা বলার আছে তুমি 'মা' কে বোলো, তিনি তো অন্তর্যামী, বেশি বলতেও হবে না।" আমি কথাগুলি যুক্তিযুক্ত মনে করে 'মা' কে স্মরণ করে মাতৃ-আজ্ঞা পালন করলাম। রিকশা করে গিয়ে মা-কে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে রিক্‌শা করে আশ্রমে ফিরে এলাম। ততক্ষণে সাড়ে দশটা বেজে গেছে, সৎসঙ্গ শেষ হয়ে গেছে, মণ্ডপে কেউ নেই। আমি আশ্রমের দুতলায় গেলাম। কেউ নেই, 'মা' র ঘরে যাবার দিকের দরজা বন্ধ। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে জপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে পূর্ব পরিচিতা একজন ব্রহ্মচারিণী দিদি আমাকে দেখতে পেয়ে ওপাশ থে জানালেন যে রাত্রে আর 'মা' র সঙ্গে দেখা হবে না, 'মা' কন্যাপীঠের তিনতলার ঘরে, মশারি টাঙ্গানোও হয়ে গে আমি তাঁকে জানালাম পুরো ঘটনাটি, শুনে বললেন যে কোনোক্রমেই সে রাত্রে 'মা' র সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়, বি করে কন্যাপীঠের তিনতলার ঘরে। আমি সব শুনেও হাতজোড় করে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তিনি আমার অবস্থা দেখে বললেন যে সারা রাত এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেও কিছু হবেনা। আমি বিনম্রভাবে জানালাম যে আমি এভাবে দাঁড়িয়ে থাকি তাতে তো আপত্তির কোনো কারণ দেখিনা। উত্তরে বললেন, তাহলে তাই থাকুন।

ইতিমধ্যে তাঁর কথাগুলি "দিদি" (শ্রীশ্রীগুরুপ্রিয়াদি) নিজের ঘরের থেকে শুনতে পেয়ে জানতে চাইলেন যে ব্রহ্মচারিনী দিদি কার সঙ্গে কথা বলছেন। তিনি সেখান থেকেই আমার নাম ও আমার সঙ্গে তাঁর কথোপকথ সারাংশ 'দিদি' কে জানালেন। 'দিদি' ঘরের থেকেই মধুরভাবে জানালেন যে সে রাত্রে তো 'মা' র কাছে যাওয়ার ব্য করা সম্ভব নয়, আমি যেন পরদিন সকালে আসি। ব্রহ্মচারিনী দিদি আমাকে বললেন যে 'দিদি' র এই কথাই fi আর কারুর কিছু করার নেই। দরজা বন্ধ করে তিনি প্রস্থানোদ্যতা হলেন। আমার মনের মধ্যে তখন যা চল নীরবতাই তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। কিন্তু ঘটনাটির সমাপ্তি এখানে নয়। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পটপরিবর্তন হয়ে গেল। তিনতলা থেকে একটি আশ্রমকন্যা ছুটতে ছুটতে নেমে এসে সিঁড়ির কাছ থেকে চেঁচিয়ে বল "নিগম চক্রবর্তী কার নাম, মা উপরে ডাকছেন। দরজা খুলে গেল, ব্রহ্মচারিনী দিদি আমাকে বললেন, "মা ডাকছে ওর সঙ্গে উপরে চলে যান।" যেতে যেতে শুনেতে পেলাম 'দিদি' যেন আমার নাম ধরে বলছেন, 'মা' তোমার প্রা শুনতে পেয়েছেন। 'মায়ের' ঘরে আমাকে প্রবেশ করিয়েই আশ্রমকন্যাটি চলে যাচ্ছিল, 'মা' তাকে বললেন ঘ দরজাটি ভেজিয়ে যেতে। 'মা' বললেন যে সৎসঙ্গ শেষ হবার পর আমাদের দেখতে না পেয়ে খুঁজছিলেন। বুঝ তাঁর এই খোঁজাটাই আসল, সব ঘটনা তাতেই ঘটে গেল। দীর্ঘক্ষণ (আমার অনুমানে পয়তাল্লিশ মিনিট তো হবে কথা হল। 'মা' সব কিছু শুনতে চাইলেন, আমার মা'র কথা ও অন্যান্য সকলের কথা। সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন, সমস্যার সমাধানের পথ বুঝিয়ে দিলেন। আমার দুঃখিনী মা'র আর্তি অতি মনোযোগ সহকারে শুনলেন ও সমবে প্রকাশ করলেন। আমরা যে পরদিন সাহেবগঞ্জে ফিরে যাচ্ছি সে কথা তাঁর মনে ছিল। সম্ভব হলে যাবার আগে দে করার কথা উঠতেই বললেন যে আমার মা-কে নিয়ে আর টানাপোড়েনের দরকার নেই, এখান থেকেই যা হবার তা হ যাবে। আরও যা বলবার বললেন, যা দেবার তা দিলেন। যা ঘটবার তা ঘটে গেল। তাঁর শ্রীচরণকমলে প্রণাম ক পূর্ণহৃদয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। মা দরজা খুলে দিলেন, সব কথা শুনলেন, বললেন যে আর কোনো চিন্তা নেই, 'মা' আশ্রয়েই তো থাকছি, সব ব্যবস্থাই হয়ে যাবে।

তাই তো পরবর্তী কালে লিখেছিলাম

'মা' বলে ডাকলে তাঁরে 'বাবা' বলে দেন যে সাড়া
'জয় মা' বলে জ'পলে কিংবা গাইলে হয়ে আত্মহারা
'জ'-এর জ্যোতি 'ম'-এর ময়ী-জ্যোতির্ময়ীর রূপটি নিয়ে-
উদিত হন চিত্তাকাশে-পঞ্চশিখায় দীপ্ত তারা॥

এই stanza টি পূর্বলিখিত কবিতার তৃতীয় stanza রূপে পাঠ করা চলে। 'মা' বোধহয় চেয়েছিলেন যে এ শেষের দিকেই লিখি, তাই এটি ওখানে লিখতে পারিনি। 'মা'র খেয়াল-ই খেলা করে যায় আমাদের জীবনে ঘটনাবলীর পরম্পরায়।

জয় মা! জয় মা! জয় মা!!!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৃত্য

—শ্রী মিলন কুসুম ভট্টাচার্য্য

একদিন আশমানে ঈশান-কাল-ভৈরবের
একপশলা নৃত্য শেষের এক মহালগ্নের গৌরবে,
নভচারী বিহঙ্গের চঞ্চু অবলম্বনে
বৃক্ষশাখা বিচ্ছুরিত আলোক-প্রাণবিন্দু এক ছোট্ট বীজ
নিক্ষিপ্ত হল পৃথির গর্ভে।
'মা' টির মমত্বের আবরণে আবৃত হল বিবর-আবেষ্টন-নীড়ে।

জঠরের আনন্দ-আন্দোলিত-উত্তপ্ত রসধারায় অলক্ষ্যে
ক্রম পরিপুষ্টি লাভ করে ধীরে
মাতৃত্ব সর্বস্ব 'মা' টি আর্দ্র হল সযত্ন রক্ষিত অমৃত স্নেহ বক্ষে।

এক মাহেন্দ্র ও অমৃত যোগের মহালগ্নে
অশ্রুত-অদৃষ্ট-লোকাতীত-পরম-গম্ভীর নাদ-স্পন্দনে
সর্ব আবরণ আর বন্ধন ছিন্ন করে
মৃত্তিকা-গর্ভ ভেদ করে
উদ্ভিন্ন-সত্ত্বা শিশু-উদ্ভিদের
প্রাণ সত্ত্বার আবির্ভাব ঘটল মহা কম্পনে।

জীবন-চক্রের আবর্ত্তন শুরু-
দীর্ঘ গ্রীষ্ম নিদাঘের পুতনা-যাতনার উত্তপ্ত-দাবদা,
নন্দরাণী যশঃদাত্রী যশোদার স্নেহধারা সুসদৃশ্য
বর্ষারাণীর অনাবিল বারিধারায় উজ্জীবিত সঞ্জীবিত,
সবুজ ঘন-পত্র-সম্ভারে নীলাম্বর-নভঃতলে

রাখালিয়া সুরে রাজা সাজার শারদীয় আনন্দসঙ্গীত,
হেমন্তের হিমেল শুষ্কতা স্বরূপ অঘাসুর বকাসুরের রুক্ষতা,
জমাট বাঁধা শীতের রাত্রে নিবিড় অচ্ছেদ্য তপস্যার
উত্তাপে উত্তাপে তীব্র অভীপ্সা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনের মাধুর্য্যময় মথুরায়
মাথুরের দীর্ঘশ্বাসপূর্ণ অনবদ্য ক্রন্দন।
তারপর সহসা জীবন বন্ধুর পরম আলিঙ্গন
আনন্দঘন আসন্ন মুহূর্ত সমাপন্ন
উদ্ভিদায়িত সেদিনের ছোট্ট বীজাঙ্কুর সর্ব শঙ্কাতীত আজ।
জীবন-বসন্তে।
মহা সম্ভাবনাকে আস্বাদিত করার
পরম লগ্নে বরমাল্য ভূষিত–
এক 'আমি' বহু 'আমির' আস্বাদনের
আনন্দঘন সংকল্পে দৃঢ়-সংস্থিত।
তাই এক্ষনে কামিনী কুঞ্জের বৃন্তে বৃন্তে
প্রস্ফুটিত হবে এ বসন্তে
মহা-মিলনের অসংখ্য পারিজাত-অর্ঘকুসুম–
শুদ্ধ-প্রেম-কুমকুম-রঞ্জিত-দরদর বিগলিত চুক্ষুঃ
অগণিত ভক্তপ্রেম-ভিক্ষুমনে সংগোপনে
শ্রী রাধা মাধবের চিদানন্দময়
অনন্ত লীলার নিধুবনে
রসো বৈ সঃ
মহা রাসলীলায় হৃদি বৃন্দাবনে
ছন্দে ছন্দে পরমানন্দে
রাসবিহারীর নৃত্যের অনিন্দ্য-নুপুর-নিক্কনে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রম সংবাদ

১। কনখল

গত ২রা জুলাই ২০০৪ কনখলে মায়ের আশ্রমে সাড়ম্বরে গুরুপূর্ণিমা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শরতের শুভ্র প্রভাতে কনখলে মায়ের অশ্রমে দেবীর আবাহন, প্রতিবছরই যথারীতি হয়ে আসছে। কিন্তু এবার ছিল পুরুষোত্তম মাস। তাই পূজো পিছিয়ে গেছে একমাস। এইবার শ্রীশ্রীমায়ের ভক্ত শ্রী মহেশ পঞ্জওয়ানী ও তাঁর পত্নীর আগ্রহে আগামী ২রা কার্তিক হতে ৬ই কার্তিক (১৯শে অক্টোবর হতে ২৩শে অক্টোবর) শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা কনখলে অনুষ্ঠিত হবে। শ্রীশ্রী লক্ষ্মী পূজা আগামী ২৭শে অক্টোবর এবং শ্রীশ্রী শ্যামাপূজা ১১ই নভেম্বর ও অন্নকূট ১৩ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। শ্রীশ্রী সংযম সপ্তাহ মহাব্রত আগামী ২৯শে হতে ২৬শে নভেম্বর পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

২। বারাণসী–

গত ২রা জুলাই গুরুপূর্ণিমা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গত ২২শে আগষ্ট শ্রীশ্রী মুক্তানন্দ গিরিজীর তিরোধান তিথিতে গিরিজীর মন্দিরে গিরিজীর ষোড়শোপচারে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এবং সাধু ভাণ্ডারা হয়।

শ্রাবণের ঝুলনোৎসব বারাণসী আশ্রমের একটি বৈশিষ্ট্য-বিশেষ পর্ব। ২৬শে আগষ্ট একাদশীর পুণ্য তিথিতে সুন্দর সাজানো গোপাল মন্দিরে সন্ধ্যায় গোপাল কে ঝুলানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে কন্যাপীঠের মেয়েরা সুন্দর কীর্তন করে। ২৯শে আগষ্ট অবধি প্রতিদিন সন্ধ্যায় গোপালকে ঝুলানো হয়। সঙ্গে কীর্তন হয়। ২৯শে আগষ্ট ঝুলন পূর্ণিমার দিন রাত্রিতে শ্রীশ্রী গোপালের ষোড়শোপচারে পূজা হয়। রাত্রিতে পৌনে ১২টা হতে সওয়া ১২টা শ্রীশ্রীমায়ের স্বয়ং দীক্ষার ধ্যান। ২৭শে আগষ্ট ভাইজীর তিরোধান তিথিতে ভাইজীর ষোড়শোপচারে পূজা হয়। ৬ই সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমীর দিন রাত্রিতে শ্রীশ্রীগোপালের স্নান, অভিষেক, শৃঙ্গার ও ষোড়শোপচারে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে অনেক মাতৃভক্তরা ও সমবেত হন। পরদিন ৭ই সেপ্টেম্বর প্রাতে গোপালের সামনে কন্যাপীঠের ছোট ছোট কন্যারা কীর্তনের সঙ্গে দই হাঁড়ি মাথায় নিয়ে ঘুরে পরে দই এর হাঁড়ি ভেঙ্গে নন্দোৎসব পালন করে।

১৯শে সেপ্টেম্বর হতে ২৬শে সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রী ভাগবত জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। ভাগবত বক্তা ছিলেন পুনার মাতৃভক্ত শ্রী অশোক ভাই কুলকর্ণী। ২১শে সেপ্টেম্বর শ্রী গুরুপ্রিয়াদিদির তিরোধান তিথি অনুষ্ঠিত হয়। সাধু ভাণ্ডারা হয়। স্বামী অখণ্ডানন্দ গিরিজীর তিরোধান তিথি ৫ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ১৫ই অক্টোবর হতে ২২শে অক্টোবর শারদীয়া নবরাত্রিতে বারাণসী আশ্রমে স্মৃতি মন্দিরে কলশ স্থাপন করে চণ্ডী পাঠ আরম্ভ হবে। মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী ও মহানবমী তিথিতে আনন্দজ্যোতি মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩। পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী কবিরাজ মহবাশয়ের জন্মদিবস ও কন্যাপীঠের সংস্কৃত দিবস–

গত ৮ই সেপ্টেম্বর মহামহোপাধ্যায় পদ্মবিভূষণ শ্রী কবিরাজ মহাশয়ের ১১৮তম জন্মদিবস উপল মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের সংস্কৃত দিবস অনুষ্ঠিত হয়। সমারোহের মুখ্য অতিথি ছিলেন সম্পূর্ণান সংস্কৃত বিশ্ব বিদ্যালয়ের মাননীয় কুলপতি প্রোঃ শ্রী রাজেন্দ্র মিশ্রজী। বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন মাননীয় প্রে গেশে নবাঙ্গ সামতেন, নিদেশক কেন্দ্রীয় উচ্চ তিব্বতী শিক্ষা সংস্থান। কিন্তু বিশেষ কারণবশতঃ তঁ অনুপস্থিতিতে শ্রদ্ধেয় ড০ বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বিশিষ্ট অতিথির পদ অলংকৃত করেন। সভাপতি ছিলেন কা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় কুলপতি প্রোঃ পী০ রামচন্দ্র রাও। সর্বপ্রথম কন্যাপীঠের কন্যাদের বৈদি মঙ্গলাচরণ দ্বারা কার্যক্রম আরম্ভ হয়। কবিরাজ মহাশয়ের ছবিতে মাল্যার্পণের পর সমাগত বিশিষ্ট অতিথি মাল্যার্পণ করা হয়। স্বাগত ভাষণের পর মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের কন্যাদের দ্বারা সংস্কৃত দিবসের প্রস্তু রূপে পূজনীয় কবিরাজ মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা-কুসুমাঞ্জলি অর্পিত হয়। এর অন্তর্গত শ্রী কবিরাজ বন্দ দেশগীতম্, শ্লোকান্তাক্ষরী, সংস্কৃত সৌরভ এবং সংস্কৃত গান পরিবেশিত হয়। এরপর কবিরাজ মহাশ প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন কাশীর গণ্যমান্য পণ্ডিতগণ। এরপর মুখ্য অতিথি প্রোঃ রাজেন্দ্র মিশ্রজী বিশিষ্ট অতিথি শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের ভাষণের পর সভাপতি মাননীয় প্রোঃ পী০ রামচন্দ্র রাও এ ভাষণ এবং ধন্যাবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী জগদীশ্বরানন্দ জী। কন্যাপীঠের কন্যাদের সমাপ্তি সংগীতের দ্ব সভা বিসর্জিত হয়।

৪। মাতা আনন্দময়ী চিকৎসালয় –

গত ১লা আগষ্ট রোটারী ক্লাব বারাণসী ইলিটের দ্বারা নিঃশুল্ক নেত্র পরীক্ষা এবং চশমা বিতর শিবিরের সমাপন হয়। এই সমারোহের মুখ্য অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত নেত্র চিকিৎসক ডা০ বী০ ঠাকু বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন শ্রী দীন দয়াল জালান।

গত ১৫ই আগষ্ট চিকিৎসালয়ের পরিসরে পতাকা উত্তোলন করেন সাংসদ শ্রী রাজেশ মিশ্রজী রাষ্ট্রগীত কন্যাপীঠের কন্যারা করেন। চিকিৎসালয়ের সভাগৃহে কন্যাপীঠের কন্যাদের বন্দেমাতরম্ গীতে সঙ্গে কার্যক্রম আরম্ভ হয়। দেশ গীতের পর ভাষণ হয়। এই উপলক্ষে প্রখ্যাত দেশ সেবক স্বর্গীয় কালা ব্রহ্মচারীর স্মৃতিতে ৫১জন গরীবকে বস্ত্র ও ভোজন প্রদান করা হয়েছে।

৫। জামশেদপুর –

শ্রীশ্রীমায়ের জামশেদপুর স্থিত আশ্রমে আগামী ২রা ও ৩রা অক্টোবর শুভ নাম যজ্ঞের আয়োজন ক হয়েছে। ২রা অক্টোবর সন্ধ্যায় ভজন ও কীর্তনের পর নামযজ্ঞের অধিবাস আরম্ভ হবে। সারা রা মাতৃভক্ত মহিলাদের নামকীর্তন হবে। ৩রা অক্টোবর উদয়াস্ত নাম কীর্তন। দ্বিপ্রহরে ভক্তদের মধ্যে প্র বিতরণ করা হবে।

৬। দিল্লী–

শ্রীশ্রীমায়ের দিল্লী আশ্রমের ৫০ বছরে পূর্তি উপলক্ষে গত ২৬শে ও ২৭শে আগষ্ট দিল্লী আশ্র সুবর্ণ মহোৎসব মহাসমারোহের সঙ্গে পালিত হয়। গত ২৬শে আগষ্ট সন্ধ্যায় সমারোহের প্রারম্ভ। বি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতিথিদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বেদ ঘোষ উদ্‌ঘোষিত হয় মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণীদের দ্বারা। সর্বপ্রথম শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের অধ্যক্ষ শ্রী গোবিন্দনারায়ণজী স্বাগত ভাষণ করেন। এরপর মুখ্য অতিথি ডঃ করণ সিংহের ভাষণ হয়। কুমারী ছবি বন্দোপাধ্যায়ের ভজনের পর আশ্রমের মন্দিরে মন্দিরে আরতি হয়। এরপর কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণী গীতার দিল্লীর আশ্রমের সুদীর্ঘ ইতিহাসের প্রস্তুতি ভক্তদের সামনে বিশেষ উল্লেখনীয়। ব্রহ্মচারিণী চন্দনও মার বিষয়ে বলেন। শ্রীমতী মধুমিতা রায় এর গানের মনোমুগ্ধ কর প্রস্তুতি শ্রবণ করে ভক্তরা বিশেষ আনন্দিত হন। কীর্তনের পর ভক্তরা সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন। ২৭শে আগষ্ট প্রাতে আশ্রমের মন্দিরে মন্দিরে বিশেষ পূজা হয়। আশ্রমের হলঘরে কীর্তন চলতে থাকে। মধ্যাহ্ন ভোগ ও প্রসাদ গ্রহণের পর আশ্রমের হল ঘরে মাতৃ সৎসঙ্গ আরম্ভ হয়। আজ সর্প্রথম নামব্রহ্ম ও দিল্লীর ভক্তদের সম্বন্ধে দরদী ভাষায় কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণী গুণীতা খুবই সুন্দর প্রবচন দেয়। তারপর ব্রহ্মচারিণী অরুণা ও ব্রহ্মচারিণী জয়া দিল্লীর আশ্রম ও নাম ব্রহ্মের উপর সুন্দর বলে। স্বামী অরূপানন্দজী ভাইজী সম্বন্ধে বলেন। সন্ধ্যায় কীর্তন ও ধ্যান হয়। রাত্রিতে নামযজ্ঞের অধিবাসের পর রাত্রিতে মহিলা ভক্তরা কীর্তন করেন। পরদিন নামযজ্ঞের সমাপনের পর উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়। আগামী ১৯শে আক্টোবর হতে ২৩শে অক্টোবর দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে।

৭। পুনা–

পুনাতে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী আশ্রমে গত ২রা জুলাই গুরুপূর্ণিমা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূজা, কীর্তন ভজন ও পুষ্পাঞ্জলির পর ভোগ ও আরতি এবং তারপর মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। গত ২রা সেপ্টেম্বর হতে ১০ই সেপ্টেম্বর পুনা আশ্রমে শ্রীমদ্‌ভাগবত সপ্তাহ আয়োজিত হয়। বক্তা ছিলেন ভাগবত ভূষণ, শ্রী রাজেশ কিশোর গোস্বামী। খুবই সুন্দর ভাবে ভাগবত সপ্তাহ সম্পন্ন হয়। ৬ই সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠিত হয়।

৮। পুরী–

শ্রীশ্রী মায়ের পুরী আশ্রমে মায়ের ১০৮তম জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ২রা মে সান্ধ্য কীর্তন, গুরুস্তোত্রম, ভজন ভক্তিমূলক গান ইত্যাদি পরিবেশন করেন সপরিবারে শ্রী রূপশ্রী মিত্র। সমবেত সাধুদের মধ্যে জনৈক সাধু নামগান করে সকলকে মুগ্ধ করেন। রাত্রিতে মৌনের পর প্রণাম মন্ত্র করে সান্ধ্য অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। সাধু ভোজন ও ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রিতে মার জন্মদিনের পূজা শ্রী বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় করেন ও সহযোগিতায় ছিলেন ব্রহ্মচারী গোলকানন্দ। ৩রা মে আরতি, পূজা ও ভোগ হয়। অন্নভোগের আগে গীতা চণ্ডীপাঠ, মাতৃ অষ্টোত্তর শতনাম, হনুমান চালিশা পাঠ, কীর্তন ও নামগান ও প্রণাম মন্ত্র হয়। অন্নভোগের পর ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন। ৩রা মে হতে ৭ই মে আশ্রমে অনুরূপ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। বিষ্ণুসহস্র নামও পাঠ হয়। ৭ই মে রাত্রিতে শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা হয় এবং পরদিন সমবেত ভক্তবৃন্দরা মধ্যাহ্নে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সম্পূর্ণ উৎসবের সুষ্ঠু পরিচালনা করেন আশ্রম সচিব শ্রী ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত ২রা জুলাই আশ্রমে গুরুপূর্ণিমা মহোৎসবও পালিত হয়েছে। গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে পাঁচ আশ্রমের পাঁচজন মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসীকে সবস্ত্র, ফল ও দক্ষিণা দিয়ে ভোজন করানো হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯। রাঁচী–

শ্রীশ্রীমায়ের রাঁচী আশ্রমে আগামী ১৯শে অক্টোবর হতে ২৩শে অক্টোবর শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা আয়োজিত হবে। আগামী ২৭শে অক্টোবর শ্রীলক্ষ্মী পূজা, ১১ই নভেম্বর শ্রীশ্রী শ্যামাপূজা ও ১৩ই নভেম্বর অন্নকূট অনুষ্ঠিত হবে।

১০। বৃন্দাবন–

শ্রীশ্রী মায়ের বৃন্দাবন আশ্রমে গত ১৯শে আগষ্ট হতে ২৯শে আগষ্ট অবধি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ছলিয়ার ঝুলনোৎসব এবং গত ৬ই সেপ্টেম্বর শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মহোৎসব সানন্দে অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৯শে আগ হতে ২৯শে আগষ্ট অবধি প্রতিদিন আশ্রমে প্রখ্যাত রাসমণ্ডলীর দ্বারা রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৫ আগষ্ট হতে ২৯শে আগষ্ট সন্ধ্যায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ ছলিয়ার ঝুলন পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ২৯শে আগষ্ট প্রা বেদপাঠ, বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ, ভজন, কীর্তনের মধ্যে শ্রী রাধাকৃষ্ণ ছলিয়ার ষোড়শোপচারে পূজা, ভোগ আরতির পর সাধু সেবা ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এদিন সম্পূর্ণ রাত্রি হরিনাম সংকীর্তন হয়। ৬ই সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমীর দিন শ্রীরাধাকৃষ্ণ ছলিয়া শ্রীবিগ্রহদের অভিষেক ও মহাস্নান হয়। প্রতি চার বছর পরপর শ্রী বিগ্রহদের এই ভাবে স্নান করানো হয়। এদিন রাত্রিতে জন্মাষ্টমীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ২২শে সেপ্টেম্বর রাধাষ্টমী বিহিত পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসব সূচী

১. শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা	১৯শে–২৩শে অক্টোবর
২. শ্রীশ্রী লক্ষ্মীপূজা	২৭শে অক্টোবর
৩. শ্রীশ্রী শ্যামা পূজা	১১ই নভেম্বর
৪. অন্নকূট	১৩ই নভেম্বর
৫. শ্রীশ্রী সংযম সপ্তাহ মবাব্রত	১৯শে–২৬শে নভেম্বর
৬. গীতা জয়ন্তী	২২শে ডিসেম্বর
৭. পৌষ সংক্রান্তী	১৪ই জানুয়ারী ২০০৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোক সংবাদ

১। শ্রীমতী উর্মিলা দেবী গোয়েঙ্কা–

শ্রীশ্রী মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত শ্রীমতী উর্মিলা দেবী গোয়েঙ্কা গত ২৬শে জুলাই, ২০০৪ শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহসুশীতল চরণতলে চিরতরে লীন হয়েছেন। তাঁর মৃত্যু বোম্বেতে হয়। মৃত্যুকালে তাঁর স্বামী শ্রী নন্দ কিশোর গোয়েঙ্কা, ভাই ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজনেরা তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। অন্তিম সংস্কারের জন্য তাঁর শরীর কনখলে আনা হয়।

বহুবছর আগে ১৯৬৪ সালে উর্মিলাজী নিজের স্বামী ও দুই কন্যাসহ মাতৃদর্শনে আসেন আগরপাড়া আশ্রমে। তার পর তাঁরা শ্রীশ্রীমায়ের একান্ত ভক্তরূপে পরিগণিত হন। মায়ের কাছে দীক্ষালাভ করেন। মায়ের কাছে বহু জায়গায় একান্ত আগ্রহে ছুটে এসেছেন স্বামী কন্যাসহ মায়ের সঙ্গলাভের জন্য। একবার উর্মিলাজী নিজের দুই কন্যাসহ কাশীতে মাতৃদর্শনে আসেন। তাঁর স্বামী নন্দকিশোরজী কোন কারণে আসতে পারেননি। মা তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তারপর মা উর্মিলাজীকে স্বামী কন্যাসহ কাশী থেকে বাড়ী পাঠালেন। উর্মিলাজী মায়ের স্নেহ ও কৃপালাভে ধন্য হয়েছেন।

উর্মিলাজীর পার্থিব শরীর কনখলে আনার পর আশ্রম বাসীরা তাঁকে অন্তিম শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। নির্বাণী আখাড়ার মহন্তজী ও স্বামী বিজয়ানন্দজী পুষ্প মাল্য ও ব্রহ্মচারিণী চন্দনদি জ্যোতির্মন্দির হতে প্রসাদী পুষ্পবিল্বপত্র প্রয়াত আত্মাকে অর্পণ করেন। তারপর তাঁর শরীর জ্যোতির্মন্দিরের দরজা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর তাঁর অন্তিমযাত্রা আরম্ভ হয়। গঙ্গা তীরে অগ্নিসংযোগে তাঁর শরীর পঞ্চতত্ত্বে বিলীন হয়ে যায়। যেমন ধরিত্রী মাতা নিজকন্যা সীতাকে নিজের স্নেহময় ক্রোড়ে স্থান দিয়েছিলেন, তেমনই শ্রী মা নিজের স্নেহময় ক্রোড়ে উর্মিলাজীকে চিরতরে বিলীন করে নিয়েছেন।

আমরা প্রয়াত আত্মার চির শান্তি ও পরিবার বর্গের জন্য মাতৃচরণে সান্ত্বনা প্রার্থনা করি।

২। শ্রী তাপস কুমার সোম –

কলিকাতাবাসী অতিপুরাতন মাতৃভক্ত শ্রী তাপস কুমার সোম গত ৫ই আগষ্ট শ্রীমায়ের চরণে চিরতরে লীন হয়েছেন। শ্রী তাপস কুমার সোমের জন্ম হয় ৩০শে নভেম্বর, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। ধর্মময় পরিবেশে তাঁর জন্মগ্রহণ। সম্ভবতঃ ১৫।১৬ বছর বয়সে শিলং এ কোন পরিচিতের গৃহে তাঁর প্রথম মাতৃদর্শন হয়। তারপর তিনি চিরকালের জন্য মায়েরই হয়ে যান। সুচারুদর্শন, সৌম্য হাস্যময়, ধর্ম, কর্ম সেবায় নিয়োজিত তাপসদা চির কুমার ছিলেন। তিনি আশ্রমের কাজে ও উৎসবে সদা ব্যস্ত ও উন্মুখ থাকতেন। সময়ে অসময়ে গুরুভ্রাতা ভগিনীদের আশ্রয় স্থল ছিলেন। সংসারের দাবদাহে আত্মীয় স্বজন, পরিচিত, স্বল্প পরিচিত, বন্ধু বান্ধবদের বিপদ আপদে মহীরুহের মত নির্ভরযোগ্য, সখা, সুহৃদ ও পথপ্রদর্শক হিসাবে অগ্রগণ্য। পাঠদ্দশায় মেধাবী তাপসদা বরাবর স্কলারশিপ পেয়ে গেছেন। ভারতবর্ষের প্রথম অগ্রণী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "আই০ আই০ টি০" খড়্গাপুরের জন্মলগ্নে ছাত্র হিসাবে যোগদান করেন গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন ১৯৫১ সালে। ১৯৫৫ সালে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ কর বি০ টেক০ ডিগ্রী পান এবং বিখ্যাত ব্রিটিশ সংস্থান ওয়েস্টিং হাউস এ শিক্ষানবিশী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ মূল কারখানা যুক্তরাজ্যে (U.K.) যোগদান করেন।

ছাত্রাবস্থায় ও পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে সংযোগ কখনও ছিন্ন হয়নি তাঁর। প্রতীচ্যের তথ কথিত আধুনিক সভ্যতা ও পরিবেশেও তাঁর শ্রীমায়ের পাদপদ্মে ধ্যান, মনন অব্যাহত থাকে। মায় তাপসদা তিতিক্ষার মূর্ত পরিগ্রহ ছিলেন। ১৯৫৭ সালে বিলাত বাসের পর বোম্বে অবতরণ করেই কাশীধা শ্রীশ্রীমার চরণতলে উপনীত হন মুমূর্ষু পিতার কাছে না গিয়ে, উদ্দেশ্য সংসার ত্যাগ করে মার কা থাকবেন চিরতরে। কিন্তু শ্রীশ্রীমা তাঁকে কোলকাতায় চাকুরীতে যোগ দিতে এবং সংসারে থাকতে নির্দে দেন সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে। শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশ জীবনভর পালন করে গেছেন অক্ষরে অক্ষরে তাপসদ তাপসদা 'গভর্ণিং বডি'র সদস্য হিসাবে এবং আগরপাড়া আশ্রমের সচিব হিসাবে অক্লান্ত পরিশ্রম ক গেছেন। তাপসদার দানধ্যান, শিক্ষাদান পরোপকার প্রবৃত্তি অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় সারা জীব প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। তাপসদার সৎসঙ্গে প্রবল আসক্তি, সারগ্রহণ ও রসাস্বাদন অতুলনীয়।

লেখার মাধ্যমে মায়ের উপদেশাবলী সরল ও সহজ ভাষায় তাঁর পঞ্জীকরণ অননুকরণীয়। "ধ্যা জপ ও প্রার্থনা", "শ্রী গুরু ও দীক্ষা", "ওঁ ভগবান", এবং "বাণী মাধুরী" এই গ্রন্থ সম্ভার তাঁর মন চিন্তনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ ও ভক্ত জনের পথ প্রদর্শক।

গত বাসন্তী পূজায় তাপসদা কাশীতে আসেন. তখনই পূজার শেষের দিকে তাঁর স্বল্প রোগভোগে লক্ষণ দেখা দেয়। কোলকাতায় ফিরে পরীক্ষাদি করানোতে তাঁর যকৃতে কর্কট রোগ ধরা পড়ে। স্বেচ্ছা তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ করেন। কঠিন রোগের যন্ত্রণার ছাপ তাঁর মুখে চোখে কখনও ফু উঠতে দেখা যায়নি। শ্রীশ্রীমাই তাঁর সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনমাসের মধ্যেই তি চিরতরে মায়ের চরণে লীন হলেন। আজ মায়ের অতি প্রিয় পুত্র তাপসদা মায়ের স্নেহময় ক্রোড়ে চিরশা লাভ করেছেন। আমরা তাঁর প্রয়াত আত্মার চিরশান্তি ও পরিবার বর্গের জন্য সান্ত্বনা কামনা করি মায়ে চরণে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য দ্বারা লিখিত কয়েকটি অমূল্য পুস্তক —

আনন্দময়ী মায়ের কথা — শ্রীশ্রী মার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিস্তারিত জীবন আলেখ্য। ভারতের রাষ্ট্রপতি মাননীয় ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মার ভূমিকা সহ এক অনন্য-সাধারণ গ্রন্থ। রেক্সিন বাঁধাই। প্রকাশক — শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ, কনখল, হরিদ্বার - ২৪৯ ৪০৮, মূল্য - ৩৫০/- টাকা।

গল্পে মা আনন্দময়ী বাণী — গল্পে ও কথায় শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য উপদেশ এবং এই মহাজীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ। প্রকাশক - ডি. এম. লাইব্রেরী, ৩২, বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দুই খণ্ডে প্রকাশিত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য২৫/- টাকা ও ৪০/- টাকা।

অমৃতের আহ্বান — শ্রীশ্রী মায়ের বিশিষ্ট কিছু বাণীর বিষদ আলোচনা সহ অপূর্ব গ্রন্থ। প্রকাশিকা — শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী সৎসঙ্গ সম্মিলনীর পক্ষে শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য। এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪, সুন্দর প্রচ্ছদপট সহ বোর্ড বাঁধাই। মূল্য - ৫০/- টাকা।

তিন মায়ের কথা — মা সারদা, মা আনন্দময়ী ও শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের "মাদারের" অমৃত-জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁদের সাদৃশ্য সম্পর্কে এক অভিনব পুস্তক। প্রকাশক —সাহিত্য বিহার, ১ বি, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলকাতা-৯, বোর্ড বাঁধাই। মূল্য ৩৫/- টাকা। প্রাপ্তি স্থান ঃ সাহিত্য - বিহার ও ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। ৫৬ সূর্য্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৯।

প্রাপ্তিস্থান ঃ উপরোক্ত সব কয়টি পুস্তকই কলকাতায় স্থানীয় বিভিন্ন প্রকাশক অথবা শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য, এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪ এই ঠিকানায় উপলব্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ সূচনা

"পরমার্থ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ"

পন্ডিতপ্রবর পদ্মবিভূষণ ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীমুখনিঃসৃত শাশ্বত অমৃতবাণীর তত্ত্বে পরিপূর্ণ এই অতুলনীয় গ্রন্থের দশম খন্ড সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। পরমার্থ পথের পথিক তথা তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর নিকট ইহা এক অমূল্য সম্পদ। প্রতিটি খন্ডই স্বয়ং সম্পূর্ণ। দশম খন্ডের মূল্য ৪৫/- টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :-

১. মহেশ লাইব্রেরী : ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০

২. সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার : ৩৮, বিধান সরণী, কোলকাতা-৬

৩. সর্বোদয় বুক স্টল : হাওড়া স্টেশন

"মা আছেন কিসের চিন্তা ?"

With Best Compliments from :

Amrita Bastralaya

157-C, Rashbehari Avenue, Ballygunje, Calcutta – 700 029.
Phone : 24642217

Suppliers of Quality Sarees, Woolen and Redymade Garments and School Uniforms

WE HAVE NO OTHER BRANCH

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

মা আমার আনন্দময়ী, সুখদায়িনী, শান্তিদায়িনী
জন্মদাত্রী মা ত্রিপুরাসুন্দরী, করুণারূপী, কৃপাময়ী,
দয়াময়ী মা আনন্দময়ী, জগৎরূপিনী জগত্তারিণী।

মায়ের শ্রীপাদপদ্মে —

Every Step with

☎ (0381) 2221975 (O)
2201274 (R)

Deals in : Footwear, Luggage and Leather products.

2, H.G. Basak Road,
Kaman Chowmuhani,
Agartala - 799 001,
Tripura (W)

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

❁ Branch Ashrams ❁

14. NEW DELHI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 011-26826813)
15. PUNE	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ganesh Khind Road, Pune-411007, (Tel : 020-5537835)
16. PURI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Swargadwar, Puri-752001, Orissa. (Tel : 06752-223258)
17. RAJGIR	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O.Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 06112-255362)
18. RANCHI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Main Road,P.O. Ranchi- 834001 (Tel : 0651-2312082)
19. TARAPEETH	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233,
20. UTTARKASHI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193,
21.VARANASI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-221001, U.P. (Tel : 0542-2310054+2311794)
22. VINDHYACHAL	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill, P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, (Tel : 05442-242343)
23. VRINDABAN	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Vrindaban, Mathura-281121 U.P. (Tel: 0565-2442024)

*

IN BANGLADESH	:	
1. DHAKA	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 14, Siddheshwari Lane, Dhaka- 17 (Tel _ 8802-9356594)
2. KHEORA	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী

অমৃত বার্তা

VOL.-8 NO. 3

JULY, 2004

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHIREE ANANDAMAYEE SANGHA

❁ Branch Ashrams ❁

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Kamarhati Calcutta-700058 (Tel : 25531208)
2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Palace Compound P.O. Agartala- 799001. West Tripura (Tel : 0381-2208618)
3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Patal Devi. P.O. Almora-263602, (Tel : 05962-233120)
4. ALMORA : ShreeShree Ma Anandamayee Ashram, P.O.Dhaul-China. Almora-263881, (Tel : 05962-262013)
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhimpura. P.O. Chandod, Baroda- 391105, (Tel : 02663-233208+ 233782)
6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Bairagarh. Bhopal-462030, M.P. (Tel : 0755-2641227)
7. DEHRADUN : ShreeShree Ma Anandamayee Ashram, Kishenpur.P.O. Rajpur, Dehradun-248009 (Phone : 0135-2734271)
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalyanvan,176, Rajpur Road, P.O. Rajpur, Dehradun-248009, (Phone : 0135-2734471)
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005
11. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kankhal.Hardwar-249408, (Tel : 01334-246575)
12. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok. P.O. Kedarnath, Chamoli-246445,
13. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir.P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P. (Tel : 05865-251369)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন

ও

অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ ৮ জুলাই ২০০৪ সংখ্যা ৩

সম্পাদকমন্ডল

★ ব্রহ্মচারী শিবানন্দ
★ ডঃ শুকদেব সিংহ
★ কুমারী চিত্রা ঘোষ
★ কুমারী গীতা ব্যানার্জী
★ ব্রহ্মচারিণী গুনীতা

কার্য্যকরী সম্পাদক
শ্রী পানু ব্রহ্মচারী

☆

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)
ভারত – ৬০ টাকা
বিদেশে – ১২ ডলার অথবা ৪৫০ টাকা
প্রতি সংখ্যা – ২০ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখ্য নিয়মাবলী

❋ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে আরম্ভ হয়।

❋ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ট মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখা সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রী শ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রী শ্রীমায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।

❋ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।

❋ অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা কেবলমাত্র মনি অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট দ্বারা **"Shree Shree Anandamayee Sangha - Publication A/C"** এই নামে পাঠাইবার নিয়ম।

❋ পত্রিকা সম্পর্কিত যোগাযোগ নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে —

Managing Editor,
Ma Anandamayee - Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221 001

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ঃ-
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা — ২০০০/- বাৎসরিক
অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা — ১০০০/- "
১/৪ পৃষ্ঠা --- ৫০০/- "

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১ ০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪ কামাচ্ছা, বারাণসী - ১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক — শ্রী পানু ব্রহ্মচারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় সূচী

১. মাতৃ-বাণী – ১

২. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ – ৩
— শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

৩. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলামাধুরী – ৬
— স্বামী নির্ম্মলানন্দ গিরি

৪. মায়ের কথা – ১৩
— শ্রী নিগম কুমার চক্রবর্ত্তী

৫. মাতৃ-স্বরূপামৃত – ১৭
— শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য

৬. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলাকথা – ২০
— ডঃ বীথিকা মুখার্জী

৭. দিদি গুরুপ্রিয়ার অপ্রকাশিত ডায়েরী হইতে – ২২

৮. হে বিশ্ব নাথ (গান) – ২৪
— শ্রী পরেশ নাথ মুখোপাধ্যায়

৯. বাংলাদেশ পরিক্রমা – ২৫
— শ্রীমতী রত্না গোস্বামী

১০. তীর্থ দর্শনে – ২৭
— শ্রীমতী লেখা চৌধুরী

১১. বাসন্তী পূজা প্রসঙ্গে – ২৯
— কুমারী জয়া ভট্টাচার্য

১২. শ্রীশ্রী বাসন্তী দুর্গোৎসবের হীরক জয়ন্তী – ৩১
— শ্রী পৃথ্বীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩. আশ্রম সংবাদ – ৩৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।"

— শ্রীশ্রী মা

পেন্‌সিলভেনিয়া আমেরিকাতে স্থায়ী রূপে পঞ্জীকৃত প্রতিষ্ঠান "মা আনন্দময়ী সেবা সমিতি'র পক্ষ হতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের সকল ভক্তজনকে সপ্রেম 'জয় মা' জানানো হচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলা ও অমূল্য বাণীর প্রচার, বিবিধ আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদন। সৎসঙ্গের পরিচালন, সনাতন ভাগবৎ ধর্ম্মযুক্ত প্রক্রিয়ার পরিচালনা এবং জনজনার্দ্দনের সেবা।

আমেরিকান সরকার দ্বারা এই সমিতি আয়কর হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ঘোষিত হয়েছে —No. 23/2967597/I.R.S Code 501 (C) (3)

আমেরিকা ও নিকটবর্ত্তী দেশসমূহের স্থায়ী রূপে নিবাসী ভক্তদের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে 'মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা' (ত্রৈমাসিক পত্রিকা যা বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি ও গুজরাতী এই চার ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে) সেই পত্রিকা এবং শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যজীবন লীলা ও অমূল্য বাণী সম্বলিত নানা গ্রন্থ উপরোক্ত সেবা সমিতির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় সম্পর্ক স্থাপন করুন —

Dr. Mahadev R. Patel
Ma Anandamayee Seva Samiti Inc.
212 Moore Road
Wallingford, P.A. 19086-6843
Tel : 610-876-6862, Fax : 610-879-1351

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-বাণী

গুরুপূর্ণিমার শ্রীশ্রীমায়ের বাণী

মানুষেরই ভগবৎ প্রাপ্তি ইচ্ছা হলে ভগবান লাভ। সর্বদাই সত্যানুসন্ধান ক্রিয়াটি পূর্ণ হয়–মানুষেরই কেবল চেষ্টা।

★ ★ ★

ব্রহ্মবিদ্যাদায়িনী সরস্বতী, আবার সেই বীজই গুরুবীজ। গুরু বলিতে ঐ দিকে আবার জগৎগুরু, গুরুশক্তিপাতও ঐ জগৎগুরুতেই সম্ভব।

যাহা ব্রহ্মবিদ্যাদায়িনী সরস্বতী আবার কিন্তু জগন্মাতা যিনি সর্বময় শ্রীগুরুরূপে, ইহাও ঠিকঠিক গ্রহণীয়।

★ ★ ★

জপে অর্থভাবনা একমত, আবার অক্ষরের রূপচিন্তা জপ করা ইহাও একমত। সবই শাস্ত্রীয় কথা।

★ ★ ★

এই শরীরের এই দিকটাও অক্ষররূপে যে বিগ্রহ রহিয়াছেন তাঁহার উপর মন প্রাণ রাখিয়া স্পষ্ট শব্দটির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া (অস্পষ্ট না হয়) উচ্চারণে অন্তরে অন্তরে সুন্দর ভাবে জপ করা। জপে ইষ্টের স্বয়ং রূপটির প্রকাশ আশায়।

★ ★ ★

যেরূপ যাহার প্রয়োজন, সেই রূপেই তিনি অর্থাৎ ইষ্ট স্বয়ং প্রকাশ হউন এই আন্তরিক প্রার্থনা হওয়া ভাল নয় কি?

★ ★ ★

কোন অবস্থাতেই নিরাশ হইতে নাই। সরসে স্বভাবের গতির ধারায় পড়িতে কেবল চেষ্টা করা।

★ ★ ★

সুস্থ শরীরে ভগবৎ চিন্তা নিয়া ডুবিবার চেষ্টা করা।

★ ★ ★

মানুষের কখনও পরমার্থ পথে পিছন ফিরে তাকাতে নাই। যে অবস্থায় যখন সাধনা সতেজ রাখা। কোন অবস্থায় কি ভাবে স্বয়ং তিনি, সেইটাই সর্বদা লক্ষ্য হওয়া।

★ ★ ★

মানুষই সব দিকে জয়লাভ করিতে পারে। মানুষের হুঁশ হওয়া প্রয়োজন। জন্ম-জন্মান্তরের অজ্ঞানের দিক পড়িয়া থাকা, সেই দিকেই ভাল লাগা, এই দিকটা বদলাইতে হইবে মনে করা।

★ ★ ★

ভগবানের কৃপায় যে রাস্তায় ব্রতী, সফলতার জন্য ধৈর্য, সহ্য, সত্য কথা বুক ফুলাইয়া মুখ খুলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলা, যেইখানে যা। ইহাতে সত্যের তেজ বৃদ্ধি হয়।

★ ★ ★

সত্যই সৎপথের প্রদীপ–দিক প্রদর্শক। শরীর সুস্থ রাখা। নিজের ব্যক্তিত্ব রাখিয়া মিষ্ট ব্যবহারে সকলের সঙ্গে জয়যুক্ত হইয়া চলা। কাহারও হাতের মুঠির মধ্যে কবলে পড়িয়া যাওয়া নয়।

★ ★ ★

নিজের সুন্দর ভাবগুলি যেরূপ আছে, নিত্য, শুদ্ধ, সৎ চিন্তায় পুষ্ট রাখা। বিক্ষেপ স্পর্শ করিতে না পারে। উচ্চ, উদার মহান দৃষ্টি রাখা।

★ ★ ★

যাহাদের সন্তান তাহাদের গৌরব সুরক্ষিত রাখা। ব্যবহারেও যেন কেহ বুঝিতে না পারে হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী ইত্যাদি ভাব ব্যবহার।

★ ★ ★

নিজেই নিজের সাক্ষী তোমাকে খোঁজা। আমির মধ্যেই তুমি রয়েছ–তুমির মধ্যেই আমি রয়েছি। আমি রূপে যেরূপ সত্য, তুমি রূপেও 'ঐ' ই সত্য, আমি, তুমি, হইল নিত্য বিলাস। নিত্য বিলাস যেখানে, অনন্ত বিলাস সেখানে। অভিলাষ যেখানে বিলাস সেখানে।

★ ★ ★

অসহায়ের সহায় ভগবান। অসহায় ভাব রাখিতে নাই। সব সময় নির্ভর রাখিতে হয়। সকলের সেবা ভগবৎ বুদ্ধিতে করা।

★ ★ ★

জীবন যাত্রায় সব অবস্থায় ভগবানের উপর নির্ভর।

★ ★ ★

'সাধন' মানে আমি ত বলি, 'স্বধন'; এই ধন আর ক্ষয় হয় না। আবার, 'গৃহস্থ' অর্থ "গৃহ যার হাতে"। পূর্বে লোকে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া তবে গৃহস্থ হইত, কাজেই গৃহ তাহাদের হাত করিতে পারিত না। গৃহই তাহাদের হাতে থাকিত। তাই তাহারা গৃহধর্ম পালন করিয়া, সময় মত আবার বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস লইতে পারিত। গৃহ তাহাদের আবদ্ধ করিতে পারিত না।

★ ★ ★

দেখনা, খেজুর গাছ প্রথমে কাটিলেই কি আর রস বাহির হয়? কাটিতে কাটিতে পরে তাহা হইতে ঝরঝর করিয়া রস বাহির হয়। সেই রসে আবার কত শক্ত জিনিষ তৈয়ার করা হয়। তেমনই ভক্তি শ্রদ্ধায় নাম জপেই মন ধীরে ধীরে গলিবে। তোমরা নিয়ম মত কাজ করিয়া যাও।

★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

(নবম খণ্ড পূর্বার্দ্ধ)

—শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

কাশী। ২৪শে ফাল্গুন (ইং ৮ই মার্চ ১৯৫৩) —

মা—"রসিকবাবা আমাকে কথা দিয়াছিল যে সে তাহাদের ঝগড়া মিট্‌মাট্ করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু কাজের বেলায় সে তাহার কথা রাখিতে পারিল না। বিগ্রহ যে পুড়িয়া গিয়াছে ইহা জানিয়াও এবং নূতন বিগ্রহ স্থাপন করা সম্বন্ধে একমত হইয়াও পরে তাহারা বিগ্রহ স্থাপনে বাধা দিতে বসিল, কারণ বিগ্রহ স্থাপিত হইয়া গেলে নাকি তাহাদের মোকদ্দমায় ক্ষতি হইবে। আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে তাহাদের পাপের জন্যই বিগ্রহ পুড়িয়া গিয়াছে এবং বিগ্রহের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়া যদি তাহারা উহা না করে তবে আরও অপরাধ হইবে। রসিকবাবাকেও আমি ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু সে আসিল না, কারণ তাহার মনে মনে ভয় এই যে সে—ত আমাকে একবার কথা দিয়া উহা রাখিতে পারে নাই। আবার যদি আমার কাছে আসিয়া কোন কথা দিয়া উহাও রাখিতে না পারে তবে তাহার ফল ত ভাল হইবে না। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া সে আর এই শরীরের কাছে আসিল না।"

"এদিকে যেদিন বিগ্রহ স্থাপিত হইবার কথা তাহার পূর্ব্ব দিন দুই পক্ষের লোকই কাছারীতে গিয়া উপস্থিত। ধনঞ্জয়দাসজীর বিপক্ষের দল দরখাস্ত করিয়াছে যে বিগ্রহ পুড়িয়া যায় নাই, কাজেই নূতন বিগ্রহ স্থাপিত হইতে পারে না। ধনঞ্জয়দাসজী বলিতেছেন যে বিগ্রহ পুড়িয়া গিয়াছে এবং বিপক্ষের লোকেরাই ঐ কর্ম্ম করিয়াছে। এই দিন দুপুরবেলা একজন এই শরীরের কাছে আসিয়া বলিল যে এই শরীর গিয়া যদি জজ সাহেবকে বলে যে বিগ্রহ পুড়িয়া গিয়াছে তাহা হইলেই তিনি বিগ্রহ স্থাপনের অনুমতি দিবেন। দেখিলাম ব্যপার মন্দ নয়, শেষে কি এই শরীরকে কাছারীতে গিয়া সাক্ষি দিতে হইবে। আমি প্রথমে হরিবাবাকে পাঠাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু হরিবাবাকে দোমনা দেখিয়া অবধূতজীর খোঁজ করিলাম। তাহাকেও পাওয়া গেল না। এমন সময় কে যেন দিদির কথা বলিল। তখন দিদিকেই কাছারীতে পাঠাইলাম। দিদির তখন খুব জ্বর, তাহা সত্ত্বেও তাহাকেই পাঠান হইল এবং কি কি করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিলাম। সঙ্গে নারায়ণ স্বামীকেও দিলাম।"

এই সকল কথা বলার সময় খুকুনী দিদি কাছে ছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি কাছারীতে যাইবার পূর্ব্বে রসিকদাসজীর সহিত দেখা করিলাম। দেখিলাম যে তিনি মোকদ্দমা মিট্‌মাট্ করিতে একেবারেই নারাজ। আমি কাছারীতে যাইতেছি শুনিয়া তিনি বলিলেন যে তাহা হইলে তিনি কাছারীতে যাইবেন না। তাহাকে দিয়া কোন সুবিধা হইবে না দেখিয়া শেষে কাছারীতেই গেলাম। সেখানে ধনঞ্জয়দাসজী কে ডাকাইয়া বলিলাম যে মা বলিয়াছেন যে তাহাকে মোহন্ত পদে ইস্তিফা দিতে হইবে। ধনঞ্জয়দাসজী লিখিয়া জানাইলেন (কারণ তিনি মৌনী) যে মা যাহা বলিয়াছেন তিনি তাহাই করিবেন। তখন বিপক্ষের লোকদের ডাকাইয়া দরখাস্ত লেখা হইল এবং কি লিখিতে হইবে তাহা আমিই বলিয়া দিলাম অর্থাৎ বিগ্রহ স্থাপনের জন্যই যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধনঞ্জয়দাসজী মোহন্তপদ ত্যাগ করিতেছেন—এই কথাই বিশেষ ভাবে বলা হইল। জজ সাহেবের কাছে যখ এই দরখাস্ত গেল তখন তিনি উহা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। বিপক্ষের উকিল ধনঞ্জয়দাসজী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কাছে প্রণামী বাবদ যে কয়েক হাজার টাকা আছে তাহার কি হইবে?" ধনঞ্জয়দাসজী বলিলেন যে তিনি সমস্তই ত্যাগ করিবেন। তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, "আপনা খরচ এখন কি ভাবে চলিবে?" তিনি লিখিয়া জানাইলেন, "ভিক্ষা।" বিপক্ষদল তখন বলিলেন, "গ কয়েক বৎসর যে আপনি হিসাব পত্র দেন নাই, উহার কি হইবে?" ইহাতে তাহাদের দলের উকিলই বলি উঠিল, "এই মহান ত্যাগের কাছে ঐ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। এখন সব ঠিক হইয়া যাইবে।" আ গিয়াছিলাম ধনঞ্জয়দাসজীকে মোহন্তপদ হইতে ছাড়াইয়া আনিতে। তাহাই করা হইল। কাছারীতে বিপক্ষে দল এরূপ প্রশ্নও করিয়াছিল যে মোহন্ত মহারাজ কখন আশ্রম ছাড়িয়া যাইবেন? তাহাতে ধনঞ্জয়দাস বলিয়াছিলেন যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হইয়া গেলে যদি দিন ভাল থাকে তবে ঐদিনই তিনি আশ্রম ছাড়িয়া যাইবে তাহা না হইলে একটা ভাল দিন দেখিয়া তাঁহার আশ্রম ত্যাগ করিবার ইচ্ছা। ইহাতে বিপক্ষের দল সম্ম হইয়াছিলেন কিন্তু মা প্রথম হইতে ঐ দিকও পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন।"

এই সময় শ্রীশ্রীমা আবার বলিতে লাগিলেন, "বিগ্রহ নষ্ট হওয়ার পর হইতেই আমি ধনঞ্জয়বাবাকে বলিয়া আসিতে ছিলাম, "বাবা কিছু দিনের জন্য আশ্রম ছাড়িয়া দিলে হয় না? উহাদিগকেই আশ্রমে বন্দোবস্ত করিতে দেও।" বাবার সঙ্গে দেখা হইলেই তাহাকে মাঝে মাঝে এই কথা শুনাইতাম। কাজে বাবাজী যখন ভাল দিন দেখিয়া আশ্রম ছাড়িবার কথা বলিল, তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলা, "বিগ্র স্থাপনের জন্য ভাল সময় কতটুকু পাওয়া যাইবে?" বাবা বলিল, "মাত্র দশ মিনিট।" আমি ও তাহাকে বলিলাম, "বিগ্রহ স্থাপন করিবার জন্য যখন ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিবে তখন উহাই হইবে তোমার শুভ মুহূর্ত এবং ঐ যে একবার ঘর হইতে বাহির হইবে, আর ঘরে ঢুকিবে না।" বাবা তাহাতেই সম্ম হইল এবং কাজেও তাহাই হইল। বিগ্রহের গহনাগুলি বুঝাইয়া দিবার জন্য রসিকবাবা মোহন্ত মহারাজকে আরও সাতদিন রাখিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, বাবা (অর্থাৎ ধনঞ্জয়দাসজী এখন যে ভাবের মুখে আছে উহাতে তোমাদের বাধা দেওয়া ঠিক হইবে না। এখনই তোমরা তোমাদে গহনাগুলি বুঝিয়া লও।" আমার কথায় রসিকবাবা আর আপত্তি করিল না। এইভাবে ধনঞ্জয় বাবাকে আশ্রমের সম্পর্ক হইতে ছিনাইয়া লইয়া আসিয়াছি।" খুকুনী দিদি বলিলেন "মা যাহা করিয়াছেন তাহাতে সকলেই অবাক হইয়া গিয়াছে। ধনঞ্জয়দাসজীর স্বপক্ষ এবং বিপক্ষের লোক সর্ব্বদা মায়ের কাছে আসিয় প্রার্থনা করিত, "মা, তুমি আমাদের মোহন্ত মহারাজের বুদ্ধি বদলাইয়া সুবুদ্ধি দাও।" মা যেভাবে মোহ মহারাজকে দিয়া পদত্যাগ করাইলেন উহাতে তাঁহার গৌরব যে শতগুণ বৃদ্ধি পাইল তাহা অনেকেই এব বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের জন্যই যে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে ইহাও তাঁহারা মায়ের উদ্দেশে বারবার প্রণতি জানাইয়া উচ্ছসিত কন্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন।"

"আরও একটা কথা—বিগ্রহ পোড়া যাইবার পর হইতেই মায়ের পা দিয়া ঐ পোড়া গন্ধ বাহি হইতেছিল।"

দিদির কথার সূত্র ধরিয়া মা আবার বলিতে লাগিলেন, "ঐ কথাটা এখনও বলা হয় নাই। যেদি পোড়া বিগ্রহ দেখিলাম সেইদিন হইতেই আমি যেন সর্ব্বদা পোড়া গন্ধ পাইতে লাগিলাম। সমস্ত আকা বাতাস যেন ঐ গন্ধময়। আমার পা দিয়াও ঐরূপ পোড়া গন্ধ। তোমরা বলিতে পার যে, পোড়া বিগ্রহ আ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাত দিয়া স্পর্শ করিয়াছিলাম বলিয়াই গায়ে ঐ রূপ গন্ধ হইতে পারে; কিন্তু বিগ্রহ স্পর্শ করার পাঁচ সাতদিন পরও আমার গায়ে গন্ধ পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য উহার মধ্যে কতবার কাপড় বদলান হইয়াছে এবং হাত ধোয়া হইয়াছে। এখনও হয়ত গন্ধ থাকিতে পারে"–এই বলিয়া মা তাঁহার হাতখানা নাকের কাছে আনিয়া বলিলেন, "না, এখন গন্ধ নাই।"

খুকুনী দিদি–"নূতন বিগ্রহ স্থাপন হইয়া গেল, এখন আর পোড়া গন্ধ থাকিবে কেন? (সকলের হাস্য)।"

মা–"আরও একটা কথা–এই শরীর ছোটবেলায় যখন বিদ্যাকূট ছিল, সেই সময় বৃন্দাবনে যে বিগ্রহ পোড়া গেল সেই বিগ্রহ স্থাপন করা হয়। ঐ বিগ্রহ স্থাপন উপলক্ষে সন্তদাসবাবাজী এই শরীরের জ্যাঠা এবং জেঠীমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং আর আর যাহারা আসিতে চায় তাহাদিগকেও আনিতে বলিয়াছিলেন। এই শরীরের পিতা এবং জ্যাঠা পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন। এই শরীরের জ্যাঠা সন্তদাসবাবাজীর ভগ্নীপতি ছিলেন। জ্যাঠা ও জেঠীমা বিগ্রহ স্থাপন দর্শন করিবার জন্য বৃন্দাবন রওনা হইয়া গেলেন, কিন্তু এই শরীরের পিতাকে নিমন্ত্রণের সংবাদ দিলেন না। তখনই এই শরীরের খেয়াল হইয়াছিল, "হায়রে, সংসার! ভিন্ন পরিবারের লোক বলিয়াই বিগ্রহ স্থাপনের সংবাদটি গোপন করা হইল।" এবার যখন বিগ্রহ স্থাপন করা হইল তখন এই খেয়ালই হইয়াছিল, "ঠাকুর, সেবার তোমার প্রতিষ্ঠার সময় এই শরীর উপস্থিত ছিলনা বলিয়া বুঝি এবার এই শরীরকে এই ভাবে উপস্থিত রাখিলে?"

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলমাধুরী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতর পর)

—স্বামী নির্ম্মলানন্দ গি

শ্রীমায়ের জীবন ও লীলা অনুধাবন করলে এটা একটা অদ্ভুত জিনিষ চোখে পড়ে। ভাবের খে প্রথম জীবনে সহজ সরল গ্রাম্য বালিকা দিব্য শিশু। পরে বিবাহ-বধূরূপে ভাসুরের গৃহে চার বৎসর ও সেবাভাবের পরাকাষ্ঠা। তারপর স্বামীসঙ্গে বধূভাবে লীলা আরম্ভ। অষ্টগ্রাম, আটপাড়া, বাজিত বিদ্যাকূট ঢাকার শাহবাগে এসে বধূভাবের পরিসমাপ্তি ও ভক্তজননীরূপে প্রকাশিতা। শাহবাগের উদ্ ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক মধু পিপাসু ভক্তগণের সমাগম, নাম-কীর্ত্তনের নানা অলৌকিক বিকাশ, মুসলমা সমাধিতে বা মাজারে স্বাভাবিকভাবে নামাজ পড়া সারলেন। দীপান্বিতা কালীপূজায় শাহবাগে বিস্ময়কা অলৌকিক ঘটনা ঘটায় শ্যামারূপ ধারণ করে মৃণ্ময়ী কালীর পাশে চিন্ময়ীরূপ ধারণ করে বসলেন-স্ব ভোলানাথের কাছে পূজা গ্রহণ করলেন। পৌষ-সংক্রান্তির দিন কীর্ত্তনের মাঝে সর্বজন সমক্ষে এই "ভা পুতুল" তাঁর মহাভাবের প্রকাশ করলেন। চারদিকে তাঁর বিভূতি ও বিভাবের কথা ছড়িয়া পড়ল।

এরপর বৈদ্যনাথ ধাম, কলকাতা থেকে শুরু করে ভক্তগণের আহ্বানে ও আমন্ত্রণে ভারতের স প্রান্তে, পাহাড়ে-পর্ব্বতে, নগরে, গ্রামে, শহরে, হিমালয়ের কোলে, আবার কন্যাকুমারীর তীরে অবির অবিরত-অনলস কৃপা ও করুণা বিতরণরূপ ভ্রমণলীলা আরম্ভ হল। অসংখ্য ব্যক্তি, অগণিতভাবের দ্ব প্রবাহিত ও প্রভাবিত হয়ে তাঁর চরণতলে উপস্থিত হতে লাগল। "ভাবের পুতুলের" এই আনন্দখেলা প পঞ্চাশ বছরের ওপর চলেছিল। এই মাতৃসভায় সকলেই, একে একে এসে যোগ দিয়েছিলেন। একদি যেমন ত্যাগী-সাধু, তপস্বী-সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, মোহন্ত ও মহামণ্ডলেশ্বরগণ এবং শঙ্করাচার্যগণ মায়ের সান্নি এসে মায়ের সভা অলঙ্কৃত এবং শোভিত করেছিলেন, তেমনি বিভিন্ন প্রান্তবাসী, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভি ধর্মাবলম্বী ও বিভিন্ন উপাসক, গৃহস্থ এবং রাজা এবং রাজ পরিবারের সদস্যগণ, এই মাতৃসভায় নিজ নি যোগ্যতা ও মান্যতা অনুসারে সমাদৃত হয়েছিল। বিদেশের লোকেরাও মায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি ভক্তজননী লোকজননী হয়ে বিশ্বজননী আসনে সমাসীনা হলেন এলাহাবাদের পূর্ণকুম্ভে। অদ্ভূত এই মাতৃলী এঁর লীলা চিরন্তনী; এর আরম্ভও নাই শেষও নাই।

বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণা বিশ্বজননী আনন্দময়ীকে কেন্দ্র করে নানা ক্রিয়াও যাগযজ্ঞ আরম্ভ হয়েছি কাশীতে তিন বছরের সাবিত্রী মহাযজ্ঞ, হরিদ্বারের কন্‌খলে অতিরুদ্র মহাযজ্ঞ, নানাস্থানে দেব-বিগ্রহ স্থাপ ও আশ্রম স্থাপনা, কন্যাপীঠ, বিদ্যাপীঠ ও চিকিৎসালয়ের সূচনা, প্রতিবছর সংযম সপ্তাহের মত সা সপ্তাহের আয়োজন, মাঝে মাঝে শ্রীমৎ-ভাগবত্ জয়ন্তী পালন। এছাড়া কালীপূজা, দুর্গাপূজা ইত্যাদি পূ সমারোহ তো চলতেই থাকত। এইভাবে আমরা সদা আধ্যাত্মিকভাবে ও কর্মে ব্যাপৃতা মাকে বাইরে জীবনে পেলাম। কিন্তু মায়ের দিক দিয়ে তিনি যে কে সেই, কোন কিছুই যেন তাতে খাটে না। যিনি নি ভ্রমণশীলা তিনি বলেন, "আমার নড়বার চড়বার জায়গা নেই, পাশ ফিরব কোথায়? এ শরীর কোথাও য না, কারোরটা খায় না, কারোর সাথে কথা বলে না।" এ জাতীয় যাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী তাঁর জীবন-চরি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বন্ধে জগৎ কতটুকুই বা জানবে, কতটুকুই বা লিখবে। যতটুকু জানা বা বলা যাবে তা ঝিনুক দিয়ে সমুদ্রের জল ছেঁচার মত।

এখানে আর একটা জিনিষ বড়ই অদ্ভুত লাগে, সারা বিশ্ব যাঁকে মা-মা বলে আকুলভাবে ডাকছে তাঁর বাৎসল্য স্নেহাঞ্চলের ছায়া পাওয়ার জন্য, আর সেই বাৎসল্যময়ী আনন্দময়ীমা বিশ্বের কাছে নিজেকে "ছোট্ট মেয়ে" বলেই নিজেকে প্রকাশিত করতে ভালবাসতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁকে বলতে শুনেছি–"পিতাজী এটা তোমার ছোট্ট মেয়ে।" মহাত্মা গান্ধীর শয্যাপাশেও "ছোট্ট মেয়ে" সেজেই একরাত্রি কাটিয়েছিলেন। ভক্তগণের জিজ্ঞাসার উত্তরে মা সদাই বলেন–"যারা গৃহস্থ বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষ তারা আমার মা-বাবা, আমি তাদের ছোট্ট মেয়ে। যাদের বিবাহ হয় নাই সেই সব ছেলেমেয়েরা আমার বন্ধু-সখা।" সমস্ত দৃশ্য জগতের সঙ্গে আমার আত্মিক সম্বন্ধ।

এই কথাটি বড়ই অন্তঃস্থলস্পর্শী। কারণ-আত্মা ও মাতা এই দুটি শব্দ নিজেদের মধ্যে যেন মিলে মিশে জড়াজড়ি করে রয়েছে। আত্মাই মাতা, আবার মাতাই আত্মা। মাতার ভেতর দিয়ে আত্মার কাছে পৌঁছন যায়।

মায়ের দিব্য বিগ্রহকে আশ্রয় করে "ভাবের পুতুলের" এই আত্মভাব ও মাতৃভাবের খেলাটি বড় সুন্দরভাবে ঘটে চলেছে। কিন্তু এই আত্মভাব ও মাতৃভাবের মধ্যে যোগসূত্রটি কন্যাভাব নয় কি? কিন্তু এ কন্যাটি কে? তাঁর পরিচয় সূত্রটি জানতে হলে আমাদের কেনোপনিষদের যক্ষের ঘটনাটি মনে পড়ে যায়। একদা দানবগণের ওপর দেবগণ বিজয়প্রাপ্ত করে অহঙ্কারে ফুলে উঠলেন এবং বিজয় গৌরবে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করতে লাগলেন। দেবতাদের উচিত শিক্ষা ও জ্ঞান দেওয়ার জন্য অগ্নিস্তম্ভরূপে যক্ষের আবির্ভাব হয়। দেবতাগণের মধ্যে বায়ু প্রথমে অগ্নিস্তম্ভরূপ যক্ষের নিকটে উপস্থিত হলেন। যক্ষ বায়ু দেবতার সামনে একটি শুষ্ক তৃণ রেখে বললেন, "এটাকে উড়িয়ে নিয়ে যাও।" বায়ু সর্ব শক্তি প্রয়োগ করে তৃণটিকে তিলমাত্র নড়াতে পারলেন না। অগ্নিদেবের অবস্থাও তথৈবচ। তৃণকে জ্বালাতে পারলেন না। অবশেষে দেবরাজ ইন্দ্র এলেন যক্ষ অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং সেই স্থানে ব্রহ্মশক্তি মহামায়া উমা হৈমবতী আবির্ভূতা হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে বুঝিয়ে দিলেন যে এই বিজয় পরাশক্তির ব্রহ্মশক্তির বিজয়–তাঁর বলেই বলিয়ান হয়ে দেবতাদের বিজয় হয়েছে। এখানে অহঙ্কারের কিছুই নাই। এ যে-সে কন্যা নয় উমা-হৈমবতী। এঁর জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিক সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করেও তিনি অকারণ কারণ হয়েও চিরকুমারী। মা আনন্দময়ীরও আসল রূপটি এই চিরকুমারীরূপা। শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা ব্যবহারে বধূভাবে স্থিত হয়েও জগৎ সভায় নিষ্পাপ পবিত্র ফুলের মত সৌরভান্বিত হয়ে নিজের দিব্য বিগ্রহকে "ছোট্ট মেয়েটা" বলে তাঁর আসল পরিচয় দিতে আনন্দ বোধ করতেন। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী পরম পবিত্র নিষ্পাপ ফুলের মত তাঁর আকর্ষণীয় রূপচ্ছটা ও সুন্দর সুরভি সর্বত্র ছড়িয়ে দিতেন। বিংশ শতাব্দীতে তিনি ভারতের সুন্দরতম অধ্যাত্মফুল। এ বিষয়ে ঋষিকেশের Divine Life Societyর প্রতিষ্ঠাতা ভারতের বর্ষিয়ান আধ্যাত্মিক নেতা স্বামী শিবানন্দজী বলেন–"Sree Sree Anandamayee Ma is the finest flower ever produced by India" মাভাব, কন্যাভাব, আত্মভাব এই তিনটিভাব মার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিন্যস্ত রয়েছে। ব্যবহারে কন্যারূপা, সহজ সরল পবিত্র ছোট্ট মেয়ের মত। অগণিত ভক্তদের নিকট তিনি বাৎসল্যময়ী মাতা। আর সাধু-সন্তগণের নিকট তিনি প্রিয়তম আত্মা।

এখানে একটি ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে। সালটা ১৯৫৯ কার্তিক মাস হেমন্ত ঋতু। কলকাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রমে গঙ্গার তীরে সংলগ্ন মহাব্রতের উৎসব পালন করা হচ্ছে। রাত্রি ৯টায় মাতৃ-সৎসঙ্গ হ অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী মহাশয় উপস্থিত হলেন-মাকে প্রণাম করে মঞ্চে উপবিষ্ট হলেন। এই প্রথম মাতৃদর্শন। মা অধ্যাপক মহাশয়কে সম্বোধন করে বললেন-"বাবা এই শরীরটা তোমার ছোট্ট মে একে মনে রেখো।" জাগতিক দিক দিয়ে মায়ের বয়স তখন ৬৩ বছর পেরিয়ে গেছে। অধ্যাপক মহা একটু রগড় করে বললেন-"মা আমার ৯টি মেয়ে ও একটি ছেলে, তুমি আমার একাদশ সন্তান হলে তুমি আমার একদশী কন্যা।" মা অমনি চট্‌পট্ জবাব দিলেন-"হ্যাঁ বাবা, ঠিক বলেছ, আমি তো একাদশী কন্যা। আমি একাই দশ তাই আমি একাদশী।" দশম-স্ত্বমসি এই তত্ত্বের সমাধান করে দিলে

শ্রীশ্রীমায়ের মর্ত্যলীলার অন্তিম দশ পনোরো বছর মাকে খুবই ব্যস্ত সমস্ত থাকতে হত। প্রতিদিন ভক্ত সমাগম হত। যাদের মধ্যে সাধু সন্ন্যাসী মহামণ্ডেলশ্বর ছাড়াও সমাজের মধ্যে লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যা তাঁদের মধ্যে থাকতেন। সব সময় মাকে ঘিরে পাঠ-পূজা আধ্যাত্মিক কার্যক্রম চলতেই থাকত। এর ম বৈশাখ মাসে মায়ের জন্ম-জয়ন্তী তিথি পূজা এবং কার্ত্তিক মাসে সংযম সপ্তাহ মহাব্রত উল্লেখযোগ্য।

মায়ের জন্মোৎসব এবং সংযমসপ্তাহে বহু মহাত্মাদের সমাগম এবং তাঁদের ভাষণ হত। তিথি পূ দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীশ্রীমা সুসজ্জিত পুষ্পাসনে শ্বেত-কাষায় বস্ত্রধারণ করে সমস্ত জাগতিক ব্যবহার পরিত করে সমাধিতে অবস্থান করতেন। পূজা ও হোমের বিশাল আয়োজন গন্ধ-পুষ্প-মাল্য-ধূপ-দীপ ন ফলমূল দিয়ে নৈবেদ্য থরে থরে সাজানো, একদিকে মহাত্মাগণ সারি সারি উচ্চাসনে উপবিষ্ট, অপরদি ভক্তগণের ভজন-কীর্ত্তনের আসর জম-জমাট। মধ্যে মধ্যে জয়ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি চারদিকে অ আধ্যাত্মিক পরিবেশ। কিন্তু এর মধ্যে মা কোথায়? তিনি যেন কোথায় কোন লোকে বিচরণ করছে অভাবনীয় মায়ের এই পূজা গ্রহণ! মহাত্মাগণ ও ভক্তগণ আনন্দে আপ্লুত এবং নিজেদের কৃতার্থ ব করছেন। মাতৃপূজা আয়োজন ও মায়ের পূজা গ্রহণ এক স্মরণীয় ব্যাপার।

সংযম সপ্তাহে এর ঠিক বিপরীত দৃশ্য আমরা দেখতে পেতাম। মঞ্চে উজ্জ্বল গৈরিক বস্ত্র মহাত্মাগণের আগমন, শ্রীমার প্রত্যেককে "নমো নারায়ণ, নমো নারায়ণ" বলে সম্ভাষণ। মহাত্মাদের প্রত্যভি এবং নিজ নিজ আসনে সারিবদ্ধভাবে ধ্যানমগ্ন হওয়া, নীচে ভক্তগণ কীর্ত্তন শেষে ধ্যান পরিবেশে সমস্ত মঞ্চ ও সভাভবন আলোকিত করে মাতা আনন্দময়ী করুণ কোমল নয়নে অমরজ্যোতি চার বিকিরণ করে চলেছেন। যারা এদৃশ্য জীবনে একবার দেখেছেন তারা এদৃশ্য কোনদিন ভুলতে পারবেন হৃদয়ের তন্ত্রীতে মর্মে মর্মে অনুভব জাগাত মায়ের এই কৃপা বিকিরণ। মনে হত যেন সাক্ষাৎ উপনিষ সেই উমা-হৈমবতীর ব্রহ্মবিদ্যা মানবী তনু ধারণ করে আমাদের মধ্যে বিরাজিতা রয়েছেন। রাত্রিতে ম -সৎসঙ্গের সময় এই দৃশ্য-পট একেবারে বদলে যেত। মার তখন খুব হাসিখুশি চনমনে ভাব। মঞ্চে বি বাগ্মী অনুভবী মহাত্মাগণ মার পাশে উপবিষ্ট। নীচে সংযম মহাব্রতে ব্রতী ভক্তগণ প্রশ্ন উত্তরের মা মাতৃ বচনামৃত পান করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। মা সদাই বলে থাকেন, "এখানে তো বলারও শোনারও নাই। তোমরা যেমন বলাও যেমন বাজাও, তেমনি শোন। এ শরীরটাও শোনে।" এ জাতীয় দৃষ্টিকোণ তাঁর বচনভঙ্গিমা গুছিয়ে গুছিয়ে ভাষণ দেওয়া বা লোকের মনোরঞ্জন করা তা কোনওভাবেই স না। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে সহজ, সরল, কঠিন থেকে কঠিন, ব্যক্তিগত, সামাজিক, নীতি বিষয় ধর্মবিষয়ক-মোট কথা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও প্রেম-ভক্তি বিষয় ও জীব জগৎ ঈশ্বর সম্মন্ধে যত হওয়া সম্ভব প্রায় সব প্রশ্ন মার কাছে নিবেদিত হত। উত্তর দিতে মা ক্ষণমাত্র বিলম্ব করতেন না। মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু ভাবছেন না, মনন করছেন না, বা চিন্তা করছেন না। উত্তরগুলি যেন মার মধ্যে থরে থরে সাজানো রয়েছে অদৃশ্যভাবে। যার যেমন প্রয়োজন সেই অনুসারে বেরিয়ে আসছে। তারপরে মায়ের ভাষায়–"লেপাপোছা যা-তা।" যেন পরিষ্কার নির্মল শরৎকালীন নীলাকাশ। সকলে অবাক বিস্ময় যথাযথ উত্তর শুনে আনন্দ পেতেন। ভেবে কূল-কিনারা পাওয়া যেত না এই সুন্দর জবাবগুলি কোথা থেকে কিভাবে আসছে। মা বলেন–"যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ–কথা বলাও যা চুপ থাকাও তা।"

লেশা বিদ্যা নিয়ে গুরু স্থানে বসে মা শিষ্য দিগকে উপদেশ দিতেন না। মার এই উপদেশ বাণীগুলি কি আখ্যায় আখ্যায়িত করা যায় তা বড়ই বিস্ময়কারক। কারণ শাস্ত্রে আমরা তিন রকমের উপদেশ বাণী পাই :

১) বেদবাণী–বেদের বাণী নির্জলা সত্য। সে যা সত্য দেখে তা নির্ভিকভাবে জগৎকে বলে দেয়। কারো তোয়াক্কা রাখে না। যেমন সত্যং বদ, ধর্মম্ চর, স্বাধ্যায়াৎ মা প্রমদঃ, মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব।

২) সখাবাণী বা বন্ধু-বাণী–যেমন গীতা। কৃষ্ণ ও অর্জুন (নর-নারায়ণ) দুই সখার মধ্যে সংবাদ। সখা-সখাকে ভাল কথা বলে, ভাল রাস্তা দেখায় কিন্তু বন্ধুকে নিজের মত চলতে হয়, নিজেকে করতে হয়। বন্ধু বচনে বিশ্বাস শ্রদ্ধা ও আস্থা রেখে নিজ পৌরুষ প্রয়োগ করতে হয়। তাই গীতার শেষে অর্জুন বললেন--"করিষ্যে বচনম্ তব" (আমি তোমার কথামত চলব।)

৩) পুরাণ বাণী বা কান্তা বাণী–রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ সকলে এই বাণী পাওয়া যায়। এই বাণীকে কান্তা বাণী বা মিষ্টি বাণী বলে। প্রিয়তমা স্ত্রী যেমন তার স্বামীকে মিষ্টি কথায় উপদেশ করে। পুরাণাদি সুমিষ্ট ভাষায় নানা কথা কাহিনী ও দৃষ্টান্ত দিয়ে সমাজের সকলের জন্য উপদেশ দিয়ে থাকেন। এখানে পুরাণ তার বক্তব্য বলেই তার কর্ত্তব্য শেষ করে দেন। শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ থেকে সুদীর্ঘ কালে নানাস্থানে আমরা যে সব উপদেশ বাণী শুনেছি ও পেয়েছি সেগুলির ধরন ধারণ একটু অন্য জাতীয়। মার উপদেশ বাণীগুলি অধিকাংশ সময় তৃতীয় পুরুষে ব্যবহৃত হত। যেমন–"সেবা কর" না বলে মা বলতেন--'সেবা করা', 'ধ্যান কর' না বলে মা বলতেন 'ধ্যান হওয়া,' 'ভালভাবে চল' না বলে মা বলতেন 'ভালভাবে চলা'। মায়ের উপদেশ, কথাবার্তা ও বাণীর মধ্যে এজাতীয় বাক্য ব্যবহারটা আমাদের খুব চোখে পড়ত। এরা বেদবাণী, সখাবাণী, পুরাণবাণী হলেও এদের মধ্যে একটা নতুন সুর ও একটা নতুন আবেগ পাওয়া যায়। কাউকে কিছু উপদেশ দেবার বা লেখার সময় সর্বশেষে মা প্রায়ই বলতেন বা লেখাতেন–'বাবার কাছে, মায়ের কাছে, বন্ধুর কাছে এই ছোট্ট মেয়েটার আবদার'। 'আবদার' এই পদটি ভক্তদের মধ্যে বিশেষ প্রেরণা ও উৎসাহ যোগাত। তাই এই ছোট্ট মেয়েটার আবদার কেউ এড়াতে পারেনি। সকলে সাগ্রহে মেনে নিত। জগন্মাতা হয়েও আনন্দময়ী মা সারা জীবন ছোট্ট মেয়ে সেজে জগতের সকলের কাছে শুধু আবদারই করে গেলেন। এই চিরন্তন আবদারের জয় হউক।

বিলাস বৈভব –

আনন্দময়ী মা আনন্দের খনি। আনন্দই তাঁর উপাদান তাঁর ক্রিয়া কলাপ, লীলা বৈচিত্র্য সবই আনন্দময়। উপনিষদ বারে বারে এই কথা বলে এসেছে "আনন্দ থেকে ভুত সকলের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়"। আনন্দময়ী মার লীলা বিলাসের মধ্যে এই জিনিষটি পরিপূর্ণরূপে দেখতে পাই। তাঁর দিব্য শরীরে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বাঙ্গে, চলায় বলায়, ব্যবহারে, শয়নে উত্থানে এমন একটি চুম্বকীয় লীলা-বিলাসের আবির্ভাব দেখা যে যার প্রভাব থেকে কেউ বঞ্চিত হয়নি।

লেখক তার দীর্ঘ চল্লিশ বছরে মাতৃ সঙ্গের প্রভাব হিসাবে এটা মর্মে মর্মে অনুভব করেছে। এমনই ছি তাঁর লীলা বিলাসের বৈভব, এমনই ছিল তার চুম্বকীয় আনন্দের আকর্ষণ, যা সদাই তাঁর মধ্যে লীলা ক চলত।

মাকে দেখে, মার স্পর্শ পেয়ে, মার দর্শন পেয়ে, মাকে কাছে পেয়ে, মার আশীর্বাদ পেয়ে, মার প্রস ফুল মালা পেয়ে, মার সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে, চুপচাপ বসে থেকেও, শুধুমাত্র তাঁর দর্শন পেয়ে কে কোনদিন পরিপূর্ণভাবে তৃপ্তিলাভ করেছে একথা শুনিনি। সকলেই বলাবলি করত' মা আরও দর্শন দ আরও স্পর্শ দাও, আরও আনন্দ দাও–এই যে তৃপ্তির অতৃপ্তি, এই যে রসের রসায়ন, এই যে আনন্দ আনন্দায়ন, এটাই মায়ের পরম লীলা বিলাস বৈভব। সকলেই মাকে পেয়ে খুশী আনন্দেতে ডগমগ। য সব আছে তারও মাকে চাই, যার কিছু নাই তারও মাকে চাই। আবার যারা চাওয়া পাওয়ার উর্দ্ধে উ গেছে তারাও মাকে পেয়ে ছাড়তে পারে না। অদ্ভুত শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মার এই লীলা বিলাস বৈভব। এ বর্ণনা প্রসঙ্গে মরীচি মালিনী জবাকুসুমসঙ্কাস মহাদ্যুতিময় ধ্বান্তারি ভগবান সূর্যের কথাই মনে পড়ে যার নীল আকাশের থেকে সূর্যের প্রদীপ্ত কিরণ জাল সমস্ত বিশ্বের স্থাবরে জঙ্গমে, সচলে অচলে অনবর অবারিতভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ–এই নীতি অবলম্বন করে সকলেই সেই কিরণ–কৃপা বর্ নিজেদেরকে স্নাত ও প্লাবিত করার চেষ্টা করে থাকেন। সাগরের নোনা জল প্রাতঃকিরণে নিজেকে অরুণর রঞ্জিত করে ছল ছল চোখে সেই সুদূর স্থিত কিরণ–মালিকে বলে, 'নাও নাও,' আমার নোনা জল শো করে মিষ্ট জলে পরিণত করে মেঘরূপে বর্ষণ করে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আমার মিষ্টত্ব ছড়িয়ে দাও। ধর তৃষিত মৃত্তিকা বলে–দাও দাও অঝোর ঝরে তোমার কৃপা বারি দাও–যাতে আমি সুজলা–সুফলা, শ শ্যামলা হয়ে সমস্ত প্রাণী জগতকে সঞ্জীবিত এবং আনন্দিত করতে পারি। জলাশয় সকল বলে-দাও দ আরও জল দাও তোমার কৃপা বারি সঞ্চিত কর। যাতে দুর্দিনে সকলের কাজে আসতে পারি। হিমাল মত উত্তুঙ্গ পর্বত-মালা তার শৃঙ্গ-মস্তকে কৃপাবারি জমাট সুশীতল বরফে সঞ্চিত করে রাখে। য ভবিষ্যতে অগনিত নির্ঝরণীয় নদীর সৃষ্টি করে প্রবাহিত হয়ে আবার সাগরকে ফিরিয়ে দেয় তার নি অবদান। আকাশের সূর্যকে সকলেই ভালবাসে, পেচক ছাড়া। পেচক সূর্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। সূ কিরণকে সকলেই ভালবাসে। তবে আমার মনে হয় সূর্যের আসল প্রেমিক সুরভিত পদ্মফুল। পদ্মফু অবস্থান পাঁকে দুর্গন্ধিপূর্ণ জলে নানা প্রকার পোকা-মাকড়ের জঙ্গলে। একপায়ে সে সারারাত কুঁড়ি দাঁড়িয়ে থাকে-কুঁড়ি রূপে সারারাত সে তপস্যা করে সকালের প্রথম কিরণের স্পর্শের জন্য। কিরণ-স্প পেয়ে তার মধ্যে শিহরণ জাগে সে শতদল হয়ে শতরূপে ফুটে ওঠে। সকলকে শুধু সুরভিত সুগন্ধি দে ভ্রমর এসে তার মধু পান করে। এভাবে দেখা যায় সূর্যের শোষণের মধ্যে কৃপা, দহনের মধ্যে কৃপা, বর্ষ মধ্যে কৃপা–যে তাকে একান্তভাবে ভালবাসে তাকেও সে ভোলে না। তাকে সে মুকুলিত সুরভিত করে দে

উপরি বর্ণিত রূপকটির সঙ্গে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মার সাযুয্য ও সাদৃশ্য পাওয়া যায়। সমস্ত জীবনব্ তাঁর লীলা শুধু স্নেহ-সিঞ্চন ও কৃপা বর্ষণ ছাড়া কিছুই নয়, ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে নানা অধিক নানা সংস্কারী ব্যক্তি নিজের অধিকার ও সংস্কার অনুসারে তাঁর কৃপা পেয়েছে, মাতৃলীলার মাতৃকৃপার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত বিস্তৃত কত বৈচিত্র্যপূর্ণ তা লেখনীর মাধ্যমে কতটুকু প্রকাশ করা যায়? মা শুধু মানব-সমাজের উপর কৃপা বর্ষণ করেননি, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা, নদী-পর্বত, বহু সূক্ষ্মদেহী দেব-দেবী মহাপুরুষ গণও সংস্পর্শে এসেছেন এবং তাঁর আকর্ষণে আকর্ষিত হয়েছেন। যার বর্ণনা পরিস্থিতি অনুসারে গ্রন্থ মধ্যে দেবার চেষ্টা করব। পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে যে নদী সাগরে এসে মেলে তেমনি মায়ের কৃপার সাগরে সকল শ্রেণীর মানব এসে সম্মিলিত হয়েছে। ব্যক্তি হিসেবে সকলেই মাকে আপনভাবে ভেবেছে এবং ভালবেসেছে। তবে এই ভালবাসার গতি-স্থিতি-প্রকৃতি এবং আকর্ষণের উৎকর্ষের মধ্যে বিভিন্নতা ও বিচিত্রতা অবশ্যই থাকে ইহাই জাগতিক নিয়ম ধর্মাথী, অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী ও প্রেমী সব রকম ভক্তই মার দরবারে উপস্থিত হয়েছিল, এবং তাদের সংস্কার অনুসারে মা তাঁদের ইচ্ছা পূর্তি-অবশ্যই করেছিলেন। শ্রীশ্রী মায়ের চুম্বকীয় আকর্ষণে সমস্ত জগৎ আকর্ষিত ও বিমুগ্ধ ছিল। মার দরবার নবরত্নে পরিবেষ্টিত থাকত, একদিকে সাধারণ জনতা স্ত্রী-পুরুষ, একদিকে সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত বিত্তমান, চাকুরিরত ব্যক্তিগণ, অপরদিকে বিভিন্ন ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ, বহু রাজা ও রাজ পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ, মহিলাদের সমষ্টি, শাসক বিভাগের রাষ্ট্রপতি, গভর্নর, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীগণ, বিধায়কগণ-মার দরবার আলোকিত করেছেন। গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্রের মত শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক মহাপুরুষ, শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও গায়কবৃন্দ যেমন রবিশঙ্কর, উদয়শঙ্কর, শুভলক্ষ্মী, আলি আকবর খাঁ আদি, মহামান্য পন্ডিতবর্গ মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, ত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী, গৌরীনাথ শাস্ত্রী, ত্রিগুণা সেন এবং মহাত্মা মন্ডলীর দ্বারা মায়ের বিশিষ্ট সমাদর। মহাত্মাগণ মায়ের দরবার আলোকিত করে রাখত মায়ের বার্ত্তা ধারক বহু মহামন্ডলেশ্বর, মন্ডলেশ্বর, মোহন্ত এবং বিভিন্ন আশ্রম প্রতিষ্ঠাতাগণ মায়ের সংস্পর্শে এসেছেন, মায়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। চর্তুমঠের শঙ্করাচার্যগণ–মায়ের সংস্পর্শে এসেছেন। প্রয়াগের পূর্ণ কুম্ভ মেলায় সমবেত সমস্ত ভারতীয় আচার্যগণ, মহামন্ডলেশ্বরগণ, অনুভবী মহাত্মাগণ শ্রীশ্রী মাকে বিংশ শতাব্দীর "ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠারূপে" অভিসিঞ্চিত করেছেন। অপূর্ব সে দৃশ্য, লেখক স্বয়ং সে দৃশ্যের সাক্ষী ছিলেন।

মায়ের তুলনা মা-ই, তবে মায়ের এই সর্বজনীন কৃপা বর্ষণ প্রসঙ্গে মায়ের একটি উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য। মা স্বয়ং একস্থানে বলেছেন–"তিনি এই জগতে এসেছেন তাঁর বাগানের ফুলগুলি কেমন আছে তাদের দেখতে।" এর পেছনে কোন গভীর উদ্দেশ্য না থাকলেও অকাতরে অপার স্নেহ ও বাৎসল্য বিতরণের জন্যই তাঁর মর্ত্যে আগমন ও আবির্ভাব একথা অতীব হৃদয়গ্রাহী। মার কাছে আমরা সকলে জাতি-ধর্ম-নির্ব্বিশেষে ভগবানের বাগানে ফুটন্ত ফুল। কেউ ফুলের রাণী গোলাপও হতে পারে, কেউ পদ্মফুলও হতে পারে, কেউ আবার আকন্দ ও ঘেঁটুফুলও হতে পারে। কিন্তু মার কাছে সবার রং আকৃতি ও গন্ধ সমান প্রিয়।

সকলেই মায়ের চুম্বকীয় আকর্ষণে বিভোর। মায়ের এই চুম্বকীয় লীলার বিবরণ দেবে কার সামর্থ্য? সূর্য একদিনে উদয়কালে কতলোকের উপকার সাধন করে এর বর্ণনা যেমন দেওয়া সম্ভবপর নয়–তেমনি মায়ের অষ্টআশী বর্ষী জীবনের আকর্ষণে ও আলোকে কত লোক আলোকিত হল তার বিবরণ কোথায় পাওয়া যাবে? তাই শিব মহিম্ন স্তোত্রে শিব মহিমা গানে–আজ মাতৃ-মহিমা গানের জন্য কবি পুষ্পদন্তের ছন্দে-সুরে ও ভাষায় সুর মিলিয়ে বলে শেষ করছি–

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসিতগিরি সমং স্যাৎ কজ্জ্বলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী
লিখিতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালম্
তদপি তব গুণানাং মাতঃ পারং ন যাতি।

'সাগরের জলে সুমেরু পর্ব্বত গুলে হল কৃষ্ণবর্ণ কালি।
আর পারিজাতবৃক্ষ শাখা দিয়ে তৈরী হল সুন্দর লেখনী॥
ধরিত্রীর বিস্তীর্ণ ভূমিতল হল সাদা পাতা।
সেখানে সর্ব্বকাল ধরে লেখেন স্বয়ং সারদা মাতা।
তবু মাতঃ লেখা শেষ হবে না কভু তব গুনগাথা॥
গ্রন্থারম্ভের শুভক্ষণে বর মাঙ্গি আশীর্ব্বাদ মাথা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের কথা

(চার)

—শ্রী নিগম কুমার চক্রবর্ত্তী

এবার আবার গীতাপ্রসঙ্গে ফিরে আসি। গীতার ভাষ্য তো বহু। "মা" যে সব কথা বলে গেছেন তার মধ্যে অনেক কিছুই পেয়ে যাই। তিনি সব ভক্তকেই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছেন বা কী ভাবে বিশ্বরূপ দর্শন লাভ করা যায় তার ইঙ্গিত বা সূত্র দিয়ে গেছেন। তাঁর যে জন্মান্তর ছিল না এ কথাটির মধ্যেই সেই ইঙ্গিত বা সূত্র নিহিত আছে বলেই আমার ধারণা। "মাতৃ-বাণী" ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রবর গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের ব্যাখ্যা বারে বারে অনেকবার পড়লে যা জানা যায় সে জ্ঞান তো অসীমমুখী ও অসীমদর্শী। তবু গীতা পড়ি, "মা" তো প্রথমেই গীতাপাঠের নির্দেশ দেন। নিত্য নূতন উপলব্ধিই নয়, পুরাতন উপলব্ধিগুলির বিস্তরণ-লাভও হয়। জীবনলাভ থেকেই তো নবজীবনলাভ ঘটে। "মা" কে পাওয়া থেকে আরম্ভ করে "মা"র কাছে সমর্পণ করে যে প্রাপ্তি ঘটে সেটা তো আরও বেশি করে পাওয়া। সেখানেও তো শেষ নয়, কত সমর্পণ এখনও বাকি। তাই না শ্রী পানুদার আগ্রহে "মায়ের কথা" লেখা আরম্ভ করা। "মায়ের" কথায়, "সবই যোগাযোগ, বাবা"। "মা" যে পরমব্রহ্ম নারায়ণী তা তো সকল মাতৃভক্তরা জানেন। তৎসত্বেও তাঁদের কাছে আর কী নিবেদন করার থাকতে পারে? কতকগুলি স্মৃতিকথা, অভিজ্ঞতার কথা, অনুভূতির কথা, না তার চেয়েও বেশি মূল্যবান কিছু? এ প্রশ্ন আমার নিজের কাছেই। তারই উত্তর দিতে গিয়ে গীতার একটি শ্লোক ও তার চর্চা দিয়ে এই প্রবন্ধটির সূত্রপাত।

শ্রী প্রাণ গোপাল মুখোপাধ্যায় নামটি মাতৃভক্তদের পরিচিত। তাঁর তিনপুত্রই আমার পরিচিত। প্রথম জনের সঙ্গে পরিচিতি বাল্যকালে, গয়াতে। তার নবীকরণ হয় দেওঘরে, যখন তিনি আমার দেওঘর বাসের কথা জানতে পারেন তাঁর ভ্রাতা শ্রীগৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে। শ্রী তপোগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেওঘরের করণীবাদ থেকে পায়ে হেঁটে আমার বাসায় উপস্থিত। সে কী আনন্দের দিন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রী গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় পরবর্তীকালে, যখন আমি দেওঘর ছেড়ে কলকাতায় বসবাস করছি। এঁরা সকলেই মাতৃভক্ত সজ্জন ব্যক্তি। দেওঘরে শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমের সামনেই একটি দোতলা বাড়িতে গৌরগোপালবাবু থাকতেন। তাঁর কাছে শুনেছিলাম যে "মা" যখন শ্রীশ্রী ভোলানাথকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা থেকে পশ্চিম ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন এক সপ্তাহ সেই বাড়িতে আতিথ্যগ্রহণ করেন। সেই সময়েই বোধহয় প্রথম শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। "মা" তখন প্রতিদিন পাঁচটি অন্ন গ্রহণ করতেন, পাঁচদানা মাত্র। গৌরবাবুর মা তাঁকে বস্ত্রপরিবর্তনের জন্য একটি শাড়ি দেন। দেওঘর থেকে যাত্রার দিন স্নান সেরে নিজ বস্ত্র পরিধান করে সেই নূতন শাড়িটি ভিজে অবস্থায় বাড়ির ঝি-কে দান করে পুনরায় এক বস্ত্রে যাত্রা সুরু করেন। অন্নপূর্ণার জীবনে বস্ত্রের অভাব হয় নি। কতজনকে কত বস্ত্র দান করে গেছেন তার হিসাব কে রাখে। লেখক ও তার স্ত্রী-পুত্রেরাও "মা" র স্বহস্ত প্রদত্ত বস্ত্র পরিধান করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Ánandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌরবাবু কমবয়সেই অস্থিরোগে আক্রান্ত হন। তখন অপারেশন ছাড়া কোনো চিকিৎসা ছিল না; ফলে তিনি কষ্টে সৃষ্টে চলাফেরা করতেন। সেই বাড়িটির দোতলার ঘরে তিনি বাস করতেন।

আমার সঙ্গে যখন তাঁর পরিচয় হয় তখন থেকেই দেখেছি ঘরটির কোনে, জানলার পাশে এক আরামপ্রদ চেয়ারে বসেই তাঁর দিন কেটে যায় পড়াশুনা করে, রাত কাটে ঐ ঘরেই একটি ছোট বিছানায়। দর্শনার্থীদের জন্য একটি বা দুটির বেশি চেয়ারের সঙ্কুলান সে ঘরটিতে ছিল না। সাধারণতঃ একটি চেয়ার ঘরের মধ্যে থাকতো, অন্যটি প্রয়োজন বোধে আনা হত। সেই প্রথম চেয়ারটিতে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে কত জ্ঞানার্জনের সৌভাগ্যলাভ করেছিলাম, তার হিসাব দেওয়া কষ্টকর। বেশির ভাগ "মায়ের" কথা, কৃষ্ণপ্রেমজীর কথা, সাংখ্য ও বেদান্তের কথা, গীতার কথা তো অবশ্যই। এ ছাড়া রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণতত্ত্ব, শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনা তো ছিল-ই। কিন্তু "মা" দিয়েই আরম্ভ ও "মা" দিয়েই শেষ! আমার জীবনের দুটি বছর দেওঘর বাসের বছর। সেই দুটি বৎসরের স্মৃতির মধ্যে "মা" ও গৌরবাবুর এবং গৌরবাবুর কথায় "মা" আজও সমুজ্জ্বল।

গৌরবাবুর কাছে শোনা একটি ঘটনার উল্লেখ না করে থাকতে পারছিনা। পিতা প্রাণগোপালবাবু তখন অসুস্থ অবস্থায় আশ্রমের ভিতরেই অবস্থান করছেন। তাঁর চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা সেখানেই হচ্ছে। ছোটভাই আশ্রমে থেকেই পিতার পরিচর্যা করছেন, তাদের মা-ও সারাদিন সেখানেই থাকেন, সূর্যাস্তের আগেই বাড়িতে চলে আসতে হয়, কারণ তখন সূর্যাস্তের পর মেয়েদের আশ্রমের মধ্যে থাকার নিয়ম ছিল না। প্রাণগোপালবাবুর জীবন তখন শেষ অবস্থায়। সেই সময় গৌরবাবুর পায়ে একটা অপারেশন হয়েছে, প্লাস্টার করা হয়েছে, যাতে একটু চলাফেরা করতে পারেন, পায়ের তলায় প্লাস্টারের সঙ্গে চা... লাগানো আছে। ছোট ভাইকে বললেন যে বাবার তো শেষ অবস্থা, "মা" কে একবার খবর দিতে পারলে ভাল হয়। "মা" তখন কোথায় জানা নেই, ছোটভাই বললেন যে "মায়ের" সঙ্গে কোথায় কীভাবে যোগাযোগ করা যায় খোঁজ খবর নিয়ে খবর দেবার চেষ্টা অবশ্যই করবেন। কে জানতো "মা" তখন আস... পথে।

যেদিন বিকালবেলা কথাবার্তাটি হল, সেইদিন রাত্রিভোরে গৌরবাবু যখন জানলার ধারে চেয়ারে ব... "মায়ের" চিন্তা করছেন তখন দেখলেন একটি বড় মোটরগাড়ি (বুইক বা ঐ জাতীয় কোনো গাড়ী) হুস্ ক... আশ্রমের ভিতর ঢুকে গেল। তিনি ঐ দিকেই তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখলেন গাড়িটি আশ্রম থেকে বেরিয়ে তাঁদের বাড়ির গেটের মধ্যে দিয়ে সামনের কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকে পড়লো। গাড়ির মধ্য থেকে "মা" বেরিয়ে এলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে লাঠি নিয়ে এক পা-এক পা করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন, কারণ তিনি ভেবে নিয়েছিলেন যে "মা" হয়তো গৃহীর গৃহের ভিতরে প্রবেশ করবেন না। ততক্ষণে ছোটভাই ছুটে এসেছেন গৌরবাবুকে সাহায্য করতে। তাঁর কাঁধে ভর দিয়ে তিনি ঐ অবস্থায় যথাসম্ভব ক্ষিপ্রপদে "মায়ের" কাছে পৌঁছে গেলেন। "মা" বোধহয় তখন এমন কিছু বলেছিলেন যা থেকে তাঁর মনে হয়েছিল (পরবর্তীকালে) যে "মা" তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা জেনে উপরে আসতে পারতেন। কিন্তু তখন তো সে সব চিন্তার অবসর ছিল না। কষ্টস্বীকার করে "মা" কে প্রণাম করলেন। অল্পক্ষণই কথাবার্তা হল, সম্ভবতঃ তাঁর বাবার অবস্থা নিয়ে। তারপর "মা" গাড়িতে উঠছেন এই সময় তিনি "মা" কে বললেন যে বাবা চলে গেলে তিনি তো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বেন। "মা" তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে হাত উপরের দিকে তুলে বললেন, "নিঃসঙ্গ হলে তাঁর সঙ্গ পাবে কি করে?" গাড়ী ছেড়ে দিল। "মায়ের" কথাটি তাঁর সারা জীবনের কথা হয়ে রইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(বলা বাহুল্য গৌরবাবু অকৃতদার ছিলেন)।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। কথা কথায় গৌরবাবু একদিন বললেন যে তাঁর জীবন তো ফুরিয়ে আসছে, "মা"র সঙ্গে তো তাঁর আর দেখা হয়নি। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা "মা"র সঙ্গে একবার দেখা হওয়ার পর তাঁর জীবনাবসান হয়। সে ইচ্ছাপূরণ সম্ভব যদি তাঁর প্রাণের এই কথাটি জানিয়ে "মা" কে আমি প্রার্থনা জানাই যেন "মা" তাঁর ঘরে এসে পদার্পণ করেন। তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে দিনক্ষণ আগে থেকে জানালে তিনি যেভাবে হোক লোকের সাহায্য নিয়ে নিচে নেমে গিয়ে "মায়ের" জন্য প্রতীক্ষা করবেন। তাঁর এই আকুতিতে আমি তো কেঁদেই ফেললাম। বললাম যে নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো, কিন্তু সবই "মা" র খেয়ালের উপর নির্ভর করে। আমি তো একজন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষ, "মা" কৃপা করেছেন বলেই তাঁকে পেয়েছি। আমি মনে মনে সংকল্প করলাম যে এ কর্তব্য আমাকে পালন করতেই হবে ফলাকাঙ্খী না হয়ে, নিরাসক্ত ভাবে। গৌরবাবু আমাকে নীরব দেখে বললেন যে তিনি বুঝতে পারছেন, এ কাজ আমার মাধ্যমেই হবে, যদি সেটা একান্তই হয়। আমি ও বুঝলাম যে তাঁর এই আগ্রহই বোধহয় তাঁর দীর্ঘ প্রতীক্ষার ফল ও জীবনের শেষ প্রাপ্তি। আমি জানতাম যে কারুর সাহায্য নিয়েও তাঁর নিচে নামা বারণ, যেহেতু তাঁর হার্টের অবস্থা ভাল তো নয়ই, সংশয়ের কারণ।

"মা" কে চিঠি লিখলাম কী না মনে নেই। আমি ও আমার স্ত্রী "মায়ের" কাছে আকুল প্রার্থনা জানাতে থাকলাম। যোগাযোগ হয়ে গেল। "মায়ের" সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, সম্ভবত কলকাতায় বা কাশীতে। সব শুনে 'মা' বললেন, 'সবই যোগাযোগ বাবা"। সংবাদটি শুনে গৌরবাবু আনন্দিত হলেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে আমি আর বেশিদিন দেওঘরে থাকছি না। তাই বললেন যে তাঁর খুবই ইচ্ছা যেন "মা" আমি দেওঘরে থাকাকালীন আসেন। বললাম, "মা" তো যোগাযোগের কথা বলেছেন, সব জেনে শুনেই বলেছেন। তিনি যখন যে ভাবে আসতে চান, সেটাই তাঁর আসা। আমার উপস্থিতি তো গৌণ। আমার অনুপস্থিতিতে আসলেও আমি তো আপনার কাছে জানতে পারবো, তাতেই আমি চরিতার্থ হয়ে যাবো, আপনার সংসর্গ ত্যাগ করে চলে যেতে আমার যে কষ্ট হবে তার অনেকখানি লাঘব হবে আপনার কাছ থেকে সংবাদটি পেয়ে।

দেওঘর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসার কয়েকমাস পরে গৌরগোপাল বাবুর কাছ থেকে বহু প্রত্যাশিত সংবাদটি পেলাম একটি দীর্ঘ আট পৃষ্টার চিঠিতে। 'মা' এসেছিলেন সোজা তাঁর দোতলার ঘরটিতে। তাঁর কথাতেই বলি, "'মা', তুমি যে চেয়ারটিতে বসে আমার সঙ্গে দিনের পর দিন কথা কয়ে গেছ, সেটিতেই বসলেন, অনেকক্ষণ ছিলেন, অনেক কথা হল–এ সবই তোমার চেষ্টার ফল, আমার মত পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করিয়ে দিলে"। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই ঐতিহাসিক চিঠিটা খুঁজে পাচ্ছি না। তাই স্মৃতির আশ্রয় নিয়েই লিখতে হচ্ছে। যতদূর পারি সংযত হয়েই লিখতে হচ্ছে। তাঁর উচ্ছাসের স্মৃতির সঙ্গে আমার স্মৃতি–রোমন্থনের উচ্ছ্বাস মিশে গিয়ে যাতে অতিকথনের ভ্রান্তির উদ্ভব না হয়, সেজন্য মা সরস্বতীর কাছে প্রার্থনা করছি

"দস্যুরে তুমি করেছ মা কবি, অন্ধজনেরে আলো
বিতরি তাহারে দিয়াছ আদেশ–জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালো–
আমি মা তাঁদের সবার পূজারী,
তাঁদেরি পন্থা যেন অনুসরি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমভক্তির জোয়ারে ভাসাতে হৃদয়ের সব কালো,
বিন্দুরে মম সিন্ধু করিতে করুণা সলিল ঢালো॥"

উপরিলিখিত ঘটনার পর গৌরগোপাল বাবু অধিককাল জীবিত ছিলেন না। আমি তাঁর দীর্ঘপ উত্তর দিয়েছিলাম। তার প্রাপ্তি সংবাদও পাঠিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলে বোধহয় দেরি করে ফেলেছিলাম, বুঝতে পারি নি যে আর দেরি করা উচিত হবে না, 'মা' যাঁকে পরম সং দান করে গেলেন, তাঁর জীবনের নিঃসঙ্গতার অবসানের আর কতই বা বিলম্ব হতে পারে? পরবর্তীক 'মা'র কাছে এ বিষয়ে আমার মনের কথা জানাবার সৌভাগ্যলাভটি "মায়ের" কথায় "সবই যোগাযে বাবা"।

আমি দেওঘর ছাড়ার প্রাক্কালে গৌরবাবু আমাকে একটি ফ্রেমে বাঁধানো ছবি দিয়ে বলেছিলেন, 'মা'র প্রথম ফটোগ্রাফ, আমার কাছে তুমিই এটি সংরক্ষণের যোগ্য ব্যক্তি। আমি আর ক'দিন। প্রাণগোপ বাবু ও তাঁর একজন বন্ধুর সঙ্গে 'মা'র ছবি। এটি ঢাকায় যখন প্রাণগোপাল বাবুর প্রথম মাতৃদর্শনলাভ সেই দিনের ছবি, 'মা' যে বাড়িতে তখন থাকতেন সেখানেই তোলা। ছবিটি আমাদের কাছে অনেকক ছিল। আমার স্ত্রী সযত্নে এটি রেখেছিলেন। তাঁর জীবনের শেষদিকে ছবিটি আগরপাড়া আশ্রমে সংরক্ষ জন্য একজন দায়িত্বশীল মাতৃভক্তের হাতে দিয়ে যান। কিছুদিন আগে (সম্ভবতঃ গত জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে পানুদার কলকাতায় অবস্থান-কালে সেই ভদ্রলোকটি এ কথার উল্লেখ করায় আমার ঘটনাটি মনে পড় এমন-ই যোগাযোগ।

(ক্রম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-স্বরূপামৃত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য

দিল্লীতে ভগবত পাঠ চলছে। এ দিকে অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। একদিন তো এমন বৃষ্টি পড়্ল যে সামিয়ানার নীচে বসার স্থান নেই। এই অবস্থায় তো পাঠের স্থান পরিবর্তন করতেই হয়। মাকে জিজ্ঞাসা করায় মা বললেন "যেখানে পাঠ আরম্ভ হয়েছে সেখানেই শেষ হওয়া ভাল।" পরে কি ভেবে গুরুপ্রিয়াদিকে পাঠালেন পাঠকের কাছে, পাঠক যা বলবেন তাই হবে। পাঠক দিনের অবস্থা দেখে স্থানান্তরে পাঠ হওয়া, ভাল মনে করলেন। এই সময় বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে পাঠের জায়গায় মা এলেন, আর কে কোথায় বসবে তার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। তখন পাঠক বললেন, "মাতাজী, তোমার ঈশ্বরত্ব কবে ফলাবে? এই দারুণ বৃষ্টিতে যে সব পন্ড হতে বসেছে।" পরে তিনি আবার জানালেন যে মায়ের যা ইচ্ছে তাই তিনি করুন। "যদি জলে ডুবাতে চান, তাহলে ডুবিয়ে দিন–যদি রোদে পোড়াতে চান তাহলে তাই করুন।" এই বলে নিশ্চিন্ত হয়ে পাঠক পাঠ আরম্ভ করলেন। পাঠকের মধ্যে কোন চঞ্চলতা নেই, স্থির শান্ত হয়ে তিনি পাঠ করছেন। বৃষ্টি তখনও পড়ছে। কিছুক্ষণ পর রোদ উঠল, তবে আবার বৃষ্টি হল কিন্তু প্রবল বৃষ্টি নয়। এক সময় বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। গুরুপ্রিয়াদি তখন পাঠককে বললেন "কেমন পণ্ডিতজী, ঈশ্বরত্ব ফলান হল ত?" পাঠক উত্তর দিলেন, "ফলাবেন না? তিনি কি লুকিয়ে থাকতে পারেন?" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, ৯ম ভাগ)।

মায়ের অচিন্তনীয় যোগ-বিভূতি বা যোগশক্তির কথা ভাইজী মাতৃদর্শনে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে "অনেক সময় দেখা গিয়াছে মা হাসিতে হাসিতে ঝড়, বৃষ্টিপাত, দ্বন্দ্ব, কলহ দৃষ্টিপাতেই থামাইয়া দিয়াছেন।" (মাতৃদর্শন, পৃ.৭৯)। যোগেশ্বরী মার প্রকৃতির উপর একটা অধিকার ছিল। বৃষ্টি হওয়াও অনেক সময় মার খেয়ালে হয়েছে। তাঁর খেয়ালী শক্তির একটি ঘটনা কাশীতে ঘটেছিল। কাশীতে অখন্ডানন্দ স্বামীজীর তিরোভাব তিথি উপলক্ষে ভান্ডারার ব্যবস্থা হচ্ছে। অনেক সাধু সন্ত এসেছেন, মা স্বয়ং তাঁদের তদারক করছেন। সেদিন ছিল প্রচন্ড সূর্য্যের উত্তাপ। গরমে সবাই অস্থির। তখন মার খেয়াল হল আকাশে মেঘ হলে মন্দ হত না। দেখতে, দেখতে আকাশ মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন হল। সবাই ভাবল বৃষ্টি এলে সাধুদের ভোজনে বিঘ্ন ঘটবে। মাকে একথা জানানো হল। মা তাড়াতাড়ি সাধুদের ভোজনের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন। বৃষ্টি আর হল না। সাধুদের ভোজন শেষ হওয়ার পর মা অন্যত্র গেলেন। আরম্ভ হল অবিরাম ধারায় বৃষ্টি, সব কিছু যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, একাদশ ভাগ, ২৩৮-২৩৯)।

মায়ের যোগৈশ্বর্য বা যোগশক্তির পরিচয় অনেকেই পেয়েছেন। পাতঞ্জলের যোগ অষ্টাঙ্গ এবং শক্তি সাধনায় ক্রমমতে ষড়াঙ্গ। পাতঞ্জল বলেছেন যোগ হল 'চিত্তবৃত্তির নিরোধ'। তন্ত্র বলছেন 'কুলকুন্ডলিনীর জাগরণ' হল যোগ। পাতঞ্জলের যোগ সাধনায় এবং কুন্ডলিনীর সাধনায় অষ্টসিদ্ধি লাভ হয় অর্থাৎ অনিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রকাম্য, ঈশিত্ব ও বশিত্ব লাভ হয়ে থাকে। সাধনা মাত্রেই যোগ। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি কত কত যোগ রয়েছে গীতাদি অসংখ্য ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে। এসব যোগের মধ্য থেকে একটা না একটা অবলম্বন করেই সাধনা হয়। সাধনার খেলার সময় মার মধ্যে বিভিন্ন যোগের প্রকাশ ঘটেছে। মার যে যোগজ শক্তির প্রকাশ বলা হচ্ছে, তা কিন্তু মায়ের সাধনলভ্য কিছু নয়, কারণ মা'ই সাধন। তিনিই সাধ্য–তিনিই স্বয়ং যোগশক্তি। তাঁর খেয়ালে তাঁরই যোগৈশ্বর্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথা অলৌকিক শক্তির প্রকাশ হয়েছে। মা কখনো হয়েছেন মহাকর্মযোগিনী, কখনো বা মহাযোগিনী, আবার কখ হয়েছেন যোগনিদ্রা, যোগমায়া, যোগাদ্যা ও যোগেশ্বরী। শ্রীশ্রীচন্ডী বলেছেন, "যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ অভ্যস্য সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ। মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্ত- সমস্তদোষৈর্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি।৯ অর্থাৎ "দেবি, পরাবিদ্যা মুক্তিরকারণ," যোগশাস্ত্রোক্ত দুরনুষ্ঠেয় যমনিয়মাদি মহাব্রত যাঁর সাধন, সেই পরমা ব্রহ্মবিদ্যা ভগবতী আপনিই। এইজন্য জিতেন্দ্রিয়, তত্ত্বনিষ্ঠ শুদ্ধচিত্ত ও মুমুক্ষু মুনিগণ দ্বারা আপনি ব্রহ্মবিদ্যারূপে সাধনের বিষয়ীভূত হন"।

মা ভগবতী, আর ভগবতী শব্দের অর্থ হচ্ছে সর্বৈশ্বর্যময়ী অর্থাৎ যাঁর মধ্যে অষ্টসিদ্ধি পূর্ণ ভাবে রয়েছে। ভ -মা এই শব্দটিকে 'ভগা' কখনও কখনও বলতেন। ভগ্ শব্দের পারমার্থিক আলোচনায় বলা হয় যে ভগ্ মা জ্যোতি অর্থাৎ জ্যোতির্ময় বা জ্যোতিময়ী। আর একটা অর্থ হয় ভগ্ শব্দের, যেমন যাঁর মধ্যে ছয়টা গুণের সমা হয়েছে তিনি ভগ বা ভগবান পুংলিঙ্গে, আর স্ত্রীলিঙ্গে তিনিই ভগবতী। 'ভ'-এর অর্থ হল যিনি আপন জ্যোতি আপন প্রাণস্পন্দনে আপন গরিমায় ও বৈদুর্য্যের দ্যুতিতে সর্বলোককে আলোকিত করেন। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্র তাঁ কাছ থেকেই আলোক পাচ্ছে। তাছাড়া মানুষের সবকিছু তাঁর কাছ থেকেই তো আসছে–জীব ও জড় যা আছে ব্রহ্মা সবই তো তাঁর কাছ থেকে প্রকাশ হয়েছে। আর 'গ' বুঝাচ্ছে যে জীব ও জড় তথা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মান্ড যাতে চলে যায় অন্যদিকে শাস্ত্রে আরো বলা হয়েছে যে যাঁর মধ্যে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য রয়েছে তিনিই 'ভগ' বা ভগব বা ভগবতী, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ঐশ্বর্য হল আট প্রকার, যাকে বলা হয়ে থাকে যোগশ্বর্য বা অষ্টসিদ্ধি

মায়ের মধ্যে পূর্বেই বলা হয়েছে যে এসব যোগশক্তি পূর্ণভাবে দেখা গেছে। অনিমা হল ছোট হয়ে যাওয়া। অ মানে ছোট-অণিমা অনুত্ব। ছোট হয়ে তিনি সকলের মনে প্রবেশ করেন। মা সব সময় বলতেন-তিনি 'বাচ্চি', ছো মেয়ে-এতে তাঁর ভগবতীত্ব পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। মহিমা হল বৃহত্ব, তিনি এতই বৃহৎ যে চতুর্দ্দশ ভুবনের সব প্রাণীর অনুমানস বা মন তাঁর মধ্যে ছিল–মা তাই বলতেন যে "তোমাদের সব ভাবনা, আমাতে আছে, তোমাদের স আমি জানি"। তিনি সমস্ত মানুষের সব ভাবনা জানেন-একেই বলে মহিমা। লঘিমা হল ভারহীন, হালকা। তি সকলের ছোটমেয়ে হয়ে থাকতে চেয়েছেন, নিজের ভাব বাড়াবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নি। কারণ তিনি বিশ্বব্রহ্মান্ডে ভার বহন করছেন, এক ছাড়া তো দ্বিতীয় কেউ নেই-নিজেই ভার, নিজেই ভারী। ভক্তের ভাবনায় তাঁর 'পূর্ণব্রহ্মনারায় পরিচয় প্রদান, তিনি সব সময় হালকা হয়ে রয়েছেন, এত হালকা যে ধরা ছোঁয়ার একদম বাইরে। 'প্রাপ্তি' হল পাওয় মার তো চাওয়া পাওয়ার কিছুই ছিল না। তাহলে তাঁর 'প্রাপ্তি'র প্রকাশ কোথায়? দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি যখন বুঝে তাঁর সন্তানদের আবশ্যকতা আছে তখন তিনি প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ ভাবে কৃপা বিতরণ করতেন। তাঁকে ইষ্ট মেনে তাঁর পথনির্দেশে চললে আমাদের সকল বন্ধনের নির্বৃতি হবে–এই হল মায়ের 'প্রাপ্তি' ঐশ্বর্য। মা তো বলত "তোমাদের এই মেয়েটাকে তোমরা বুকে তুলিয়া লও। তোমরা ইহাকে মা বলিয়া কোণঠাসা করিয়া রাখিয়াছ। মা বুড়ী। বুড়ীকে তো তোমরা বুকে তুলিয়া লও না। আমাকে তোমরা মেয়ে বলিয়া বুকে তুলিয়া লও। এই আম প্রার্থনা" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ, প্রথম খন্ড, পৃঃ ১৮৫)। আমাদের অন্তরে যদি ছোট্টমেয়েকে চিরজাগ্রত করে রা যায়, তাই হবে মায়ের প্রাপ্তিসিদ্ধি। মাকে দেশে বিদেশে অসংখ্য সন্তান হৃদয়ে ধরে রেখেছে, মহাশক্তি রূপে সম করছে, জগৎ জননী রূপে পূজা করছে-'এই মায়ের প্রাপ্তি'।

ঈশ মানে শাসন কর। মা কখনো কোমল, কখনো কঠোর হয়ে সন্তানকে শাসন করেছেন। 'মায়ের লীলা কথ নরেন চৌধুরী বলেছেন 'আমার চরিত্রে একটা বড় দোষ ছিল–প্রহার পরায়ণতা। আমি সামান্য কারণে, লোককে আঘা করে বসতাম। কি রকম সুকৌশলে, তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনা, ঘুণাক্ষরেও আমাকে না জানিয়ে, মা আমার ঐ দৃঢ়মূল দো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দূর করার অব্যর্থ চেষ্টা করলেন,- -।' মা বিচিত্র কৌশলে কৃপাময়ী হয়ে নরেন চৌধুরীর নানাবিধ দোষ দূর করেন কঠিন-কোমল শাসনে। মা প্রত্যক্ষভাবে এবং অপ্রত্যক্ষ ভাবে শাসনের মাধ্যমে অনেক অনেক সন্তানকে শোধন করেছেন। ঈশিত্ব ঐশ্বর্য পূর্ণরূপে মার মধ্যে ছিল। বশিত্ব মানে বশে রাখা। মার কাছে যে একবার গেছে, সেই বশ হয়েছে। 'ছেলেধরা' মা রূপে মার খ্যাতি আছে। সন্তানকে তিনি বশিত্ব দ্বারা সংযত রেখেছেন, পারমার্থিক পথে বেঁধে ফেলেছেন। গঙ্গাসমীরণ তাঁর 'আনন্দময়ী মা' গ্রন্থে লিখেছেন "মা যে আমাকে বেঁধে ফেলেছে সে-কথা আমি তৎপূর্বেই অনুভব করেছিলাম। কাল ক্রমে বুঝলাম, সে বন্ধন চিরন্তন" (আনন্দময়ী মা, পৃঃ১৬)। প্রকাম্য হল, মা খেয়ালে যখন যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন সেটি সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব রূপ পেয়েছে। অপ্রতিহত ইচ্ছার অধিকারিণী মা। মার খেয়ালে রোগ সেরে গ্যেছে, কারো কামনা পূর্ণ হয়েছে। মা সবই করতে পারতেন-তাঁর অসাধ্য কর্ম জগতে কিছুই ছিল না-এই হলো প্রকাম্য। অন্তর্যামিত্ব ঐশ্বর্য দ্বারা মা জীবের ভেতরের সব কিছু জানতে পারতেন। জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভেতর প্রবেশ করে সবকিছুকেই চিনতে তাঁর অসুবিধা হত না-কোথায় সন্তানের ব্যথা, হৃদয়ের কোন খানে কিসের বাধা রয়েছে তা তিনি অনু হয়ে মনে থেকে জানতে পারতেন। সকলের কল্যাণ করতে চেয়েছেন মা, তাই সকলের মনোভাব এবং ভক্তের অন্তরের ভাব অনুযায়ী কথা বলতেন-কখনও বা চুপ করে থাকতেন। এ হল মায়ের অন্তর্যামিত্ব (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, ৯ম ভাগ, পৃঃ২)। মা যে যোগৈশ্বর্যের পরম অধিকারিণী, তার বিচার করার সাধ্য সন্তানের থাকে না-মা তো মানব সন্তানের বিচারের বাইরে।

মা কাশীতে একবার চৈত্রমাসের দিনে বাসন্তী পূজার 'শীতল পান্থা' প্রসাদ পরিবেশন করছিলেন। বেলা তখন বারটা কি একটা। তখন আকাশে দেখা দিল মেঘের ঘনঘটা। এখন বৃষ্টি এলে এতগুলি লোকের খাওয়া নষ্ট হবে। সবাই মায়ের চরণে প্রার্তনা জানাল। মা পান্থা পরিবেশন করতে করতে বললেন, "কি বৃষ্টি হবে নাকি?" নারায়ণানন্দ তীর্থ উত্তর দিলেন, "মা তুমি যখন স্বয়ং এখানে উপস্থিত তখন এরূপ অবস্থায় বৃষ্টি কিছুতেই আসতে পারে না, পারে না, পারে না"। মা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "দেখ, দেখ, কি কয়। ও যখন কইতে আছে, তখন 'ভগা' বৃষ্টি নাও দিতে পারে।" আশ্চর্য! বৃষ্টি হয় নি, বাতাস এসে মেঘমালাগুলিকে কোথায় যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল (সন্তান বৎসলা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, পৃঃ২৫৮)। মায়ের এই অলৌকিক শক্তির প্রকাশ বহুবার হয়েছে। মা ভক্তের প্রার্থনায় বাধ্য হয়ে আপন খেয়ালে প্রকৃতির উপর অমোঘ শক্তি প্রয়োগ করতেন। লোক দেখানোর জন্য মায়ের খেয়াল কখনও ক্রিয়া করেনি বা প্রকৃতির উপর অযথা ক্ষমতা প্রয়োগ করে নি। উপরোক্ত বৃষ্টিপাত হওয়া বা বন্ধ হওয়ায় মার খেয়াল ক্রিয়া করেছে সত্যি, কিন্তু মা কখনও বলেন নি যে তিনি এইসব ক্রিয়ার পিছনে ছিলেন।

যোগশক্তির প্রভাবে মা ভগবতী অসম্ভবকে অনেক সময় সম্ভব করেছেন। মা তখন বারাণসীতে নির্মল বাবুর বাড়ীতে অবস্থান করছেন। একদিন বিকালবেলা মা ভক্তদের নিয়ে আলোচনা করছিলেন, স্বভাব সুন্দর ভাষায় প্রশ্নেরও উত্তর দিচ্ছিলেন। যখন সন্ধ্যা হল তখন নারায়ণানন্দ তীর্থ সে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে গঙ্গাজল সংগ্রহ করে সায়ংকৃত্য সমাপন করেন। যথারীতি ভূমিতে মাথা রেখে শ্রীশ্রীগায়ত্রী দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করেন, যেই মাথা উঠিয়েছেন দেখেন তাঁর সমানে মা দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু নিমিষের মধ্যে তিনি অদৃশ্য হলেন। স্বামীজী তাড়াতাড়ি আলোচনা-স্থানে এসে দেখেন মা দিব্যি কথাবার্তা বলে চলেছেন (সন্তান বৎসলা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, পৃঃ২৫৩)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলাকথা

(মূল ইংরাজী হইতে অনুবাদ—ডঃ কৃষ্ণা ব্যানার্জী)

(পূর্বানুবৃত্তি)

—ডঃ বীথিকা মুখার্জ

বালিকা নির্মলা যখন তার মামাবাড়ি সুলতানপুরে যেত, তার মামাতো ভাইবোনদের সে খেল সঙ্গীরূপে পেত। তাদের মধ্যে একজন পরবর্তীকালে আশ্রমে এসে স্থায়ী ভাবে বাস করেন। সেই সুশী মাসীমা তাঁর বাল্যসঙ্গিনী নির্মলার অনেক গল্প বলতেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন যে কেবল মানুষ না মনুষ্যেতর প্রাণীরাও নির্মলার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করত। মাঠ থেকে গোশালায় প্রত্যাবর্তন কা গরুর পাল নির্মলাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ত আর তার কাছে এসে নানাভাবে আদর জানাত। তিনি আর বলতেন, যে নির্মলাকে অনেক সময় গাছ পালাদের সঙ্গেও কথা বলতে দেখা যেত। ছোটরা তো দেখে ভ পেয়ে যেত, কারণ গাছপালার সঙ্গে নির্মলার বার্তালাপ এত স্বর্তঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক ভাবে হত যে মনে হত না ওরা মানুষ নয়। অনেক সময় তো নির্মলার কথার উত্তরে গাছদের হেলতে দুলতে দেখা যেত অবশ্য পর মুহূর্তেই নির্মলা সঙ্গীসাথীদের কাছে ফিরে এসে তার সহজ সাবলীল ক্রীড়ামোদে সবাইকে এমন মুগ্ধ করে দিত যে ওই অস্বাভাবিক ব্যবহারটুকু তারা কেউ মনে রাখত না।

শ্রীশ্রীমা যে জড় ও চেতনার মধ্যে, প্রাণবন্ত ও নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে তফাৎ করতেন না, এ ব্যাপারে অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। গুরুপ্রিয়া দিদি আপন দিনলিপিতে লিখেছেন যে, যখনই মা কোনো বাসস্থ চিরতরে পরিত্যাগ করে স্থানান্তরে গমন করতেন, কখনও কখনও তিনি স্থানত্যাগের পূর্বে সম্পূর্ণ বাসগৃ যত্র তত্র ঘুরে বেড়াতেন এবং দেওয়াল গুলিকেও এমনভাবে স্পর্শ করতেন যেন সেগুলি জীবন্ত, যেন তি ওই পুরাতন বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। গাছপালা, পশুপাখীদের সঙ্গে তিনি যে সত্যসত্যই ক বলেন, ভাবের আদান প্রদান করতেন, তা এত বার একজন একজন প্রত্যক্ষ করেন যে ক্রমশঃ এ আচরণকে তাঁর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বলেই লোকে মেনে নেয়, যেন এ মোটেও আশ্চর্যের বিষয় নয়। তেমনি তাঁর অপূর্ব আকর্ষণী শক্তির ফলে সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিও যে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়, এ কথা কালেকালে সকলের অনুভবগম্য হওয়ার ফলে আর বিস্ময় সৃষ্টি করত না। যখন মা নিতান্ত শিশু, তখন এ ধরণের বহু ঘটনা ঘটেছিল।

একবার নির্মলার পিতা তন্তর গ্রামে তাঁর ভগ্নীর বাড়িতে নির্মলাকে নিয়ে যান দুর্গাপূজা দেখতে পিতাপুত্রী বাড়ি থেকে যাত্রা করে নদীর ঘাট অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন। যাত্রা পথে স্টিমারে নদী পার হ হবে। দ্বিপ্রহরে বিপিনবিহারী মহাশয় একটি হাটে এসে পৌছলে দ্বিপ্রহরিক ভোজনের উদ্দেশ্যে যাত্রা স্থগি করেন এবং দোকান থেকে কিছু ভোজন সামগ্রী কিনতে যান। নির্মলা দোকান থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়ি ছিল। হঠাৎ এক অপরিচিত মহিলা তার কাছে এসে উপস্থিত হয়, নাম জিজ্ঞাসা করে এবং কোথায় যা জানতে চায়। নির্মলা তার নাম বলে ও জানায় যে সে তার পিসিমার বাড়িতে দুর্গাপূজা দেখতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাচ্ছে।স্ত্রীলোকটি তাকে জিজ্ঞাসা করে সে তার বাড়ি যেতে এবং কিছু আহার গ্রহণ করতে সম্মত কিনা। নির্মলা এ ব্যাপারে তার অসম্মতি জানায়। স্ত্রীলোকটি নির্মলার সঙ্গ ছাড়তে চায়না, আরও কতকী জিজ্ঞাসা করে। অবশেষে বিপিনবিহারী মহাশয় প্রত্যাবর্তন করলে নির্মলা পিতার সঙ্গে এগিয়ে চলে। স্টিমার ঘাটে পৌঁছে তাঁরা দেখেন, মহিলাটিও পিছু পিছু সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে চলে এসেছে। পিতা পুত্রী স্টিমারে চড়লেন। স্টিমার ছেড়ে দিল। তখনও দেখা গেল, সেই মহিলা পাড়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন নির্মলার দিকে। যতক্ষণ তাকে দেখা যাচ্ছিল, সে চোখ ফেরায়নি।

পিসিমার গ্রাম তন্তর অনেক দূরের পথ। নির্মলার পিতৃদেব তাই রাত্রিবাসের মানসে এক পরিচিতের বাড়িতে ওঠেন। এই বন্ধু ভদ্রলোকের পরিবারে কেউই নির্মলাকে এর আগে দেখেননি। তাঁরা বিশেষ করে বাড়ির মেয়েরা নির্মলাকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলেন। শারদীয়া নবরাত্রির পুণ্য সন্ধ্যায় নির্মলার আগমনকে তাঁরা স্বয়ং দেবী দুর্গার আবির্ভাব মনে করে নিজেদের ধন্য জ্ঞান করলেন। সেই ভাবে ভাবিত হয়ে তাঁরা নির্মলাকে বহুবিধ উপহার সামগ্রী, বস্ত্র ইত্যাদি প্রদান করেন। পরদিন বিদায় গ্রহণের মুহূর্তে তাঁরা কিছুতেই নির্মলাকে যেতে দিতে চান না, এবং অবশেষে অতিকষ্টে চোখের জলে তাকে বিদায় দিতে হয়।

নববধূরূপিনী মা

নির্মলার বয়স যখন মাত্র বারো পূর্ণ হয়ে তেরো চলছে তখনি তার বাল্যক্রীড়ার লীলাপর্বের সমাপ্তি ঘটল। আটপাড়ার শ্রী রমণীমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গে তার বিবাহ সম্পন্ন হলো। রমণীমোহন মহাশয়ের বয়োবৃদ্ধ পিতার স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল ছিল না। তাই তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতিনিধিরূপে জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রী সীতানাথ কুশারী মহাশয় নির্মলাকে দেখতে আসেন ও তারপর পাকাদেখা করে বিবাহসম্পর্কীয় যাবতীয় কথাবার্তা পাকা করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী বিবাহের দিন স্থির হয়। বরানুগমন কালে কুশারী মহাশয়ই বরকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। নির্মলার পিত্রালয় ও মাতুলালয়ের প্রত্যেকে আত্মীয় কুটুম্ব সহ সুলতানপুর ও বিদ্যাকূট থেকে এসে খেওড়া গ্রামে একত্র হলেন। পাড়াপ্রতিবাসী সকলে আনন্দ উৎসবে যোগদান করলেন। সুলতানপুরের সবচেয়ে ছোটো মামা, নির্মলার সোনা মামা, তাঁর সবচেয়ে আদরের ভাগীনেয়ীর জন্য নানাবিধ বহুমূল্য উপহার নিয়ে এসে পৌঁছান। বস্তুতঃ গোটা খেওড়া গ্রামই নির্মলার বিবাহে উৎসব মুখর হয়ে ওঠে। শুভবিবাহের অনুষ্ঠানকালে উপস্থিত বয়োবৃদ্ধ অভ্যাগতদের একজন, শ্রী লক্ষ্মীচরণ ভট্টাচার্য মহাশয় বরের উদ্দেশ্যে বলেন, "বাবা, তুমি জান না, কী রত্ন নিয়ে যাচ্ছ।"

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিদি গুরুপ্রিয়ার অপ্রকাশিত ডায়েরী হইতে

কুমারী চিত্রা ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত

কনখল, ৭ই মে, ১৯৭৭–

প্রায় সন্ধ্যা ৭॥টার সময় মা আশ্রমে আসিয়া পৌঁছাইলেন। খুবই ক্লান্ত দেখাইতেছিল। কিন্তু কাল নাম য
আজ অধিবাস। হলে সব তৈরী। মা আসিলেই আরম্ভ হইবে। মা হলে আসিলেন।

কলিকাতার বীরেন সকলকে লইয়া মাকে বন্দনা করিয়া নাম আরম্ভ করিল। রাত্রি ১০টা পর্যন্ত ছেলেরা
করিল। মা উঠিয়া ছেলেদের সঙ্গে ঘুরিতে লাগিলেন। ক্রমে একদিক দিয়া ছেলেরা বাহির হইয়া গেল এবং অন্য
দিয়া মায়ের নির্দেশে মেয়েরা নাম করিতে করিতে ঢুকিল। সুন্দর ভাবে মেয়েরা নাম করিতেছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া। মা
বসিয়া আছেন। হঠাৎ রাণুর ইচ্ছা হইল মাকে কৃষ্ণ সাজায়। হলুদ সাড়ী, নীল পাগড়িতে মাকে কৃষ্ণ সাজাইতেই
কেমন তালে তালে নাচিতে লাগিলেন সকলের সঙ্গে। সে কি অপরূপ নাচের ভঙ্গী, সকলে আনন্দে আত্মহারা। এ
কতক্ষণ চলিবার পর রাত্রি প্রায় ১টার সময় মা শুইতে গেলেন।

৮ই মে, ১৯৭৭–

আজ মা খুব ভোরে উঠিয়া বসিয়া আছেন। মেয়েরা সারারাত্রি কীর্তন করিয়া ভোরে নাম করিতে করিতে মা
কাছে আসিল। মা সকলকে বাতাসা দিলেন।

আজ নামযজ্ঞ শেষ হইবে। ছবি, বিশুদ্ধা দিদিমার সমাধি মন্দিরের পরিক্রমায় মালসা ভোগের ব্যবস্থায় ব
আজ গিরিজীর মন্দিরেই গিরিজীর নারায়ণের ষোড়শোপচার পূজা হয়। মা পূজার সময় ছিলেন এবং "লক্ষ্মী নার
লক্ষ্মী নারায়ণ" নাম কীর্তন আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সকলে করিল। সেখানে মায়ের ভোগের ব্যবস্থাও হইল। এ
আজ রবিবার। রুদ্রাভিষেক, ষোড়শোপচার পূজা, সধবা ভোজন, কুমারী ভোজন, সাধুদের ভাণ্ডারা সব কিছুই নি
মত হইতেছে। আজ বড় আখাড়ার সাধু ভাণ্ডারা। কিছু লোকের দীক্ষাও হইতেছে। ইতিমধ্যে মা নামযজ্ঞের আঙি
আসিয়াছেন এবং আপন মনে চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তালে তালে নাচিতেছেন। কোন সময় বাহাত উপরে তুলি
দোলাইতেছেন। একেবারে যেন ভাবে বিভোর। মায়ের এই সুন্দর অভিব্যক্তিতে সকলে দ্বিগুণ উৎসাহে নাচিয়া না
নাম করিতে লাগিল। দুপুরে মহাপ্রভুর ভোগ হইলে ছেলের দল মহাপ্রভুর স্তুতিগান করিল। মাকে সেখানে গৌরাঙ্গ র
সাজানো হইল। ভোগ, আরতি হইল। সন্ধ্যায় মায়ের উপস্থিতিতে নাম যজ্ঞের সমাপ্তি ঘটিল।

সন্ধ্যায় মহেশ যোগী আসিলেন। তারা নানা ভাবে মাতৃবন্দনা করিলেন। মা বলিলেন, "ছোটী বচ্চী সে ই
আদর স্নেহ–বাবা আপনে আপ আগিয়া জ্যায়সা ঘর মে গঙ্গা।" আজ সন্ধ্যার পর গিরিজীর মন্দিরে মামুর ছেলে ব
এবং তার স্ত্রী অঞ্জনা মালা চন্দন, নূতন বস্ত্র ও ফলাদি সহকারে মামুর পূজা ও আরতি করিল। মন্দির প্রাঙ্গণে
বসিয়া ছিলেন, মহেশ যোগীজীও উপস্থিত ছিলেন। তিন বছর পূর্বে বাচ্চুর বিবাহ হয়। বিবাহের পর বৈশাখ ম
বয়েতে শ্রী প্রতাপসিং মথুরাদাসের বিষ্ণু মন্দিরে মায়ের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জানা গেল মায়ের তিথিপূজার স
জন্ম মুহূর্তে মামা অঞ্জনাকে দীক্ষা দেন। ইহা অন্য কাহারও জানা ছিলনা। গিরিজীর শত বার্ষিকী উৎসবের আজ শে
রবিবার। দীক্ষার সময় অঞ্জনার গুরুপূজাদি কিছু হয় নাই। মায়ের খেয়ালে আজ এই কাজ সম্পাদিত হয়। মামা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মামীমা কিছুই জানিতেন না।

৯ই মে, ১৯৭৭—

আজ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা নাই। আজ মায়ের শরীর একেবারেই ঠিক না থাকায় মা নীচে নামিবেন না বলিলেন। উপরের বারান্দাতেই সকালে এবং বিকালের সৎসঙ্গ এবং দর্শন হইল।

১০ই মে, ১৯৭৭—

আজও মা খুবই ক্লান্ত, বলিলেন নীচে নামিবেন না। আজ ভোর প্রায় ৭টার পূর্বে নির্ব্বাণী আখাড়ার মোহন্তজী আসিয়া মার ঘরে মাকে পূজা করিলেন। আজ কৃষ্ণাঅষ্টমীতে তিনি শাকম্ভরী দেবীর পূজা করিবেন মনস্থ করেন। এই দেবীর মন্দির এখান হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে দেরাদুনের দিকে জঙ্গলের মধ্যে। প্রায় ২২ বছর আগে মাকে রায়পুর হইতে সেই মন্দিরে নিয়া যাওয়া হইয়াছিল। মোহন্তজীর শাকম্ভরী দেবীর মন্দিরে গিয়া পূজা করার পরিবর্ত্তে মাকে পূজা করার রহস্য মোহন্তজীর মুখে শোনা গেল। গতকাল রাত্রে মোহন্তজী ঐ দেবীর মধ্যে মাকেই দেখেন বারে বারে। সকালে উঠিয়া পূজার উপকরণ নিয়া তিনি এখানে আসেন এবং সবস্ত্র মাকে পূজা আরতি করেন। মা কেমন ভাবাবেশে বসিয়া ছিলেন। মোহন্তজী প্রসাদ প্রার্থনা করিলে নিমীলিত চক্ষু খুলিয়া মা তাঁহাকে প্রসাদ দেন। পরে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আজও উপরের বারান্ডায় মায়ের দর্শন হয়। আজ গায়ত্রীর ঘট বসিল এবং পূজা হইল।

১১ই মে, ১৯৭৭—

আজ ভোর হইতে না হইতে মা নীচে নামিয়া আসিলেন। খবর আসিয়াছিল হরিদ্বারে মায়ের নামে যে মেয়েদের কলেজ আছে তার ছাত্রীরা এবং শিক্ষিকারা সকলে আসিবে। মা হলে আসিয়া বসিলেন। সুন্দর ভাবে লাইন করিয়া ছাত্রীরা আসিয়া মাকে প্রণাম করিল এবং আপন আপন স্থানে বসিল। সঙ্গে শিক্ষিকারাও আছেন। ধীর স্থির শান্ত পরিবেশ। গানের মাধ্যমে সকলে মাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিল। মা ফল ও মিশ্রী দিলেন। আবার ঐ ভাবে লাইন করিয়া মাকে প্রণাম করিয়া সকলে চলিয়া গেল। মা প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত হলে বসিলেন।

বিকালের সৎসঙ্গেও মা হলে আসিয়া বসিলেন। আজ বিকালের সৎসঙ্গে রামকৃষ্ণমিশন হইতে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী আসিলেন। সুন্দর ভাষণ দিলেন। বলিলেন, "মায়ের এই পবিত্র সান্নিধ্যে আসিলে ভগবদ্ অনুভূতি আপনা হইতেই আসিবে।" মধ্যে গীতা, ভাগবত হইতেও কয়েকটি কথা বলেন। পরে মায়ের সঙ্গে একান্তে তাঁহার কথা হয়।

১২ই মে, ১৯৭৭—

আজ সুন্দর ভাবে ১০৮ কুমারী ও ১২ জন বটুক পূজা হইল। মাকেও সাজানো হইল। পূজা, আরতি এবং ভোজন পর্ব সমাধান হইলে এক কুমারী মাকে নাচ দেখাইল। মা তাকে আদর করিলেন ও ফল দিলেন। আজ সাড়ে বারো হাজার গায়ত্রীর হোম এবং পূর্ণাহুতি। মায়ের উপস্থিতিতে এই আহুতি হইল।

১৩ই মে, ১৯৭৭—

আজ গিরিজীর উৎসবের সমাপ্তি পূজা। সকালে বেশ ধূমধামের সঙ্গে ষোড়শোপচার পূজা হইল। মা ও উপস্থিত ছিলেন। রুদ্রাভিষেক হইল। একজন কুমারী ভোজন হইল। দুপুরে ১০৮ জন ব্রাহ্মণ ভোজন হইল। বস্ত্র,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মালা, চন্দন এবং দক্ষিণা সহ তাদের অভ্যর্থনা করা হইল।

বিকালে হরিদ্বারের মহিলামণ্ডলীর মহিলারা মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে এবং শ্রদ্ধা জানাইতে আসিল। সকলকে ফল দিলেন।

আজ রাত্রি প্রায় ৯টার সময় শ্রী মহেশ যোগী আবার মার কাছে আসিলেন। মাতৃবন্দনা করিয়া যোগীজী ও আরও একজন মাকে আরতি করিলেন। প্রায় রাত্রি ১২টা পর্যন্ত মায়ের কাছে ছিলেন। কেউ কেউ প্রশ্ন করিলে তি উত্তরও দিলেন।

(ক্রমশ

হে বিশ্বনাথ, তুমি আছ চিরকাল

—শ্রী পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়

হে বিশ্বনাথ, তুমি আছ চিরকাল
চিরদিন তুমি থাকবে,
প্রতিক্ষণে ক্ষণে ভকতসনে
তোমার আনন্দ চলবে।

কতকাল ধরে কত শত শত
এসেছে চরণে প্রতি নিয়ত,
চলে যায় পুনঃ আসে কত কত
আরও কত শত আসবে।

সবে পলে পলে এসে দলে দলে
পরাবে চন্দন মালা দিবে গলে,
পুষ্প বিল্বদল আর গঙ্গাজলে
তুমি আনন্দে ভাস্‌বে।

কী আনন্দে আছ হে আনন্দ-ধাম
পরেশের প্রভু লও হে প্রণাম,
(মোর) প্রাণে আশা-দিবে শুভ পরিণাম
মোরে শ্রীচরণে রাখ্‌বে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাংলাদেশ পরিক্রমা

—শ্রীমতী রত্না গোস্বামী

মাতৃলীলার প্রথম পর্বের নানা দিব্য লীলার সঙ্গে সংপৃক্ত পূর্ববঙ্গের কয়েকটি বিশেষ স্থান এবং মুখ্যতঃ শ্রীশ্রীমার পবিত্র জন্মস্থল দর্শনের উদ্দেশ্যে কলিকাতার চব্বিশ জন ভক্তের একটি দল বিমান ও বাস যোগে ঢাকায় পৌঁছান ১৭ই ফেব্রুয়ারী ২০০৪। মায়ের অপার কৃপায় তাঁরই এক সুযোগ্য সন্তান শ্রী স্বপন গাঙ্গুলী যাত্রার পূর্বে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাই অতি সুষ্ঠু ভাবে করে ফেলতে সক্ষম হন, যার ফলে বিদেশে ভক্তদের কোন রকম অসুবিধাই হয় নি।

প্রথমেই ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে পৌঁছে মন্দিরের কালী মূর্ত্তি ও বেদীর দুপাশে রক্ষিত শ্রীশ্রীমার চিত্রপটে ভক্তরা প্রণাম নিবেদন করেন। মন্দির প্রাঙ্গনে দিদির বই এ (প্রথম ভাগ, পৃঃ ৪২) উল্লিখিত প্রাচীন অশ্বথ গাছটি মায়ের সিদ্ধেশ্বরী লীলার মূক সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পান তাঁরা।

মা যখন সিদ্ধেশ্বরীতে প্রথম আসেন তখন এই মন্দিরের পাশে একটি ছোট কুঠরী। এই কুঠরীতেই মহাভাবময়ী মা একবার আট দিন বাস করেন। ভোলানাথও তখন মন্দিরেই থাকতেন। অষ্ঠম দিনে শেষ রাত্রে প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যে মা ভোলানাথকে নিয়ে বাইরে আসেন এবং মন্দিরের পাশের জঙ্গলে একটি নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে কুন্ডলী দিয়ে বসে পড়েন এবং তাঁর শ্রীমুখ থেকে স্তোত্রাদি উচ্চারিত হতে থাকে। মা এই অবস্থায় মাটিতে বসে হাত খানি চেপে ধরতেই মার হাতটি অবাধে মাটির ভিতর প্রবেশ করতে থাকে। যখন তাঁর বাহুমূল পর্য্যন্ত ভিতরে ঢুকে গেছে, তখন ভীত, শঙ্কিত বাবা ভোলানাথ শ্রীমায়ের হাত টেনে তুলে নেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থান থেকে ঈষৎ উষ্ণ লাল জল উঠে গড়িয়ে পড়তে থাকে। সেদিন মহাভাব স্বরূপিণী মায়ের দিব্য লীলার দ্বারা যে গহ্বরটি সৃষ্টি হয়েছিল সেটির উপরই পরে মায়ের নির্দেশে একটি ইঁটের বেদী তৈয়ারী করা হয় এবং সেখানে পরে একটি পাকা ঘর করা হয়। এই স্থানটিই ঢাকাতে মায়ের আদি আশ্রম। পরবর্ত্তীকালে এই সিদ্ধেশ্বরীর আসনেই মায়ের এক আনন্দ ঘন মূর্ত্তি দেখে ভাইজী মায়ের নামকরণ করেছিলেন "আনন্দময়ী মা"। সিদ্ধেশ্বরীর এই স্থানটি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, সিদ্ধ পীঠস্থান সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

এই বৎসর শিব রাত্রির পূণ্য তিথিতে কলিকাতার ভক্তগণ মার অপার কৃপায় এমন এক মহত্ত্বপূর্ণ স্থানে শিবলিঙ্গের উপর দুধ জল ফল-ফুল দিয়ে পূজা নিবেদন করে কৃতকৃতার্থ হন। সিদ্ধেশ্বরীতে মায়ের মন্দিরের একপাশে মার শয্যার উপর রক্ষিত চিত্রপটটি সেদিন বস্ত্র পুষ্প মাল্য দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়। সেখানে শুধু কলকাতার ভক্তরাই নন, স্থানীয় বহু নর-নারী সকাল সন্ধ্যায় এসেছেন মায়ের ঐ পীঠ স্থানে পূজা নিবেদন করতে। অসংখ্য ভক্তের আগমন সেদিন মার ঘরটিতে এক অপূর্ব্ব আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। ঐ দিন সন্ধ্যায় সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের প্রাঙ্গনে ভক্তরা "জয় হৃদয় বাসিনী" দিয়ে মাতৃবন্দনা শুরু করেন এবং পরে তারকব্রহ্ম নাম, হুরিবোল দিয়ে সন্ধ্যাকীর্তনের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

পরের দিন ভক্তরা ঢাকার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখতে যান। রমনার মাঠ, শাহবাগে মায়ের প্রখ্যাত গোলঘর (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের অর্ন্তভূক্ত) দুই পাশে দুটি গোল ঘর (দ্রঃ সক্রিয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরসামৃত পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ২৫)। সেখানে মায়ের নানা দিব্য বিভূতির প্রকাশ ঘটেছিল। সেই ঘর ... আজও সেইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এ ছাড়া শাহবাগের সেই কবর স্থান যেখানে মা নমাজ পড়েছিলেন, সে... স্থানটিও দেখা হলো। অপর দিকে ঢাকেশ্বরী মন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন, বাবা লোকনাথ মন্দির, সংসদ ভব... শহীদ মিনার ইত্যাদিও দেখা হয়।

পরের দিন ২০শে ফেব্রুয়ারী সকালে ভক্ত বৃন্দ রিজার্ভ বাসে ঢাকা থেকে শ্রীশ্রীমার পবিত্র জন্মস্থ... খেওড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বর্তমানে মায়ের আশ্রম তথা স্কুল বাড়ীটি পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা হওয়ায় দী... পথ গাড়ীতে এবং রিক্সায় অল্প সময়েই পার হতে কোন অসুবিধা হয় না। "মা আনন্দময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা আশ্রমের প্রবেশ পথ সুসজ্জিত ব্যানার, রঙ্গিন কাগজের পতাকা দিয়ে সুন্দর করে সাজি... মার ভক্তদের স্বাগত জানায়। মায়ের আশ্রম থেকে ভক্তগণ গ্রামের ছায়াঘেরা পথটি ধরে শ্রীশ্রীমায়ের পবি... জন্মস্থলে পৌঁছে সকলে ভূলুন্ঠিত প্রণাম জানান মার চরণে। একমাত্র মার কৃপাবলেই এই পবিত্র পীঠস্থানটি... মাটি স্পর্শ করার সৌভাগ্য হল আজ তাদের জীবনে। মাতৃ-পূজার আয়োজন ঢাকা থেকেই নিয়ে যাওয়... হয়েছিল। মার পূজায় বসলেন মায়ের ভক্ত শ্রী মধূসুধন চক্রবর্তী। ইতিমধ্যে ভক্তরা 'মা নাম' ও পরে তারক ব্রহ্ম নাম করতে করতে মন্দির পরিক্রমা করতে থাকেন। পূজা, আরতি, কীর্তনে চারিদিকে অপূ... স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মায়ের উপস্থিতির দিব্য পরশ অনুভব করেন ভক্তরা। পূজান্তে স্থানীয় গ্রামবাসীদে... প্রসাদ বিতরণ শেষ করে ভক্তরা ফিরে আসেন মার আশ্রমে। শ্রদ্ধেয় মানিক মহারাজের পরিচালনায় স্কুলের প্রধান শিক্ষিক ও ছাত্ররা ভক্তদের দ্বি-প্রহরিক আহারের সুব্যবস্থার আয়োজন করেন। তাঁদের আতিথেয়তা প্রশংসনীয়।

খেওড়া থেকে ঐ বাসেই এবার ভক্তরা যাত্রা করেন চট্টগ্রাম ও কক্স্-বাজারের উদ্দেশ্যে। রাত প্রায় ১১টায় চট্টগ্রাম পৌঁছে শ্রীশ্রীরাম ঠাকুরের আশ্রম কৈবল্য ধামে তাঁরা আশ্রয় নেন। আশ্রমের কর্মীরা অত্যা... যত্ন সহকারে সব রকম সুবিধার ব্যবস্থা করেন। কৈবল্যধামের প্রাকৃতিক শোভা ও স্বর্গীয় পরিবেশ বড়ই শান্তিদায়ক। পরদিন সকালে ভক্তগণ চন্দ্রনাথ পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্বয়ম্ভূনাথ মন্দিরে শিবের পূজা দেন। বঙ্গোপসাগরের একপাশে মহেশখালী দ্বীপে আদিনাথের প্রাচীন মন্দির ও আরো কয়েকটি মন্দির ও দর্শন করেন। কক্স্ বাজারের সমুদ্র সৈকতে তাঁরা মাতৃলীলার কাহিনী গুলি স্মরণ করেন।

২২শে ফেব্রুয়ারী রাত ৯ টায় ভক্তরা ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে আবার প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ রাতে সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের কর্মকর্ত্তারা এক রাজসিক নৈশ ভোজের আয়োজন করেন ভক্তদের জন্য। অবশেষে আসে বিদায়ের পালা।

পরদিন সকালে তাঁরা ঢাকা থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। জগজ্জননীর অপার করুণায় এক সবাঙ্গ সার্থক তীর্থ ভ্রমণের অনাবিল আনন্দ নিয়ে সকলে সুস্থ শরীরে ২৩শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় কলকাতায় পৌঁছান। মায়ের লীলাস্থলী পরিক্রমার এই মধূর স্মৃতি ভক্তদের হৃদয় বীণায় অনুরণিত হবে চিরতরে।

মাতৃ কৃপাহি কেবলম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তীর্থ দর্শনে

শ্রীমতী লেখা চৌধুরী

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ আমরা শ্রীশ্রীমায়ের ১৮ই জন ভক্ত সকাল ৭টায় "বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন এর বাসে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হই। সল্টলেক করুণাময়ী থেকে বাসটি ছাড়ে। মাঝপথে বাংলাদেশের মাগুরায় দুপুরের খাওয়া সেরে রাত আটটায় আমরা ঢাকা পৌছাই। সেখান থেকে মায়ের কিছু ভক্ত আমাদের নিয়ে সোজা সিদ্ধেশ্বরীর কালী মন্দিরে যান। সেখানে কালী মন্দির ও সন্নিকটে শ্রীমায়ের আশ্রম দর্শন করে প্রসাদ পেয়ে আমরা ঢাকেশ্বরী মন্দিরের গায়ে নবনির্মিত গেস্টহাউসে যাই। ওখানকার ভক্তরাই আমাদের পৌছে দেন–ওঁদের যত্নের কোনো তুলনা নেই। বাকি ৬।৭ জন ভক্ত যাঁরা প্লেনে গিয়েছিলেন তাঁদের কেউ রামকৃষ্ণমিশনে থাকেন, কেউবা অন্য ভক্তদের বাড়ীতে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী শিবরাত্রির দিন সকালে আমরা সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে পূজা দিই ও পাশেই মায়ের আশ্রমে শিবের মাথায় জল দিই। কালীমূর্তির এক পাশে শ্রীশ্রীমায়ের ছোট ঘরটি, যেখানে দিনের পর দিন মা ভোরে স্নানাদি সেরে ঢুকতেন এবং কিছু না খেয়ে কাটাতেন। সেখানে সিদ্ধেশ্বরীর গাছটিও দর্শন করি। ওই দিনই সন্ধ্যায় মন্দিরের চাতালে একটি মঞ্চে শ্রীমায়ের নামগানের ব্যবস্থা হয় এবং মণিদি সিদ্ধেশ্বরীতে মায়ের লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ করেন।

১৯শে ফেব্রুয়ারী সকালে আমরা স্নানাদি সেরে মায়ের আশ্রমে গিয়ে শিবের মাথায় জল দিই। দুপুরে ওখানকার ভক্তরা আমাদের ভোগের প্রসাদ পাওয়ার পর গাড়ী করে ঢাকা শহর ও মায়ের লীলাভূমি সব দেখাতে নিয়ে যান। প্রথমে যাই ঢাকা পার্লামেন্ট যেটি চারিদিকে জল বেষ্টিত। তারপর যাই রমণায়-যেখানে পঞ্চবটীর ওপর মাকে বসিয়ে বাবা ভোলানাথ পূজো করেছিলেন। যেখানে আশ্রমের মন্দিরে একদিকে কালী মধ্যে মা অন্নপূর্ণা আর ওপরে বিষ্ণু মূর্তি। এদের প্রত্যেকের গায়ের গহনা তৈরী হয়েছিল মায়ের গায়ের গহনা দিয়ে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মুক্তিযুদ্ধে মন্দির সব ধ্বংস হওয়ায় আমরা কিছুই দেখতে পাইনি। সেখান থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় শাহবাগের গোলঘরে যেস্থান এক সময় মাতৃলীলায় মুখর হয়ে থাকতো। এই স্থানটি এখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির অন্তর্ভুক্ত। পাশেই ছোট করে ঘেরা তুলসীতলাটিও রয়েছে। যেখানে আমাদের পাটিশাপটা ও চা খাওয়ানো হয়। শুনেছি শহীদ মধুবাবুর ছেলে মণি ওখানে ক্যান্টিনটির দেখাশোনা করেন। দুঃখের বিষয় গোলঘরেরে নিকটে যে ফকিরের কবরখানায় মা কোরাণ পাঠ ও নামাজ পড়েন মুসলমানদের মতো–সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আসায় সেটি অদেখা রয়ে যায়।

২০শে ফেব্রুয়ারী একটি বাসে সকাল দশটায় রওনা হয়ে আমরা দুপুর দেড়টায় বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার অন্তর্গত খেওড়া গ্রামে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থানে পৌছাই। সেখানে মধুসূদনদা মায়ের পূজা করেন এবং হরেকৃষ্ণদা ও অন্যান্যরা মিলে কিছুক্ষণ মায়ের নাম করেন। মায়ের মন্দিরের নীচে এক কোণে ছোট্ট তুলসীতলাটি দেখে মনে পড়ে যায় এই কি সেই পবিত্র স্থান যেখানে মায়ের জন্মের পরদিন থেকে আঠারো মাস মাকে গড়াগড়ি খাওয়ানো হতো। দুপুরে (খেওড়া মা আনন্দময়ী উচ্চ বিদ্যালয়) এক কক্ষে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। নিকটেই মায়ের আশ্রমে প্রণাম সেরে ব্রহ্মচারী মানিক মহারাজের সঙ্গে কথা বলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিকেল চারটের সময় আমরা আবার বাসে করে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হই এবং রাত ১১টায় চট্টগ্রামে শ্রীরাম ঠাকুরের আশ্রম কৈবল্যধামে পৌছাই। সেই রাত্রেই আমাদের গরম ও সুস্বাদু ভোগ পরিবেশন করা হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারী সকালে কৈবল্যধামে প্রাতঃরাশ সেরে আমরা কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হই। পথে দুপুরের খাওয়া সেরে বাক্‌খালি নদী থেকে বঙ্গোপসারের দিকে স্পীড্ বোট করে আদিনাথ মন্দির দর্শনে যাই-এটি পাহাড়ের ওপরে। তখন ওখানে মেলা চলছিলো ও খুব ভীড়। মন্দিরের কাছেই বৌদ্ধ ও জৈন মন্দির। সেখান থেকে নেমে সন্ধ্যেবেলা আমরা কক্সবাজারে সমুদ্রের ধারে পৌছাই। পৌছেই মনে পড়ে যায় এই তো সেই জায়গা যেখানে সমুদ্রের ধারে দীনবন্ধু বাবু উকিলের বাংলোতে থাকার সময় এক অমাবস্যার রাত্রে মায়ের একটি হাত মোচড়াতে থাকে–তাঁর চোখে জল ও মুখে হাসি। তারপরেরই ঢাকা রমণা আশ্রম থেকে চিঠিতে খবর আসে ওই রাতেই চোরেরা মা কালীর ঠিক ওই হাতটি ভেঙ্গে গয়না চুরি করে নিয়ে গেছে। লিখতে ও ভাবতে বেশ গর্ব হচ্ছে এই তো আমাদের মা। সেখানে সমুদ্রের ধারে কিছুক্ষণ কাটিয়ে সামান্য বাজার আদি সেরে আমরা রাত ১০টায় চট্টগ্রামে ফিরি।

২২শে ফেব্রুয়ারী আমরা চন্দ্রনাথ মন্দির দর্শন করার আশায় বাসে রওনা দিই। কিন্তু মন্দিরটি পাহাড়ের এতো উচুঁতে এং সময় সাপেক্ষ বলে আমরা মাঝপথে স্বয়ভূমন্দিরে শিব দর্শন করি। তারপর নেমে এসে রওনা হই ঢাকায় সিদ্ধেশ্বরী ফেরার জন্য। রাত ১০টায় পৌছে দেখি ওখানকার ভক্তরা আমাদের জন্য বিশেষ ভোজের আয়োজন করে আপেক্ষা করছেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারী ঢাকার ভক্তরা গাড়ী করে আমাদের ঢাকা বাস স্ট্যান্ডে পৌছে দেন। সকাল সাড়ে সাতটায় রওনা হয়ে রাত সাড়ে আটটায় আমারা সল্টলেকে করুণাণয়ী বাসসেন্ডে পৌছাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসন্তী পূজা প্রসঙ্গে

—কুমারী জয়া ভট্টাচার্য

"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবাত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥"

শ্রী চণ্ডীতে দেবী স্বয়ং বলেছেন, যখন দানবের অত্যাচারে পৃথিবী পীড়িত হবে, তখনই আমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে শত্রু বিনাশ করব। এই বাণী দেবী প্রত্যক্ষতঃ সত্য প্রমাণ করেছেন। মহিষাসুর, চণ্ড, মুণ্ড, শুম্ভ, নিশুম্ভ ইত্যাদি অনেক অসুরকে বধ করেছেন।

প্রথমেই মা 'দুর্গা' শব্দের অর্থের কথা মনে আসে। মা 'দুর্গা' শব্দের অর্থ কি? শাস্ত্রে বলেছে–'দ' দৈত্যনাশক, 'উ' বিঘ্ননাশক, রেফ রোগনাশক, 'গ' কার পাপনাশক এং আকার ভয় ও শত্রুনাশক অর্থাৎ দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ ও ভয় হতে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই 'দুর্গা'।

স্কন্দ পুরাণ বলেন, রুরু দৈত্যের পুত্র দুর্গাসুরকে বধ করার জন্য দেবী বিশ্বলোকে 'দুর্গা' নামে পরিচিতা হয়েছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী বলেছেন 'দুর্গম নামক মহাসুরকে বিনাশ করে আমি দুর্গা নামে প্রসিদ্ধ হব'।

হিন্দু শাস্ত্রে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় বলা হয়েছে। ঈশ্বরের শক্তিকেই দেবতারা নানারূপে ধারণ করেছেন। ঈশ্বর ও তাঁর শক্তি অভিন্ন।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে অভৃণ্য ঋষির কন্যা বাক্ সর্ব প্রথম ধ্যানে এই মহাশক্তির প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছেন। এবং শোনা যায় কংসনারায়ণ সর্বপ্রথম মাটির প্রতিমা নির্মাণ করে দেবীর পূজার সূত্রপাত করেন। স্বর্গের দেবতাবৃন্দ, দশানন বিজয়ী শ্রীরামচন্দ্র, শিবাজী, মহারাণা প্রতাপ, শিখগুরু গোবিন্দ সিং প্রভৃতি সাধক দেবীর ভীষণা মূর্তির উপাসনা করে ঐশ্বর্য, রাজ্য, শত্রুনাশ, স্বাধীনতা প্রভৃতি ভুক্তিলাভ করেছেন। অপর পক্ষে সুরথ রাজা, সমাধি বৈশ্য, সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বামাক্ষেপা প্রভৃতি সাধকগণ দেবীর সৌম্যা মূর্তির উপাসনা করে মুক্তি লাভ করেন।

দুর্গা পূজার উদ্দেশ্য জ্ঞানশক্তি, ধনশক্তি, জনশক্তি, আত্মশক্তি অর্জন পূর্বক শত্রু দমন, ধর্মরাজ্য সংস্থাপন ও বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধন। সরস্বতী জ্ঞানশক্তির প্রতীক, লক্ষ্মী ধনশক্তির প্রতীক, গণেশ জনশক্তির প্রতীক, কার্তিক আত্মরক্ষার শক্তির প্রতীক–এই সকল শক্তির সমষ্টি রূপে দেবী দুর্গার শক্তি। তাই তিনি সর্বশক্তি সমন্বিতা।

দেবী পূজায় যব, গম, তিল, মুগ, ধান–এই পঞ্চ শষ্যের প্রয়োজন। এর মধ্যে কৃষি উন্নয়নের চিন্তা আছে। দেবীর পূজায় স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল, পদ্মরাগ ও পান্না–এই পঞ্চরত্নেরও প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে সম্পদ্ বৃদ্ধির চিন্তা আছে। দেবীর পূজায় নানা প্রকার বৃক্ষের প্রয়োজন হয়, এর মধ্যে বনজসম্পদ্ বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য উন্নয়নের চিন্তা রয়েছে। কলা, কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল; অশোক, মান কচু, ডালিম, ধান–এই নয় গাছের পূজা হয়, নব পত্রিকা রূপে। যাতে এই সব উদ্ভিদ জনপদ হতে অবলুপ্ত না হয়–জনগণ এদের পূজার উপকরণ রূপে নির্দিষ্ট করেছেন। এতেই প্রমাণিত হয় এই নবপত্রিকা পূজার মধ্যে সমাজ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জনগণের উন্নয়নের চিন্তাই রয়েছে। দেবীর স্নানেও সবরকম জল ও মাটির প্রয়োজন হয়। সর্বতীর্থ জল হলে পূজা হয় না। পূজায় সর্বতোভদ্র মণ্ডল প্রয়োজন হয়, তার অর্থ হল সমস্ত দেবতা ও গ্রহদের পূজা হয়। সন্ধি পূজা হয়। সন্ধিক্ষণ বিশেষ মুহূর্ত। এই সময়ে দেবীর ভীষণা মূর্তির পূজা হয়। "কালী করাল বদনা"–ইত্যাদি ধ্যানে পূজা।

এই শক্তির রহস্য দুরধিগম্য। মুনি, ঋষি এবং মহাত্মাগণ এ রহস্য উদঘাটন করার চেষ্টা করে আসছেন যুগে যুগে। কাজেই মানব বুদ্ধির পক্ষে যেন উহা এক অসাধ্য ব্যাপার। এ শক্তি রহস্যকে তত্ত্ব ভাবে দুই প্রকারে কিছুটা জানা সম্ভব। সেখানে শাস্ত্র বলেছে–"চকিত মভিধত্তে শ্রুতিরপি" অর্থাৎ সর্বজ্ঞানাধার শ্রুতিও প্রকাশে যেন অক্ষম। আমরা জানি সৃষ্টিতত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় বস্তু। শক্তির তত্ত্বের এ এক বহিঃ প্রকাশ মাত্র।

মা দুর্গা মহাশক্তি মহামায়া প্রতি বৎসর আমাদের বারাণসী আশ্রমে মা বাসন্তী রূপে পূজিত হয়ে আসছেন।

"আজ বসন্তে সেজেছে ধরা
বরণ তোমায় করব মোরা
দনুজদলনী অসুরনাশিনী
এস মা হৃদয় মন্দিরে–"

বসন্ত কালে চৈত্র নবরাত্রিতে দেবীর পূজা তাই দেবী মা বাসন্তী নামে অভিহিতা হন। শরৎ কালীন পূজা শারদীয়া পূজা নামে অভিহিত হয়।

এই বাসন্তী পূজার একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে। ১৯২৪ সনে শ্রীশ্রীমা ও বাবা ভোলানাথ ঢাকায় আসেন। এর আগে বাজিতপুরে থাকা কালীন একদিন বাবা ভোলানাথ মাকে বলেছিলেন, "আমার ইচ্ছা হয় একটি পুষ্করিণীর সহিত বাড়ী করি, এবং বাসন্তী পূজা করি"। মা তখনই বলেছিলেন, "তোমার ত বাড়ী আছে–ঢাকায় গোকুল ঠাকুরের বাড়ীই তোমার বাড়ী"। পরে জানা যায় ঢাকাতে রমণায় যেখানে মার আশ্রম হয় ওই জায়গার মালিক ছিলেন আগে গোকুল ঠাকুর।

শ্রীশ্রীমা বাজিতপুরে থাকতেই একদিন সূক্ষ্মে সিদ্ধেশরীর গাছ দেখেন। ঢাকা আসার পর শ্রীশ্রীমা সিদ্ধেশ্বরীর সিদ্ধপীঠ আসনের পুনরুদ্ধার করেন। বাবা ভোলানাথের পূর্ব জন্মের তপস্যার স্থল। মা বলেছেন পাঁচ হাজার পাঁচশত পাঁচ বছর পরপর মহাসাধকেরা এসে এই স্থলে তপস্যা করেছেন। সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ীর অনতিদূরে এই সিদ্ধপীঠ স্থানে ১৯২৬ সনে শ্রীশ্রীমায়ের আদি আশ্রম নির্মিত হয়। ওই আশ্রম ওঠাবার সময় ওইখানে এক মস্ত বড় উইয়ের ঢিপি ছিল। মজুররা ও ঢিপি ভাঙ্গতে ভয় পাওয়ায় মায়ের আদেশে বাবা ভোলানাথ গিয়ে ওই ঢিপি ভেঙ্গে দেন। পরে বাসন্তী প্রতিমার মাটিতে ওই মাটি মিশিয়ে দেওয়া হয়। বল্মিক মাটিও দেবীর মহাস্নানে প্রয়োজন।

১৯২৬ সনে সিদ্ধেশ্বরীতে আশ্রম হওয়ার পর শ্রীশ্রীমায়ের খেয়ালে চৈত্র নবরাত্রিতে নবনির্মিত আশ্রমে প্রথম বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই ভাবে মা বাবা ভোলানাথের ইচ্ছা পূরণ করেন। বাসন্তী প্রতিমার মূর্তি মার শরীরেরই মাপে নির্মিত হয়েছিল। এই প্রথম বাসন্তীপূজার বিবরণ গুরুপ্রিয়াদিদির গ্রন্থের প্রথম ভাগে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরপর বেশকিছু সময় আর নিয়মিতরূপে বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৪৪ সনে কাশীর আশ্রমের জমি ক্রয় হওয়ার পর ওই জমিতে খড়ের ছাউনী করে ফুসের কুটিয়াতে চৈত্র নবরাত্রিতে মায়ের খেয়ালে প্রথম বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পরের বছরও আশ্রম হওয়ার পরই নবনির্মিত আশ্রমে চণ্ডী মণ্ডপের বেদীতে ১৯৪৫ সনে আবার বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্যই সিদ্ধপীঠ সিদ্ধেশ্বরীর সঙ্গে কাশীর আশ্রমের একটি সূক্ষ্ম সম্বন্ধ রয়েছে। সিদ্ধেশ্বরীর গাছ মা সূক্ষ্মে দেখেছিলেন আর মা কাশীর আশ্রমের যজ্ঞশালার চারদিকে, (তখনও কাশী আশ্রম হয়নি। মা বজরাতে ছিলেন) চন্দ্রের কিরণে গড়া তাঁদের শরীর, এমন দেব দেবীরা মাকে হাত তুলে আহ্বান জানাচ্ছেন মা বজরা হতে দেখেছেন। এই কাশীর আশ্রম তাই অতি পবিত্র। এই চণ্ডীমণ্ডপের বেদীতে ১৯৪৫ হতে আজ পর্যন্ত প্রতি বছর চৈত্রনবরাত্রিতে অব্যাহত ভাবে মা বাসন্তী পূজিতা হয়ে আসছেন। সিদ্ধেশ্বরীর ওই প্রথম বাসন্তী পূজার প্রাচীন নিয়মই আজও আমাদের বাসন্তী পূজাতে চলে আসছে।

এবার বাসন্তী পূজার ষাট বছরের পূর্তি উৎসব। এই উৎসব উপলক্ষে কোলকাতা, রাঁচী, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হতে বহু ভক্ত সমবেত হয়েছিলেন।

এবারের পূজার বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র দেওয়া হয়েছে। তাই আর ঐ সম্বন্ধে পুনরুক্তি করা হলনা।

শ্রীশ্রী বাসন্তী দুর্গোৎসবের হীরক জয়ন্তী

—শ্রী পৃথ্বীশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়

মা আনন্দময়ী আশ্রমে বাবা বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণা মুক্তিক্ষেত্র বারাণসী ধামে প্রতিবারের মত এবারও বাসন্তী দুর্গোৎসব বিধিপূর্বক পালিত হয়েছে কিন্তু এবার বাসন্তী দুর্গোৎসবের বিশেষত্ব হল এই যে সুদীর্ঘ ষাট বৎসর পূর্বে উৎরবাহিনী গঙ্গাতটে এই কাশীর আশ্রম প্রাঙ্গণে (তখন ও কাশীর আশ্রম হয়নি) স্বয়ং চিন্ময়ী মায়ের উপস্থিতিতে যে মৃন্ময়ী মায়ের দুর্গোৎসবের আয়োজন করা হয়, তারই হীরক জয়ন্তী উৎসব এবার মহাসমারোহে পালিত হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে যেমন কলকাতা, পাটনা, রাঁচী, শিলিগুড়ি, লক্ষ্ণৌ, বেরেলী, দিল্লী প্রভৃতি হতে দলে দলে মাতৃভক্তরা সপরিবারে এই উৎসবে যোগদান করতে আসেন এবং তাঁদের থাকারও সুব্যবস্থা করা হয়।

২৭শে মার্চ ষষ্ঠীর দিন সায়াহ্নে এই উৎসবের উদ্বোধন কাশী নরেশ শ্রী অনন্ত নারায়ণ সিংহজী ষাটটি প্রদীপ জ্বালিয়ে করেন। শুভ উদঘাটন বেদ মন্ত্রের মাধ্যমে করা হয়। কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণী ছাত্রীরা সমবেত সুললিত কণ্ঠে দেবীকে আবাহণ করে, সঙ্গীতের মাধ্যমে

"এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন,
নিত্যা হয়ে রইবি ঘরে হবে না তোর বিসর্জন॥"

তাছাড়া আশ্রমের প্রচলিত সময়োপযোগী গান "মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন ঘরে, আনন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর ধরে নাকো হৃদয় গেছে ভরে"। এরূপ আরও কত সঙ্গীতের মাধ্যমে সারা আশ্রম প্রাঙ্গন মুখরিত উঠল কুমারী কন্যাদের আকুল মাতৃ আহ্বানে।

কন্যাপীঠের আচার্য্য ব্রহ্মচারিণী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাসন্তী দুর্গা পূজার সূচনা ও ইতিহাস স বলেন—"ঢাকা সিদ্ধেশ্বরীর আদি আশ্রমেই ১৯২৬ সনে বাবা ভোলানাথের বিশেষ ইচ্ছায় ও মার খে প্রথম বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপে এই বাসন্তী দুর্গাপূজার সূচনা। কালান্তরে এই কাশী আ জমিতে প্রথম ১৯৪৪ সনে শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য খেয়ালে বর্তমান চণ্ডী মণ্ডপের উপরেই টিনের চালা দি বাসন্তী দুর্গা প্রতিমা স্থাপনা ও পূজা আরম্ভ করা হয়। তখন এই আশ্রম তৈরী হয়নি শুধু জমি হয়েছিল। মা গঙ্গায় বজরাতেই থাকতেন। পূজা করেন কাশীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও পূজারী শ্রী বি ভট্টাচার্য্য। সিদ্ধেশ্বরীর নিয়ম অনুসারেই দেবীর ভোগ হয়। কুমারী পূজাও করা হয় ব্রহ্মচারীণী বিশুদ্ধ যার বয়স তখন সাত কি আট বছর। পরের বছর ১৯৪৫ সনে আশ্রম হওয়ার পর নবনির্মিত আ চণ্ডীমণ্ডপের এই বেদীতেই পুনরায় বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সেই থেকে অব্যহত ভাবে প্রতিবছর বেদীতে বাসন্তী পূজা হয়ে আসছে।

২৮শে মার্চ, রবিবার, সপ্তমী তিথিতে প্রাতঃ ৪-৩০ থেকে উষাকীর্তন আরম্ভ হল। পরে সকাল নবপত্রিকা প্রবেশ ও সপ্তমী বিহিত পূজার প্রারম্ভ হয়। মধ্যাহ্নে পুষ্পাঞ্জলির পর ভোগ প্রায় শতাধিক প্রত্যহ দেবীর প্রসাদ পেতেন। রান্নার তত্ত্বাবধানে ছিলেন শ্রী পার্থ ব্রহ্মচারী। বিকেল ৫টা থেকে ৬টা ভাগবত কথা বলতেন পণ্ডিত শ্রী কমলেশ ঝা জী। সন্ধ্যা ৭টা হতে ৮-৪৫ সন্ধ্যায় আরতি, ভজন কীর্তনের অনুষ্ঠান পালিত হত।

এভাবেই মহাষ্টমী ও নবমী তিথির পূজা বিধিমত পালিত হয়। মহাষ্ঠমীর দিন আশ্রমের অধি দেবী মা অন্নপূর্ণার ষোড়শোপচারে পূজা করেন আশ্রমের ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত পতিত পাবন। নবমী তিথিতে রামচন্দ্রের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। নবমীর সন্ধ্যায় কাশীর সুপ্রসিদ্ধ গায়িকা শ্রী সুচরিতা দাস সুললিত কন্ঠে মাতৃবন্দনা ও ভজনের দ্বারা উপস্থিত ভক্ত মণ্ডলীকে আপ্লুত করেন।

স্থানীয় পত্রিকায় আশ্রমের বাসন্তী পূজা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়। কারণ কা বাসন্তী দুর্গোৎসব আর কোথাও এভাবে হয় না। মা আনন্দময়ী সংঘের যত আশ্রম আছে, একমাত্র আশ্রমেই বাসন্তী দুর্গোৎসব অনুষ্ঠান প্রতিবছর পালিত হয়ে আসছে।"

দশমীর দর্পন বিসর্জনের পর বিকালে বজরা করে ভক্ত মণ্ডলীরা কাশীর নানা ঘাট প্রদক্ষিণ আশ্রমের সামনে মাকে এবছরের মত বিসর্জন দেওয়া হল। রাত্রে স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী সকলকে বিজ প্রসাদ বিতরণ করলেন। বহিরাগত ভক্ত মণ্ডলীকে পূজার প্রসাদ রুমাল ও দেওয়া হয়।

ব্রহ্মচারিণী অধ্যাপিকা জয়াদি ও কন্যাপীঠের কন্যারা নিরলস অক্লান্ত ভাবে নিষ্টার সঙ্গে পূজার যেভাবে সুনিষ্পন্ন করল তার তুলনা হয় না। শ্রীশ্রীমার খেয়ালে অনুষ্ঠিত এই বাসন্তী দুর্গোৎসব প্রতি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হোক মার চরণে এই প্রার্থনা।

জয় মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Sixty lamps being lighted by Maharaja Anant Narain Singhji on the inaugural day of the 60th anniversary of the Vasanti Durga Puja in Varanasi ashram.
—March 27, 2004

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
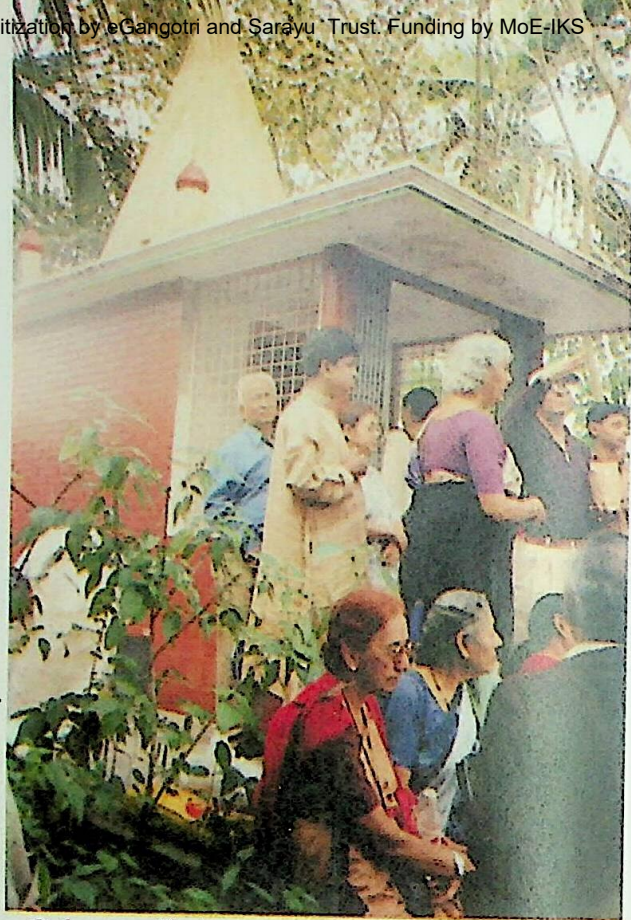
Devotees from Calcutta offering prayers at the holy temple built over Sri Ma's divine birth place at Kheora, Bangladesh.

—February 20, 2004

An inside view of the main shrine in Sri Ma's first ashram at Siddheswari, Dh...

...Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Small, but beautiful, temple of Sri Ma inaugurated in front of the Varanasi hospital on April 22, 2004

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রম–সংবাদ

১। কনখল—

কনখলে এবারে শ্রীশ্রীমায়ের ১০৮ তম শুভ জন্মোৎসবের উদযাপন উপলক্ষে গত ২২শে এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য পর্ব হতে ২৯শে এপ্রিল, ২০০৪ অবধি শ্রীমদ্‌ভাগবত সপ্তাহ মহাযজ্ঞের বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বামী পরমানন্দজী, স্বামী স্বরূপানন্দজী প্রভৃতির স্মৃতিতে এই ভাগতের অনুষ্ঠান হয়। ব্যাখ্যাতা ছিলেন ভাগবত সম্রাট স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের প্রশিষ্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতে আশ্রমের সন্নিকটে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত "শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী স্মৃতি দ্বারের" উদঘাটন করা হয়। স্বস্তিবাচনের সঙ্গে শ্রীশ্রী মাকে মাল্যার্পণ করে কন্যাপীঠের বালিকা কুমারী কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়ার দ্বারা মালা কেটে শ্রীশ্রী মায়ের স্মৃতিদ্বারের উদঘাটন করা হল। স্বামী ভাস্করানন্দজী দীপ প্রজ্বালন করে সকলকে প্রসাদ দেন। "মাতৃ স্মৃতিদ্বারে" মাতৃবাণী খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। শ্রীমতী তনুজাকান্বিন্ডেও তাঁর পতি শ্রী সঞ্জয় কান্বিন্ডে এই দ্বারের স্ট্রাক্‌চারাল ড্রয়িঙ্গ করে সহায়তা করেছেন।

দ্বার উদঘাটনের পর অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতে একটি কুমারীকে খড়্গ, মালা ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে (ললিতা ত্রিপুরা সুন্দরী রূপে) পূজা এবং ১০৮ মাতৃনামে বস্ত্র, মাতৃ নামে সিক্কা, লবঙ্গ, ফুল ও শুকনো ফল দিয়ে মায়ের অর্চনা করা হয়।

জন্মোৎসবরে অন্তর্গত প্রতিদিন একজন কুমারীর পূজা ও শ্রীশ্রীমায়ের ১১০৮ বার অর্চনা করা হয়েছে নানাবিধ দ্রব্য দিয়ে। যেমন কোনদিন ফুল দিয়ে, কোনদিন ফল দিয়ে, কোনদিন বস্ত্র, শুকনো ফল, দক্ষিণা ইত্যাদি দিয়ে সহস্রার্চা করা হয়েছে।

প্রতিবারের ন্যায় এবারও উৎসবের কয়দিন সম্পুট চণ্ডীপাঠ এবং বুদ্ধপূর্ণিমার শুভদিনে ১০৮ কুমারী এবং দ্বাদশ বটুকপূজা ও ভোজন সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। জন্মতিথি পূজার পর ৮ই মে মধ্যাহ্নে শতাধিক সাধু ও বিশিষ্ট মহাণ্ডলেশ্বদের সবস্ত্র ভোজন এবং সন্ধ্যায় নামযজ্ঞের অধিবাসের পর পরদিন অখণ্ড নাম কীর্তনের সমাপ্তি হয়। উৎসবের মধ্যে শেষ দুইদিন বিশিষ্ট মহাত্মাদের প্রবচন এবং প্রাতে নিত্য রাসলীলা সম্পন্ন হয়েছে।

আগামী ২রা জুলাই গুরু পূর্ণিমা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীমা ও গিরিজীর বিশেষ পূজা ও সাধু ভাণ্ডারাও অনুষ্ঠিত হবে। আনুসঙ্গিক শ্রী ব্যাস পূজা, শ্রী শংকরাচার্য ও শ্রীপদ্মনাভের বিশেষ পূজা আদি ও সুসম্পন্ন হবে।

২। বারাণসী—

বারাণসী আশ্রমে এবার ২৭শে মার্চ হতে ৩১শে মার্চ, ২০০৪ শ্রীশ্রী বাসন্তী পূজার হীরক জয়ন্তী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

আজ হতে প্রায় ৭৮ বৎসর পূর্বে বাবা ভোলানাথের ইচ্ছায় ও শ্রীশ্রী মায়ের দিব্য খেয়ালে আদি আশ্রম সিদ্ধেশ্বরীতে ১৯২৬ সনে প্রথমে শ্রীশ্রী বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরপর ১৯৪৪ সনে কাশী আশ্রমের নূতন জমিতে শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশে ফুসের কুটিয়া বানিয়ে প্রথম বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এর পরের বছরেই আশ্রম নির্মিত হওয়ার পর ১৯৪৫ সনে চৈত্র নবরাত্রিতে নব নির্মিত চণ্ডী মণ্ডপের বেদীতে শ্রীশ্রীমায়েরই খেয়ালে সাড়ম্বরে বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সেই হতে আজ অবধি ওই বেদীতে অবিরত ভাবে প্রতিবছর বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এ বছর ৬০ বছরের পূর্তি উপলক্ষ্যে বাসন্তী পূজার হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। কোলকাতা, রাঁচী, পাটনা, শিলিগুড়ি, লক্ষ্ণৌ, বেরেলী, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হতে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

২৭শে মার্চ ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যায় কাশী নরেশ শ্রী অনন্ত নারায়ণ সিংহজী ৬০টি প্রদীপ জ্বালিয়ে বেদ মন্ত্র সঙ্গে শুভ উদঘাটন করেন। এরপর বাসন্তী পূজার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচিত হয়। মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমীর পূজা ধূমধামের সঙ্গে যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে প্রতিদিন দেবী ভাগবতের ব্যাখ্যা করতেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধ্যাপক ডঃ কমলেশ ঝা। মহাষ্ঠমীর দিন শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা পূজা ষোড়শোপচারে অনুষ্ঠিত হয়। রাম নবমীর দিন মধ্যাহ্নে শ্রীরামের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। নবমীর সন্ধ্যায় কাশীর সুপ্রসিদ্ধ গায়িকা সুচরিতা দাশগুপ্ত সুললিত কন্ঠে মাতৃবন্দনা করেন। ৩১শে মার্চ দশমীর দিন প্রাতে যথারীতি বিসর্জনের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় কাশী নরেশ ও কাশীর মহারাজকুমারীরা উপস্থিত ছিলেন। মধ্যাহ্নে বরণের পর বিকালে দেবী সহ বজরায় কাশীর অধিকাংশ ঘাট পরিক্রমা করে আশ্রমের সামনে গঙ্গাবক্ষে দেবী প্রতিমা বিসর্জিত করা হয়। সন্ধ্যায় কীর্তন ও বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে মাকে সকলে প্রণাম করে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। উৎসবের পর প্রসাদী রুমাল ও প্রসাদ নিয়ে মাতৃ ভক্তেরা পূজার মধুর স্মৃতি সহ নিজেদের গন্তব্য স্থলে রওনা হলেন। গত ২৫শে এপ্রিল ভোলানাথের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২রা মে হতে ৭ই মে যথারীতি শ্রীশ্রী মায়ের জন্মোৎসব ও সাধু ভাণ্ডারা আদি সম্পন্ন হয়। গত ২৯শে মে গঙ্গা দশহরার দিন সুন্দর ভাবে গঙ্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আগামী ২রা জুলাই গুরুপূর্ণিমার পুণ্য পর্বে শ্রীশ্রীমা ও শ্রী মুক্তানন্দ গিরিজীর যথারীতি ষোড়শোপচারে পূজা, সাধুভাণ্ডারা আদি হবে।

৩। মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়—মাতৃ-মূর্তি স্থাপনা—

শ্রীশ্রী মায়ের ১০৮তম শুভ জয়ন্তী মহোৎসব উদযাপন উপলক্ষে ২২শে এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতে মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ের সম্মুখে একটি নবনির্মিত সুন্দর ছোট্ট মন্দিরে শ্রীশ্রী মায়ের পদ্মের উপর দাঁড়ানো অপূর্ব সুন্দর একটি মূর্তি স্থাপিত করা হয়েছে।

মায়ের এই মূর্তি নির্মাণ করেন কাশীর প্রসিদ্ধ মূর্তি শিল্পী পশুপতি মুখার্জী। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই মাতৃ মূর্তিই তাঁর শেষ কৃতি। ১৯৬৫ সনে এই মূর্তি রচনা করে মাকে অর্পণ করার পর কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর পরলোক গমন হয়। এই মূর্তি দেখে শ্রীশ্রীমা নিজখেয়ালে চিকিৎসালয়ের ওই স্থলটি বহু আগে ইঙ্গিতের দ্বারা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এত বছর পর ওই মূর্তি মাতৃনির্দিষ্ট স্থলেই স্থাপিত হলেন।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে বাল্যকাল হতেই শ্রীশ্রী মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রী সোমেশ ব্যানার্জী (সর্বজন প্রিয় 'সমুদা') এই মূর্তি স্থাপনার মূলে। তাঁরই বিশেষ প্রচেষ্টার ফলে এই মন্দিরের নির্মাণ। মন্দিরের নক্সাও তাঁর বিশেষ দক্ষতারই পরিচয় দেয় যে তিনি স্বয়ং একজন সুযোগ্য ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। আরো উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে ফ্রান্সবাসী একনিষ্ঠ ভক্ত মার্লিয়েভ ও তাঁরই আত্মীয়া ফ্রান্সের রাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিবারের সহিত সংশ্লিষ্টা ইসাবেলা ক্যাসেন ফ্লোরেস যাঁরা স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে, এই স্থাপনার উদ্দেশ্যে এক লক্ষ টাকা সর্ব প্রথমে পাঠান এবং সুদূর সেই ফ্রান্স থেকে ওই মূর্তি স্থাপনা উৎসবে উপস্থিত থাকার জন্য মাত্র দুইদিনের জন্য এসে সম্মিলিত হন।

অক্ষয় তৃতীয়ার পূর্বাহ্নে শ্রী নারায়ণ শিলা ও জলপূর্ণ ঘট নিয় স্বস্তিবাচন ও কীর্তনের সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করা হয়। শ্রীশ্রীমা ও শ্রীনারায়ণের নানা সম্ভারে বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরের চারদিকে ফুল, মালা দিয়ে অপূর্ব সাজ হয়েছিল। আলোক সজ্জায় মন্দিরের রমণীয় শোভা দর্শনে সকলে মুগ্ধ হন, সন্ধ্যা ঠিক ছয়টায় বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অধ্যাত্মানন্দজী কন্যাপীঠের কন্যাদের বেদপাঠ ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে মাতৃ মূর্তির অনাবরণ করলেন। মন্দিরের পর্দা অপসারণ করে স্বামীজী স্বয়ং শ্রীশ্রীমাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ধূপ দীপ সহ আরতি করে উদঘাটনের কাজ সম্পন্ন করেন।

মূর্তি স্থাপনার পরে হাসপাতাল পরিসরে সুসজ্জিত প্যাণ্ডেলে সকলে সমবেত হন। হাসপাতাল পরিচালনা সমিতির উপাধ্যক্ষ ডাঃ বাজপেয়ীজীর উদ্বোধনী ভাষণের পর কন্যাপীঠের কন্যারা উদ্বোধন সংগীত করে। ফ্রান্স হতে আগত দুইজনই সংক্ষিপ্ত ইংরাজীতে মার বিষয়ে বলেন। এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কাশীর বহুগণ্যমাণ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণী গুনীতা কাশীধামের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধ ও চিকিৎসালয়ের সম্বন্ধে হিন্দীতে সুন্দর বলে। অবশেষে শভাপতির আসন থেকে স্বামী অধ্যাত্মানন্দজী মহারাজ শ্রীশ্রী মার সহিত তাঁর অনেক পুরাতন পরিচয় সংক্রান্ত ঘটনা শোনালেন। তাঁর পর কন্যাপীঠের মেয়েদের সমাপ্তি সংগীতের সঙ্গে সভার সমাপ্তি ঘটে। শ্রীশ্রী মায়ের এই দিব্য করুণাঘন বিগ্রহ এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রোগরূপী জন জনার্দনকে শারীরিক এবং মানসিক ব্যাধি হতে নির্মূল করে চির শান্তি প্রদান করুন এই প্রার্থনা।

৪। আগরতলা—

শ্রীশ্রী মায়ের ১০৯তম শুভ জয়ন্তী মহোৎসব উপলক্ষে আগরতলা আশ্রমে ২রা মে সকাল ৯টা থেকে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা ও ভক্তি মূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়।

৭ই মে সন্ধ্যা ৬টায় বিশেষ সন্ধ্যা আরতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবাহন করা হয়। রাত্রি ১২টা থেকে আশ্রমের নাট মন্দিরে ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান, রাত্রি পৌনে তিনটা থেকে তিনটা পর্যন্ত নাট মন্দিরে সকলের সম্মিলিত মৌন উদযাপিত হয়। রাত্রি তিনটায় শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা আরম্ভ হয়। পরদিন যজ্ঞ শেষে অঞ্জলি প্রদান এবং তারপর ভক্তগণের মধ্যে নৈবেদ্য প্রসাদ বিতরণ করা হয়। দ্বিপ্রহরে মাতৃপূজা ও ভোগ এবং বহু ভক্ত আশ্রমে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

৫। আগরপাড়া—

শ্রীশ্রী মায়ের আগরপাড়া আশ্রমেও শ্রীশ্রীমায়ের জয়ন্তী মহোৎসব গঙ্গাতটে আশ্রমের মনোরম পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে সাফল্য মণ্ডিত হয়ে ওঠে।

এর আগে গত ১৩ই এপ্রিল শ্রী ১০৮ মুক্তানন্দ গিরিজীর সন্ন্যাস তিথিতেও বিশেষ পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ই এপ্রিল শ্রীশ্রীমার বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয় নববর্ষ উপলক্ষে এবং ২২শে এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়াতেও শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা হয়। ২৬শে এপ্রিল বাবা ভোলানাথের পূজা এবং ৪ঠা মে আনন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যান পীঠে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা হয়। ২রা জুলাই শ্রীশ্রী গুরু পূর্ণিমা উৎসব ও আয়োজিত হবে। আগামী আগষ্ট মাসে শ্রীশ্রী ভাগবত সপ্তাহ পারায়ণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

৬। *উত্তরকাশী–*

শ্রীশ্রীমায়ের উত্তরকাশী আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের ১০৯তম জন্মোৎসব ৭ই ও ৮ই মে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানের দ্বারা উদযাপিত হয়েছে। ৭ই মে সন্ধ্যায় ভজন-কীর্তন, রাত্রি ২টায় শ্রীশ্রীমায়ের পূজা আরম্ভ ও ভোর সাড়ে ৪টায় হোম অনুষ্ঠিত হয়। ৮ই মে সকালে সাধুদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এরপর কুমারী ভোজন ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৭। *জামশেদপুর–*

গত ২২শে এপ্রিল শ্রীশ্রীমায়ের জামশেদপুর স্থিত আশ্রমে অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য লগ্নে মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, ভোগ ও আরতি, সমবেত ভক্ত বৃন্দ কর্তৃক ভক্তি মূলক গান, ভজন ও কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। ৭ই মে সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মতিথি উদযাপন উপলক্ষে সান্ধ্যনাম কীর্তন ও আরতি মাতৃভক্তগণ ও সমবেত ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে হয়। রাত্রিতে অধিবাস, পূজা ও আরতি হয়। ৮ই মে প্রাতে ৩টায় শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে মায়ের বিশেষ পূজা এবং প্রাতে সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অখণ্ড 'জয় মা' নাম কীর্তন হয়। দ্বিপ্রহরে দরিদ্রনারায়ণ সেবা এবং প্রসাদ বিতরণ করা হয় ও সন্ধ্যায় অখণ্ড নাম কীর্তন সমাপন, শ্রীশ্রী মায়ের সান্ধ্য নাম কীর্তন, আরতি ও প্রণাম মন্ত্র শেষে উৎসবের সমাপ্তি হয়।

৮। *ভীমপুরা–*

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের ভীমপুরা আশ্রমে গত ৩০শে মার্চ, মঙ্গলবার রামনবমীর দিন সকালে শ্রীশ্রী রামের বিশেষ পূজা এবং ৫ই এপ্রিল সকালে হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে মহাবীরের বিশেষ পূজা ও অনুষ্ঠান হয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জয়ন্তী মহোৎসব উদযাপন উপলক্ষে ৭ই মে ভোর তিনটায় শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা, ১০৮ চণ্ডী পাঠ, ১০৮ শ্রীসূক্ত অভিষেক, দেবী নর্মদাতে ১০৮ দীপ প্রবাহ, সাধু ভাণ্ডারা কুমারী পূজা দরিদ্র নরায়ণ সেবা ইত্যাদি ভালভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৯। *রাঁচী–*

শ্রীশ্রী মায়ের রাঁচী আশ্রমে শ্রী ১০৮ স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজীর সন্ন্যাস উৎসব উপলক্ষে গত ১৩ই এপ্রিল গিরিজীর বিশেষ পূজা ও যথারীতি ভোগ, আরতি, পুষ্পাঞ্জলি, গীতা চণ্ডী পাঠ, সৎসঙ্গ ও কীর্তন, সাধু সেবা, প্রসাদ গ্রহণ হয়।

শ্রীশ্রী মায়ের জয়ন্তী মহোৎসব উপলক্ষে ৩রা মে সূর্যোদয়ের পূর্বে ভোর তিনটায় শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ৭ই মে প্রাতঃ ৫টা হতে রাত্রি ৩টা পর্যন্ত অখণ্ড জপ ও চণ্ডীপাঠ হয়। স্থানীয় হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। রাত্রি ৯টা হতে রাত্রি ৩টা পর্যন্ত ভজন, কীর্তন রাত্রি ৩টায় শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা, কুমারী পূজা, হোম, পুষ্পাঞ্জলি অনুষ্ঠিত হয় এবং পরদিন মধ্যাহ্ন ভোগের পর আরতি এবং তারপর দরিদ্র নারায়ণ সেবা ও সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০। পুরী—

সমুদ্রতটে অবস্থিত শ্রীশ্রীমায়ের প্রাচীন পুরী আশ্রমেও এবার দীর্ঘদিন পর শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। ১৯শে বৈশাখ জন্মদিন থেকে আরম্ভ করে ২৪শে বৈশাখ পর্যন্ত প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে গীতা-চণ্ডী পাঠ, হনুমান চালিশা পাঠ, বিষ্ণু সহস্রনাম, মাতৃঅষ্টোত্তর শত নাম, ভজন কীর্তন, ভোগ আরতি ও প্রসাদ বিতরণ হয়েছে। ১৯শে এবং ২৪শে বৈশাখ দুইদিনই শেষ রাত্রে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা ও হয়। স্থানীয় কিছু সাধু মহাত্মারা ও উৎসবে যোগদান করেন এবং মধ্যাহ্নে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

উৎসবের পরিচালনায় ছিলেন আশ্রম সচিব মাতৃভক্ত শ্রী ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত ব্রহ্মচারী শ্রী গোলোকানন্দ জী। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে পুরী আশ্রমের পুনরুত্থানের মূলে আছেন আশ্রমের বর্তমান অধ্যক্ষ মাতৃভক্ত প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কুমার মৈত্র মহাশয়, শ্রীশ্রী মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত ও উপাধ্যক্ষ শ্রী স্বপন গাঙ্গুলী এবং উপরোক্ত শ্রী ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী গোলোকানন্দ ব্রহ্মচারীজী।

১১। বাংলাদেশ-সিদ্ধেশ্বরী ও খেওড়া আশ্রম—

শ্রীশ্রীমায়ের পরম পবিত্র জন্মভূমি খেওড়াতে অবস্থিত আশ্রম ও মন্দির এবং শ্রীশ্রীমায়ের আদি আশ্রম সিদ্ধেশ্বরী (ঢাকা নগরী) সম্পর্কেও বেশ কিছুদিন হয় কোনও সংবাদ পরিবেশন করা হয়নি। শ্রীশ্রীমায়ের অসীম কৃপায় বাংলাদেশ স্থিত দুইটি আশ্রমই যথাসাধ্য ঠিকমত পরিচালিত হয়ে আসছে। অবশ্য আর্থিক পরিস্থিতি যে মোটেই সচ্ছল নয় সেকথা লেখাই বাহুল্য।

এবারের বিশেষ কথা যে বিগত শিবরাত্রির ঠিক পূর্বে কোলকাতা থেকে শ্রীশ্রীমায়ের এক ভক্ত মণ্ডলী সংখ্যায় মোট ১৮জন ঢাকা পৌঁছে আদি আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত "সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের" শিবরাত্রি দিন রাত্রে বিশেষ পূজাদির ব্যাবস্থা করেন। আশ্রম সংলগ্ন অতি প্রাচীন সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির যা শ্রীশ্রীমার আদি লীলার সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত সেই মন্দিরেও শিবরাত্রির পুণ্য পর্বে শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তদের দ্বারা পূজা-ভজন কীর্তনের আয়োজন করা হয়েছিল।

এই স্থানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশে যেখানে কালচক্রে একটিও বড় মন্দির অক্ষত অবস্থায় নেই সেখানে ঢাকা নগরীর মধ্যে অবস্থিত এই অতি প্রাচীন মা কালীর দিব্য মূর্তি-যা শ্রীশ্রীমার দিব্য জীবন লীলার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাব জড়িত-আজও শত শত ভক্ত জনকে নিত্য দর্শন দিচ্ছেন। এটিও শ্রীশ্রীমারই দিব্য লীলার প্রকাশ। শ্রীশ্রী মার শ্রী মুখের বাণী-"যত দিন এখানে পাপ না ঢুকবে মা ঠিক থাকবেন।" বলা বাহুল্য যে এই অতি প্রসিদ্ধ সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির ও শ্রীশ্রী মায়ের আদি আশ্রম অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত।

শিবরাত্রির পর কোলকাতার ভক্তমণ্ডলী শ্রীশ্রীমার জন্মস্থল সেই অতি পবিত্র খেওড়া গ্রামে ঠিক জন্মস্থানের উপর অবস্থিত ছোট্ট মন্দির সেখানে গিয়েও বিশেষ পূজাদিও নামগানের ব্যবস্থা করে নিজেরা ধন্য হন।

এই মন্দিরের কিছু দূরেই অবস্থিত শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রম-যে স্থানটিও মার অনেক লীলা খেলার সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত। তারই সংলগ্ন আশ্রমভূমির উপর অবস্থিত "মা আনন্দময়ী উচ্চ বিদ্যালয়" যেখানে গ্রামের প্রায় ২৫০ জন গরীব ছাত্র-ছাত্রীরা কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষা লাভ করে সেই সুদূর পল্লী খেওড়ার নাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সারা বাংলাদেশে আজ উজ্জল করছে। বলা বাহুল্য যে শ্রীশ্রীমার পবিত্র নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপুষ্ট বিদ্যালয়ের পরিচালক বৃন্দ সর্বদাই আশান্বিত থাকেন যে শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তদের সহানুভূতি হতে তাঁরা কখনও বঞ্চিত হবেন না।

শ্রীশ্রীমার ভক্তগণ শুনে প্রসন্ন হবেন যে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষ হতে প্রতি বছর এই বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র–ছাত্রীদের শ্রীশ্রীমায়ের নামে ১২টি ছাত্র-বৃত্তি নিয়মিত ভাবে দেওয়া হয়ে আসছে।

একটি সুসংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের ভক্ত সমাজে সুপ্রসিদ্ধা রামায়ণ গায়িকা শ্রীমতী মালতী ভার্গবের নাম বিশেষ ভাবে জানা আছে। শ্রীশ্রীমার সম্মুখে বিভিন্ন স্থানে-বিভিন্ন উৎসব সমূহে তিনি সঙ্গীতময় অখণ্ড রামায়ণ পাঠ করে শ্রীশ্রীমার বিশেষ কৃপালাভ করেছেন। মাতৃ নির্দেশে আজ অবধি তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে রামায়ণ গান ও শাস্ত্রীয় ভজনের অনুষ্ঠান করে আসছেন যা সত্যই অতুলনীয়।

শ্রীশ্রীমায়ের অসংখ্য ভক্তবৃন্দ জেনে খুবই আনন্দিত হবেন যে গত ২৯শে এপ্রিল, ২০০৪ কাসগঞ্জের একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল মহামহিম শ্রী বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীজী শ্রীমতী মালতী ভার্গবকে "কন্ঠকোকিলা" উপাধি প্রদান করে তাঁকে বিশেষ ভাবে সম্মানিত করেছেন।

শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদ মালতীজীর উপর আরো বর্ষিত হোক এই কামনা।

✫

উৎসব-সূচী

১. শ্রীশ্রীমুক্তানন্দ গিরিজীর তিরোধান তিথি — ২২শে আগষ্ট
২. স্বামী মৌনানন্দ পর্ব্বত (ভাইজীর) তিরোধান তিথি — ২৭শে আগষ্ট
৩. ঝুলন উৎসব — ২৮শে আগষ্ট
৪. জন্মাষ্টমী উৎসব — ৬ই সেপ্টেম্বর
৫. ভাগবৎ জয়ন্তী — ১৫ই–২২শে সেপ্টেম্বর
৬. শ্রী গুরুপ্রিয়া দিদির তিরোধান তিথি — ২১শে সেপ্টেম্বর
৭. স্বামী অখণ্ডানন্দ গিরিজীর তিরোধান তিথি — ৫ই অক্টোবর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোক-সংবাদ

শ্রী নীহার রঞ্জন গাঙ্গুলী–

শ্রীশ্রী মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত এবং পরমপূজ্য বাবা ভোলানাথের মন্ত্রশিষ্য শ্রী নীহার রঞ্জন গাঙ্গুলী ৮৪ বছর বয়সে কাশীধামে "মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ের" প্রাঙ্গণে অবস্থিত আশ্রম অতিথি নিবাসে গত ১৮ই মে, ২০০৪ অপরাহ্নে সজ্ঞানে দেহরক্ষা করেছেন।

১৯৩২ সনে চট্টগ্রামে মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি প্রথম শ্রীশ্রীমার এবং বাবা ভোলানাথের দর্শন লাভ করে ধন্য হন। কিছু সময়ের মধ্যেই তিনি বাবা ভোলানাথের কৃপা প্রাপ্ত হন এবং দীর্ঘ সময় তাঁরই সেবায় সঙ্গে সঙ্গে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করে বেড়ান। এমন কি বাবা ভোলানাথ ও শ্রীশ্রীমার সাথে সাথে তিনি কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রাতেও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যুক্ত ছিলেন। বাবা ভোলানাথ তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মেধা লক্ষ্য করে নাম দিয়েছিলেন 'তীক্ষ্ণানন্দ।' অবশ্য দিদি গুরুপ্রিয়া লিখিত শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবন কথায় আমরা বহুবার 'দাশু' নামে একটি 'ছেলের' উল্লেখ পাই। শ্রী নীহার রঞ্জন গাঙ্গুলীই ছিলেন সেই স্বনাম ধন্য 'দাশু।'

কালচক্রে পরবর্তীকালে তিনি শ্রীশ্রীমার থেকে দূরে চলে যান এবং দীর্ঘ প্রায় ৪৫ বছর পর তিনি আবার আশ্রমের ঘনিষ্ট সম্পর্কে ফিরে আসেন সাংসারিক নানা ঘাত প্রতিঘাতের পর। পত্নী বিয়োগের পর নিঃসন্তান দাশুদা বেশ কিছু সময় কাশী আশ্রমে ছিলেন এবং তারপর কনখলেও কিছু কাল আশ্রম বাস করেছেন। পরে কাশী বাসের অদম্য ইচ্ছায় এবং পুণ্য ক্ষেত্র কাশীধামে বিশ্বনাথের চরণে দেহরক্ষার বাসনায় গত বৎসর বাসন্তী পূজার সময় তিনি স্থায়ী ভাবে বারাণসীতেই চলে আসেন এবং বিশ্বনাথ তাঁর তীব্র ইচ্ছা ও সংকল্প পূর্ণ করলেন।

বার্দ্ধক্য জনিত নানা উপসর্গে তিনি কয়েক মাস যাবৎ সুস্থ ছিলেন না। আশ্রম হাসপাতালের চিকিৎসকদের দ্বারা চিকিৎসাও চলছিল। গত এপ্রিল মাস হতেই তাঁর মুখে প্রায়ই শোনা যেত–"বেশী দিন আর নেই"। এমন কি এবার মে মাসের প্রথমে কনখলে শ্রীশ্রীমার ১০৮তম জয়ন্তী মহোৎসবে উপস্থিত থাকার অদম্য আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তিনি শেষ মুহূর্তে সব টিকিট ফেরত দেন এই আশঙ্কায় যদি কাশীধামের বাইরে তাঁর শরীর চলে যায়। দেহরক্ষার দুদিন আগেও তিনি প্রতিদিনের নিয়ম অনুসারে অতিপ্রত্যুষে আশ্রমে এসে জপ করে গিয়েছেন। দেহত্যাগের কিছু আগেও তিনি কথাবার্তা বলে সজ্ঞানে বিকাল প্রায় ৪টা নাগাদ নিজের ঘরেই বিশ্বনাথের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁরই নির্দেশ অনুসারে তাঁর শরীর আশ্রমের ঘাট থেকে নৌকায় নিয়ে গিয়ে মণিকর্ণিকা ঘাটে শেষকৃত্য সম্পূর্ণ হয় এবং একাদশ দিনে দ্বাদশ ব্রাহ্মণকে বিভিন্ন প্রকারের দান সহ পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করানো হয়। প্রতি বৎসর তাঁর মৃত্যু তিথিতে যাতে এই ভাবে ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয় আশ্রমে তার জন্যও তিনি নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

স্বল্প ভাষী এই দাশুদা সচরাচর সকলের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ট ভাবে মেলামেশা থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন। কিন্তু দেব-দ্বিজে তাঁর ভক্তি ছিল অসাধারণ। শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমসমূহ এবং শ্রীশ্রীমার নামের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর মমতা ও আকর্ষণ ছিল অসীম। তাই তিনি মুক্তহস্তে নিজের সঞ্চি প্রায় সব কিছু শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রম প্রতিষ্ঠান এবং তাঁর গুরুদেব বাবা ভোলানাথের স্মৃতি রক্ষার্থে দান ক গেছেন। সর্ব প্রথম তিনি কাশীধামে মায়ের হাসপাতালে বৃদ্ধ অসহায় সাধু ব্রহ্মচারী এবং শ্রীশ্রীমা ভক্তদের চিকিৎসা সেবার জন্য একটি পৃথক কেবিনের জন্য দুই লক্ষ টাকা প্রদান করেন। তারপর কন আশ্রমে বাবা ভোলানাথের প্রতি তিরোধান তিথিতে দরিদ্রনারায়ণ সেবার জন্য দুই লক্ষ টাকা, বারাণ আশ্রমে প্রতি সরস্বতী পূজার দিন ৫১জন সাধু ও ব্রাহ্মণ কে বিভিন্ন প্রকারের দান-দক্ষিণা সহ ভূ ভোজনের জন্য দুই লক্ষ টাকা এবং কাশী ধামে আশ্রমে আগত ভক্তবৃন্দের থাকার সুবিধার জন্য এ অতিথি নিবাস নির্মাণের জন্য আটলক্ষ টাকা তিনি সানন্দে দিয়ে গিয়েছেন। পরলোক গমনের আগেও তি লিখে গেছেন যা তাঁর টাকা যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে তার থেকে কনখল ও বারাণসী আশ্রমে ব ভোলানাথের মূর্তি স্থাপনা, বারাণসীতে অতিথি নিবাসের উপর তলায় একটি নূতন ঘর নির্মাণের জ আরো দুই লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে।

আমরা আজ আন্তরিক ভাবে সকলে প্রার্থনা জানাই শ্রীশ্রী মা ও পরম শ্রদ্ধেয় বাবা ভোলানাথের চর যে দাশুদার পবিত্র আত্মা বাবা বিশ্বনাথের আ শ্রয় যেন চির শান্তি লাভ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য দ্বারা লিখিত কয়েকটি অমূল্য পুস্তক —

আনন্দময়ী মায়ের কথা —— শ্রীশ্রী মার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিস্তারিত জীবন আলেখ্য; ভারতের রাষ্ট্রপতি মাননীয় ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মার ভূমিকা সহ এক অনন্য-সাধারণ গ্রন্থ। রেক্সিন বাঁধাই। প্রকাশক — শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ, কনখল, হরিদ্বার - ২৪৯ ৪০৮, মূল্য - ৩৫০/- টাকা।

গল্পে মা আনন্দময়ী বাণী —— গল্পে ও কথায় শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য উপদেশ এবং এই মহাজীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ। প্রকাশক - ডি. এম. লাইব্রেরী, ৩২, বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দুই খণ্ডে প্রকাশিত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য২৫/- টাকা ও ৪০/- টাকা।

অমৃতের আহ্বান —— শ্রীশ্রী মায়ের বিশিষ্ট কিছু বাণীর বিষদ আলোচনা সহ অপূর্ব গ্রন্থ। প্রকাশিকা — শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী সৎসঙ্গ সম্মিলনীর পক্ষে শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য। এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪, সুন্দর প্রচ্ছদপট সহ বোর্ড বাঁধাই। মূল্য - ৫০/- টাকা।

তিন মায়ের কথা —— মা সারদা, মা আনন্দময়ী ও শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের "মাদারের" অমৃত-জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁদের সাদৃশ্য সম্পর্কে এক অভিনব পুস্তক। প্রকাশক —সাহিত্য বিহার, ১ বি, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলকাতা-৯, বোর্ড বাঁধাই। মূল্য ৩৫/- টাকা। প্রাপ্তি স্থান ঃ সাহিত্য - বিহার ও ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। ৫৬ সূর্য্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৯।

প্রাপ্তিস্থান ঃ উপরোক্ত সব কয়টি পুস্তকই কলকাতায় স্থানীয় বিভিন্ন প্রকাশক অথবা শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য, এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪ এই ঠিকানায় উপলব্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ সূচনা

"পরমার্থ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ"

পন্ডিতপ্রবর পদ্মবিভূষণ ড০ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীমুখনিঃসৃত শাশ্বত অমৃতবাণীর তত্ত্বে পরিপূর্ণ এই অতুলনীয় গ্রন্থের একাদশ খন্ড সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। পরমার্থ পথের পথিক তথা তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর নিকট ইহা এক অমূল্য সম্পদ। প্রতিটি খন্ডই স্বয়ং সম্পূর্ণ। একাদশ খন্ডের মূল্য ৫০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—

১. মহেশ লাইব্রেরী : ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০
২. সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার : ৩৮, বিধান সরণী, কোলকাতা-৬
৩. সর্বোদয় বুক স্টল : হাওড়া স্টেশন

"মা আছেন কিসের চিন্তা?"

With Best Compliments from :

Amrita Bastralaya

157-C, Rashbehari Avenue, Ballygunje, Calcutta – 700 029.
Phone : 24642217

Suppliers of Quality Sarees, Woolen and Redymade Garments and School Uniforms

WE HAVE NO OTHER BRANCH

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

At the lotus feet of Ma

i

Kalipada Dutta
35-H, Raja Naba Krishna Street
Calcutta – 700 005.

With Best Compliments from :

"প্রবাহের ন্যায় যখন যা আসে ঐশ্বরিকভাবে খুব আনন্দের সাথে করে যাওয়া। কর্মীরাই দৈবশক্তির অধিকারী।"

— শ্রী শ্রী মা

Satya Ranjan Kar Chowdhury
87/S, Block - E, New Alipore,
Calcutta – 700 053.
Phone : 24783545

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

মা আমার আনন্দময়ী, সুখদায়িনী, শান্তিদায়িনী
জন্মদাত্রী মা ত্রিপুরাসুন্দরী, করুণারূপী, কৃপাময়ী,
দয়াময়ী মা আনন্দময়ী, জগৎরূপিনী জগত্তারিণী।

মায়ের শ্রীপাদপদ্মে —

Every Step with

☎ (0381) 2221975 (O)
2201274 (R)

Deals in : Footwear, Luggage and Leather products.

2, H.G. Basak Road,
Kaman Chowmuhani,
Agartala - 799 001,
Tripura (W)

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

❁ Branch Ashrams ❁

14. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 011-26826813)

15. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Ganesh Khind Road, Pune-411007,
(Tel : 020-5537835)

16. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Swargadwar, Puri-752001, Orissa.
(Tel : 06752-223258)

17. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O.Rajgir, Nalanda-803116, Bihar
(Tel : 06112-255362)

18. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Main Road,P.O. Ranchi- 834001
(Tel : 0651-2312082)

19. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233,

20. UTTARKASHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193,

21. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhadaini, Varanasi-221001, U.P.
(Tel : 0542-2310054+2311794)

22. VINDHYACHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Ashtabhuja Hill, P.O. Vindhyachal,
Mirzapur-231307, (Tel : 05442-242343)

23. VRINDABAN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Vrindaban, Mathura-281121 U.P.
(Tel: 0565-2442024)

*

IN BANGLADESH :

1. DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
14, Siddheshwari Lane, Dhaka- 17
(Tel _ 8802-9356594)

2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী

অমৃত বার্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

NO. 2

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHIREE ANANDAMAYEE SANGHA

❁ Branch Ashrams ❁

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Kamarhati Calcutta-700058 (Tel : 25531208)
2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Palace Compound P.O. Agartala- 799001. West Tripura (Tel : 0381-2208618)
3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Patal Devi. P.O. Almora-263602, (Tel : 05962-233120)
4. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O.Dhaul-China. Almora-263881, (Tel : 05962-262013)
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhimpura. P.O. Chandod, Baroda- 391105, (Tel : 02663-233208+ 233782)
6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Bairagarh. Bhopal-462030, M.P. (Tel : 0755-2641227)
7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kishenpur.P.O. Rajpur, Dehradun-248009 (Phone : 0135-2734271)
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalyanvan, 176, Rajpur Road, P.O. Rajpur, Dehradun-248009, (Phone : 0135-2734471)
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005
11. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kankhal.Hardwar-249408, (Tel : 01334-246575)
12. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok. P.O. Kedarnath, Chamoli-246445,
13. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir.P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P. (Tel : 05865-251369)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন
ও
অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ ৮ এপ্রিল ২০০৪ সংখ্যা ২

সম্পাদকমন্ডল

★ ব্রহ্মচারী শিবানন্দ
★ ডঃ শুকদেব সিংহ
★ কুমারী চিত্রা ঘোষ
★ কুমারী গীতা ব্যানার্জী
★ ব্রহ্মচারিণী গুনীতা

কার্য্যকরী সম্পাদক
শ্রী পানু ব্রহ্মচারী

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)
ভারত – ৬০ টাকা
বিদেশে – ১২ ডলার অথবা ৪৫০ টাকা
প্রতি সংখ্যা – ২০ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখ্য নিয়মাবলী

❋ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে আরম্ভ হয়।

❋ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ট মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখা সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রী শ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রী শ্রীমায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।

❋ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।

❋ অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা কেবলমাত্র মনি অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফ্ট দ্বারা **"Shree Shree Anandamayee Sangha - Publication A/C"** এই নামে পাঠাইবার নিয়ম।

❋ পত্রিকা সম্পর্কিত যোগাযোগ নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে —

Managing Editor,
Ma Anandamayee - Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221 001

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ঃ-
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা — ২০০০/- বাৎসরিক
অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা — ১০০০/- "
১/৪ পৃষ্ঠা — ৫০০/- "

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১ ০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪২ কামাচ্ছা, বারাণসী - ১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক — শ্রী পানু ব্রহ্মচারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচী-পত্র

১. মাতৃ-বাণী ১
২. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ ৩
–শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত
৩. গান –শ্রী নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য ৫
৪. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলামাধুরী ৬
–স্বামী নির্ম্মলানন্দ গিরি
৫. ভগবদ্গীতা ও চণ্ডীর তুলনামূলক আলোচনা ১০
–শ্রী মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
৬. স্মৃতিচারণ –শ্রীমতী রেণুকা মুখার্জী ১৩
৭. জাগ্রত হবে বোধ (কবিতা) ১৫
–শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র
৮. সমকালীন দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী ১৬
–ড০ নিরঞ্জন চক্রবর্তী
৯. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলাকথা ১৯
–ড০ বীথিকা মুখার্জী
১০. অনুভব (কবিতা) ২১
–ডা০ চিত্ততোষ চক্রবর্ত্তী
১১. মাতৃ-স্বরূপামৃত ২২
–শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য্য
১২. রামতীর্থ আশ্রমে জন্মোৎসব ২৬
– সংকলন : কুমারী চিত্রা ঘোষ
১৩. মায়ের কথা –শ্রী নিগম কুমার চক্রবর্ত্তী ৩০
১৪. শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে দুটি কথা ৩৩
–শ্রী সোমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫. ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব ৩৪
–ড০ বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়
১৬. আশ্রম সংবাদ ৩৬
১৭. স্বামী চিদানন্দজী মহারাজের পত্র ৪০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP & OTHER PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER ENTITLED "MA ANANDAMAYEE AMRIT VARTA" AS REQUIRED TO BE PUBLISHED U/S 190 OF THE PRESS AND REGISTRATION ACT. FORM IV (RULE 8)

1. Title of Newspaper	:	**Ma Anandamayee Amrit Varta**
2. Place of publication	:	**Shree Shree Anandamayee Sangha, Bhadaini, Varanasi-1**
3. Periodicity of publication	:	**Quarterly**
4. Printer's Name	:	**Panu Brahmachari**
Whether citizen of India	:	**Yes**
Address		**ShreeShreeMa Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-1**
5. Publisher's Name	:	**Panu Brahmachari**
Whether citizen of India	:	**Yes**
Address	:	**Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-1**
6. Editor	:	**Panu Brahmachari**
Whether citizen of India	:	**Yes**
Address	:	**Shree Shree Ma Anandamayee Ashram Bhadaini, Varanasi-1**
7. Name & address of the owner, who owns the Newspaper	:	**Shree Shree Anandamayee Sangha (Regtd) H.O., Kankhal, Hardwar-249408**

I, Panu Brahmachari, hereby declare that the particulars given above are true to best of my knowledge and belief.

March, 1,2004

(Sd) PANU BRAHMACHARI
Publisher.
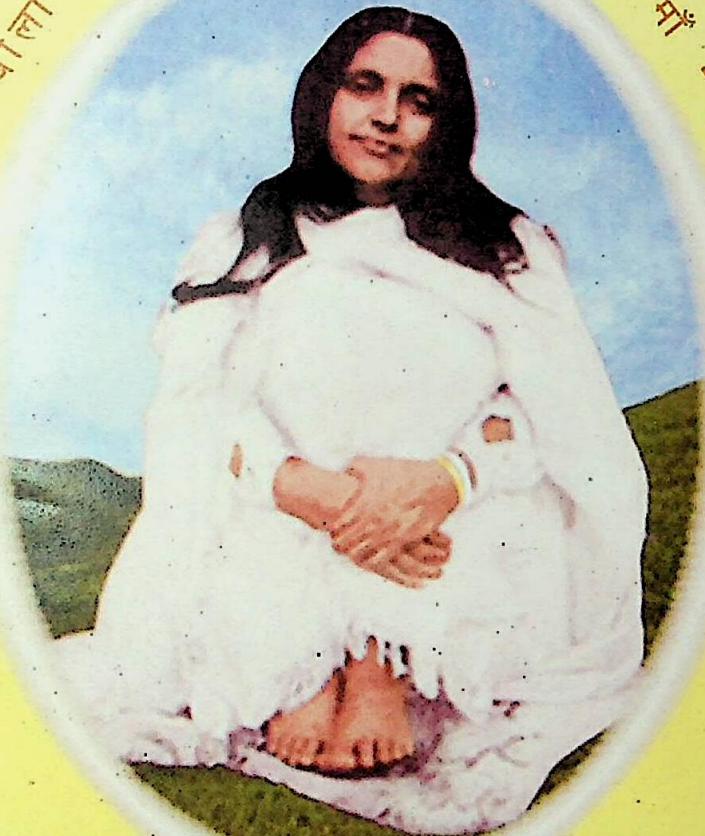
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-বাণী

জন্মোৎসবের বাণী

মনুষ্য জীবন সফল নিজ স্বরূপ প্রকাশের যাত্রীরই।

* * *

দিন তো চলে যাচ্ছে দেব দূর্লভ মনুষ্য জীবন. পরমার্থ স্মরণ–মানুষেরই করণীয়। সংসারের ঘূর্ণীপাকে মন দিয়ে বারবার আসা যাওয়ার দিক পুষ্টি করতে নাই–মানুষের তো ইহা কর্তব্য নয়।

* * *

অসহায়ের সহায় ভগবান। অসহায় ভাব রাখিতে নাই। সব সময় নির্ভর রাখিতে হয়। সকলের সেবা ভগবৎ বুদ্ধিতে করা।

* * *

জীবন যাত্রায় সব অবস্থায় ভগবানের উপর নির্ভর।

* * *

দয়াল ঠাকুরের রাজ্যে রকম রকম দয়ার ব্যাবস্থা তো করিয়াই রাখিয়াছেন। মানুষের মন যেভাবে চায় সেভাবেই ধায়. সেদিকেরই ব্যবস্থা করিয়া নেয়।

* * *

স্থানের মাহাত্ম্য সঙ্গের মাহাত্ম্য, সব কিছু গ্রহণের জন্য দয়াময় যেরূপে স্থানে স্থানে স্থিত রয়েছেন। তিনিতো ঢেলেই আছেন, দিচ্ছেন বর্ষা ধারার মত দিচ্ছেন।

* * *

যাঁকে ভাবলে সব ভাবনা থেকে বাঁচতে পারো. একমাত্র তাঁকেই ভাবা চাই।

* * *

তাঁর নাম, তাঁর চিন্তা, শুধু তাঁর স্মরণ। নিজে তাঁর হয়ে যাবার চেষ্টা। নির্ভরতাই সবচেয়ে আনন্দদায়ক।

* * *

আশার নাশই সর্বনাশ। সে সর্বনাশ কোথায় হল? হাতে কাজ করবে, মনে ইষ্টনাম জপ করবে। তিনি সর্বময় কিনা: তাঁকে সবখানেই পাওয়া যায়।

* * *

প্রাণ দিয়ে প্রাণের ঠাকুরকে ডাকা, সব ডাক তাঁর কাছে পৌছাঁয়।

* * *

পরমার্থ পথে আলস্য, লালসা এই দুটি মহাবিঘ্ন।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেবা. মন্ত্র জপই গৃহস্থের সাধনার উপায়। নিজের ইচ্ছা থাকিতে শান্তি নাই।

☆ ☆ ☆

ঠাকুরের দেহ, ঠাকুরের মন, ঠাকুরের জপ, যাহার জন্য যাহা করা, কেবল তাঁরই সেবা হচ্ছে এই বোধে জেগে থাকা।

☆ ☆ ☆

ভগবান মঙ্গলময়, তিনি যাহা করেন সবই কল্যাণ। তাঁহার উপর নির্ভর রাখা। জপ ধ্যানে মন রাখা। অমূল্য সময় নষ্ট করিতে নাই।

☆ ☆ ☆

ধৈর্যের আশ্রয়ে যে যত সহ্য করিবে সে তত ভগবানের প্রতি অগ্রসরের দিকে। ধৈর্যের আশ্রয় মানুষের হওয়া। সত্য লাভের জন্য যারা যাত্রা করে তাদের তো ধৈর্যের প্রতিমূর্তি–আনন্দে সব সহ্য ধৈর্য ভগবানের দান মনে করে।

☆ ☆ ☆

যাঁকে পেলে সব পাওয়া যায় তাঁকে ডাকা, তাঁকেই পাওয়ার খোঁজ নিরন্তর চেষ্টা মানুষের কর্তব্য।

সব অবস্থায় ভগবানের উপর নির্ভর রাখতে হয়। সৃষ্টি স্থিতি লয়, তাঁহার ইচ্ছায়ই হয়। স্বয়ং তিনি তো–সর্বভাবে, সর্বরূপে, অরূপে–অনামে। একমাত্র তিনিই স্মরণীয়।

☆ ☆ ☆

জীবনে পথ চলা ধারা তোমা হইতেই। তুমিই ধারা–তুমিই ধরা তো। তুমিই তো একমাত্র–তোমাতেই তুমি। শ্রমরূপটির প্রকাশ বিশ্রাম আকাঙ্ক্ষায়–চির বিশ্রামরূপটি প্রকাশ হবেন বলেই নয়কি?

☆ ☆ ☆

চলার পথে কত কত মিলন, কত ধারার কত দিক নিয়ে। মহাবিরহের সার্থকতা মহামিলনে।

☆ ☆ ☆

তিনিই সর্বদাই নানাত্বের ভিতর দিয়ে তাঁহাতেই টেনে নিচ্ছেন। তিনি আছেন সর্বক্ষণ সঙ্গে, এবং ওতঃ প্রোতঃ ভাবেই। তিনিই যে একমাত্র–এই ভাবটিতে সর্বক্ষণ ব্রতী থাকার চেষ্টা করা।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

নবম খণ্ড–পূর্বার্দ্ধ

পূর্ব্বানুবৃত্তি

—শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

দেবীজীর দেহত্যাগ

২৩শে ফাল্গুন, শনিবার (ইং ৭।৩।৫৩)

বৃন্দাবন হইতে দিল্লী, কানপুর ঘুরিয়া মা আজ বেলা ১টার সময় কাশী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আবার আজ অতি প্রত্যূষেই দেবীজী (রুমা দেবী) আশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত কয়েক মাস যাবৎ তিনি দেরাদুন আশ্রমে অসুস্থ অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার সেবা করিবার লোকের অভাব দেখিয়া কিছুদিন হয় তাহাকে দেরাদুন হইতে কাশীর আশ্রমে আনা হইয়াছিল। তাঁহার অবস্থা খারাপই ছিল। এ যাত্রায় তিনি যে রক্ষা পাইবেন না তাহা তিনি নিজেও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আজ মা কাশী আসিবেন শুনিয়া দেবীজী গতকল্য বার বার খোঁজ করিতেছিলেন যে মা কখন আসিয়া পৌঁছিবেন। কিন্তু শ্রীশ্রী মায়ের দর্শন লাভ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার দেহত্যাগ হইয়া গেল। মাকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল বলিয়া মা আশ্রমে না পৌঁছানো পর্যন্ত দেবীজীর দেহ সমাধিস্থ করিবার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। মা আশ্রমে পৌঁছিয়াই দেবীজীকে দেখিতে দোতলায় চলিয়া গেলেন। সেখানে আশ্রমের ব্রহ্মচারিণীগণ কীর্তন করিতেছিলেন। দেবীজীর শেষ সময় উপস্থিত হইলে তাঁহারা যে নাম শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, উহা তখন পর্যন্ত চলিতেছিল। শ্রীশ্রীমায়ের গলায় কতগুলি মালা ছিল মা ঐ গুলিকে শবদেহের উপর স্থাপন করিলেন। ঐখানে অল্পক্ষণ থাকিয়া মা নীচে নামিয়া আসিলেন। দেবীজী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্ত্রী, শ্রীমা হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

যদিও তিনি গেরুয়া কাপড় পরিধান করিয়া থাকিতেন তবুও তাঁহার বিধিমত সন্ন্যাস গ্রহণ করা হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। কি ভাবে তাঁহার সৎকার করা যাইতে পারে তাহা জানিবার জন্য মা রামকৃষ্ণ মিশনে ফোন করিতে বলিলেন কিন্তু ঐ সময় মিশনের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা গেল না। মুক্তিবাবা দেবীজীর গুরুভ্রাতা। তিনি দেবীজীকে সলিল সমাধি দিতে প্রস্তাব করিলেন। মা উহার বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া কন্যাপীঠের মধ্যে চলিয়া গেলেন। আমিও বাসায় চলিয়া আসিলাম।

ধনঞ্জয় দাসজী কর্তৃক মোহন্ত পদত্যাগ—

২৪শে ফাল্গুন, রবিবার (ইং ৮।৩।৫৩)

আজ বেলা ১০॥টার সময় আশ্রমে গিয়া মাকে চণ্ডীমন্ডপে পাইলাম। তখন ঐখানে ভাগবত পাঠ চলিতেছিল। পাঠ শেষ হইলে এবার বৃন্দাবনে যে একটি বিশেষ ঘটনা হইয়াছিল মা তাহা বর্ণনা করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘটনাটি হইল বৃন্দাবনে সন্তদাস বাবাজীর আশ্রম সম্পর্কিত। এ যাবৎকাল ধনঞ্জয় দাসজী ঐ আশ্রমের মোহন্ত পদে ছিলেন। সন্ত দাস বাবাজীই ধনঞ্জয় দাসজীকে ঐ পদে বসাইয়া গিয়াছেন। আশ্রমের তত্ত্বাবধানের জন্য তিনি আবার একটি কমিটিও করিয়া গিয়াছেন। আজ তিন বৎসর যাবৎ ঐ কমিটি এবং মোহন্তের মধ্যে রেষারেষি ও মামলা মোকদ্দমা চলিয়া আসিতেছে। এত দিনেও উহার কোন মীমাংসা হয় নাই এবং উহা যে অদূর ভবিষ্যতে হইবে এমন কোন লক্ষণও দেখা যায় নাই। এবার শ্রীশ্রী মায়ের কৃপায় ঐ বিরোধের অবসান হইয়াছে। শ্রীশ্রীমাই এই অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। আজ সকালে এ সকল কথাই হইল, মা বলিলেন, "এবার বৃন্দাবনে একদিন শুইয়া আছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম যে শূন্যে অর্থাৎ মাটি হইতে প্রায় সাত হাত উপরে দুইটি বিগ্রহ প্রকাশ পাইল। বিগ্রহ দুইটি পোড়া। আগুনের তাপে বিগ্রহের গায়ের রং জ্বলিয়া উঠিলে উহা তখন যেমন উজ্জ্বল দেখায় প্রথমে সেইরূপ দেখিলাম। বিগ্রহের চোখ দুইটি যেন জ্বল জ্বল করিতেছিল। পরে মুখ চোখ পুড়িয়া গেলে যে অবস্থা হয় বিগ্রহ দুইটিকে সেইরূপ দেখা গেল। ইহা দেখিয়া দিদিকে (অর্থাৎ খুকুনী দিদিকে) বলিলাম, "দিদি, মূর্তি দেখিতেছি"। এই শরীর যে মাঝে মাঝে এইরূপ দর্শন করে তাহাও দিদির জানাই আছে। কাজেই ঐ কথা শুনিয়া সে আর কোন প্রশ্ন করিল না এবং এই শরীরও তাহাকে আর কিছু বলিল না"।

"যেদিন ঐ বিগ্রহ দুইটির দগ্ধ মূর্তি দেখিলাম, উহার পরদিন রাত্রিতেই সন্তদাস বাবাজীর আশ্রমের বিগ্রহের ঐ দশা হইল। ঐ ঘটনা হওয়ার পর ধনঞ্জয় বাবা এই শরীরকে ঐ খবর দিল। খবর পাইয়া আমি বলিলাম, "চল, দেখিয়া আসা যাক যে কি হইয়াছে"। আশ্রমে গিয়া দেখি যে সেদিন রাত্রিতে আমি যে দুইটি বিগ্রহ দেখিয়াছিলাম, আশ্রমের বিগ্রহ দুইটি হুবহু সেইরূপ–মুখ, চোখ আগুনে পোড়া, শরীরের অবস্থাও সেইরূপ। আমি বিগ্রহ দুইটিকে হাত দিয়া আদর করিলাম। শরীরে হাত বুলাইতে গিয়া দেখিলাম যে বিগ্রহের অঙ্গের কোন কোন স্থান হইতে চলটা উঠিয়া আসিতেছে। ইহা দেখিয়া বাবাজী মহারাজকে (অর্থাৎ ধনঞ্জয় দাসজীকে) বলিলাম, যে এ বিগ্রহ আর রাখা যাইতে পারে না, নূতন বিগ্রহ আনিয়া স্থাপিত করিতে হইবে। তখনই কানাইয়া দাসজীকে জয়পুরে পাঠান হইল। আমি ভুবন (চক্রবর্ত্তী) বাবাকেও সঙ্গে যাইতে বলিলাম, কারণ সে একজন বিজ্ঞলোক। এই সমস্ত বন্দোবস্ত খুব গোপনেই করা হইল"।

"ঐ আশ্রম হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন ঘরে শুইয়া আছি, তখন আবার দেখিতে পাইলাম যে এ শরীর হইতে কিছু দূরে ধনঞ্জয় বাবা বসিয়া আছে। এমন ভাবে বসিয়া আছে যে দেখিলেই মনে হয় যে তাহার একেবারেই নিরাশ ভাব। তাহাকে দেখিয়া বলিলাম, "বাবা, তুমি কিছু খাও নাই? তোমাকে কিছু ফল দিব?" দেখিলাম যে বাবাজী ফল গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল না। আবার ইহার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি মূর্তির প্রকাশ হইল, মূর্তিটিকে আমার খুব কাছেই দেখিলাম–একটি বালক ব্রহ্মচারীর চেহারা, একখানা হলদে রংয়ের কাপড় পরিয়া আছে, চুল গুলি কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো। মূর্তি দেখিয়াই আমি বলিলাম, "তুমি যে কে তাহা আমি চিনিয়াছি তুমি বাহিরে শ্রীজী, ভিতরে সেই" (অর্থাৎ বিহারীজী। সন্তদাস বাবাজীর আশ্রমের বিগ্রহ ছিলেন রাধা বিহারীজী।) এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বালক ব্রহ্মচারীজী অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন আমি নারায়ণ স্বামীকে ডাকিয়া বলিলাম যে কিছু ফল আনাইয়া ধনঞ্জয় দাসজীকে যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয়"।

"বিকালের দিকে ধনঞ্জয় দাসজীর বিপক্ষের লোক এই শরীরের সহিত দেখা করিতে আসিল। দুই পক্ষের লোকই এই শরীরের কাছে আসিত এবং তাহাদের সঙ্গে যে কত গোপন কথা ও পরামর্শ হইয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা বলিবার নয়। রোজই রাত্রি প্রায় ১॥টা পর্যন্ত এইরূপ গোপন কথা চলিয়াছে। ইহার জন্য কত লোক যে অসন্তুষ্ট হইয়াছে তাহা বলা যায় না, কারণ তাহারা এই শরীরের সহিত বার বার দেখা করিতে আসিয়াও দেখা পায় নাই। ব্যাপার যেরূপ গুরুতর তাহাতে এরূপ গোপন ভাবে কথাবার্তা বলা ত স্বাভাবিক। যাহা হউক বিরুদ্ধ দলের রসিক বাবা (শ্রীযুক্ত রমেশ চক্রবর্তী) আসিলে আমি তাহাকে বলিলাম, "বাবা, এই শরীর ত এতদিন তোমাদিগকে কিছু বলে নাই। আজ এই শরীর তোমাদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছে যে তোমরা তোমাদের এই গন্ডগোল মিটাইয়া ফেল।" রসিকবাবা বলিল যে তাহারা জানিতে পারিয়াছে যে আশ্রমের বিগ্রহ নাকি পুড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু মোহন্ত মহারাজ উহা স্বীকার করেন না এবং কাহাকেও বিগ্রহ দেখিতে দেন না। বিগহ দেখিতে চাইলে বলেন যে বিগ্রহের অঙ্গরাগ হইতেছে। বিগ্রহ যে পুড়িয়া গিয়াছে তাহাত এই শরীর জানেই, তবে এই শরীরের খেয়াল হইল যে ঐ খবরটা মোহন্তের মুখ দিয়া বাহির হওয়াই ভাল। কাজেই স্পষ্ট ভাবে আমি রসিক বাবা এবং তাহার দলের লোকদিগকে কিছু না বলিয়া শুধু এইমাত্র বলিলাম, "এই শরীর যাহা দেখিয়াছে তাহারই প্রকাশ হইতেছে। তোমরা গিয়া মোহন্ত মহারাজকে বিগহ দেখাইতে বল"।

(ক্রমশঃ)

গান

—নলিনী কান্ত ভট্টাচার্য

প্রেমের পুতলী তুমি মা জননী
শ্রী আনন্দময়ী মা
চরণে আনিলে বাসনা পুরালে
পুরাইলে সবকাম।
তুমি সকরুণ প্রাণে কত অভাজনে
তব মধুময় নাম
নাম মহানাম দিয়েছ যতন ভরে
প্রেমের পুতলী
মাগো অন্তে দিও মা ও রাঙা চরণ
সেইতো মোক্ষধাম।
নাম মহানাম
তুমি আপনার হাতে তুলসীর পাতে
চন্দনে লেখা নাম দিয়েছ অভাগা করে
মাগো অন্তে দিও গো ও রাঙা চরণে
মাগো সেই তো মোক্ষ ধাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলামাধুরী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতর পর)

—স্বামী নির্মলানন্দ গিরি

স্বভাব সুন্দর -

সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের পূতচরিত্র ও অমোঘ বাণী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতের বুকে পবিত্র গঙ্গা ও যমুনার ধারার ন্যায় অখণ্ডভাবে প্রবাহিত, সুরক্ষিত ও সুশোভিত। গঙ্গা যমুনার এই ভক্তি জ্ঞান ধারা আবহমান কাল ধরে প্রবাহিত হয়ে আসছে। ঋষি-প্রতিম মনীষীগণ এই পরম্পরাকে অক্ষুন্নভাবে সঞ্জীবিত করে আসছেন। প্রাচীন ঋষিগণের এই স্বয়ংসিদ্ধ সত্যবাণীর প্রতি ভারতীয়গণ শ্রদ্ধাবান ও আস্থাবান। তাদের এই শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আস্থাই ধরাধামে অলৌকিক দিব্যশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষগণের অবতরণের পথ প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর করে থাকে। দিব্যশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষগণ ভারতের বুকে মানুষের ধরা ছোঁয়ার নাগালের মধ্যে তাই নেমে আসেন এবং স্বকীয় ব্যবহারের. আচরণ, চরিত্র ও অনুভূতির আলোকে বিশ্ববাসীকে অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে উদ্ধারকর্তারূপে, আলোর দিশারীরূপে দেখা দেন।

ভারতীয় অধ্যাত্ম পরম্পরায় শ্রীভগবানের দিব্যরূপ ও দিব্যনামের বিশেষ মান্যতা আছে। ভারতীয়গণ জানেন এবং দৃঢ়ভাবে মানেন যে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। গুরুবাদ ও মহাপুরুষ শরণাগতিবাদ ভারতীয়দের কাছে বড় প্রিয় বস্তু। এখানে ভগবানের লীলাকথা নিত্য স্মরণ. মনন করা হয়। ধার্মিক গ্রন্থসমূহের সমাদর করা হয় ও সমন্বয় দৃষ্টিতে অনুভূতির মাধ্যমে অর্ন্তজগতের মূল্যায়ন করা হয়। তবে বুদ্ধিকে কোন মান্যতা দেওয়া হবে না. এই অভিপ্রায়ের কথাও বলা হচ্ছে না। ধার্মিক আস্থাসকল বুদ্ধিসম্মত হোক এ আদর্শতো নির্বিবাদ সত্য। তবে এখানে ভারতীয় অধ্যাত্ম পরম্পরায় আর একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণের বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এখানে বুদ্ধিসম্মত বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্বের মধ্যে ভেদ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। সাধন ক্রিয়াসকল বুদ্ধিসম্মত অবশ্যই হওয়া দরকার। সাধক বুদ্ধি ও যুক্তি অনুসারে সাধ্যের দিকে এগিয়ে চলবে তা না হলে সে তার পুরুষার্থ নিয়ে কি করবে? কিন্তু যেটি মানব জীবনের চরম ও পরম প্রাপ্তি সেটি বুদ্ধিগ্রাহ্য না হয়ে অনুভবগম্য হয়ে যায়। এটাই ভারতীয় অধ্যাত্ম দর্শনের চাবিকাঠি। জিনিষ একই, কিন্তু অনুভবের ভিন্নতার দরুণ তার অনন্যতা ও অসংখ্যতা।

এজন্যই উপনিষদে বলা হয়-"একম্ সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি-বুদ্ধে পরতস্তু সঃ-সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ।" বুদ্ধির অনেক উপরে জ্যোতির্ময় দিব্যজীবনের অনুভব শতদল প্রস্ফুটিত হয়-ঋষিদের বাণীতে যা ভূমা বলে পরিচিত। সেই ভূমিতে পৌঁছাবার চেষ্টা করা মানব মাত্রেরই কর্তব্য। অল্পেতে সুখ নেই ভূমাতেই সুখ। এই ভূমার অনুভবই জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুভব। বিশ্বজগতের কাছে ভারতীয় অধ্যাত্ম সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ও বিস্মরণীয় অবদান।

সময়ের প্রভাব বড় প্রবল। তবুও এই ভারতভূমিতে এখনও মহাত্মাগণের মুখে ভূমার সেই চিরন্তন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহ্বান শোনা যায়। যারা সেই ভূমিতে স্থিত তাঁদের দর্শন ও স্পর্শন পাওয়া যায়। আধুনিককালে এই আধ্যাত্মিক চেতনাকে শ্রীশ্রীআনন্দময়ীমা কেবল সঞ্জীবিত ও সুরক্ষিত করেননি নবীনতম মূল্যের দ্বারা অলঙ্কৃত করেছেন। শ্রীমায়ের এই সময়োচিত আবির্ভাবের যথোচিত মূল্যায়ন আগামী দিনের মানবগণ হয়তো করতে সক্ষম হতে পারেন। কিন্তু যাঁরা এই বিরাট বটবৃক্ষের স্নেহাঞ্চল ছায়ায় লালিতপালিত হয়েছে তাঁরা কখনই এই বিরাটরূপের ধারণা করতে পারেন না। অসীমকে সসীমরূপে সাক্ষাৎ পেয়ে যারা সৌভাগ্যবান হয়েছে তাঁরা তাঁদের অনুভব মাত্রই লিপিবদ্ধ করতে পারেন।

মহর্ষি রমণ জ্ঞানের অখণ্ড প্রদীপ জ্বালিয়ে গেছেন। শ্রী অরবিন্দ দিব্য যোগের দিব্য জ্যোতিতে ভাস্বর। আর শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানভাবে মাতৃভক্তি ও উপাসনার জাজ্জ্বল্যমান প্রতিমূর্তি। কিন্তু শ্রীআনন্দময়ীমা কোন বিশিষ্ট পন্থার বা সাধনার ধারা প্রবর্তন করেননি। কোন নবীন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাও করেন নি। এককথায় আনন্দময়ীমাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন,–"অমর আত্মা, অমরপন্থী স্বয়ং আপনাতে আপনি। নিজেই নিজেকে নিয়া নিজেতে।" প্রায় বত্রিশ বছর বয়সে শাহবাগের অবগুন্ঠিতা কুলবধূর ভূমিকা থেকে ভক্তজননী পরে লোকজননী ও অবশেষে বিশ্বজননীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। শাহবাগের পর থেকে শ্রীমা সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের ওপর ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রত্যন্তে হরি কথা, হরি স্মরণ, হরি কীর্তনের আলো জ্বালিয়ে মানবমাত্রকে পরম পথের সন্ধানে স্বয়ং পরিচালিত করেছেন। মা কোন পরম্পরাবাদী নহেন বা কোন সম্প্রদায়বাদী নহেন। অথচ পরম্পরাকে বা সম্প্রদায়কে পূর্ণ সম্মান দিয়ে নিজস্ব ধারায় চলতে বলেন। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে ভারতীয় সংস্কৃতির ঋষি প্রণীত ঋতম্ভরা প্রজ্ঞায় তিনি চিরপ্রতিষ্ঠিতা।

শ্রীশ্রীআনন্দময়ীমার সহজ সরল সার্বজনীনভাব আমরা মানি ও জানি। মাতৃ সৎসঙ্গের দ্বারা এবং মাতৃসঙ্গলাভের দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত ধার্মিক চেতনাগুলিকে পরিপুষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে। এদিক দিয়ে আনন্দময়ীমা ব্যক্তিবাদী। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে মান্যতা দেন। ওই ব্যক্তি যে কোন ধর্মের অনুরাগী বা অনুয়ায়ী হোক না কেন মার কাছে তিনি যে তাঁরই রূপ। এমনকি রোগ-শোক, কাম-ক্রোধ-লোভকেও তিনি তাঁর রূপ বলে মনে করেন। তাই মা কখন কখনও হেসে হেসে বলেন–"সর্বরূপে অরূপে তিনিই তো" স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, সাধারণ জনতা, আবার উচ্চ পদস্থ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ ও তাঁর কৃপাদৃষ্টির দ্বারা প্রত্যেকেই তাঁদের আধ্যাত্মিক সম্পদ বৃদ্ধি করেছে। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে মার পবিত্র সান্নিধ্যের প্রভাব দারুণভাবে বিস্তারলাভ করেছে। মায়ের চরিত্রের মধ্যে অদ্ভুতভাবে এই ব্যক্তিগত ও সার্বজনীনরূপটি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সকলেই ভাবেন মা আমাকে সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসেন, বেশী খেয়াল করেন ও বেশী আদর করেন। অথচ মাকে জিজ্ঞাসা করলে মা বলেন–"সকলের সঙ্গে, আমার আত্মিক সম্বন্ধ" সকলের মধ্যেই সব সময় আছেন, ভাবের মধ্যে আছেন, সৎসঙ্গের মধ্যে আছেন, কোলাহলের মধ্যে আছেন, মহাত্মাদের পাশে আছেন, ভক্তদের মধ্যে আছেন, রোগীদের শয্যাপাশে আছেন, পূর্ণকুম্ভে আছেন, একান্তেও আছেন। কখনও যোগাসনে, যোগ মুদ্রায়, কখনও সুখাসনে সুখ নিদ্রায়, কখনও শাম্ভবি মুদ্রায়, কখনও সহজ নেত্রে। এই যে সকলের মধ্যে থেকে নিজের মধ্যে থাকা চরম পরমের মধ্যে নিত্য অবস্থিত থাকা, ভূমার মধ্যে থাকা, সাধারণ ভাষায় যাকে বলে সহজ সমাধিতে থাকা। তন্ত্রযোগ–ভক্তি বেদান্ত ইত্যাদি নানা দৃষ্টিকোণ থেকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এটি কিন্তু মার সারা জীবনের সহজাত স্বাভাবিকভাবে লীলায়িত ছিল। খেওড়া গ্রামের নিভৃত পর্ণকুটীরে যে পূর্ণ শিশুটি ভূমিষ্ঠ হয়েছিল যিনি কিছুমাত্র রোদন না করে বেড়ার ফাঁক দিয়ে আমগাছ দর্শন করেছিলেন, তিনি মর্তলীলার সমাপ্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তিমক্ষণে হিমালয়ের ক্রোড়ে দেরাদুন আশ্রমে সেই পূর্ণদর্শন করতে করতে লীলা অবসান করেন। বাইরের দিক দিয়ে মায়ের দেহসৌষ্ঠবের, আচার–ব্যবহারে, চলায়-ফেরায়, অগণিত ব্যক্তির সান্নিধ্যে নানাপ্রকার আপাতঃভিন্নতা দেখা গেলেও তিনি চিরকালই পূর্ণ ছিলেন সেখানে প্রকাশ ও বিমর্ষের সামরস্য ছিল। "পূর্ণাহম" এর চরম বিকাশ ছিল। কিন্তু এটি একটি পরম বিস্ময়কর ব্যাপার। পরম শিবের নিত্য নির্লিপ্ততা, উদাসীনতা, নিষ্ক্রিয়তা এবং অসঙ্গতা, আর মহামায়া আদ্যাশক্তির অনন্ত লীলাশক্তির প্রকাশ বিস্তার ও প্রসার একাধারে মায়ের মধ্যে লীলায়িত ছিল। একদিকে তিনি অনন্ত স্নেহময়ী জগন্মাতা, অন্যদিকে চরম উদাসীন্যতায় নিত্য অবস্থান। সত্যই আনন্দময়ীমা অতি অদ্ভূত মধুরময়ী।

শ্রীমদ্‌ভাগবত চরম পরম তত্ত্ব সম্মন্ধে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমব্রহ্মের প্রকাশ ও বিকাশের ত্রিবেণীর ধারার ন্যায় তিনটি ধারার বর্ণনা করেছেন। 'ব্রহ্ম ইতি, ভগবান্‌ ইতি, পরমাত্মা ইতিচ শব্দ্যতে।' সদরূপে বা সত্ত্বারূপে যিনি ব্রহ্ম, চেতনারূপে তিনি পরমাত্মা আবার তিনিই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। আনন্দের ধারায় আনন্দময় প্রকাশিত রূপই ভগবান। অদ্বৈত–বেদান্তীকগণের কাছে তিনি ব্রহ্মরূপে বিভাবিত। যোগীদের কাছে যিনি পরমাত্মা, ভক্তগণের কাছে তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন পরম প্রেমময় শ্রীহরি। এই পরমতত্ত্বের স্বরূপ ও স্বভাব বর্ণনা আমরা দুইভাবে করতে পারি। স্বরূপ লক্ষণের দ্বারা আর তটস্থ লক্ষণের দ্বারা।

বাজিতপুরে আত্মভাবস্থভাবে শ্রীমায়ের শ্রীমুখ নিঃসৃত আত্ম–পরিচয় স্বরূপবাণীর মধ্যে এই উভয়লক্ষণের কথা স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। বাজিতপুরে স্বল্প বয়স্কা অবগুন্ঠনবতী কুলবধূ হয়ে নিরালায় নিভৃতে নিজভাবে যখন স্থিত ছিলেন, তখন একদিন তাঁর মামাতো ভাই বয়সে বড় নিশিকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের "আপনি কে"? এই প্রশ্নের উত্তরে নির্ভীকভাবে এবং দ্বিধাহীনভাবে নিজের স্বরূপ পরিচয় দিয়ে বলে উঠলেন– "পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ"। যা পূর্ণ তাই অখণ্ড সৎ, যা অখণ্ড সৎ তাই ব্রহ্ম, তাই জ্ঞান ও চৈতন্য স্বরূপ। আবার তিনিই সর্বজীবের অর্ন্তযামীরূপে নারায়ণ। এইভাবে এক অব্যয় অখণ্ড স্বয়ং প্রকাশ তত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা জানতে পারলাম। আবার কাশীধামে ভারতধর্ম মহামন্ডলের স্বামী দয়ানন্দের প্রশ্নের উত্তরে মা বলছেন–"বাবা তুমি যা বল আমি তাই।" এখানে গীতার কথা মনে পড়ে যায় সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলছেন–"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম।"

এখানে মা নিজের সম্বন্ধে তটস্থ লক্ষণের স্বয়ং নিজের স্বরূপ পরিচয় দিলেন। "আমায় যা বল আমি তাই"–ইহা অতি উচ্চ মহাপ্রকাশময় মহানুভূতি স্থানের কথা। আবার একদিন কথা প্রসঙ্গে মা ভাইজীকে বলছেন–"এই শরীরটা একটা ভাবের পুতুল।" এটিও খুব সুন্দর ভাবব্যঞ্জক কথা। ভাবের পুতুলের মধ্যে অনন্তভাব লুকিয়ে আছে। এটির মধ্যে সেই পরমতত্ত্বের আনন্দময়রূপটি ও ফুটে উঠে। বিশ্ববাসীকে সে যে অমৃতের সন্তান, আনন্দের পুতুল এই ভাবটা সতত জাগিয়ে দেবার জন্যই শ্রীশ্রীমা ধরাধামে আর্বিভূতা। তাই তো মা বারে বারে বলেন–"নিজেকে পাওয়া মানে ভগবানকে পাওয়া, নিজেকে জানা মানে ভগবানকে জানা, নিজেকে নিয়া নিজেতে, অমরাত্মা অমরপন্থী স্বয়ং, যা রাম তাহাই আরাম।" এখানে মা'র কথাগুলি সাধারণভাবে বোধগম্য হওয়া একটু কঠিন। কিন্তু ভাবসাধনার স্তর ভেদ করে শেষে গিয়ে এই নিজেকেই পাওয়া যায়। শৈবাগমে ইহাকে পূর্ণাহং বলে। এই অহং এর উপর মা খুব জোর দিয়েছেন। পূর্ণাহং-এর পূর্ণ বিকাশ না হলে জীব পরম শিব হতে পারে না, প্রকাশ ও বিমর্ষের জীব ও শিবের অনু ও মহানের এই খেলা মহাকালের বুকে মহামায়াকে আশ্রয় করে নিত্যকাল ধরে লীলায়িত হচ্ছে। মায়ের সাধারণ জীবন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ে বিশেষভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায় তাঁর মধ্যে এই পূর্ণাহং-এর প্রকাশ ও বিমর্ষ অতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ফুটে উঠেছে। কোন প্রকার প্রচেষ্টা প্রযত্ন বা বিরোধাভাসের চিহ্ন দেখা যায় না। বাইরের দিক থেকে কোন প্রকার শিক্ষা নেই, দীক্ষা নেই, চর্চা নেই, পরিবেশ-পরিস্থিতিও নেই। বাজিতপুরে গ্রাম্য পরিবেশে পুষ্করিণীর পারে টিনের ছাদের (চালের) নীচে দর্মাঘেরা মাটির ঘরের মেঝেতে বসে কেবলমাত্র সাড়ে পাঁচমাসের স্বল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জানা ও অজানা তত্ত্ব ও অসংখ্য বীজমন্ত্র স্বয়ংই মার দিব্য শরীরকে অবলম্বন করে প্রকাশ পেল। প্রত্যেকটি শব্দবীজ নাম বা ভাব স্বতঃই মায়ের দিব্য বিগ্রহের মধ্যে সর্বাঙ্গে স্পন্দন জাগিয়ে প্রথমে স্ফুরণরূপে প্রকাশিত হত। তারপর মা স্বয়ং যেন শিষ্যরূপে নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন। এটা কি শব্দের স্ফুরণ? কোন দেবতার মন্ত্র? এর বিধি বিধান কি? মন্ত্রসিদ্ধ হলে কি লাভ হবে? কোন্ তত্ত্বে পৌঁছান যাবে? এর পরেই গুরুভাবে মার মধ্যে প্রশ্নের জবাব ফুটে উঠল। মন্ত্র-চৈতন্যরূপে প্রকাশিত হল। নিজশক্তি বহিঃপ্রকাশ করে মায়ের দিব্য শরীরে বিলীন হয়ে গেল। এজাতীয় অগণিত মন্ত্রের দেবতার বিভিন্নভাবের আবির্ভাব প্রকাশ ও বিলয় মায়ের মধ্যে হয়ে চলেছিল। মা কিন্তু ধীর স্থির স্বাভাবিক। নিজেকে নিয়া নিজেতে যেন। মা চেষ্টা করে কোন সাধনা করেননি তাই এখানে সাধ্যে পৌছানোরও কোন প্রশ্ন নেই। মা একে সাধনার খেলা বলে অভিহিত করেন। এ প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা সমীচিন মনে করি—একবার কক্সবাজারে একজন বিখ্যাত জ্যোতিষীকে দিয়ে মাতৃভক্ত ভাইজী মার হাত দেখিয়েছিলেন। জ্যোতিষী মহাশয় মায়ের দুটি হাতের রেখা সকল দেখে পরম বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়াছিলেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেছিলেন—"এঁর জীবনে সবকিছুই স্বাভাবিক আপনা আপনি হয়ে যাবে। এঁকে জীবনে নিজেকে কিছুই করতে হবে না। কুটোটাও নাড়তে হবে না।" অথচ জাগতিক দিক দিয়ে আমরা যা কিছু পাওয়া বুঝি যেমন ধন-ধান্য, অর্থ-সম্পদ, যশ প্রতিষ্ঠা, সমস্ত বিশ্বের অকুন্ঠ ভালবাসা ও প্রীতি, অজাতশত্রুতা এসবই তিনি অজস্রভাবে পাবেন। অথচ নিজে সদা সর্বদা নিজভাবে নিজরসে অবস্থান করবেন।

এই যে অনন্তভাব ক্রিয়া দেশ-কাল বস্তুর ভিন্নতার তালে তালে ভাবের পুতুলের এই অভাবনীয় ভাবের তাল ও তালি দিয়ে খেলা বড়ই মধুর। সারা জগতে এই মধুর রস সিঞ্চিত করে গেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবদ্‌গীতা ও চন্ডীর তুলনামূলক আলোচনায় শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজ

(সংকলন—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ)

সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক রূপের উপলব্ধি করিতে চণ্ডী ও গীতা দুইটি গ্রন্থই অপরিহার্য।

চণ্ডীগ্রন্থে সাতশত মন্ত্র আছে। গীতাগ্রন্থে সাতশত শ্লোক আছে। চণ্ডীর মন্ত্রগণনায় "দেব্যুবাচ" "ঋষিরুবাচ" প্রভৃতি বাক্যকেও ধরা হইয়াছে। "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ" এইরূপ বাক্যকে তিনটি মন্ত্র ধরা হইয়াছে। গীতায় ভগবানুবাচ, অর্জুন উবাচ প্রভৃতি কথা গণনায় ধরা হয় নাই। চণ্ডীতে মোট শ্লোকসংখ্যা ৫৭৮টি মাত্র।

চণ্ডী ও গীতা উভয় গ্রন্থেই ষট্‌সংবাদ দৃষ্ট হয়। গীতা, অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। সেই কথাই সঞ্জয় বলিয়াছেন ধৃতরাষ্ট্রকে। উহাই আবার বৈশম্পায়ন বলিতেছেন জনমেজয়কে। চণ্ডীতেও সেইরূপ মেধা ঋষি দেবী-মাহাত্ম্য বলিতেছেন সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যকে। সেই কথাই মার্কণ্ডেয় ঋষি বলিতেছেন ভাগুরি মুনিকে। উহাই আবার পক্ষিরূপী দ্রোণ মুনির চার পুত্র, কীর্তন করিতেছেন জৈমিনি মুনির নিকটে। ইহা চণ্ডীর ষটসংবাদ। গ্রন্থে যে সত্য প্রকাশিত হইয়াছে ঐ ছয় ব্যক্তি তাহার প্রধান দ্রষ্টা বা সাক্ষী। দ্রষ্টার দর্শনেই সত্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

চণ্ডী ও গীতা উভয়েই গুরুশিষ্য-সংবাদ। মোহগ্রস্ত রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য, আচার্য্য মেধার শরণাগত হইয়াছেন। শিষ্যদ্বয়ের প্রশ্নের উত্তরে দেবীমাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন মুনিবর। গীতার আচার্য, অর্জুনের রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ। বিষাদগ্রস্ত অর্জুন শরণাগত হইলে 'শিষ্যস্তেহহং,' বলিয়া উপদেশপ্রার্থী হইলে শ্রীকৃষ্ণ গুরুপদে আসীন (কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুং) হইয়া উপদেশদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

উভয় গ্রন্থের শ্রোতৃগণ যে সমস্যার সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসু হইয়াছেন—তাহা আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক সমস্যা নহে। উভয় ক্ষেত্রেই পারিবারিক ও ব্যবহারিক জীবনের সমস্যায় তাঁহারা বিচলিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। কিন্তু উহার সমাধানার্থ আচার্যেরা যে উপদেশ করিয়াছেন, উহা সর্বতোভাবেই পারমার্থিক। সমস্যার সমাধানে চণ্ডীর আচার্য, দেবী মহামায়ার তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, আর গীতার আচার্য, আত্মতত্ত্ব ও পুরুষোত্তম–তত্ত্ব কহিয়াছেন। ব্যবহারিক সমস্যার সমাধানে পারমার্থিক প্রসঙ্গ কেন? ইহার উত্তর এই যে-সমস্যা যাহাই হউক না কেন, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও তদনুকূল জীবনের লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য নির্দেশ নিখুঁতভাবে না হইলে কোন বিষয়েরই শেষ সমাধান হইতে পারে না। জীবনের যে কোন সমস্যার সমাধান মিলিবে আধ্যাত্মিক জীবনদর্শনে। ইহা সনাতন ধর্ম্ম ও আর্য ঋষির এক অনবদ্য দৃষ্টিভঙ্গী।

"তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥" ১০।১১

যাহারা আমার ভক্ত আমাতে চিত্ত অর্পণ করিয়া প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে, আমি তাহাদের অজ্ঞান-তমঃ বিনাশ করি, তাহাদের অন্তরে অবস্থিত হইয়া, উজ্জ্বল জ্ঞানালোকের দ্বারা। সকলের অন্তরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজ্ঞান-তমঃ আছে–উহাই অসুর। জীবনের স্বচ্ছন্দ বিকাশের পক্ষে উহাই ছন্দোহীনতা বা সুরবিরোধী অসুরভাব। আর উজজ্বল জ্ঞানদীপই মহাবিদ্যা-রূপিণী মহাদেবী। সকল আসুরিক শক্তির ইনি বিনাশকারিণী। অজ্ঞানতমোরূপ আসুরিকতা বিধ্বংস করিতে মহাশক্তি দুর্গা প্রকটিতা। চণ্ডীর মহাদেবী নিখিল ভাস্বর জ্ঞানদীপের সমষ্টিভূতা মূর্তি। সুতরাং গীতায় "নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা" মন্ত্রের মধ্যে চণ্ডীর অসুরধ্বংসকারী মহাযুদ্ধের রহস্যটি সূত্রাকারে বিরাজিত।

চণ্ডীর যুদ্ধ মনোময় ও বিজ্ঞানভূমিতে স্থিত। অসুরগুলি মনোময় ভূমির বস্তু, মহাদেবী বিজ্ঞানময় ভূমির প্রজ্ঞাঘন শক্তি। এই দুয়ে যুদ্ধ। গীতায় যুদ্ধ কিন্তু মানুষের মাটির উপর। একই অন্নময় প্রাণময় ভূমির নীতি-দুর্নীতির যুদ্ধ। গীতার যুদ্ধ রাজনৈতিক সমর, চণ্ডীর যুদ্ধ সাধন-সমর। গীতার কথা যুদ্ধের মুখে, চণ্ডীর কথা যুদ্ধের মধ্যে। চণ্ডীর প্রথম-চরিতের প্রথমাংশ ভূমিকা বা ঘটনার ক্ষেত্র-প্রস্তুতি। গীতার প্রথম অধ্যায়ও তাহাই। চণ্ডীতে সুরথ রাজা বটে কিন্তু এক্ষণে রাজ্যভ্রষ্ট। রাজ্যচ্যুত রাজা বনে আসিয়াছেন কিন্তু বানপ্রস্থী হন নাই। বনে আশ্রয় লইয়াও বিষন্নচিত্ত। আত্মীয়-স্বজন রাজপ্রাসাদ অশ্বগজ পাত্রামাত্য সকলের অমঙ্গল আশঙ্কায় চিন্তাকুল।

আর সমাধি বৈশ্য? তিনিও বনে আসিয়াছেন। ধনলোভী, নিজ স্ত্রী-পুত্র কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া। রাজা ও বৈশ্যের বনেই দেখা। উভয়ের একই অবস্থা। আত্মীয়স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও তাহাদের প্রতি মমতাকৃষ্ট। তাহাদের জন্য অতীব দুঃখার্ত (দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ)।

গীতায় অর্জুনের চিত্তও অনেকাংশে অনুরূপভাবে বিষাদযুক্ত। পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের হস্তে অকথ্য লাঞ্ছনা ও নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ হইবে ইহা বহু পূর্বেই স্থির হইয়াছে। অর্জুন তপস্যা করিয়া মহাশক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। অর্জুন বীরপুঙ্গব। যুদ্ধ তাঁর কাছে ক্রীড়ার মত। কিন্তু আজ রণাঙ্গনে সৈন্য দর্শন করিতে করিতে এ কি হইল! অপ্রত্যাশিত 'অকীর্তিকর' হৃদয়দৌর্বল্য ও মহামোহ তাঁহার উপস্থিত হইল। যাহাদের অশেষ হীনতার কথা অন্তরে গাঁথা আছে সেই আত্মীয় পরিজনের প্রতি মমতাকৃষ্ট হইলেন, যুদ্ধভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াই এমন মোহ যে, তাঁহাদের বধ করা অপেক্ষা নিজ মৃত্যু শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন।

"যৎ প্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু।" (চণ্ডী ১।৩৩)

চণ্ডীতে মেধা ঋষির পদপ্রান্তে উপনীত হইয়া রাজা সুরথ এই মোহের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন–

"দৃষ্টদোষেহপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ।" (১।৪৪)

অর্থাৎ বিষয়ের দোষ স্পষ্টতঃ দেখা সত্ত্বেও আমরা তাহার প্রতি মমত্ব হেতু আকৃষ্ট হইতেছি কেন? গীতার মধ্যেও অর্জুনের অনুরূপ প্রশ্ন দৃষ্ট হয়–

"অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥" (৩।৩৬)

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কে আমাদের চিত্তকে বলপূর্ব্বক পাপে নিয়োজিত করে? উভয় প্রশ্নের মর্ম্মার্থ একই। সব বুঝিয়াও ভুল করি, পাপে লিপ্ত হই কেন?

চণ্ডীর জিজ্ঞাসু রাজা ও বৈশ্য নিজেদের জ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন। প্রশ্ন করিতেছেন–

"তৎ কেনৈতন্ মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি।" (১।৪৪)

অর্থাৎ জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের এই মোহ কেন? উত্তরে ঋষি বলিয়াছেন যে, তোমাদের এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় ও ইন্দ্রিয় মিলন হেতু যে অবরোধ তাহাকে যদি জ্ঞান বল, তাহা হইলে ঐরূপ জ্ঞান পশুপক্ষীদেরও আছে।

"যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ॥" (১।৫০)

বস্তুতঃ এই ইন্দ্রিয়বিষয়-মিলনজ জ্ঞান অজ্ঞানেরই নামান্তর। চণ্ডীর এই উত্তরের প্রতিধ্বনি গীতাতেও শ্রুত হয়। অর্জুনকে মৃদুমন্দ ভৎর্সনার সুরে শ্রীভগবান যেন এই কথাই বলিয়াছেন—"অর্জুন! তুমি জ্ঞানী ব্যক্তির মত কথা বলিতেছ (প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে) কিন্তু কাজ করিতেছ অজ্ঞানের মত। কারণ, যাহা শোকের বস্তু নয় (অশোচ্য) তাহারই জন্য শোক করিতেছ। জ্ঞানী ব্যক্তিরা এরূপ করেন না।"

চণ্ডীতে সুরথ–সমাধির মোহগ্রস্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত মনকে ঋষি প্রশান্ত করিয়াছেন চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া, তাঁহাদের দ্বারা দেবী মহামায়ার পূজা করাইয়া। গীতায় অর্জুনের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় বিষাদিত চিত্তকে স্বরূপস্থিত করাইয়াছেন শ্রীভগবান উপদেশামৃত দ্বারা, সুরথ সমাধির বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে মাতৃদর্শনে, অর্জুনের মোহ কাটিয়াছে সত্য-দর্শনে, বিশ্বরূপ-দর্শনে।

চণ্ডী ও গীতার ভূমিকায় এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও পরিবেশের ভিন্নতা সুস্পষ্ট। চণ্ডীর উপদেশের পরিবেশ ঋষির তপোবন। উহার প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য প্রশান্ত শ্রীসম্পন্ন, রমণীয় শান্তরসপ্রধান। চণ্ডীর আলোচ্য বিষয় দেবাসুর-সংগ্রাম–রজোময় ও তমোময়। পক্ষান্তরে গীতার পটভূমিকা এক মহাসমরের। যুদ্ধক্ষেত্র স্বভাবতঃই রজস্তমোগুণময়। কিন্তু গীতার আলোচ্য বিষয় আত্মতত্ত্ব-গভীর শান্তরসাত্মক। চণ্ডীর প্রশান্ত ভূমিতে যুদ্ধের অশান্ত বার্তা। গীতার অশান্ত সমরাঙ্গনে প্রশান্তির বার্তা। চণ্ডীর মধ্যমচরিতে দেবী মহালক্ষ্মীর আবির্ভাব ও গীতার বিশ্বরূপ দর্শন, তত্ত্বতঃ একই। উভয় ক্ষেত্রেই অনুভূতি বিজ্ঞানময় ভূমির–সামগ্রিক দৃষ্টি। বহুত্বে একত্ব, একত্বে বহুত্ব। সমগ্র সত্তাকে একেবারে একত্র একত্বে দর্শন। "ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নম্" একস্থ সমগ্র বিশ্ব। বিশ্বচরাচরের সকলই একদেহে স্থিত. ইহাই অপরোক্ষ দর্শন। ইহাই বিশ্বরূপদর্শনের মর্মকথা।

চণ্ডীতেও মায়ের মহীয়সী স্ত্রীমূর্তির মধ্যে নিখিল দেবগণ-শক্তিসমূহ প্রকটিত। ভিন্ন ভিন্ন দেবশক্তি একই বিশ্বজননীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তাঁহার বাহুই বিষ্ণু, চরণ ব্রহ্মা, শ্রীবদন শিব, কেশে যম, নাসিকায় পবন, নয়নে অগ্নি। বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন আয়ুধগুলি মায়েব শ্রীহস্তে শোভমান। মায়ের দর্শনেই নিখিল দেবতা ও দৈবশক্তির দর্শন মেলে। এক স্বরূপে বিশ্বদেবতার দর্শন এক নিরুপম দর্শন। গীতায় বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুনের ভীতিযুক্ত বিস্ময়। চণ্ডীতে মাতৃদর্শনে দেবগণের প্রীতিযুক্ত বিস্ময়। অর্জুন 'হৃষ্টরোমা' ভয়ে, দেবগণ "পুলকোদ্‌গমচারুদেহাঃ" আনন্দে। দেবগণ জানেন, মা আমাদের সকল অমঙ্গল নাশ করিবেন–তাই উল্লসিত। অর্জুন জানেন না ইনি কে, তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন–

"আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপঃ।"

উগ্রমূর্তি আপনি কে আমাকে বলুন। উত্তরে জানিলেন–তিনি কাল, লোকসংহারে প্রবৃত্ত–"কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ।"

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মৃতিচারণ

(তেরো)

—শ্রীমতী রেণুকা মুখার্জী

৮ই অক্টোবর, ১৯৪৬, মথুরা—

শ্রী দ্বারকাধীশের মন্দিরের পাশে গীতাশ্রমের নারায়ণ মন্দিরে একটু থাকবার জন্য জায়গা নেওয়া হল। একটি ছোট ঘর পরিষ্কার করে ও ঠিকঠাক করে মাকে একটু বিশ্রাম করতে দিলাম। ওই মন্দিরের প্রসাদই সবাই খেল। একটু অবসর হয়েছে দেখে মায়ের জড় করা কাপড় কেচে, মেলে দিলাম। তারপর একটু নিদ্রার আশায় মার ঘরে ঢুকে দেখি মা উঠে বসে আছেন। তখন রাত্রি ভোর হয়ে আসছে। মা বাইরে এসে বসলেন। আমি সুযোগ দেখে মায়ের চুল আঁচড়িয়ে দিলাম। যাওয়া আসার কথা হচ্ছে। মা আমাকে বললেন, "রেণু তুই দিদির সঙ্গে এবার কাশী চলে যা। নিত্য গঙ্গা দর্শন, তৎ জ্ঞানে কুমারী সেবায় চিত্তশুদ্ধির আশা। তাঁর জন্যই সব কাজ, মনে রাখলে পরিশ্রম ও অবসাদ হবে না। কথা কম বলা, কাজ বেশী করা। ছোট ছোট মেয়েরা নিষ্কলঙ্ক পুষ্পের মত। তাদের সঙ্গতি মনের প্রসারতা এনে দেবে। আনন্দের ভাব সর্বদা ধরে রাখ।"

দিল্লী থেকেই আমি মাকে ছেড়ে যাবার জন্য একপ্রকার প্রস্তুতই ছিলাম। কাজেই মায়ের আদেশ সহজ ভাবেই মাথা পেতে নিলাম।

বারাণসী—

ক্ষমা, বিল্লোজী ও মেয়েরা আমাকে দেখে খুব খুশী। দু একদিনেই বেশ routine হয়ে গেল। পড়াবার ভার ভাগাভাগি করা হয়েছে। বিল্লোজী ইংরাজী পড়ান। আমি ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোল, হিন্দী ইত্যাদি ও ক্ষমা অঙ্ক ও বাংলা। ক্ষমা কিছু কিছু হিসাব রাখতে ও লিখতে শেখাচ্ছে আমাকে। কিন্তু ওই বিষয়ে আমি একেবারেই অপটু।

দিদির ইচ্ছানুসারে ও মায়ের অনুমোদনে আমি গঙ্গা স্নান করে formally শুদ্ধাচারী হয়েছি। শুদ্ধচারীর নিয়ম হল হয় স্বপাক ভোজন, কিম্বা শুদ্ধাচারে যারা থাকে তাদের হাতে খাওয়া। বাইরে কারো কোনও জিনিষ না খাওয়া। শুধু নিজের নিজের গর্ভধারিণী মায়ের হাতে খাওয়ার নিয়ম আছে।

১৯শে অক্টোবর, ১৯৪৬—

আজই ঢাকা থেকে ১২জন ভক্ত এসে হাজির। তাদের জন্য রান্না করে খাইয়ে দিলাম। মেয়েরা খুব সাহায্য করেছে। তবে আমি নিজেই নিজের রান্নার পরিপাটি দেখে অবাক হলাম। দিদি থাকলে খুব খুশী হতেন। অতিথিদের খাইয়ে বিল্লোজী ও আমি খেতে বসেছি হঠাৎ দেখি সামনে জগদম্বাদি! আমরা সকলে "মা এসেছেন; মা এসেছেন" বলে হৈ-হৈ করে উঠলাম। জগদম্বাদি কিছুই বলে না—শুধু হাসে। আমি আন্দাজ করে করে ফটকের পাশে কানুর ঘরে গিয়ে দেখি মা ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সকলের কি আনন্দ, মা এসেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২০শে অক্টোবর, ১৯৪৬—

মা আজ স্নান করবেন। আমি মার স্নানের সাহায্যে রইলাম. দিদি রাঁধতে গেলেন। স্নান করে নিজের ঘরে বসলেন, বেশী লোক নেই। তারপর মা কন্যাপীঠ inspection এ চললেন। বিল্লোজীর দৌলতে মেয়েদের কাজের মধ্যে খুব শৃঙ্খলা সব জায়গা পরিষ্কার ঝকঝক করছে। মায়ের ভোগ হলে মা বিশ্রাম করলেন।

বিকালে এক বজরার ব্যবস্থা হয়েছে। মা আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যে যে যাবে, চল।" আর কথা কি, সব মেয়েরাই প্রস্তুত। মা বলছেন, "খোল করতাল ত সঙ্গে নিতে পার।" সত্যিই, নিজেদেরই বুদ্ধি করা উচিৎ ছিল। বজরার ছাতে মার সামনে বসে মেয়েরা সুন্দর কীর্তন করে আনন্দের পরিবেশ করে তুলল। অনেক দূর পর্যন্ত গঙ্গার উপর বেড়িয়ে আসা হল। রাত্রে মা মেয়েদের কাছে শুয়েছেন। অনেক কথা বলছেন, "দেখ এই ধরিত্রী–সেইখান থেকে গুণ নিতে হয়। এই মাটি–মা। ধরিত্রীর মত ধৈর্য শিখতে হয়। সবই-ত' এক। সকালে শয্যা ত্যাগ করবার আগে মাটিতে প্রণাম করে তার শক্তি গ্রহণ করবি।"

"বিশেষ প্রয়োজন না হলে কেউ অপরের সেবা নেবে না। অন্যের সেবা নিলে নিজের পুণ্যের ভাগ তার হয়ে যায়।" এই সব কথা বলতে বলতে দিদি একটু জরুরী কথা বলবার জন্য মাকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। মেয়েরা শুয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ পর দেখি মা hall ঘরে ফিরে এসেছেন। আমি তাড়াতাড়ি মেয়েদের জাগিয়ে দিলাম। মা মৌনীমাকে নিজের কাছে নিয়ে বসেছেন। মেয়েদের বলছেন, "তোদের কত ভাগ্য। মৌনীমা রয়েছেন, তোদের কাছে। যখন যা ইচ্ছা মৌনীমাকে বলবি–উপদেশ শুনবি।" মা শুনেছেন যে অঞ্জলি নিজের মায়ের জন্য খুব কান্নাকাটি করে। মা তাকে বলছেন, "তোর মায়ের ইচ্ছায় এখানে আছিস ত। মৌনীমাকে মা মনে করবি। তোর মায়ের কাছে যা করবার ইচ্ছা হয় (আব্দার ইত্যাদি) সব এইখানে করবি, কেমন? এই দেখ সামনে গঙ্গা। তাঁর কৃপা সতত তোদের উপর। সকালে উঠে গঙ্গাকে ও সূর্যদেবকে প্রণাম করবি।"

মাকে আবার private করবার জন্য hall থেকে উঠে আসতে হল। Private হলে মা আমাকে দেখে বললেন, "এ কি তুই এখনও বসে আছিস। মা তখন আমাকে দিয়ে সিন্দুক খুলিয়ে, দেবার জন্য কাপড় বার করালেন। টুকটাক কাজের পর মা শুলেন। আমি মার পায়ের কাছেই শুয়ে পড়লাম–রাত্রি তখন ৩টা।

২১শে অক্টোবর, ১৯৪৬—

মা আজ বিন্ধ্যাচল রওনা হলেন। একাদশী-মা বিশেষ কিছুই খেলেন না। কাল এলাহাবাদ যাবেন। এবার কৃষ্ণকুঞ্জে কালীপূজা হবে। মায়ের যাবার সময় গায়ের চাদর পাওয়া গেল না, মহা গন্ডগোল হল সেই নিয়ে। এক এক সময়ে কি যেন হয়। দিদি ও আমি সন্ধ্যায় ননীদার বাসায় গিয়ে রইলাম। কল্যাণীদি ও ননীদা খুব যত্ন করলেন। ভোরের train এ রওনা করিয়ে দিলেন।

আমি কৃষ্ণকুঞ্জ থেকে বাড়ী গেলাম। সেখান থেকে আবার কৃষ্ণকুঞ্জে ফিরে মায়ের ঘর ইত্যাদি পরিষ্কার করে গোছানো হল। অবশ্য বীথু, বিন্দু, কুসুম, শৈলেশদা, সুবোধ, ভূপেন সকলে আগের থেকেই মায়ের প্রতীক্ষায় অনেক ব্যবস্থা করেছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust, Funding by MoE-IKS

২২শে অক্টোবর, ১৯৪৬—

মা সন্ধ্যায় এলেন। এখানে বিশেষ ভীড় নেই। আমাদের পরিবার ও কুসুমরা চার ভাই। দিদি খুব মজা করে বলছেন যে মুখার্জী পরিবারকে ত'মা আগেই নিয়েছেন। তাদের আর অন্যত্র গতি নেই–এবার ব্যানার্জী পরিবারের পালা। তাদেরও আর মার থেকে ছুটকারা নেই। এই সব কথায় খানিকটা হাসাহাসি হল।

২৩শে অক্টোবর, ১৯৪৬—

এলাহাবাদে curfew লেগে আছে। বেশী ভীড় হতে পারছেনা। ইতিমধ্যে প্রভুদত্তজীর ভক্ত রামজী এসে মাকে অনুরোধ করল প্রভুদত্তজীকে দেখতে যাবার জন্য। তিনি রাজনৈতিক কারণে জেলে আছেন। মায়ের অনুমতি হওয়াতে সব ব্যবস্থা করে মাকে প্রভুদত্তজীর সঙ্গে জেলে দেখা করিয়ে আনল।

আগামী কাল কৃষ্ণকুঞ্জে কালীপূজা হবে।

(ক্রমশঃ)

জাগ্রত হবে বোধ

—শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র

জীবন প্রবাহকে জানার আছে প্রয়োজন;
স্বপ্ন কখনো করেনা জীবন-গতি-নির্ধারণ।
জীবন নিয়ে হয় না বৈষয়িক কারবার;
হেথায় থাকে না জীত বা হারের ব্যাপার।
শুধু দেখা চাই ক্ষণে ক্ষণ বর্তমান;
তারই প্রতি থাকুক সবার উচিত ধ্যান।
নিজ প্রতি বিশ্বাস করি নিজেই সম্রাট;
আত্ম বিশ্বাসই করে মানুষকে বিরাট।
তখনই জাগে ঋদ্ধি সিদ্ধি বোধ;
বাধা, ঘাত, প্রতিঘাত আর মিটে অবরোধ।
তখনই জাগিবে মনে মুক্তিরই আনন্দ;
অতীত আর কল্পনার হবে যোগ্য সু-অন্ত।
প্রাপ্ত যোগ হবে, জাগিবে সুমতি;
অন্ধকার অবসানে বোধ পাবে শুভ্র গতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমকালীন দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী

—ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী

শেঠ যমুনালাল বাজাজ গান্ধীজীকে পিতার আসনে বসিয়েছিলেন। তাঁর কাম্য ছিল 'শান্তি'। মহাত্মা গান্ধী তাঁকে মা আনন্দময়ীর কাছে যেতে বলেছিলেন।

তখন গ্রীষ্মকাল, আগষ্ট মাস, ১৯৪১, শ্রীমতী ইন্দিরাজী লন্ডন থেকে ফিরে স্বাস্থ্যের কারণে মুসৌরীতে ছিলেন। পণ্ডিত জওহরলালজী ও তখন দেরাদুন জেলে। মহাত্মাজী যমুনালালকে মাতাজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য চিঠি লিখেছিলেন। মুসৌরীতে ইন্দিরাজীর সঙ্গে দেখা করার পথে তিনি রায়পুরে মায়ের আশ্রমে আসেন। মায়ের সঙ্গে কথা হয় যেন বহুকালের পরিচিতজনের মত। শ্রীযুক্ত বাজাজ মায়ের সঙ্গে পরদিন সকালে একান্তে কথা বলার অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং মা তা পূরণ করেন। এই 'একান্ত সাক্ষাতে'র ঘটনাটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। পরদিন ভোর চারটের সময় যমুনালালজী মায়ের কক্ষে প্রবেশ করে দেখেন মা একটি বিছানার চাদর সম্পূর্ণ ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছেন। যমুনালাল ধীরে ধীরে মায়ের পদযুগল সেবা করতে লাগলেন। প্রায় এক ঘন্টা পরে মা মুখ খুলেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যমুনালালজী কাতর ভাবে বলেন, তিনি তাঁর মায়েরও পদসেবা এই ভাবে করেছেন। বলা বাহুল্য, মাতৃ-ইচ্ছা ব্যতিরেকে এটা যে সম্ভব নয়, তা ধ্রুব সত্য। মাকে ছেড়ে যেতে তাঁর ইচ্ছা করছে না, সে কথাও জানালেন। এই প্রসঙ্গে গুরুপ্রিয়াদির দ্বারস্থ হচ্ছি। "তাঁহার ভাবটি দেখিয়া মাও বলিতেছিলেন—"বাবা সব সময়েই মেয়েকে দেখে আনন্দ পায়। আর ছোট্ট মেয়ে ভুল শুদ্ধ যাই বলুক না কেন বাবার কাছে তাই মিষ্টি লাগে। এ শরীর ত সর্বদাই বলে যে একটা বাজনা পড়ে আছে। তোমরা যে যেমন বাজাচ্ছ সেই রকম শব্দ শুনছ।"

কি কথায় যমুনালালজী বলিতেছিলেন, তিনি যখন জেলে ছিলেন—মা তাঁহার কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিলেন—পিতাজী জেলেইত আছ।তুমি বুঝি ভেবেছ মুক্ত হয়েছ? আসল মুক্তির জন্য-তাঁর জন্য একটু একটু সময় দিতে চেষ্টা কর। যদি তাঁরই সেবা তিনিই করিয়ে নিচ্ছেন—এই ভাবটি রাখা যায় তবে বন্ধনের কারণ হয় না। তা না হলেই বন্ধনের কারণ হয়। প্রশংসা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ভাব জেগে ওঠে। আবার মার সেবা কে করে? নিজের সেবা নিজেই করছে। আবার তাঁর সেবা তিনিই করছেন। সেবাও তিনি, সেবকও তিনি, সেব্যও তিনি। এক ভিন্ন দুইত নাই-ই।

যমুনালালজী পরদিন (২রা ভাদ্র মঙ্গলবার) আশ্রমে থেকে গেলেন। একদিন থাকবার জন্যএসে নয় দিন থাকলেন। থাকবার জন্য টেলিগ্রাম করে মহাত্মাজীর অনুমতিও নিয়েছিলেন। মার প্রতি তাঁর 'অসীম শ্রদ্ধা ভক্তি বিশেষ লক্ষ্য করার বস্তু'। যমুনালালজীর ইচ্ছা নয় তাঁকে 'শেঠ জী' বা 'বাজাজজী' সম্বোধনে ডাকা হয়। অবশেষে তাঁর নাম হল 'ভাইয়া'। সব মিলিয়ে প্রায় পনেরো দিন মায়ের সেবার সুযোগ পেলেন ভাইয়াজী। মাকে ওয়ার্ধা নিয়ে যাবার বিশেষ চেষ্টা করলেন ভাইয়াজী। কেন এই বিশেষ চেষ্টা তার পটভূমিকাটি স্পষ্ট করেছেন শ্রীযুক্ত হরিরাম যোশী তাঁর স্মৃতিচারণে—

"He tried his level best to persuade Mataji to go to Wardha to meet Bapuji with whom he wanted her to discuss in private many a complex problem facing the country and humanity as a while."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাইয়াজী মায়ের অনুমতি নিয়ে স্বামী পরমানন্দের দ্বারা একটি টেলিগ্রাম করেছিলেন শ্রীযুক্ত যোশীকে দেরাদুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য। শ্রীযুক্ত যোশী এসেছিলেন। যমুনালালজীর একান্ত ইচ্ছা ছিল যোশীজী সরকারী কাজ ছেড়ে দিয়ে তাঁর গো-সংরক্ষণের কাজে যোগ দিতে ওয়ার্ধায় এসে থাকুন। যোশীজী ওয়ার্ধায় থাকলে মায়ের দর্শন ওয়ার্ধায় সহজতর হবে। মায়ের অনুমতি পাওয়া গেলে যোশীজীর অমত নেই, তা জানিয়ে দিলেন। ভাইয়াজীর যাওয়ার সময় মা তাঁকে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত মৌনব্রত অবলম্বনের নির্দেশ দিলেন। শুধু তাই নয়, পরবর্তী দিনের কোন কর্ম-সংকল্পও যেন না করেন। তিনি অনন্তের রাজ্যে ছয়মাসের মধ্যেই যেতে পারেন। ছয় মাসের মধ্যেই যমুনালালজীর দেহান্ত হয় ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী। তখন মা লক্ষ্ণৌতে। সহসা মা যোশীজীকে বলেন তিনি কানপুর রওনা হবেন রাত্রি ১০টার ট্রেনে। যোশীজীও যাবেন মায়ের সঙ্গে। লক্ষ্ণৌ স্টেশনে দেখা গেল শ্রীযুক্ত কমলনয়ন বাজাজও সেই ট্রেনেই ওয়ার্ধা রওনা হচ্ছেন। তিনি মায়ের কাছে এসে তাঁর পিতার মৃত্যু সংবাদ দিয়ে অনুরোধ করলেন ওয়ার্ধা যাবার জন্য। মা কোন নির্দিষ্ট কিছু বললেন না। মৃত্যুর মাত্র দুদিন পূর্বে ভাইয়াজী টেলিগ্রামে অনুরোধ করেছিলেন হরিরামজীকে যেন মাকে নিয়ে ওয়ার্ধা পৌঁছানোর তারিখটা জানিয়ে দেন। কানপুরে এসে মা টিকিটটা ঝাঁসী পর্যন্ত বাড়িয়ে নেবার জন্য বললেন। একদিন ললিতপুরে থেকে ১৬ই ফেব্রুয়ারী নাগপুরে পৌঁছালেন মা। রাত্রিতে স্টেশনে কাটিয়ে পরদিন সকালে ওয়ার্ধা রওনা হলেন। পৌঁছানোর পর হরিরামজীকে মা নির্দেশ দিয়েছিলেন ভাইয়াজীর স্ত্রী জানকীবেনকে খবর দেবার জন্য। ভাইয়াজী তাঁর 'গোপুরী'তে মায়ের থাকবার বন্দোবস্ত করেছিলেন। মা সেখানেই রইলেন। সেখানে তখন শ্রীরমণ মহর্ষি আশ্রমের স্বামী আত্মানন্দ ছিলেন। তাঁকে ভাইয়াজী মায়ের আগমনের সংবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে মায়ের কাছে সব বর্ণনা করেছিলেন। মা যখন 'গোপুরী' তে তখন বাপুজী ওয়ার্ধাতে ছিলেন না। কলকাতায় চিয়াং-কাই-শেক এর সঙ্গে মিলিত হতে গিয়েছিলেন। ভাইয়াজীর দশম-দিবস পালনের জন্য ১৯শে ওয়ার্ধাতে ফিরেছিলেন। যমুনালালজীর শ্রাদ্ধ প্রচলিত প্রথানুসারে না করে বারো ঘন্টার 'চরকা-দঙ্গল' বা 'চরকা-যজ্ঞ' করবার জন্য। যজ্ঞ সমাপ্ত করে জানকীবেন, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, বিনোবা ভাবে, কমল নয়ন ফিরলেন 'গোপুরী'তে। মা জানালেন সন্ধ্যা ৫টায় ট্রেনে তিনি ওয়ার্ধা ছেড়ে যাবেন। সকলে বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা বাপুজীকে মায়ের আগমনবার্তা জানিয়ে বলেছেন মা দিন দুয়েক এখন আছেন। তাঁরা সে কথা মাকে জানালেন এবং বিনীত প্রার্থনা জানালেন থাকবার জন্য। যাইহোক, ঐ ট্রেনটিও সে দিন বাতিল ঘোষিত হয়েছিল। মা রইলেন। বাপুজীকে জানানো হল, মা চলে যাচ্ছেন। বাপুজী শরীর সুস্থ না থাকা সত্বেও তিনি গোপুরীতে মায়ের সঙ্গে মিলিত হতে আসবেন জানালেন। তখন সন্ধ্যা ভজন শুরু হয়েছে বিনোবা ভাবের। মা সকলকে ভজনে যেতে বললেন। পরমুহূর্তে হরিরামজীকে নির্দেশ দিলেন গাড়ী বন্দোবস্ত করতে, ওয়ার্ধা যাবেন বাপুজীর কাছে। বাপুজী তখন তাঁর ঘরে চরকা কাটছিলেন। মা ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই উচ্চস্বরে বললেন, 'পিতাজী, তোমার 'পাগল বাচ্চি' এসেছে তোমাকে দেখতে। বাপুজীও হাস্যমুখর হয়ে বললেন, বাচ্চি যদি সত্যই পাগল হত তবে যে যমুনালালকে তিনি অন্তরের শান্তি দিতে পারেননি দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের সাহচর্যেও, সেই যমুনালাল তার কাছে সেই সম্পদ পেয়ে ধন্য হয়েছে। বাপুজী বললেন, 'যমুনালালকে তিনিই বলেছিলেন কমলা নেহেরুর গুরু' মা আনন্দময়ীর কাছে যেতে। মা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন এই ছোট বাচ্চি তিনি কমলা নেহেরুরও গুরু যেমন নয়, তেমনি কারুরই গুরু নয়। যমুনালালের ইচ্ছার কথা বাপুজী স্মরণ করিয়ে নিজের ইচ্ছার কথাও জানালেন। বাপুজী মাকে সে রাত্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেতে দিলেন না। সেবাগ্রামে বাপুজীর ঘরের বারান্দাতে বাপুজীর পাশেই তক্তাপোশে মায়ের বিছানা পা হল। বাপুজীর রক্তচাপ বেশী থাকার জন্য তাঁর প্রত্যহ রাত্রি ১০টায় ঘুমোবার সময় নির্দিষ্ট ছিল। সময়ে তাঁকে মালিশ করতেন ডাঃ সুশীলা নায়ার এবং অমৃত কৌর এবং আরও দুতিন জন সেবিকা। হঠা মা সেবিকাদের বললেন, যদি তিনি বাপুজীকে উঠিয়ে নিয়ে যান তবে তারা কি করবে? ডান্ডা লাগাবে কি? তৃতীয়বার এই প্রশ্নের পুনরুক্তিতে একজন বললেন, তা হলে তাঁরাও তাঁর সঙ্গী হবেন। 'মা তাঁহাদে কথায় সেরূপ খেয়াল না করিয়াই মহাত্মাজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"সময় মত ঠিক নিয়ে যাব। কি ক পিতাজী"। মহাত্মাজী বোধহয় কথার অর্থ কিছুটা বুঝিতে পারিলেন। অন্য কেহ আদৌ ধরিতে পারিল না জানি না। মহাত্মাজী আস্তে আস্তে জবাব দিলেন—'হাঁ'। মা অমনি বলিয়া উঠিলেন—"পিতাজীর স বাচ্চির এই কথা রইল কিন্তু।"

মহাত্মাজীর বহু অনুরোধেও মা-র খেয়ালের পরিবর্তন হইল না। পরদিন সকালে যাত্রাকালে জানকীকে মহাত্মাজীর প্রার্থনা সভায় যাইবার জন্য বলিলেন। মহাত্মাজী সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন—"প্রার্থনা থাকিতে হইলে গাড়ী ছাড়িতে হয়, আর গাড়ী ধরিতে হইলে প্রার্থনা ছাড়িতে হয়"। মা আস্তে আ বলিলেন—পিতাজীর কথা কত লোকে শোনে। আর এই পাগল মেয়েটা এত করে বলা সত্বেও কথা রাখলে না। পিতাজী নারাজ হবে না ত?" মহাত্মাজী মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"তোমার তাহাতে কিছ্ছু পরোয়া আ কি?" - - -

গাড়ী আসিলে মা গাড়িতে উঠিয়া জানকীবাঈকে বলিলেন—"বাপুজীকে বোলো আপন ঘরে যাওয়া সময় ত হল। তৈয়ার হতে বলে দিও।" গতকালের সেই কথার আভাস পুনরায় মার মুখ হইতে বাহি হওয়ায় আমরা খুবই অবাক হইয়া গেলাম। জানকীবাঈও মার কথা ধরিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন—তা না কি?" মা সঙ্গে সঙ্গে কথার ধারা ঘুরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"না, না, এখনই সে কথা বলছি না। ত বয়সত হল।"

এই সময়ে আমরা গান্ধীজীর নিজের সম্পর্কে ভবিষৎবাণী নিয়ে বেশ আলোচনা করতাম। গান্ধীজী বলেছেন তিনি এক শত আট বৎসর জীবিত থাকবেন। কথাটার সত্যাসত্য নির্ণয় আমাদের জীবনকালে হবে, এটাই আমাদের কথা ছিল তখন। তারপর তাঁর মৃত্যু হল। তখন শোনা গেল, মৃত্যুর কয়েকদিন পূ তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তাঁর বাঁচবার ইচ্ছা পূর্বের মতই আছে কি না। তার উত্তরে তিনি জানিয়েছিলে আর সে রকম ইচ্ছা নাই। এ কথাগুলি সেকালের বহু আলোচিত কথা।

(ক্রমশ

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী লীলাকথা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—ডঃ বীথিকা মুখার্জী

(মূল ইংরাজী হইতে ভাষান্তর—ডঃ কৃষ্ণা ব্যানার্জী)

শ্রীমতী মোক্ষদা দেবীর পূত জীবন ছিল সংযম, সন্তোষ ও অপরিগ্রহের উজজ্বল দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। গৃহের অভাব-অভিযোগের কথা কারো কাছে প্রকাশ করা, অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া বা নেওয়া তাঁর একেবারেই স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। ছোটদের প্রতিও তাঁর এই নির্দেশ ছিল যে তারা যেন কারো কাছ থেকে মিষ্টি ইত্যাদি উপঢোকন গ্রহণ না করে, বাড়ির বড়দের অনুমতি ছাড়া। মোক্ষদা দেবীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর সহজাত কবিপ্রতিভা। প্রচুর রসিকতা বোধও ছিল। অনেক সময় মুখে মুখে মজার অথচ গভীর অর্থপূর্ণ এই ছড়াটি বলতেন—

"আইবা যাইবা থাকবা না;
লইবা খাইবা চাইবা না;
দেখবা শুনবা কইবা না;
কোনো আপদে পাইব না।"

মোক্ষদা দেবীর স্বরচিত ভক্তিমূলক গানগুলি তার ভক্তিপ্লাবিত অন্তঃকরণের স্বতঃ-স্ফূর্ত প্রকাশ। পরমার্থলাভের ব্যাকুলতায় আপ্লুত। শিশু নির্মলা প্রায় সর্বদাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরত। হাতে হাতে কাজ এগিয়ে দেওয়া, ফাই ফরমাস খাটা, নানাবিধ কাজকর্মে সে মাকে সাহায্য করত। ভাই আর ঠাকুরমা ছাড়া তার মা ও বাবাও তার বাল্যকালের সাথী ছিলেন। তাঁদের কাছে বসে বসে নির্মলা নানা প্রশ্ন করত, তাঁরাও সস্নেহভাবে তার প্রশ্নের সমাধান করে দিতেন। যেমন একদিন নির্মলা বলল, "আচ্ছা মা, সবাই যে স্বর্গ, স্বর্গ বলে, সত্যি কি স্বর্গে যাওয়া যায়?" মা বললেন, "নিশ্চয়ই। তীব্র ইচ্ছা থাকলেই সেখানে যাওয়া যায়।"

"কোন রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায়? তুমি জান? বল না।"

"স্বর্গে যাবার যার খুব ব্যাকুলতা হয়, সেই রাস্তা দেখতে পায়।"

"আচ্ছা মা, স্বর্গ কেমন?"

মোক্ষদা দেবী বললেন, "আসলে স্বর্গে যাওয়া মানে ভগবান্‌কে পাওয়া। ভগবান্‌তো সব কিছু জানেন আর তিনি সকলের জন্য সব কিছু করেন। তিনি সব জায়গায় আছেন, অথচ তিনি নির্লিপ্ত। আমরা একথা জানিনা, কারণ আমরা এই দুনিয়ার মধ্যে রয়েছি। স্বর্গে যাওয়া মানে ভগবানের বিষয়ে এই সমস্ত কথা জানতে পারা।"

এই ভাবে বড়দের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে ঈশ্বর, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে নির্মলা নানা কথা শোনে। তদানীন্তন সমাজে আস্তিক্য, ঈশ্বরভক্তি ও ধর্মচর্চার প্রবণতা ছিল। দৈনন্দিন জীবনে ধর্মকর্মের একটি প্রধান ভূমিকা ছিল। অরুণোদয়ের পূর্বে অতি প্রত্যূষেই বাউল বৈরাগীদের একাতারা বা খঞ্জনী হাতে গ্রামের পথে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথে উষা কীর্তন করতে দেখা যেত। গানগুলির ভাব এইরূপ–নগরবাসী সব, জাগো, প্রভাত হয়েছে। আর ঘুমিও না। উঠে ঈশ্বরকে স্মরণ কর ইত্যাদি। নির্মলার পিতাঠাকুর উষাকীর্তনের ধ্বনি শুনে উৎফুল্ল হয়ে কোনো কোনো দিন বেরিয়ে পড়তেন। বৈষ্ণব বৈরাগীদের সঙ্গে তিনিও নগরপরিভ্রমণ ও নাম সংকীর্তন করতেন। কোনো কোনো দিন নিকটস্থ ভিন্ন গাঁয়ে অবধি চলে যেতেন, অবশ্য গৃহে ফিরেও আসতেন। ভজন কীর্তন তাঁর জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। সংসারে যদিও তাঁর মন কোনো কালেই পুরোপুরি বসেনি, তাঁর কাছে সঙ্গীতের এক বিশাল ভাণ্ডার ছিল। সঙ্গীতে তাঁর দখল যেমন ছিল অসাধারণ, তেমনি ছিল তাঁর উদাত্ত, মধুর কন্ঠ। শোনা যায়, তাঁর কন্ঠে এমনই যাদু ছিল, যে তিনি যদি কখনো গুনগুন করে কোনো সুর ভাঁজতেন, দেখা যেত, আশেপাশে লোক দাঁড়িয়ে পড়েছে তাঁর গান শুনবার জন্য। সেকালে প্রচলিত প্রায় সর্ববিধ বাদ্যযন্ত্র তিনি দক্ষতার সঙ্গে বাজাতে পারতেন। তৎকালীন বহু প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞের সান্নিধ্যে তিনি এসেছিলেন। অনেক মুসলমান ওস্তাদ তাঁর বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন, যেমন ওস্তাদ গুল মহমুদ, ওস্তাদ আফতাবুদ্দিন ইত্যাদি। এঁদের নাম শ্রীশ্রীমা ছোট বেলায়ই শুনেছিলেন। অনেক পরে, যখন ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ সাহেব তাঁকে বলেন যে খাঁ সাহেবের পূর্ব পুরুষেরা বিদ্যাকূটের নিকট বাস করতেন, তখন মা তাঁকে এই নামগুলি শুনিয়েছিলেন। খাঁ সাহেব এই নামগুলি শুনে মাকে বলেছিলেন যে ওস্তাদ আফতাবুদ্দিন ছিলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের আপন ভাই।

বাড়িতে অনেক সময়ই সান্ধ্যকীর্তনের আসর বসত। আসরের প্রারম্ভে যেদিন বিপিনবিহারী মহাশয় গান ধরতেন, উপস্থিত অন্যান্য গায়কগণ আক্ষেপ করে বলতেন, "এরপর আমাদের গান আর কে শুনবে" অনেকেই তাঁকে সাধক কবি রামপ্রসাদের সঙ্গে তুলনা করতেন, যাঁর গানে স্বয়ং মা কালী আবির্ভূতা হতেন। বিপিন বিহারী মহাশয়ও অনুরূপ ভাবে সঙ্গীতে আপনহারা হয়ে ভাবে বিভোর চিত্তে ভক্তিরসে নিমজ্জিত হতেন। হরিকীর্তনে মাতোয়ারা হয়ে যেতেন।

একবার যখন তিনি কীর্তনানন্দে মেতে আপন হারা, হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়, এবং অচিরেই ঝোড়ো হাওয়ায় খড়ের চাল উড়ে যায়। ঘরের মধ্যে প্রবল বেগে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। তাঁর আসন-বাসন, খোল করতাল জলে সিক্ত, তখনও তিনি আপনমনে গেয়ে চলেছেন। মোক্ষদা দেবী সেখানে এসে তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে ডাকাডাকি আরম্ভ করেন। অবশেষে তাঁর হুঁস হয়, এবং ক্ষীণ সুরে বলেন, "তাইতো, সব যে ভিজে গেছে।" মোক্ষদা দেবী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কোনোমতে হাসি চাপেন।

নির্মলা একদিন বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, তুমি হরি হরি বলে গান কর। হরি কে?

'হরি ভগবানের এক নাম। ভগবানের অনেক নাম আছে।'

'হরিকে কেন ডাকে? নাম করলে কী হয়?'

'ভগবানের নাম গান করলে ভগবান তোমার কাছে আসবেন, যেমন তোমার নাম ধরে ডাকলে তুমি আস এসে কত কাজ করে দাও; ঠিক তেমনি ভগবান ও আসেন আর আমাদের কাজে সাহায্য করে দেন, কারণ তিনিতো সব জায়গায় আছেন, তাই আমাদের ডাক শুনতে পান।'

'ভগবান কি খুব বড়?'

'হাঁ, খুব বড়'

'কত বড়, ওই মাঠটার সমান?'

'তার থেকেও আরো অনেক অনেক বড়। তাঁকে মাপা যায়না। তিনি যখন দর্শন দেবেন, তখন দেখবে তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত বড় আর কত সুন্দর। আর তুমি যদি তাঁকে ডাক, তিনি ঠিক আসবেন।'

বিপিন বিহারী মহাশয় এভাবে তাঁর নিজ ইষ্ট দেবতার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস ব্যক্ত করতেন তাঁর ছোট্ট কন্যাটির কাছে। হরিকথার শেষে পিতাপুত্রী মিলে একত্রে গলা মিলিয়ে হরি গুণগান করতেন। বালিকা কন্যার মধুর কচি গলা সুদক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ পিতার মেঘমন্দ্র গম্ভীর কন্ঠের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক অনাস্বাদিত অপূর্ব নামামৃতরস সৃষ্টি করত।

(ক্রমশঃ)

☆

অনুভব

—ডাঃ চিত্ততোষ চক্রবর্তী

কিছু বুঝিনা, কিছু জানিনা
কেন জানিনা, তোমাকে মা
স্মরণ করে শান্তি পাই।
দেহের কষ্ট, মনের কষ্ট
প্রিয়জনকে হারান কষ্ট
তখন আমি ভুলে যাই।
কৃপা যখন মনে পড়ে
নয়ন হতে জল ঝরে
তখন তোমার সাড়া পাই।

মান অপমান নিন্দা স্তুতি
চিত্ত মনের অনুভূতি
ভুলে মাগো থাকতে চাই।
তোমার কথা লাগে ভাল
হৃদয় গুহায় জ্বলে আলো
সেই আলো 'মা' রেখ সদাই।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-স্বরূপামৃত

(পূর্বানুবৃত্তি)

—শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য্য

শক্তিরূপিণী মহামায়া আদ্যাশক্তি দুর্গা

মহাশক্তি সকল শক্তির উৎস। তিনি অপ্রতিহতা (ঋ.বে.২.১.১৩৬.৩) অর্থাৎ যাঁকে কেউ আঘাত করতে পারে না–এর অর্থ হল তিনি এক-অদ্বিতীয়া। আঘাত করার শক্তিও তিনি। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা" দেবী মহাশক্তি সর্বভূতে শক্তিরূপেই বিরাজিতা। তিনি সর্বভূতে চৈতন্যরূপেও অবস্থান করছেন, "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে" (শ্রীশ্রী চন্ডী, ৫ অধ্যায়)। শুধু তাই নয়, তিনি মা "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা' অর্থাৎ তিনি নিখিল বিশ্বের সর্বত্র মা হয়ে বিরাজ করছেন। মহাশক্তি মা'ই আদ্যাশক্তি। এই মা'ই ঋক্‌বেদের পরম দেবতা অদিতি। বৃহদ্দেবতায় বলা হয়েছে অদিতি ও দুর্গা একই দেবীর রূপ ভেদ মাত্র। দুর্গা রূপারূপের অতীত পরব্রহ্মস্বরূপিণী। উমা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা-ব্রহ্মশক্তি। তিনিই পুরাণের দুর্গা, মহামায়া। দুর্গা সর্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থিতা হয়ে সকলের আশ্রয় স্বরূপ হয়েছেন জননীরূপে। মহাশক্তি দুর্গা স্বীয় মায়া শক্তিকে অবলম্বন করে বহুরূপে প্রকাশিতা হন।

মায়ের মধ্যে শক্তির উৎস, তাঁর খেয়ালে শক্তির ক্রিয়াটা প্রকাশিত হয়। মায়ের খেয়ালী ইচ্ছার লীলা খেলাটা রহস্যময়। মহাশক্তি মা'তে আর দুর্গাতে কোন ভেদ মা'র কথায় পাওয়া যায় না, তিনি যে আদ্যাশক্তি মহামায়া দুর্গা তা মা নিজেই প্রকাশ করে বলেছেন 'শক্তি স্বরূপিণী মহামায়া আদ্যাশক্তি ঐ জগদম্বা বিশ্বসৃষ্টিকারিণী, বিশ্বসংহারিণী, বিশ্বজননী। যে শক্তিতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। নিজেতেই নিজে, স্বয়ংই সত্তাস্বরূপ ঐ আত্মা ব্রহ্ম-তুমিতে আমিই" (স্বক্রিয় স্বরসামৃত, ষষ্ঠ ভাগ, পৃঃ ২৬১)। মায়ের খেয়ালে ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি হয় বিশ্বের তাঁর স্বকীয় শক্তির ভেতরই। মা বলেছেন, "এক ছাড়া দুই কোথায়?" শুধু তাই নয়, স্বশক্তির মধ্যেই মা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে অবস্থান করেন, "আমারত পাশ ফেরবার জায়গা নাই"–মা প্রকাশ করেছেন।

শক্তিরূপিণী মা ভগবতী অবতরণ করেছেন অব্যক্তলোক থেকে। ব্যবহারিক সত্তায় তাঁকে দেখা গেলেও বোঝা যাচ্ছে না তাঁকে। তবে তাঁর যে এই আবির্ভাব তা সত্য। ব্যক্তরূপে এলেও তিনি পূর্ণ। তাঁরই খেয়ালে তাঁরই বিশ্বের কিছু কিছু শক্তির প্রকাশ আমরা অনুভব করতে পারছি। সর্বশক্তি নিয়ে মা ভগবতী দুর্গা স্বয়ং আমাদের মধ্যে এসেছিলেন। নারদ পঞ্চরাত্র বলেছেন, 'সর্বশক্তি স্বরূপা মা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী (না.প.২.৬)। দেব্যুপনিষদ স্পষ্ট ভাবে বলেছেন, 'সাব্রবীদহং ব্রহ্ম স্বরূপিণী' (দে.উপ.মন্ত্র ১) অর্থাৎ তিনি বলেছেন 'আমি ব্রহ্ম স্বরূপিণী।' এই দুর্গা শক্তি অনুভূত হন আনন্দঘন রূপে, তাই তিনি পরব্রহ্ম 'সর্বাদ্যা তু ভবেচ্ছক্তিরানন্দগোচরা ব্রহ্মরূপ চিদানন্দা পরব্রহ্মৈব কেবলম'. (শ.স.৩.কা.খ.১.৯৯) অর্থাৎ সর্বাদ্যা শক্তি আনন্দঘন রূপে অনুভূত হন। তিনি চিদানন্দলক্ষণ কেবল পরব্রহ্মই। শক্তিতত্ত্ব আসলে মাতৃতত্ত্ব আর এই মাতৃতত্ত্ব আনন্দশক্তি প্রধান–শক্তিতে শুধু আনন্দ আর আনন্দ। অভিব্যক্ত ক্রিয়া অনুসারে শক্তিরূপিণী মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্গা কখনও মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী; কখনো কালী শিবানী রাধা সীতা।

মায়ের দুর্গারূপের স্বরূপ প্রকাশ হয়েছে তাঁর শক্তির বিচিত্র প্রবাহ তরঙ্গে। নিখিল বিশ্বের সন্তানদের দুঃখ দুর্গতি থেকে ত্রাণ করে আনন্দলোকে উত্তরণ করতে কৃপাময়ী মায়ের এবার অবতরণ। অভয়া রূপে দশদিকের বিপদ নাশ করতে মা স্বশক্তি নিয়ে স্বক্রিয় হয়েছিলেন। মা রূপ ধারণ করেছেন ভক্তগণকে কৃপা করবার জন্য। তিনি রূপে এলেন কি করে? মায়ার স্পন্দন তাতে আরোপিত হল বলেই তাঁকে পাওয়া গেল।

মা ক্রিয়ারূপা (শ্রীশ্রীচন্ডী, ৫.১৩)। মা বলছেন "ইচ্ছা শক্তির ক্রিয়া জাগতিক অভাব যোগেতে হয়, আর মহান শক্তির ক্রিয়া স্বভাব, ঐ মহাযোগের দিক হইয়া তাঁর অভাব জাগ্রত। সেইজন্য বলা হয়, করা আর হওয়া। যিনি করা রূপেতে তিনিই হওয়া রূপেতে" (স্ব০স্ব০চতুর্থ ভাগ০ পৃঃ ২২)। মা তাঁর ক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ভাবে বলেছেন "এ শরীরটা তো আপনা আপনিই খেলিয়া যাইতেছে। ইহার ভিতর যে যে গুলির প্রকাশ হওয়ার সেইগুলিই মাত্র প্রকাশ হইয়াছে" (স্ব০ স্ব০ পঞ্চম ভাগ০ পৃঃ ১১৫)। সাধনার খেলার সময় ক্রিয়ারূপা মা যে ক্রিয়ারূপ লীলা প্রকাশ করেছেন সে সম্পর্ক মা বলেন "এটা তো আর অন্য শক্তি আসিয়া অজ্ঞাতভাবে চালিত করিতেছে তা নয়। সেখানে তাঁহার নিজশক্তি নিজেই জ্বলন্ত প্রকাশ" (স্ব০ স্ব০ চতুর্থ ভাগ পৃঃ ১০৭)।

যোগক্রিয়ায় মা মহাযেগিনী, অদ্ভুত তাঁর যোগশক্তি। সাধনার খেলার সময় ছাড়াও, বিন্ধ্যাচল আশ্রমে মা একের পর এক আসন ও ত্রাটক করেন। মানুষের অসাধ্য আসন দেখেছিলেন স্বামী শংকরানন্দ সরস্বতী, শ্রীশশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় এবং স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ। ঘন্টা খানেক আসন হবার পর মা বলে উঠলেন "গৌরীর অষ্টাঙ্গ যোগ।" এই প্রসঙ্গে স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ বলেছেন যে পাতঞ্জল যোগ দর্শনে অষ্টাঙ্গ যোগের কথা রয়েছে, যথা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এই সকল আসন ও ক্রিয়া যখন মহাযোগেশ্বরী মায়ের অপ্রাকৃত দিব্য শরীরকে আশ্রয় করে সহজ ভাবে হচ্ছিল, তা দেখে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগে ছিল যে মা কি গৌরী রূপে আপন পরিচয় দিলেন? (সন্তান বৎসলা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, পৃঃ২৭১)।

সাধনা মানেই যোগ সাধনা। আর যে প্রযত্নের দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় তাই সাধনা। মা যোগেশ্বরীর ক্ষেত্রে সাধনা কোন সিদ্ধিলাভের জন্য হয় নি। মা স্পষ্টভাবে বলেছেন "জানিও জীব ভাব আমাতে আছে সত্য, কিন্তু আমি জীব নই এবং অজ্ঞানতা নাশ করিবার জন্য এ শরীর সাধনা করে নাই। সাধনার কথা যে বলিলে, বাস্তবিক উহা আছে। জীব যে ভাবে সাধন করে, আমিও খেয়াল বশে সেই ভাবেই সাধন করিয়াছি। বাস্তবিক উহা খেয়াল বই আর কিছু নয়" (মায়ের কথায় মা, পৃঃ ৫৮)।

মা স্বয়ং সিদ্ধিরূপা বলে শ্রীশ্রী চন্ডী বলেছেন, "সিদ্ধ্যৈ কূর্মৌ নমো নমঃ" অর্থাৎ সিদ্ধিরূপাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি (শ্রীশ্রীচন্ডী, ৫.১১)। মা "পূর্ণব্রহ্মনারায়ণী" বলে স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন ভক্তের ভাবনায়। তিনি **পূর্ণ, তাই** মায়ের মধ্যে আট রকমের যোগসিদ্ধি (প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত) ছিল যা সিদ্ধ যোগী লাভ করে থাকেন। ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে শ্রীল জীব গোস্বামী লিখেছেন যে ভগবানে এই সমস্ত প্রাকৃত সিদ্ধি এবং সব রকম অপ্রাকৃত সিদ্ধি পূর্ণরূপে থাকে, তাই ভগবানকে বলা হয় সর্বসিদ্ধি সম্পন্ন। মা ভগবতী দুর্গা স্বরূপিনী, অসংখ্য ভক্ত তাঁকে দশভূজা রূপে দেখেছেন এবং ভেবেছেন। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ও মা একাত্ম। শ্রীল জীব গোস্বামী ভাগবত সম্পর্কে গৌতমীয় তন্ত্র হতে উদ্ধৃতি দিয়েছেন– "যঃ কৃষ্ণ সৈব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্গা স্যাৎ যা দুর্গা কৃষ্ণ এবসঃ” অর্থাৎ ‘যিনি কৃষ্ণ তিনিই দুর্গা। যিনি দুর্গা তিনিই কৃষ্ণ।’

ভক্তিতত্ত্বে ঈশ্বরী বা ভগবতী কাকে বলব? মা সর্বভূতের ঈশ্বরী, কারণ তাঁর মধ্যে রয়েছে “ঐশ্বর্যঞ্চ সমগ্রঞ্চ বীর্যঞ্চ যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান, বৈরাগ্যঞ্চৈব যন্নাম ভগ ইতি উক্তম্।” অর্থাৎ ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য যাঁর মধ্যে রয়েছে তিনিই ভগবান। মা ভগবানের পূর্ণশক্তি নিয়ে অবতরণ করেছিলেন। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে কোন মানুষের মধ্যে এই ছয়টি গুণের সমাহার হলে তিনি ভগবান হতে পারেন। কিন্তু মায়ের ভাষায় স্বমূল বা স্বয়ং রয়েছেন সর্ব উপরে চরম সত্তা হয়ে। যাঁর আংশিক শক্তি নিয়েই কেউ কেউ নানা অবতারের সৃষ্টি হয়েছে বলেন। এইসব অবতার বিশ্বের নিয়ন্ত্রাও হতে পারেন, ভগবান তো হতেই পারেন, কিন্তু স্বয়ং বা চরম পরম সত্তা নন—পরম সত্তা মহাশক্তি মা।

মায়ের লীলায় যোগশক্তির প্রকাশটা বহু সন্তানই অনুভব করেছেন। এই শক্তি দ্বারা মার খেয়াল হলে তিনি চমৎকারিত্ব প্রকাশ করতেন। অঘটন ঘটাতে পারতেন মহাযোগিনী হয়ে। মা তো সকলের মনের কথা জানতে পারতেন এবং সকলের অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারতেন। দেখা মাত্র সকলের মনোভাবও বুঝতে তাঁর অসুবিধা হত না। তাছাড়া সন্তানের সঙ্গে মার এমন যোগাযোগ ঘটত যার দ্বারা সন্তান সাধন ক্রিয়া সম্পাদন করতে পারত। এসবের মূলে ছিল মার যোগশক্তির প্রভাব। যোগশক্তি আর অলৌকিক শক্তি কিন্তু আলাদা কিছু নয়। এ শক্তি ভক্ত সন্তানের ভেতর একটা আলোড়ন, একটা শিহরণ, একটা অনাবিল শান্তি আর আনন্দ এনে দিতে পারে। তবে আনন্দ পেতে হলে মায়ের সঙ্গে যোগাযোগের শুভক্ষণে আত্মসমর্পণ করতেই হবে। যোগশক্তির ক্রিয়া ভোলানাথ অনুভব করে ছিলেন। মাকে জানকীবাবু প্রশ্ন করেছিলেন যে “আপনি যে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাহার প্রমাণ কি?” মা বলিলেন “দেখিতে চাও?” মা ভোলানাথকে কাছে আসতে ও বসতে বললেন। তারপর মা ভোলানাথের ব্রহ্মতালু হস্তের দ্বারা স্পর্শ করলেন। ওঁকার উচ্চারণ করতে করতে ভোলানাথ মাটিতে আসন করে বসে পড়লেন। পাথরের প্রতিমার মত অর্ধ উন্মীলিত উর্দ্ধনেত্র হয়ে বাহ্য জ্ঞান হারিয়ে তিনি অচল ও শান্ত হয়ে বসে গিয়েছিলেন। এমন আসনে ভোলানাথকে কেউ কখনও দেখে নাই কোনদিন। ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যাচ্ছে। শান্ত স্থির এক অদ্ভূত স্থিতি তখন। হঠাৎ জানকী বাবু মার কাছে প্রার্থনা জানালেন—“এখন রমনীবাবুর (ভোলানাথের) স্বাভাবিক অবস্থা হোক, এই আমাদের প্রার্থনা।” মা আবার ভোলানাথের ব্রহ্মতালু স্পর্শ করলেন। ভোলানাথ ক্রমে ক্রমে পূর্ব অবস্থায় ফিরে এলেন। তখন তিনি বলেছিলেন—“আমি এই সময় কি রূপ আনন্দ বলিলেও বলা হয় না, অবর্ননীয়। জড়বৎ নয়, অজ্ঞানও নয়, বুঝান যায় না” (স্ব০ স্ব০ চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ১২০-২১)।

মহাযোগেশ্বরী মার অলৌকিক শক্তির সংবাদ মাই আপন খেয়ালে একবার স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থকে বলেন “আজ যদি বেলা তিনটা ও চারিটার মধ্যে এই শরীর (নিজেকে লক্ষ্য করিয়া) যে ঘরে থাকে সেই ঘরে তোমরা কেহ যাইতে তাহা হইলে এই শরীরটাকে সেখানে পাইতে না। এমন কি এই শরীর যে খাটে শুইয়াছিল সেই খাট, বিছানা, বালিশ কিছুই দেখিতে না।” স্বামীজী প্রশ্ন করেছিলেন যে জড় পদার্থ খাট বিছানাদি কেমন করে অন্যত্র গেল? মা তাঁর স্বভাবে অবস্থান করে আপন খেয়ালে উত্তর দিয়েছিলেন—“এই শরীরের সঙ্গে যখন একসের ওজনের জিনিস যাইতে পারে তখন এক মণ কি দশমণ ওজনের জিনিস যাইতেই বা বাধা কি? এই শরীরের সংস্পর্শে যাহা ছিল সবই চলিয়া গিয়াছিল” (সন্তান বৎসলা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, প্রথম ভাগ, ২৭৯)।

মায়ের শক্তির ক্রিয়াদি আপনা আপনি হত। মা বলেছেন, “দেখ, ঐ ক্রিয়াদি যখন আপনা আপনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া যাইত. ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া একটু করিতে গেলেই শরীর একেবারে গোলমাল হইয়া যাইত, তখনই ত দ্রষ্টা স্বরূপে সব দেখা যায় যে, আমার ইচ্ছাশক্তির কোন ক্ষমতাই নাই, তিনি যেমন করাইতেছেন তেমনই হইয়া যাইতেছে। সেই মহাশক্তির ক্রিয়াগুলি শরীরের মধ্যে হইয়া যাইতেছে আর আমি বসিয়া বসিয়া দেখিতেছি।" এখানে মা দ্রষ্টা। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়া। তিনি নিজেই আনন্দশক্তি, তিনিই আনন্দের প্রকাশক এবং প্রকাশাত্মা। সাধনার খেলার সময় আপন খেয়ালে মা নিজে নিজেকে দেখছেন। কর্তাও মা, বিষয়ও মা নিজে—নিজের ভেতর কে যেন আর একটা মাকে বের করে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন—এ যেন এক সত্যের দ্বিধারূপ আর একাত্মা হইয়া। এই অবস্থাই আনন্দ। এই আনন্দের মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্রহ্মান্ড। স্বভাবের এই অবস্থায় আনন্দ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন জাগে খেয়ালী ইচ্ছাশক্তি, প্রকাশ তখন বহির্মুখ, শুরু হয় মায়ের সর্বোত্তম নরলীলা। মায়ের লীলা অপ্রাকৃত। মা বলেছেন "প্রকৃতির উপর উঠিতে না পারিলে কেহ এই লীলা করিতেও পারে না, বুঝিতেও পারে না। ঐ লীলায় প্রকৃতির অধিকার নাই" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৯৭)। মা লীলার সময়ও ইচ্ছা করে কিছু করেন নি, তিনি বলেছেন "এ শরীর তো ইচ্ছা করে কিছুই করে না।" মা স্বয়ং যোগশক্তি যোগক্রিয়া। সাধনার খেলার সময় বাইরে কিছু কিছু প্রকাশ হয়েছিল তাঁর যোগশক্তির প্রভাব, অবশ্য পরেও হয়েছিল কিছু। তার কারণ সম্পর্কেও মা প্রকাশ করলেন তাঁর অভিমত, 'হয়তো তাহাই ফুটিবার দরকার ছিল তাই হইয়া গিয়াছে" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী সপ্তম (পূর্বাদ্ধ) পৃঃ২০৬)।

মার কোন পরিবর্তন নেই। মা বলেছেন শিশুকাল থেকে সর্বদাই একই রকম আছেন। তিনি সর্বদাই মহাযোগযুক্ত. সহজ সমাধিতে প্রতিষ্ঠিতা। তাঁর যোগক্রিয়া বা যোগশক্তি, কোন তন্ত্রমন্ত্রের শক্তি নয়—এ সম্পর্কে মা স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন "এই শরীর তন্ত্রমন্ত্র কিছুই করে না। এ শরীর ঐ সব ক্রিয়া কাহাকে বলে, কি করে, সে সবের বালাই নাই" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী একাদশ ভাগ, পৃঃ ১৭৩)।

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী মায়ের জন্মোৎসব

(দেরাদুন রামতীর্থ আশ্রমে)

(শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দিদির অপ্রকাশিত ডায়েরী হইতে লিখিত—কুমারী চিত্রা ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

৩০শে এপ্রিল, ১৯৭৭—

মা দেরাদুনে কিষণপুর আশ্রমে রায়পুর হইতে আজই পৌঁছিয়াছেন। বিকাল ৪॥ টার সময় রামতীর্থ আশ্রমের মোহন্ত স্বামী গোবিন্দ প্রকাশজী মাকে নেবার জন্য আসিলেন। তাঁরই আমন্ত্রণে মা দেরাদুনে আসিয়াছেন। প্রায় ৫টার সময় মা রওনা হইলেন। প্রথমে কল্যাণ বনে রামজীর মন্দিরে পরে রামতীর্থ আশ্রমে পৌঁছিলেন। পঞ্চ শঙ্খ বাজাইয়া মাকে অভ্যর্থনা করা হইল। গোবিন্দ প্রকাশজী মাকে নিয়া রামতীর্থজীর সমাধি বেদীতে বসাইলেন। পাঁচজন সধবা মাকে আরতি করিল। অনেকটা সময় মা সেখানে বসিলেন। তারপর আপন ঘরে আসিলেন।

১লা মে, ১৯৭৭—

আজ মা খুব ভোরেই উঠিয়াছেন। মাকে আজ অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাইতেছিল, ১০টার সময় নীচে নামিলেন। আজ গিরিজীর বিশেষ দিন (সন্ন্যাসতিথি)। মেয়েরা আজ সকাল ৮টা হইতে সম্পূর্ণ গীতা পাঠ আরম্ভ করিল। দুপুরে ভাণ্ডারা। মা এবং মহারাজজী ঘরের সামনে বসিলেন। অনেক ভক্তবৃন্দ চাতালে বসিয়া আছে। আমিও মায়ের নির্দেশে মায়ের কাছে বসিয়া আছি। মহারাজজী বলিলেন—"আজ বিশেষ সৌভাগ্যের দিন যে মা এখানে উপস্থিত এবং এই দিনটি গিরিজীর উৎসবের একটি বিশেষ দিন।" তারপর গিরিজীর দুই একটি ঘটনা জানিতে চাহিলেন। মা গিরিজীর দুই তিনটি ঘটনা বলিলেন।

দিদিমার বিষয় মার বলা ঘটনা—

একটি ঘটনা হইল এই—গিরিজী কনখলে। আর মা অনেকদূরে রাজস্থানে জয়পুরে উৎসবে আছেন। গরমের দিন। দুপুরে গিরিজী শুইয়া আছেন। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"পুষ্প, পুষ্প—তোদের মাকে জল দে তেষ্টা পাইয়াছে।" একবার নয় দুই তিন বার বলাতে গিরিজীর সেবিকার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; বলিল—"এখানে মা কোথায়? আর পুষ্পই বা কোথায়?" গিরিজী আর কি বলিবেন। পরে শোনা গেল—ঠিক ঐ সময় মা পুষ্পকে ডাকিয়া দুই তিনবার ডাকিয়া জল চাহিয়া ছিলেন এবং মায়ের সত্যিই তেষ্টা পাইয়াছিল। আর একটি ঘটনা গিরিজী একবার খুব অসুস্থ ছিলেন সেই সময়কার। আর একটি ঘটনা মা বলিলেন গিরিজীর অন্তিম সময়ের।

এরপর আশ্রমের তরফ হইতে গোবিন্দ প্রকাশজীকে স্বরূপানন্দ চন্দন মালা পরাইল। ৫০ খানা কম্বল, এক পেটী আপেল, দুই বাক্স মিঠাই, এন্ডির চাদর এবং নগদ ৫ হাজার টাকা আশ্রমের তরফ হইতে তাঁহাকে দেওয়া হইল। স্বরূপানন্দ পঞ্চপ্রদীপের আরতি করিল। উপস্থিত সকলকে ফল মিষ্টি বিতরণ করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল। ভজন গান চলিতেছে। পরিবেশ সুন্দর।

মা দিনের বেলায় নীচের ঘরে থাকেন, রাত্রিতে উপরের ঘরে। চারিদিকে পাহাড় ঘেরা আশ্রমটি। নানা ফলের গাছে ছায়াঘন হইয়া রহিয়াছে। একান্ত পরিবেশ।

হংকংয়ের শেঠ মুরঝানি–

রাত্রে মুরঝানির পুত্রবধূ আসিলে মা অনেক কথা বলিলেন। যেমন অদ্বৈতবাদের মূলমন্ত্র, চার আশ্রমের মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা, সন্ন্যাসীর লাল কাপড় ও মুণ্ডনের অন্তর্নিহিত অর্থ, এক আত্মা পৃথিবী ব্যাপী–এমন আরও অনেক কথা হইল।

২রা মে, ১৯৭৭–

আজ মায়ের শরীর একেবারেই ঠিক নাই। বেশ একটু বেলা করিয়াই উঠিলেন। দেখা গেল মুখের নানা জায়গা ফুলিয়াছে। আজ মায়ের জন্মতিথির প্রথমদিন। মন্দিরে চণ্ডীর ঘট বসিয়াছে, ১২জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চণ্ডীপাঠে বসিয়াছেন। পূজা, ভোগও হইবে। আজ হইতে তিথি পূজা পর্যন্ত ইহা চলিবে। সুন্দর করিয়া মন্দিরটি সাজানো হইয়াছে। রাত্রি ৩টায় এইখানে মায়ের পূজা হইবে–তারই প্রস্তুতি চলিতেছে। সকাল ৯॥টায় প্যাণ্ডেলে হরগোবিন্দজীর পার্টীর "রাসলীলা" আরম্ভ হইল। মা ১০টায় প্যাণ্ডেলে আসিলেন। ফুলের মালা সকলের জন্য দিলেন। তখন কৃষ্ণের বাল্যলীলা হইতেছিল। হাতের গোলাপের তোড়াটি কৃষ্ণকে দিলেন। ইতিমধ্যে মা মন্দিরেও গিয়াছিলেন অল্প সময়ের জন্য। বেশ খানিকটা সময় মা রাস দেখিলেন। বিকাল ৩টা হইতে ৬টা পর্যন্ত সৎসঙ্গ। অনেক সাধু সন্ত, মহাত্মারা আসিয়াছেন রামতীর্থ আশ্রমে এই উৎসব উপলক্ষে। প্রতিদিনই ভাষণ হইবে। আজ ম০ ম০ স্বামী বিদ্যানন্দজী, পূর্ণানন্দজী প্রমুখ মহাত্মারা ভাষণ দিলেন। বিদ্যানন্দজী বলিলেন–"তত্ত্বমসি শ্রবণ ছাড়া ভক্তির উদয় হয়না।" জ্ঞান এবং ভক্তির সমন্বয় দেখাইয়া মধুর ভাষণ দিলেন। সকলেরই ভাল লাগিল। পূর্ণানন্দজী বলিলেন–'মহাপুরুষদের কৃপা ছাড়া কিছু হইবার নয়। মায়ের কৃপা করুণা ছাড়া জীবের উদ্ধার নাই" ইত্যাদি। ৬টায় সৎসঙ্গ সমাপ্ত হইল। রাত্রে মুসলধারায় বৃষ্টি নামিল। ৩টায় মায়ের জন্মদিনের পূজা মন্দিরে। বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া ২টা হইতে সকলে মন্দিরে যাইতে আরম্ভ করিল। ৩টায় পূজা আরম্ভ হইল। প্রায় ৫টা বাজিল শেষ হইতে। সকল ছেলে মেয়েরা ভজন কীর্তন করিল যতক্ষণ পূজা হইতেছিল। নির্বাণ পূজা করিল। ৫টায় সকলে মায়ের নিকট আসিল আরতি, পূজার সামগ্রী লইয়া। মা তখন শুইয়া আছেন। সাড়ী, মালা, চন্দন দিয়া মাকে সাজানো হইল। আরতি করিল নির্বাণ, চণ্ডীর স্তোত্র পাঠ, বেদের মন্ত্রপাঠ হইল, সকলে প্রণাম করিল।

৩রা মে, ১৯৭৭–

আজ সকাল হইতে মা কেমন একটু অন্যমনস্ক। যথারীতি সকলের পূজা প্রণাম সকাল হইতেই শুরু হইল। নানাস্থান হইতে ভক্তবৃন্দ আসিয়াছেন মায়ের পূজার জিনিষপত্র লইয়া। আজ অখণ্ড রামায়ণ পাঠ আরম্ভ হইল। সকাল ৯টা হইতে ১১টা রাসলীলা হইতেছে প্যাণ্ডেলে। মা প্রায় ১০টায় নীচে নামিলেন। প্রথমে রামায়ণ পাঠের ওখানে গেলেন একটু বসিলেন। একটুপরে স্বামী পূর্ণানন্দজী আসিলেন মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে। দুইজনেই রাসলীলায় গেলেন এবং কিছু সময় সেখানে অতিবাহিত করিলেন। বিকাল ৩টায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৎসঙ্গ। গোবিন্দ প্রকাশজী, হংসপ্রকাশজী, বিদ্যানন্দজী, শান্তানন্দজী প্রভৃতি মহাত্মারা জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিলেন। হঠাৎ দিল্লীর নিরঞ্জনী আখাড়ার কৃষ্ণানন্দজী আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন যে তিনি গঙ্গোত্রী অভিমুখে রওনা হইয়াছিলেন অন্য পথ ধরিয়া। হঠাৎ তাঁহার কি মনে হইল—সেই পথ পরিত্যাগ করিয়া মুসৌরীর পথ ধরিয়া যাইবেন স্থির করিলেন। এই পথেই মা অবস্থান করিতেছেন। বলিলেন—"স্বয়ং মা ভবানীর দর্শন হইবে বলিয়াই পথের নিশানা পরিবর্তন হইল।" দুই চার কথা আরও বলিয়া তিনি বিদায় নিলেন। বিদ্যানন্দজী আজ মায়ের নিকট বিদায় নিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

৪ঠা মে, ১৯৭৭—

আজ মায়ের শরীর খুবই এলোমেলো। সকাল হইতেই লোকের ভীড়। সকলেই ফুল, মালা, সাড়ী, ফল, মিষ্টি দিয়া মাকে পূজা করিতেছে। প্রায় সারাদিনই ইহা চলিতেছে। সকালে আজ মা সৎসঙ্গে গেলেন না। বিষ্ণু অশ্রমজী আসিবেন মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে।

বেলা ৩টায় সৎসঙ্গ। জগদ্গুরু আশ্রমের ম০ম০ প্রকাশানন্দজী, নির্বাণী আখাড়ার গিরিধর নারায়ণ পুরীজী, শুকতালের দণ্ডী স্বামী শ্রী বিষ্ণু আশ্রমজী, শান্তানন্দজী প্রমুখ মহাত্মারা ভাষণ দিলেন। সব মহাত্মারা ও মায়ের কৃপা আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছে। এখানে প্রতিদিনই ভাণ্ডারা চলিতেছে। মাকে কোন সময় প্যাণ্ডেলে, কোন সময় রামায়ণ পাঠের ঘরে, কোন সময় বা আঙিনায় দেখা যাইতেছে। কখনও নীচের বারাণ্ডায় বা সিঁড়িতেও বসিতে দেখা যাইতেছে। কারণ সকল স্থানেই সকলে মাকে চাহিতেছে।

৫ই মে, ১৯৭৭—

আজ সকালেই মা নীচে আসিলেন। ১০টায় প্যাণ্ডেলে গেলেন। আজ ১০৮ কুমারী পূজা, নীচের বারান্দায় কুমারীদের আসন পাতা হইয়াছে। পাশের আর একটি বারান্দায় কুমারী ও বটুকদের বসান হইয়াছে। মাঝখানে মায়ের আসন করা হইয়াছে। মা প্যাণ্ডেল হইতে সোজা এখানে আসিলেন। সাড়ী গহনায় মাকে সুন্দর ভাবে সাজানো হইল। মোহন্তজী, চিদানন্দ স্বামীজী এবং আরও কয়জন এই অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। সনন্দন পূজা করিল। এবার মা সকল কুমারীর মাথায় ফুল দিলেন। একজন কুমারী ও একজন বটুকের হাত হইতে সামান্য ভোগ গ্রহণ করিলেন। অপূর্ব দেখাইতেছিল মাকে লালটুকটুকে সাড়ী ও রূপার গহনায়।

বলিতে গেলে প্রায় সারাদিনই ভক্তরা মাকে পূজা করিতেছে। বিরাম নাই। ৩টায় সৎসঙ্গ আরম্ভ হইল। জ্ঞান ও ভক্তির উপর নানাভাবে, নানারূপে সকলে ভাষণ দিলেন। অন্তর্জ্ঞান দ্বারাই অনুভূতি আসে। ভক্তি মানেই সেবা। সেবার দ্বারাই অন্তর শুদ্ধি হয় ইত্যাদি। সকলেই প্রায় বলিলেন—"মায়ের শক্তি অসীম। মায়ের কৃপা ছাড়া কোন কিছুই সাফল্য মণ্ডিত হবার নয়।"

আজ দুপুরে উত্তর প্রদেশের গভর্নর ডা০ চেন্না রেড্ডী আসিয়াছেন মায়ের তিথি পূজায় যোগ দিতে। আজ সকাল ৮টায় মা মুসৌরীর দিকে গিয়াছিলেন সাধুদের সঙ্গে। পথে শোনা গেল নিমসারের ত্রিবেদীর বড়ভাই বাল্যগঞ্জ নামক স্থানে একটি ছোট্ট আশ্রম করিয়াছেন। তারই অনুরোধে মা সেখানে গিয়াছিলেন। সুন্দর স্থান। আশ্রমিক পরিবেশ। আজ সারারাত 'মা' নাম কীর্তন করিল ভক্ত মহিলাবৃন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬ই মে, ১৯৭৭—

ভোরে মায়ের মঙ্গল আরতি হইল। শঙ্খ, ঘন্টা ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত। ভোরেই আজ মা উঠিলেন। মায়ের ঘরে রাণু পূজা করিল। আজ কাতারে কাতারে ভক্তবৃন্দ পূজার সামগ্রী লইয়া দাঁড়াই আছে। আর মা ও যতটা সম্ভব তাদের মনোবাসনা পূরণ করিতেছেন। আজ রাত্রি ৩টায় তিথি পূজা। ওদিকে ভোর হইতেই সকলে ব্যস্ত। সুন্দর ভাবে মণ্ডপ সাজানো হইয়াছে। নানাপ্রকার পূজার সামগ্রীতে মণ্ডপ পরিপূর্ণ। একদিকে মহাত্মাদের বসিবার স্থান করা হইয়াছে। আজ ৯ কুমারী পূজা হইল। তাতেও, মা যোগ দিলেন। বিকালে মা সৎসঙ্গে গেলেন। মহাত্মাদের ভাষণ হইল। অনেকেই বলিলেন—"মা স্বয়ং ব্রহ্মরূপিণী, পরাশক্তি। মায়ের আশীর্বাদ ভিন্ন কিছু হবার নয়।" আজ মহাত্মাদের অনেকে ২।১ জন করিয়া মায়ের ঘরে গিয়া মাকে নমো নারায়ণ' করিয়া আসিয়াছেন এবং আশীর্বাদ চাহিয়াছেন। শুনিলাম আম্রবৃক্ষের নীচে নাকি মায়ের জন্ম হয়। এবার আম্রবৃক্ষের নীচেই মায়ের পূজার বেদী তৈয়ারী করা হয়।

প্রায় রাত্রি পৌনে ৩টার সময় রৌপ্য নির্মিত পাল্কীসহ সকলে মাকে আবাহন করিতে গেলেন। নির্বাণী আখাড়ার মোহন্তজী, চেন্না রেড্ডী, ভাইয়া, কানিয়াভাই, নির্বাণ, ভাস্কর, নির্মল প্রভৃতিরাও ছিল। সকলের অনুরোধে মা পাল্কীতে উঠিলেন। শঙ্খ, ঘন্টা, উলু ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত। পাল্কী আসিল পূজা মণ্ডপের সামনে। সকলকে প্রণাম করিয়া মা স্বস্থান গ্রহণ করিলেন। আজ সারাদিনরাত অখণ্ড ভজন, কীর্তন চলিতেছিল। সর্বপ্রথম মহাত্মাদের আরতি করিল ছেলেরা। মায়ের পূজা চলিল ভোর ৫টা পর্যন্ত। নির্বাণ পূজা করিল। পূজা শেষে সকলে লাইন করিয়া মাকে প্রণাম করিল। মা সমাধিতে পড়িয়া আছেন।

৭ই মে, ১৯৭৭—

১১-৩০টার সময় মা পূজা মণ্ডপ হইতে ঘরে আসিলেন। দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন চলিতে পারিতেছেন না। ঘরে ফিরিয়া ঐ ভাবেই মা বিছানায় পড়িয়া রহিলেন অনেক বেলা পর্যন্ত। আজ অনেকেই চলিয়া যাইবে এবং মাও কনখল আশ্রমে আসিবেন। তাই অনেক বেলায় কেউ কেউ প্রণাম করিতে যাইতেছে মার ঘরে। বিকাল ৫॥টার সময় সকলের নিকট বিদায় নিয়া মা কনখল আশ্রমের-উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের কথা

(তিন)

—শ্রী নিগমকুমার চক্রবর্তী

শ্রীমদ্ভবদগীতার নবম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন :

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"

মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ সম্পাদিত শঙ্করভাষ্য, আনন্দগিরিটীকা ও ভাষ্যানুবাদ সমেত গীতার ৭ম সংস্করণ (সংশোধিত ও পরিমার্জিত) ৫০৯-৫১০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত শ্লোকের যে পর্যালোচনা বহন করছে তার উদ্ধৃতি নিম্নে লিপিবদ্ধ করছি

(অন্বয়। মম ভূতমহেশ্বরং পরং ভাবম অজানন্তঃ মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতম (মত্বা) মাম অবজানন্তি (অবজ্ঞাং কুর্বন্তি)॥

অনুবাদ। প্রাণী সমূহের উপর সর্বপ্রকারে ঐশ্বর্যপূর্ণ আমার পরমভাব বোধে অসমর্থ হওয়ায় অজ্ঞব্যক্তিগণ, মনুষ্যমূর্তিধারী সামান্য জীব বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে॥

ভাষ্য। এবং মাং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাবং সর্বজন্তূনামাত্মানমপি সন্তম্–অবজানন্তি অবজ্ঞাং পরিভবং কুর্বন্তি মাং মূঢ়া অবিবেকিনো মানুষীং মনুষ্য–সম্বন্ধিনীং তনুং দেহম্ আশ্রিতং মনুষ্যদেহেন ব্যবহরন্তম্ ইত্যেতৎ। পরং প্রকৃষ্টং ভাবং পরমাত্মতত্ত্বমাকাশকল্পম আকাশাদপি অন্তরতমমজানন্তো ভূতমহেশ্বরং সর্বভূতানাং মহান্তমীশ্বরং স্বমাত্মানং ততশ্চ তস্য মমাবজ্ঞানভাবনেন হতা বরাকাস্তে॥

আনন্দগিরিটীকা।সর্বাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসো নিত্যমুক্তশ্চেৎ ত্বং তর্হি কিমিতি ত্বামেবাত্মত্বেন ভেদেন বা সর্বে ন ভজন্তে তত্রাহ–এবমিতি। বিপর্যস্তবুদ্ধিত্বং ভগবদবজ্ঞায়াং কারণমিত্যাহ মূঢ়া ইতি।

ভগবতো মনুষ্যদেহসম্বন্ধাৎ তস্মিন্ বিপর্য্যাসঃ সম্ভবতীত্যাহ–মানুষীমিতি। অস্মদাদি বদ্দেহতাদাত্ম্যাভিমানং ভগবতো ব্যাবর্তয়তি–মনুষ্যেতি। ভগবন্তমবজানতম্–বিবেকমূলাজ্ঞানং হেতুমাহ–পরমিতি। ঈশ্বরাবজ্ঞানাৎ কিং ভবতীত্যপেক্ষায়াং তদবজ্ঞানপ্রতিবদ্ধবুদ্ধয়ঃ শোচ্যা ভবন্তীত্যাহ–ততশ্চেতি। ভগবদবজ্ঞানাদেব হেতোরবজানন্তস্তে জন্তবো বরাকাঃ শোচ্যাঃ সর্বপুরুষার্থবাহ্যাঃ স্যুরিতি সম্বন্ধঃ। তত্র হেতুং সূচয়তি–তস্যেতি। প্রকৃতস্য ভগবতোহবজ্ঞানমনাদরণং নিন্দনং বা তস্য ভাবনং পৌনঃপূন্যং তেনাহতাস্তজ্জনিতদুরিত প্রভাবাৎ প্রতিবদ্ধবুদ্ধয় ইত্যর্থঃ॥

ভাষ্যানুবাদ। আমার স্বভাব নিত্যযুক্ত ও নিত্যবুদ্ধ এবং আমিই সকল জীবের আত্মা, তথাপি 'মূঢ়গণ' অবিবেকী জনসমূহ আমাকে 'অবজ্ঞা করিয়া থাকে' পরিভূত করিয়া থাকে। 'মানুষী' মনুষ্যসম্বন্ধিনী তনুকে আশ্রয় করিলেও অর্থাৎ মনুষ্যদেহকে আশ্রয় করিয়া ব্যবহার করিলেও আমি প্রকৃতপক্ষে 'ভূতমহেশ্বর' জীবসমূহের পরমেশ্বর অর্থাৎ অন্তরাত্মা। আমার পরম 'ভাব' পরমাত্মতত্ত্ব যাহা আকাশকল্প অথচ আকাশ হইতেও অন্তরতম, তাহাকে না বুঝিয়াই আমাকে মূঢ়গণ অবজ্ঞা করিয়া থাকে (অর্থাৎ) আমার প্রতি এই প্রকার অবজ্ঞাভাবনা করে বলিয়া তাহারা সংসারে অত্যন্ত অকিঞ্চন ও শোচনীয় দশাগ্রস্ত হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ধৃতিটি করে রাখলাম দুটি কারণে। প্রথমতঃ আমার পূর্ববর্তী লেখায় শ্রীরমণ মহর্ষির আশ্রমের কয়েকজন সাধুর উপস্থিতিতে "মা" তাঁর আপন আবির্ভাবের যে প্রকাশ ব্যক্ত করেছিলেন তার সঙ্গে উপরোক্ত শ্লোকটির মৌলিক সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া সম্ভব এবং তৎপূর্ববর্তী ও তৎপরবর্তী (নবম অধ্যায়ের) কয়েকটি শ্লোকের মর্মাথ অনুধাবনে আমার অনুভূতি আরও আলোকিত হয়। "মা"র কাছে গঙ্গা গীতা ও গায়ত্রী আমার প্রথম পাঠ, সে কথা প্রথম অধ্যায়ে লিখেছি। এই পাঠই আমাকে পরবর্তী অনুভূতি ও প্রাপ্তিতে উজজীবিত করেছে এবং তাই নিয়েই আমার জীবনধারা গতিশীল।

আমার অনুভূতি সম্বন্ধে একজন বিদগ্ধচিত্ত অগ্রজপ্রতিম বন্ধু বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করায় ১৯।১০।৯২ তারিখে একটি কাব্যলিপি পাঠাই। সেটি পেয়ে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। সেই কবিতায় লেখা চিঠি থেকে কয়েকটি ছত্র নিম্নে লিপিবদ্ধ করছি :

সচ্চিদানন্দ ছাড়া আর আনন্দ কী কোথাও মেলে
আর তো সবই নিরানন্দ মায়াবর্তে ঘোরায় ফেলে
যে কমলের মধুর স্বাদটি খুঁজে বেড়ায় মন-ভোমরা–
সেখানেই তো রয়েছেন "মা" পরমজ্ঞানের দীপটি জ্বেলে॥
"মা" তো "আনন্দময়ী", সৎ চিৎ ও আনন্দেতে
ভিন্নভাবে করলেও বিহার, আছেন সদাই অভিন্নেতে
সৎ-এর মাঝে চিদানন্দ, সদানন্দ চিৎ-এর মাঝে–
আনন্দের মাঝে আছেন "মা" সচ্চিৎ–এর যুগ্মতাতে॥
তাই বলি মন ডাকো "মা"কে অন্তরেতে "মা" "মা" বলে
অন্তরে ও বাহিরেতে "জয়মা"–ধ্বনি-তরঙ্গ তুলে
ডাকতে ডাকতে পাবি রে মন চিৎ–সাগরের কূল-কিনারে–
আছড়ে যখন পড়বি সেথায়, দেখবি আছিস্ "মায়ের" কোলে॥
পুড়বে পঞ্চ-প্রদীপ-শিখায় পঞ্চভূতের এই প্রপঞ্চ-কায়া
ঘুচবে ধূম-জ্যোতিঃ ঘেরা শুক্লা–চান্দ্রমসী মায়া
উড়বে তখন তোর অজ-অমর অম্বর-নীল-ছত্র ভেদি–
ছায়া-পথের অপর পারে, আছেন যেথায় সর্বজয়া॥
সূর্য-চন্দ্র নেইকো সেথায়, নেইকো তারার হীরকমালা
নেইকো পূজার বেদী ঘেরা অর্ঘ-থালি বরণডালা
চিন্ময় ও চিরন্তনের বুকের উপর চিরন্তনী–
চিন্ময়ী সেই চিৎ-শক্তি করছেন সদানন্দ-লীলা॥
উড়ে যা মন ঐ মহাকাশে, পথের যেথায় নেই ঠিকানা
ঘটবে সেথায় দৃশ্যান্তরের পরে যে তোর প্রাপ্তি নানা
সেই প্রাপ্তির চেয়ে অধিক প্রাপ্তি কোথাও মিলবে না রে –
মিটবে যে তোর সকল তিয়াস, খুঁজবি না আর ঘর–বিছানা॥"

আমি কোথাও কোনো স্বপ্ন বা অনুভূতি যাচাই করতে যাই না। আগে যেমন "মা"কে জানাতাম, এখনো তাই করে যাই। আমার কাছে তিনি সর্বদা সর্বত্র বিরাজ করছেন। প্রথম দিকে, অর্থাৎ ১৯৮২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সালের ২৭শে আগষ্টের পর একটু চিন্তায় পড়েছিলাম। কিন্তু তন্মুহূর্তেই সেই চিন্তার নিরসন হল। সে ঘটনাটিই লিখছি।

জুলাই ১৯৮২র শেষ দিকে আমার লণ্ডন, প্যারিস ও নিউয়র্ক যাওয়ার প্রস্তাব এল। আট সপ্তাহ মত প্রবাসে থাকার সম্ভাবনা দেখা গেল। "মা"কে না জানিয়ে ও তাঁর অনুমতি না নিয়ে তো যাওয়া চলে না। শুনেছিলাম "মা" দেরাদুনে আছেন ও অসুস্থ। যতদূর মনে পড়ে দেরাদুন আশ্রমের ঠিকানায় "মা"র নামে পত্র দিলাম ও জানালাম যে আমি পাসপোর্টের দরখাস্ত করতে যাচ্ছি। তখনকার দিনে পাসপোর্ট পাওয়া এখনকার মত সহজ ছিল না। দরখাস্ত তৈরী করতেই বেশ কিছুদিন কেটে গেল। জমা পড়লো সেই ২৭শে আগষ্টেই। নিজে গিয়েই জমা দিলাম। জমা দিয়ে যখন পাসপোর্ট আফিস থেকে বেরিয়ে আসছি, তখন মনে হল যে দেরাদুন থেকে তো কোনো উত্তর এল না, এখন কী করণীয়। পরক্ষণেই মনে হল যে "মা" তো সবই জানতে পারেন ও দেখতেও পান-তবে কীসের চিন্তা। "মা"র ইচ্ছা না হলে পাসপোর্টও সময় মত পাওয়া যাবেনা, আমার যাওয়াও হবে না। মনে মনে "তোমার ভাবনা ভাবলে আমার ভাবনা রবে না" গানটি গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরে এলাম।

সন্ধ্যার পর আমাদের পূজোর জায়গায় "মা" কে দেখতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীকে ডাকলাম। তিনিও সেই অন্ধকারে "মা" র ক্রমশঃ অপসৃয়মান মূর্তিটি দেখতে পেলেন। আমরা দুজনে "মা" "মা" বলে তাঁর দিকে অগ্রসর হলাম প্রণাম করার উদ্দেশ্যে। তাঁর কাছে পৌঁছুবার আগেই তিনি হাত তুলে বরাভয় প্রকাশ করেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমার যেন মনে হল "সব কল্যাণ, বাবা, সব কল্যাণ" বলে ১৯৭২ সালে নৈমিষারণ্য থেকে আমার ফিরে আসার সময় "মা" যেমন করে আশীর্বাদ করেছিলেন ও বরাভয় দান করেছিলেন এবারেও যেন সূক্ষ্ম শরীরে আমাদের বাড়ি এসে তাই করে গেলেন। কয়েক সেকেণ্ড পরে আমি ঘড়ি দেখলাম। তখন তো কিছুই জানি না। সে রাত্রে রেডিও খোলা হয়নি, বাড়িতে টি ভি তো ছিল না। কোনো টেলিফোনও আসেনি "মা" র সম্বন্ধে। পরদিন প্রাতঃ কালে সংবাদপত্রের হেডলাইন আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দিল। সময়টি তো আগের রাত্রেই দেখে রেখেছিলাম-এ তো আশ্চর্যজনক কিছুই নয়। সেদিনই তরুণ ঠাকুরকে ঘটনাটি বলেছিলাম। আমাদের কারুর পক্ষেই তখন দেরাদুন অথবা কনখলে যাওয়া সম্ভব হয়নি। টি ভি-তে সব কিছু দেখেছিলাম এবং মহাসমাধি হওয়া পর্যন্ত জপধ্যানের মধ্যে দিয়েই "মা" র সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেছিলাম।

আর একটু না লিখলে প্রসঙ্গটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমার বিদেশগমনের প্রস্তুতি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে থাকলো এবং যাত্রার দিন ঘনিয়ে এলো। বিমান কোম্পানীর (KLM) কাছ থেকে এত সাহায্য ও সুবিধা পেয়ে গেলাম, যা আশাতীত। আমার দ্বিধা দেখে আমার স্ত্রী "মায়ের" লকেট গলায় ঝুলিয়ে দিলেন ও বললেন, দেখো কোথাও কোনো বাধাবিঘ্ন হবে না, শরীরও ঠিক থাকবে, "মা" তো শেষ মুহূর্তে আশীর্বাদ জানিয়ে থাকবেন, এখন "জয় মা" বলে যাত্রা করাটাই শুধু বাকি। সত্যিই তাই হল, সব কটি যোগাযোগ সফল হতে থাকলো, কোথাও কোনো অসুবিধা বা কষ্ট হল না। ৯ অক্টোবর রওনা হয়ে ছয় সপ্তাহ পরে ফিরে এলাম। এর পরেও বিদেশ গমনের কথাবার্তা হয়েছে, আমি আগ্রহান্বিত হলেও এড়িয়ে গেছি। "মা" তো রয়েছেন, কিন্তু তাঁর কথা বলে যিনি আমাকে মনোবল জুগিয়ে যেতেন, প্রায় দশ বৎসর যাবৎ তিনি আমার ঘরে নেই, "মা" র কাছে চলে গেছেন।

(ক্রমশঃ)

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে দুটি কথা

—শ্রী সোমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৬৫ সালের কথা। শ্রীশ্রীমা কাশী আশ্রমে আছেন। একদিন ভোরবেলায় আশ্রমে গিয়েছি এই আশায় যে যদি নিরিবিলিতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যাবার সুযোগ পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীমা দোতলায় ঘরে একা বসেছিলেন। পূর্বদিকের জানালার নিচের কপাট দুটি বন্ধ—ওপরের গুলি খোলা। মা অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঐ জানলা দিয়ে কেবল মায়ের মাথার উপর বাঁধা চুলের ঝুটিটুকু দেখবার সৌভাগ্য হল। মায়ের ঘরের সামনের ব্যালকনিতে আসবার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ—তাই যাবার উপায় নেই। সেইজন্য দরজা খুলবার অপেক্ষায় মা অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মা গঙ্গার অপূর্ব্ব শোভা দেখছিলাম। মন্দিরের ভেতরে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিতদের মধ্যে প্রাচীনতম এবং বিশেষ নিষ্ঠাবান ও অনুভূত মহাত্মা ব্রহ্মচারী অতুলদা পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। হঠাৎ তিনি মন্দিরের বারান্দায় এসে বললেন—তোমাকে দুটি কথা বলার ছিল। তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম শ্রীশ্রীমা ঘাড় উঁচুকরে উপরোক্ত অর্দ্ধেক খোলা জানলা দিয়ে আমাদের দেখে নিলেন।

ব্রহ্মচারী অতুলদা বললেন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একবার সমাধি অবস্থায় খুব উৎফুল্ল হয়ে হাসছিলেন। সমাধি ভাঙ্গলে পরে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে একজন শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে সমাধি অবস্থায় আজ তিনি এত আনন্দের সহিত হাসছিলেন কেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বললেন—"ওরে, আজ মা বলছিলেন যে এবার তিনি নিজেই এই ধরাধামে আসছেন।"

অতুলদা আবার বললেন—দ্বিতীয় কথা হল যে শ্রীশ্রীমা সাধারণতঃ এমন কোন কাজ করেন না যাতে কারো ভেতরে অহঙ্কার বাড়তে পারে। স্থান, কাল ও পাত্র হিসেবে যখন যেটি হবার নির্ভুলভাবে তিনি তাই করে যাচ্ছেন। উদাহরণ দিয়ে বললেন—দেখবে, যে কেউ হয়ত শ্রীশ্রীমায়ের কাছে এসেছেন, মা তাঁকে বসবার জন্য একটি আসন দিতে বললেন। আবার কাছেই হয়ত কেউ অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে একবার বসতেও বললেন না। কারও হাতে হয়ত একটা ফল দিতে বললেন আবার কেউ হয়ত হাত বাড়িয়ে একটা বাতাসাও পেল না। কেউ প্রণাম করার পর মা তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন আবার কেউ হয়ত মাথা এগিয়ে দিয়েও শ্রীশ্রীমায়ের করস্পর্শ পেল না। সবই স্থান, কাল ও পাত্র হিসেবে নির্ভুলভাবে মায়ের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে যাচ্ছে। এরকম স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহারের ব্যতিক্রম হলে পরে সেই সময় বঞ্চিত ব্যক্তির হাতে যদি ফল দিতেন বা বসতে আসন দিতেন কিংবা তাঁর মাথা স্পর্শ করতেন, তখন এই ভেবে হয়ত তাঁর মনে অহঙ্কার ভাব আসতে পারত যে তিনি নিজের বিশেষ ব্যক্তিত্ব গুণে মায়ের কাছে এই সম্মান বা অনুগ্রহ লাভ করেছেন। এই মতিভ্রম যাতে না হয় তার জন্যই দৃষ্টিকটু হলে পরেও পাত্রবিশেষের মঙ্গলের জন্যই শ্রীশ্রীমায়ের এই স্বতঃস্ফূর্ত নির্ভূল ব্যবহার হয়ে যাচ্ছে।

কথা শেষ করে ব্রহ্মচারী অতুলদা মা অন্নপূর্ণা মন্দিরের ভিতরে চলে গেলেন। মায়ের ঘরের জানলার দিকে তাকিয়ে দেখি যে শ্রীশ্রীমা পুনরায় ঘাড় উঁচু করে আমায় একবার দেখে নিলেন। আমার মনে হল যে ব্রহ্মচারী অতুলদা যা বললেন তা যেন শ্রীশ্রীমায়ের অনুপ্রেরণায় তাঁর মুখ দিয়ে প্রকাশিত হল। আমার অজ্ঞান অন্ধকার আচ্ছাদিত মনে ব্রহ্মচারী অতুলদার কথা দুইটি বিশেষ ভাবে আলোকিত করে তোলে। এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ নিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব

(দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম পাদ)

—আচার্য বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

স্মৃত্যনবকাশ দোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশ দোষপ্রসঙ্গাৎ ॥২।১।১॥

সাংখ্যদর্শনের প্রধান বা প্রকৃতিকে জগৎকারণ মানা যায় না।
এই দর্শন মানলে অন্য বেদান্তগত স্মৃতিশাস্ত্র স্বীকৃত হয় না।
ভগবদগীতা, বিষ্ণুপুরাণ, মনুস্মৃতি বেদানুগত স্মৃতিশাস্ত্র।
তারা সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছে মেনে বেদশাস্ত্র॥
গীতামাতা বলেন, পরমাত্মা সৃষ্টি করেন পরা-অপরা যোগ।
অপরা প্রকৃতি জড় জগৎ, পরা প্রকৃতি জীবাত্মা থাকে ব্রহ্ম যোগে॥
বিষ্ণুপুরাণ কহেন, সৃষ্টি করেন পুরুষোত্তম বিষ্ণু ভগবান।
সৃষ্টি, পালন ও সংহার কার্য করেন ঈশ্বর সর্বশক্তিমান॥
মনুস্মৃতি বলেন, সৃষ্টি হয় ঈশ্বর-সঙ্কল্পে শরীর থেকে তাঁর।
প্রথমে হয় সৃষ্টি জলের, পরে তাতে হয় আধান প্রাণ-বীর্যের॥
এইসব সৃষ্টিতত্ত্ব করে সাংখ্য দর্শনের সৃষ্টিতত্ত্ব খণ্ডন।
এর দ্বারা একমাত্র ঈশ্বরের দ্বারা হয় সৃষ্টির সমর্থন॥

ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ ॥২।১।২॥

অন্য স্মৃতি শাস্ত্র সাংখ্যের প্রধানকে মানেনা জগৎ কারণ।
সাংখ্যে ঈশ্বর অপ্রমাণিত, অন্য স্মৃতিতে ঈশ্বর সর্বকারণ কারণ॥
অপৌরুষেয় শ্রুতিবাক্য ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্টিকার্য মানে।
সাংখ্য-যোগ আদি স্মৃতিশাস্ত্র ঈশ্বরকে না জানে।
জড় প্রকৃতি অচেতন বলে কি করে করবে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি।
সাংখ্যশাস্ত্রের নেই সেই সত্যাশ্রিত অখণ্ড দৃষ্টি॥
ব্রহ্ম বল, ঈশ্বর বল, তিনিই জগতের আদি কারণ।
ভগবদগীতা, বিষ্ণুপুরাণ, মনুস্মৃতি মানে বেদ-প্রমাণ॥

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ॥২।১।৩॥

পতঞ্জলির যোগসূত্র আধারিত সাংখ্য দর্শনে।
যোগদর্শন ঈশ্বর-প্রণিধানকে গৌণ সাধন মানে॥
অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনার সাথে বেদান্তের বিরোধ নেই।
তবু জেন যোগশাস্ত্রের দার্শনিক তত্ত্বে ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য নেই॥
সেই হেতু সাংখ্য সাথে যোগদর্শনও ত্যাজ্য।
একমাত্র বেদশাস্ত্রই সৃষ্টিরহস্য উন্মোচনে গ্রাহ্য॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥২।১।১২॥

চার থেকে এগার সূত্রে সিদ্ধ পুরষগণ।
বেদবিরোধী সকল শাস্ত্রের করেন খণ্ডন॥
সাংখ্য-যোগের সাথে সাথে ন্যায়-বৈশেষিকমত।
সৃষ্টিতত্ত্ব উন্মোচনে নহেক সর্বথা বেদ—সম্মত॥
পরের যুগের বৌদ্ধ-জৈন মতও এই যুক্তিতে খণ্ডন।
ঈশ্বরবাদী বেদান্তের হয় একমাত্র সমর্থন।

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ॥২।১।১৩।

ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হলেও তিনি নন ভোক্তা।
তাঁর অংশ অসংখ্য জীবাত্মা হয় সুখদুঃখ ভোক্তা॥
লৌকিক দৃষ্টান্তে যেমন দণ্ডধারী পুরুষও পুরুষ অভিন্ন।
তবু দণ্ড ও পুরুষ তো মূলত থাকবেই ভিন্ন॥
জল আর দুধ মিশে গেলে মনে হয় এক।
তবু জল আর দুধে তো আছে অবশ্য ফারাক॥
সেইমত শক্তিমান ব্রহ্ম ও জীব স্বরূপ লক্ষণ এক।
কিন্তু শক্তির তারতম্য তটস্থ লক্ষণে নহে এক॥
অংশ আর পূর্ণের শক্তিতে ভেদ থাকবেই।
জীব ও ব্রহ্মে ভেদ ও অভেদ উভয়কে মানতে হবেই।

তদনন্যত্বমারম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ॥২।১।১৪।

ছান্দোগ্য উপনিষদে উপাদেয় উপাদানের অভিন্নতা সিদ্ধ।
যেমন মৃত্তিকা ও ঘট মূলে এক বলে প্রসিদ্ধ॥
মৃত্তিকা থেকে ঘট হয়, ঘটের নামরূপ বদলায়।
ঘট নামরূপে নাশশীল, মৃত্তিকারূপে একই হয়॥
জগৎ প্রকট হবার আগে ও প্রলয়ের পরে ব্রহ্মেই থাকে।
মাঝখানে ব্যক্ত হয়, আগে পরে অব্যক্ত থাকে॥
সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম 'শ্রুতি' বাক্য অদ্বৈত তত্ত্ব প্রচারে।
'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং' শ্রুতিবাক্যও একই তত্ত্ব প্রচারে।.
ঈশ্বরের সঙ্কল্পশক্তিই জগৎসৃষ্টি করে।
কারণ ব্রহ্ম কার্যব্রহ্মকে আপন জঠরে ধরে॥
কারণরূপে যাহা অভিন্ন, কার্যরূপে তাহাই ভিন্ন।
অতএব ভেদাভেদবাদ প্রমাণিত, জগৎ ও ব্রহ্ম নহে অন্য।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রম-সংবাদ

১/ কনখল –

শ্রীশ্রীমায়ের কনখল আশ্রমে গত ২৬শে জানুয়ারী শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা ভালভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ১৮ই ফেব্রুয়ারী মহা শিবরাত্রির বিশেষ পূজা ও ৬ই মার্চ দোলপূর্ণিমার মহোৎসবও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

আগামী ১৩ই এপ্রিল চৈত্র সংক্রান্তির পুণ্য পর্বে শ্রী ১০৮ স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজীর সন্ন্যাস উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ওই দিন হরিদ্বারে অর্দ্ধকুম্ভের মুখ্য স্নানও রয়েছে।

শ্রীশ্রীমায়ের অষ্টোত্তর শতবার্ষিকী জয়ন্তী মহোৎসবের পূর্তি উপলক্ষে এবারে ১৬ই এপ্রিল হতে ১৮ই এপ্রিল অখণ্ড রামায়ণ, ২১শে এপ্রিল শ্রী গণেশ পূজা, ২২শে এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার দিন আনন্দজ্যোতিঃ পীঠে বিশেষ পূজা. শ্রীমদ্‌ভাগবত সপ্তাহ আরম্ভ, ২৪শে এপ্রিল শংকরজয়ন্তী (শংকরাচার্যের বিশেষ পূজা), ২৬শে এপ্রিল বৈশাখ শুক্ল সপ্তমী তিথিতে বাবা ভোলানাথের তিরোধান দিবস এবং ২৯শে এপ্রিল ভাগবত পাঠের সমাপ্তি হবে। স্বামী পরমানন্দজী প্রভৃতির স্মৃতিতে এই ভাগবত অনুষ্ঠিত হবে। বক্তা ভাগবত সম্রাট স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের কৃপা পাত্র তদীয় প্রশিষ্য স্বামী প্রণবানন্দজী শ্রীমদ্‌ভাগবতের ব্যাখ্যা করবেন। ৩০শে এপ্রিল থেকে ৪ঠা মে মহারুদ্রযজ্ঞ, গায়ত্রী যজ্ঞ, ৩০শে এপ্রিল হোম, ব্রাহ্মণ ভোজন এবং ভাণ্ডারা হবে। ২রা মে রাত্রিতে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মদিন পূজা, ৩রা মে হতে ৭ই মে প্রাতে শ্রীশ্রী শতচণ্ডী পাঠ আনন্দ জ্যোতিঃপীঠে বিশেষপূজা ও রাসলীলা সম্পন্ন হবে। বিকালে সমাগত মহাত্মাবৃন্দের এবং বিদ্বানগণের দ্বারা ধার্মিক প্রবচনেরও আয়োজন করা হচ্ছে। ৪ঠা মে বুদ্ধপূর্ণিমার দিন ১০৮ কুমারী পূজা, বটুক পূজা ও ভোজন এবং রাত্রিতে মা নাম কীর্তন অনুষ্ঠিত হবে। ৭ই মে রাত্রিতে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মতিথি পূজা, ৮ই মে মধ্যাহ্নে বিশেষ সাধু ভাণ্ডারা ও রাত্রিতে নামযজ্ঞ অধিবাস এবং ৯ই মে সন্ধ্যায় নামযজ্ঞ সমাপনের সঙ্গে উৎসবের পরিসমাপ্তি হবে।

অন্য কার্যক্রম যেমন ১০৮ হনুমান চালিশা, সম্পূর্ণ গীতা পাঠ, শিব মহিম্নস্তোত্র ও মাতৃচালিশা হবে। অন্যান্য ধার্মিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সঙ্গে দরিদ্রনারায়ণ সেবা, স্থানীয় হাসপাতালে রোগীদের প্রসাদ বিতরণ ও স্থানীয় মন্দির সমূহে বিশেষ পূজা সম্পন্ন হবে।

২/ বারাণসী–

বারাণসী আশ্রমে গত ১৫ই জানুয়ারী পৌষ সংক্রান্তির পুণ্য পর্বে উদয়াস্ত কীর্তন, মা গায়ত্রীর বিশেষ পূজা ও পিঠা পায়েসের ভোগ হয় আশ্রমের মন্দিরে মন্দিরে। ২৬শে জানুয়ারী কন্যাপীঠে শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা ধূমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষে বহুলোক প্রসাদ পেয়েছেন। ৫ই ফেব্রুয়ারী মাঘী পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যায় চণ্ডী মণ্ডপে শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণের পূজা এবং পূজার পর সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ১৮ই ফেব্রুয়ারী মহাশিবরাত্রির ব্রত ও পূজা সুন্দর ভাবে সম্পাদিত হয়েছে। দোল পূর্ণিমার আগের দিন ৫ই মার্চ শ্রীহরিবাবার জন্মদিনে শ্রীশ্রী নিতাইগৌরের ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা গোপাল মন্দিরে গোপালের সামনে অনুষ্ঠিত হয় এবং ৫১জন মহাত্মাকে সবস্ত্র ভোজন করানো হয়েছে। এদিন বিকালে কন্যাপীঠের প্রাঙ্গণে দোল মঞ্চে শ্রীশ্রী নারায়ণের অধিবাস ও হোলিকা দাহ করা হয়। ৬ই মার্চ প্রাতে দোল পূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীগোপালের অভিষেক, শৃঙ্গার পূজা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভৃতি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে কোলকাতা হতে অনেক ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

২৭শে মার্চ হতে ৩১শে মার্চ শ্রীশ্রী বাসন্তী পূজার ষষ্টি বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সাড়ম্বরে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ–

শ্রীশ্রীমার বিশেষ কৃপায় গত ১২ই ফেব্রুয়ারীও ১৪ই ফেব্রুয়ারী সুন্দর ভাবে কন্যাপীঠের দ্বিদিবসীয় বার্ষিকোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১২ই ফেব্রুয়ারী রাজ্যসভার সদস্য পদ্মভূষণ প্রসিদ্ধ হিন্দী সাহিত্যিক এবং কাশী বিদ্যাপীঠ ও সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কুলপতি প্রোফেসার বিদ্যানিবাস মিশ্রজীর অধ্যক্ষতায় কন্যাপীঠের বার্ষিকোৎসবের প্রথম দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার মুখ্য অতিথির পদ অলংকৃত করেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সংস্কৃত বিভাগাধ্যক্ষ এবং প্রসিদ্ধ বিদ্বান ড০ বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। কন্যাদের বেদ ঘোষের দ্বারা অনুষ্ঠানের আরম্ভ হয়। সভাপতি ও মুখ্য অতিথিকে মাল্যার্পণ ও অঙ্গবস্ত্রের দ্বারা সম্মানিত করার পর প্রধানাচার্যা ব্রহ্মচারিণী জয়া ভট্টাচার্য সমাগত সম্মাননীয় অতিথিদের স্বাগত জানান। উদ্বোধন সংগীতের পর বিদ্যালয়ের কুলগীত, বন্দেভারত মাতরম্, এই সংস্কৃত দেশগীতের পর 'জলাও দিয়ে' এই হিন্দী গীতটি ছোট মেয়েদের দ্বারা সুষ্ঠুরূপে অভিনীত হয়। এই গানটির খুবই প্রশংসা হয়েছিল। "সকল কলুষ তামস হর জয় হোক তব জয়" এই রবীন্দ্র সংগীতটি গান করে কন্যাপীঠের অবাঙ্গালী মেয়েরা। এই গানটিরও খুব প্রশংসা হয়েছে। "গঙ্গা প্রবহতি প্রতিক্ষণম্" সংস্কৃতে এই গানের পর "জয় জয় ভারত হে জাগ্রত ভারত হে" হিন্দীতে এই দেশগীতের পর পুরস্কার বিতরণের কার্যক্রম হয়। কন্যাপীঠের বিবরণ পাঠ ও পুরস্কারের জন্য কন্যাদের নাম ঘোষণা করেন ব্রহ্মচারীণী গুনীতা।

বিশিষ্ট অতিথি সংযুক্ত শিক্ষা নিদেশক ড০ শ্রীকৃষ্ণ পাঠক বললেন, "এখানে এসে আমার মনে হল যে এখনও দেশের সংস্কৃত ও সংস্কৃতি সুরক্ষিত রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি এখান থেকে ছাত্রীরা বের হয়ে সমাজের মুখ উজজ্বল করবে। আদর্শ সমাজ সংগঠনে সহযোগিতা করবে।" সুধী প্রবর অধ্যাপক পণ্ডিত সুধাংশু শেখর শাস্ত্রীজী শ্রীশ্রী মায়ের বিষয়ে সুন্দর বলেন। মুখ্য অতিথির পদ থেকে ড০ বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যজী বলেন, "বর্তমান সমাজ কুসংস্কারে আবদ্ধ হয়েছে। শিক্ষকদের কর্তব্য বিদ্যার্থীদের ভাল শিক্ষা দিয়ে সংস্কারবান তৈরী করা। ছাত্র ছাত্রীদের এমন শিক্ষা দেওয়া উচিত যে তারা যেন স্বার্থান্ধ ব্যক্তিদের থেকে নিজেদের কে দূরে রাখতে পারে। আমাদের লক্ষ্য হল বিশ্বকল্যাণ।" সভাপতির ভাষণে পণ্ডিত প্রবর ড০ বিদ্যানিবাসজী বলেন, "মানুষের কোন পরিস্থিতেই উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়। পতনের অনুভূতি হলেই উন্নতির আশার আলো দেখা দেয়। তখনই তার আন্তরিক সংকল্প জেগে ওঠে। এই সংকল্পকে জাগ্রত করার জন্যই এই মাতৃপীঠের আবশ্যকতা রয়েছে। এই মাতৃপীঠের কন্যারা সুস্থ সমাজের রচয়িত্রী হবে। কন্যারা সৃষ্টিকর্ত্রী। কন্যারা নিজেদের সব কিছু বিসর্জিত করে সৃষ্টির রচনা করে থাকে।" প্রোফেসার মিশ্রজী কন্যাদের সম্বোধন করে বলেন, তোমাদের মধ্য মাতৃশক্তি বিদ্যমান থাকুক।"

"হে জগত্রাতা বিশ্ব বিধাতা হে সুখশান্তিনিকেতন হে" এই গানের সঙ্গে সভার পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৩ই ফেব্রুয়ারী মাঘী সংক্রান্তির দিন শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়াদিদির জন্মতিথি উপলক্ষে গুরুপ্রিয়া দিদির ঘরে বেদপাঠ ও তাঁর ছবিতে মাল্যর্পণ করে পূজা ও ভোগ দেওয়া হয়। এই দিনটি কন্যাপীঠে সংযম দিবস রূপে পালিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪ই ফেব্রুয়ারী কন্যাপীঠের বার্ষিকোৎসবের দ্বিতীয় দিন। এদিন সারনাথের "কেন্দ্রীয় উচ্চ তিব্বতী শিক্ষা সংস্থান" এর নিদেশক মাননীয় নবাং সামতেনের উপস্থিতিতে একটি অনবদ্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন, বর্তমান কাশী নরেশ শ্রী অনন্তনারায়ণ সিংহজী। কন্যাদের বেদঘোষের দ্বারা কার্যক্রমের আরম্ভ। সভাপতি ও মুখ্য অতিথিকে মাল্যার্পণ ও অঙ্গবস্ত্র দিয়ে সম্মানিত করার পর প্রধানাচার্যা স্বাগত ভাষণ করেন। এরপর স্বাগত গান, উদ্বোধন সংগীত, কুলগীত, মারাঠী ভাষায় নৃত্যের সঙ্গে গণেশ বন্দনা হয়। এমনই যোগাযোগ যে এদিন মহারাষ্ট্রের গৌরব বীর শিবাজীর গুরুদেব শ্রী সমর্থরাম দাসজীর জন্মতিথি ছিল। তাই মারাঠী ভাষার এই কার্যক্রমটি তাঁর চরণে অর্পিত হল। হিন্দী কবিতা পাঠ, লঘুনাটক কথা, ইংরাজী কবিতা গান, হিন্দী কবিতা "মা কহ এক কহানী"–অভিনয়ের সঙ্গে, হিন্দী গীত "জলাও দিয়ে", সংস্কৃতে একাংকী ধর্মসভা এবং রাগ ভৈরবে ধ্রুপদ এবং "তরানা"র মনোমুগ্ধকারী প্রস্তুতি কন্যাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। এরপর পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান। পুরস্কারের জন্য ছাত্রছাত্রীদের নাম ঘোষণার আগে কন্যাপীঠের বার্ষিকোৎসব উপলক্ষে ঋষিকেশ থেকে দিব্যজীবন সংঘের পরমাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় স্বামী চিদানন্দজীর পাঠানো কন্যাদের প্রতি "সন্দেশ" (মূলতঃ হিন্দী ভাষায়) পঠিত হয় ব্রহ্মচারিণী গুনীতার দ্বারা। আবেগময়ী ভাষায় লিখিত যথার্থই একটি বিশেষ প্রেরণাদায়ক পত্র, যা কন্যাদের জীবনের পথে উত্তরণের প্রতি অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করবে। পত্রটি এই সংখ্যায় অন্যত্র প্রকাশিত করা হয়েছে। মাননীয় শ্রী নবাং সামতেন কন্যাদের ২০০২-২০০৩ বর্ষের পুরস্কার বিতরণ ও ২০০৩-২০০৪ বর্ষের ছাত্রবৃত্তি প্রদান করেন। গত দুই বছর কন্যাপীঠের বার্ষিকোৎসব অনুষ্ঠিত হয়নি। কন্যাদের দুই বছরের স্কলারশিপের টাকায় তাদেরই ইচ্ছায় একটি নতুন কম্প্যুটরের সেট কেনা হয়েছে। পুরস্কার বিতরণের পর মাননীয় নবাং সামতেন ভগবান বুদ্ধের বাণী দিয়ে নতুন কম্প্যুটারের উদঘাটন করলেন।

সভাপতির আসন হতে কাশী নরেশ শ্রী অনন্তনারায়ণ সিংহজী বলেন, "কন্যাপীঠে ছাত্রীরা যেভাবে বর্তমান যুগে ধর্মপথে এগিয়ে চলেছে, তা যথার্থই অনুকরণীয়। শ্রীশ্রীমা এদের শক্তি প্রদান করুন। এই

কন্যারা যেন সমাজের পথ প্রদর্শিকা হতে পারে" শ্রীশ্রী মায়ের চরণে এই প্রার্থনা।" মুখ্য অতিথি মাননীয় শ্রী নবাং সামতেন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে হিন্দী ভাষাতেই বলেন, "খুবই আনন্দের বিষয় যে মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠে গুরুকুল পরম্পরায় সঞ্চালিত এই প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত কার্যক্রম দেখার সৌভাগ্য আজ আমি লাভ করলাম। আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। বস্তুতঃ ভারতীয় শিক্ষার মূল আধার হল "শীল" (চরিত্র-স্বভাব-আচার ও রীতিনীতি)। আজ সম্পূর্ণ সংসারে অশান্তি ছেয়ে রয়েছে। এর মূল কারণ হল শিক্ষায় "শীল" এর অভাব। অশান্তির মূল আর কিছু নয়, আমাদের চিত্তই এর মূল কারণ। শুধু এক ব্যক্তির ভৌতিক চৈত্তিক বিচারের জন্য সংসারে নানা প্রকারের ব্যাধির উৎপত্তি হয়। ভগবান বুদ্ধ দুঃখের কারণ চৈত্তিক বিচার বলেছেন, এবং তা দূর করা যায় শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার দ্বারা। প্রজ্ঞাপরাধে আজ চতুর্দিকে বিধ্বংসীয় স্থিতি। সুতরাং আমাদের শীল প্রধান শিক্ষানীতি গ্রহণ করা কর্তব্য। আমরা বিভ্রান্ত হয়েছি। সারা বিশ্ব আজ নিজের লক্ষ্যের দিকে ফিরতে আরম্ভ করেছে। আমাদেরকেও ফিরতে হবে। সারা বিশ্বকে চিরকাল ভারতবর্ষ যথার্থ পথ দেখিয়েছে। আজ আমাদের এই বিষয়ে ভাববার সময় এসেছে।"

গঙ্গা স্তোত্রের দ্বারা সভার পরিসমাপ্তি ঘটে। বার্ষিকোৎসবের দুইদিনই কাশীর মহারাজকুমারীরা উপস্থিত ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়–

মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ে গত ২৪শে জানুয়ারী একটি বিশেষ "নিঃশুল্ক চিকিৎসা সেবা শিবির" আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি মাননীয় সাংসদ শ্রী শংকর প্রসাদ জায়সওয়ালজী এবং শ্রী দেবশরণজী যাদব, কমিশনার, বারাণসী মণ্ডল বিশিষ্ট অতিথি হন। এই অবসরে নূতন আল্ট্রাসাউন্ড বিভাগ এবং দূরবীন পদ্ধতির দ্বারা প্রোস্টেট অপারেশনের মূল্যবান মেশিনের (TURP) ও উদ্‌ঘাটন হয়।

আগামী ২২শে এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যপর্বে চিকিৎসালয়ের পরিসরে নবনির্মিত একটি ছোট সুন্দর মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তি স্থাপনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। বিন্ধ্যাচল–

শ্রীশ্রীমায়ের বিন্ধ্যাচল আশ্রমে গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়, বারাণসী দ্বারা একটি "নিঃশুল্ক চিকিৎসা সেবা শিবির" আয়োজিত করা হয়। এই শিবিরে বারাণসীর প্রখ্যাত চিকিৎসকগণ দ্বারা বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এই উপলক্ষে দূর দূরান্তর হতে সাতশতাধিক দুঃস্থ রোগীরা এসে এই চিকিৎসা সেবায় লাভান্বিত হন। এই শিবিরের সংযোজনায় ছিলেন–মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ের ডা০ প্রকাশ দ্বিবেদী।

৪। আগরতলা–

আগরতলা মা আনন্দময়ী আশ্রমে গত ২৬শে জানুয়ারী শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে এবং সুশৃংখলার সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে। ১৯৮২ সনের মার্চ মাসে শ্রীশ্রীমা বিশেষ খেয়ালে মা সরস্বতী মূর্তির প্রতিষ্ঠা আগরতলা আশ্রমে করিয়েছিলেন। সরস্বতী পূজা উপলক্ষে প্রায় ৩০০০ ভক্তবৃন্দ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেছেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী আগরতলা আশ্রমে "শিবরাত্রি" উৎসবও খুবই সুন্দর ভাবে উদযাপিত হয়েছে। সারা রাত্রি চার প্রহরের "শিবপূজা" শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীকরস্পর্শের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত "শিবলিঙ্গের সামনে অতিনিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন করা হয়েছে। অনেক ভক্ত পুণ্যার্থী ফুল, ফল, বেলপাতা, দুধ সহ "শিবলিঙ্গের পূজা" দিয়েছেন।

৫। জামসেদপুর–

জামসেদপুরে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে দেবী পক্ষে প্রতিদিন আশ্রম প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রী চণ্ডীপাঠ করা হয়েছে। ২৪শে অক্টোবর আশ্রমস্থিত শ্রীশ্রী কালী মন্দিরে বিশেষ কালীপূজা ও দীপাবলী উৎসব যথাবিহিত ভোগারতি ও কীর্তনাদিসহ উদযাপিত হয়। ১লা নভেম্বর থেকে ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত আশ্রমে সংযম সপ্তাহও পালিত হয়ও এবং ৮ই নভেম্বর ব্রতীদের ও সমবেত ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে বিশেষ ভাণ্ডারা অনুষ্ঠিত হয়।

৬। পুণা–

শ্রীশ্রীমায়ের পুণা আশ্রমে গত ২৬শে জানুয়ারী শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী মহাশিবরাত্রির পবিত্র পর্বে দিনের বেলায় রুদ্র পূজন, লঘুরুদ্রাভিষেক এবং হোম অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা ৬টা হতে সম্পূর্ণ রাত্রিতে চার প্রহরের শিবপূজা আয়োজিত হয়েছিলে।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে দিব্য জীবন সংঘের পরমাধ্যক্ষ পরম পূজ্য স্বামী চিদানন্দজী মহারাজের বাণী

(মূল হিন্দী হইতে রূপান্তরিত)

ওঁ মা শ্রী মা জয় জয় মা
উজ্জ্বল অমর আত্ম স্বরূপ!
পরম সৌভাগ্যশালিনী আমার প্রিয় শিক্ষার্থী কন্যাগণ,
ওঁ নমে নারায়ণায়! জয় শ্রী মা!

পরম পিতা পরমাত্মার দিব্য অনুগ্রহ তোমাদের সকলের উপর সর্বদা বর্ষিত হোক। প্রত্যক্ষতঃ ভগবান শ্রীকাশীবিশ্বনাথ শ্রীবিশ্বেশ্বর তোমাদের উপর তাঁর কৃপা কটাক্ষ নিক্ষেপ করে তোমাদের সকলকে দীর্ঘ আয়ু, আরোগ্য, বিদ্যা, বুদ্ধি এবং তোমাদের জীবনে সম্পূর্ণ সফলতা প্রদান করুন।

আজ মাঘী পূর্ণিমা। পূর্ণিমার দিনে চাঁদ যেমন নিজের পূর্ণ প্রকাশে চমকিত হয়, তেমনই তোমরা নিজের জীবনে পূর্ণ প্রকাশ–যুক্ত হয়ে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় কথিত দৈবী সম্পদার দ্বারা প্রকাশময় হয়ে ওঠ।

পাশ্চাত্যের এক ইংরেজ কবি বলেছেন, ''সাগরের অতল গহ্বর নানা প্রকারের অমূল্য মণি নিজের গভীর তলদেশে সঞ্চিত করে রাখে,'' তেমনই তোমাদের মধ্যে অনেক সদ্‌গুণ, চরিত্র সৌন্দর্য এবং ক্ষমতা লুকিয়ে রয়েছে, তোমরা সেই সব ক্ষমতাগুলি বাইরে এনে বিকশিত করে স্বভাবে, ব্যবহারে এবং দৈনিক জীবনের ক্রিয়া–কলাপে, কায়মনোবাক্যের দ্বারা প্রকটিত কর। এই হল উচ্চ সভ্যতা ও শিষ্টাচারের সারভূত তত্ত্ব ও যথার্থ স্বরূপ। জীবনে সফলতার রহস্যই হল এই।

যেমন এই ধরণীতে মাটীর নীচে গভীর গহ্বরে হীরার মত অমূল্য রত্ন বিরাজিত রয়েছে, আর সোনা রূপার মত অত্যন্ত মূল্যবান ধাতুও বিদ্যমান রয়েছে, তেমনই প্রত্যেকের ভিতরে গুপ্তরূপে এবং সুপ্তরূপে অত্রি–আশ্রমের এক সতী অনসূয়া বিদ্যমান রয়েছেন; তেমনই সত্যবানের সহধর্মিণী সাবিত্রী ও তোমাদের মধ্যেই আছেন; এবং মীরাবাঈ ও আছেন; আবার জনাবাঈ ও আছেন (মহারাষ্ট্রের পান্ঢরপুরের সন্তদের মধ্যে একজন)। তোমাদের হৃদয়ে ঝাঁসীর রাণীর মত শূরতা ও বীরতা, ধৈর্য ও ধীরতা রয়েছে। উৎকৃষ্ট কবিয়ত্রী মহাদেবী বর্মার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত কাব্যকলাও তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। অব্যক্ত রূপে ইন্দিরা গান্ধী রয়েছেন। তেমনই মার্গারেট থেচার, গোল্ডা মায়ার, মেঘাবতী (জাকার্তা ইন্ডোনেশিয়া বাসিনী) রাজনীতিক ক্ষেত্রের ক্রান্তিকারী ব্যক্তিবিশেষ সূক্ষ্ম রূপে গুপ্তরূপে বিরাজ করছেন। তোমাদেরই মধ্যে গায়িকা লতা মঙ্গেশকরের মত পরম শ্রেষ্ঠ কলাকার ও তাঁর বোন আশা ভোঁসলেও রয়েছেন। তাঁদের রসময়, কর্ণপ্রিয় এবং আনন্দদায়ক মধুরতা তোমাদের মধ্যে রয়েছে। ভারতবর্ষের কেরল প্রদেশের অলিম্পিক প্রতিযোগিনী সুশ্রী পী০টী০ উষার মত বায়ুবেগও তোমাদের ব্যক্তিত্বে রয়েছে। এই সমস্ত গুপ্ত–সুপ্ত ক্ষমতা এবং অব্যক্ত সূক্ষ্ম শক্তিসমূহের অভিব্যক্তিই হল বিদ্যাভ্যাসের উদ্দেশ্য। নিজের আন্তরিক শক্তি সমূহকে সক্রিয়রূপে বহিরঙ্গ ক্ষেত্রে প্রকট করা বিদ্যার্থীর কর্তব্য। তার কার্যক্ষেত্র হল বিদ্যালয় অথবা বিদ্যাপীঠ। আদর্শ বিদ্যার্থীর এই সবেতে সর্বদা নিরত থাকা উচিত।

চিদানন্দের এই সন্দেশ শ্রবণ কর! হৃদয়ঙ্গম করও কার্যরূপে পরিণত কর!

পরম আরাধনীয়া শ্রীশ্রী মা তোমাদের সফলতা প্রদান করুন।

জয় শ্রী মা

৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

তোমাদের অতি আপনজন
ভবদীয়
স্বামী চিদানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোক-সংবাদ

১। শ্রী মুরারি সেন—

শ্রীশ্রীমায়ের পুরাতন ভক্ত শ্রী মুরারি সেন গত ১৪ই নভেম্বর, ২০০৩ স্বল্প রোগ ভোগের পর সজ্ঞানে মাতৃচরণে শান্তি লাভ করেছেন। আগরপাড়ায় শ্রীশ্রী মার আশ্রমের পাশে যে শিব মন্দির আছে, তা মুরারী সেনের পারিবারিক সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমান আশ্রম হওয়ার বহু বছর পূর্বে এক সময় মা এসে কিছুদিন ওই শিব মন্দিরে অবস্থান করেছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে বিদেহী আত্মার উর্দ্ধ গতি ও পরিজন বর্গের সান্ত্বনা কামনা করি।

২। শ্রী গোপাল চট্টোপাধ্যায়—

দিল্লী প্রবাসী শ্রীশ্রী মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত মনোজ চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র শ্রী গোপাল চট্টোপাধ্যায় গত ১৬ই জানুয়ারী, ২০০৪ কাশীধামে শ্রীশ্রীমায়ের হাসপাতালে মাতৃচরণে লীন হয়েছেন। শ্রদ্ধেয় মনোজবাবুও তাঁর পত্নী শ্রদ্ধেয়া উমা দেবী অত্যন্ত ঘনিষ্ট ভাবে আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের দুজনেরই কাশীধামে দেহরক্ষা হয়। তাঁদের পাঁচ কন্যা ও একমাত্র পুত্র গোপাল (আশ্রমে গোপালু নামেই পরিচিত) শিশু কাল থেকেই শ্রী শ্রী মায়ের সঙ্গ ও অশেষ কৃপালাভ করেছেন। গান, তবলা, খোল প্রভৃতি নানা কলা বিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। কিছুদিন ধরে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীনে তিনি কাশী আশ্রমে বাস করছিলেন।

আমরা মায়ের চরণে তাঁর আত্মার চিরশান্তি ও পরিবার বর্গের সান্ত্বনা কামনা করি।

উৎসব সূচী

১. শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মদিন	১৯শে বৈশাখ, ২রা মে
২. শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি	৮ই মে ভোর ৩টা
৩. গঙ্গা দশহরা	২৯শে মে
৪. গুরু পূর্ণিমা	২রা জুলাই

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবীন প্রকাশন

সন্তান-বৎসলা শ্রীশ্রীমা

শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমের প্রবীন দন্ডী সন্ন্যাসী স্বামী নারায়ণানন্দতীর্থ লিখিত 'সন্তান বৎসলা শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী' গ্রন্থখানি নবকলেবরে শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, আগরপাড়া শাখার তত্ত্বাবধানে সদ্য প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থটিতে শ্রী শ্রী মার অনন্তলীলা ও করুণাধারার স্বর্গীয় ঘটনাসমূহ স্বামীজি তাঁর সুদীর্ঘ জীবন প্রবাহের মধ্য দিয়ে নানা ভাবে বিভিন্ন সময়ে নিজ সাধনায় ও জননীর একান্ত অহৈতুকী কৃপায় মাতৃস্বরূপ আস্বাদনের সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। স্বামীজি সেই সব অবিস্মরনীয় ঘটনাবলী ভক্তহৃদয়ে সত্য উপলব্ধি ও স্বরূপ আস্বাদনের জন্য উন্মোচন করে প্রাতঃস্বরণীয় হয়ে আছেন।

শ্রীশ্রীমা আদ্যাশক্তি, মাতৃ রূপে তাঁর বাৎসল্যরসই স্বাভাবিক। আলোচ্য গ্রন্থটি এই বাৎসল্যরসেরই শ্রীশ্রী মায়ের মানবলীলার অপূর্ব্ব রূপায়ন। গ্রন্থকার শুধু শোনা কথাই লেখেন নাই-লিখেছেন তাঁর অনুভবলব্ধ সত্য কথা। শ্রীশ্রী মায়ের বাৎসল্যরসে তিনি আপ্লুত, ধন্য এবং কৃতকৃতার্থ। মায়ের এই প্রবাহমান 'মাতৃ-লীলা', সন্তান বৎসলা মাতৃরূপের খেলা, আপামর সাধারণ সকলকেই মুগ্ধ করবে, প্রেরণা যোগাবে আশা করি।

*** প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার বই। উত্তম মানের কাগজ ও প্রচ্ছদপট। মূল্য মাত্র ৫৫/-

*** শ্রীশ্রীমায়ের সকল আশ্রমেই উপলব্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ সূচনা

"পরমার্থ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ"

পন্ডিতপ্রবর পদ্মবিভূষণ ড০ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীমুখনিঃসৃত শাশ্বত অমৃতবাণীর তত্বে পরিপূর্ণ এই অতুলনীয় গ্রন্থের একাদশ খন্ড সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। পরমার্থ পথের পথিক তথা তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর নিকট ইহা এক অমূল্য সম্পদ। প্রতিটি খন্ডই স্বয়ং সম্পূর্ণ। একাদশ খন্ডের মূল্য ৫০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—

১. মহেশ লাইব্রেরী : ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০
২. সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার : ৩৮, বিধান সরণী, কোলকাতা-৬
৩. সর্বোদয় বুক স্টল : হাওড়া স্টেশন

"মা আছেন কিসের চিন্তা ?"

With Best Compliments from :

Amrita Bastralaya

157-C, Rashbehari Avenue, Ballygunje, Calcutta – 700 029.
Phone : 24642217

Suppliers of Quality Sarees, Woolen and Redymade Garments and School Uniforms

WE HAVE NO OTHER BRANCH

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য দ্বারা লিখিত কয়েকটি অমূল্য পুস্তক —

আনন্দময়ী মায়ের কথা —— শ্রীশ্রী মার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিস্তারিত জীবন আলেখ্য; ভারতের রাষ্ট্রপতি মাননীয় ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মার ভূমিকা সহ এক অনন্য-সাধারণ গ্রন্থ। রেক্সিন বাঁধাই। প্রকাশক — শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ, কনখল, হরিদ্বার - ২৪৯ ৪০৮, মূল্য - ৩৫০/-টাকা।

গল্পে মা আনন্দময়ী বাণী —— গল্পে ও কথায় শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য উপদেশ এবং এই মহাজীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ। প্রকাশক - ডি. এম. লাইব্রেরী, ৩২, বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দুই খণ্ডে প্রকাশিত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য২৫/-টাকা ও ৪০/-টাকা।

অমৃতের আহ্বান —— শ্রীশ্রী মায়ের বিশিষ্ট কিছু বাণীর বিষদ আলোচনা সহ অপূর্ব গ্রন্থ। প্রকাশিকা — শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী সৎসঙ্গ সম্মিলনীর পক্ষে শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য। এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪, সুন্দর প্রচ্ছদপট সহ বোর্ড বাঁধাই। মূল্য - ৫০/-টাকা।

তিন মায়ের কথা —— মা সারদা, মা আনন্দময়ী ও শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের "মাদারের" অমৃত-জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁদের সাদৃশ্য সম্পর্কে এক অভিনব পুস্তক। প্রকাশক —সাহিত্য বিহার, ১ বি, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলকাতা-৯, বোর্ড বাঁধাই। মূল্য ৩৫/- টাকা। প্রাপ্তি স্থান ঃ সাহিত্য - বিহার ও ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। ৫৬ সূর্য্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৯।

প্রাপ্তিস্থান ঃ উপরোক্ত সব কয়টি পুস্তকই কলকাতায় স্থানীয় বিভিন্ন প্রকাশক অথবা শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য, এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪ এই ঠিকানায় উপলব্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

At the lotus feet of Ma

i

Kalipada Dutta
35-H, Raja Naba Krishna Street
Calcutta – 700 005.

With Best Compliments from :

"প্রবাহের ন্যায় যখন যা আসে ঐশ্বরিকভাবে খুব আনন্দের সাথে করে যাওয়া। কর্মীরাই দৈবশক্তির অধিকারী।"

— শ্রী শ্রী মা

Satya Ranjan Kar Chowdhury
87/S, Block - E, New Alipore,
Calcutta – 700 053.
Phone : 24783545

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।"

— শ্রীশ্রী মা

পেন্‌সিলভেনিয়া আমেরিকাতে স্থায়ী রূপে পঞ্জীকৃত প্রতিষ্ঠান "মা আনন্দময়ী সেবা সমিতি'র পক্ষ হতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের সকল ভক্তজনকে সপ্রেম 'জয় মা' জানানো হচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলা ও অমূল্য বাণীর প্রচার, বিবিধ আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদন। সৎসঙ্গের পরিচালন, সনাতন ভাগবৎ ধর্ম্মযুক্ত প্রক্রিয়ার পরিচালনা এবং জনজনার্দ্দনের সেবা।

আমেরিকান সরকার দ্বারা এই সমিতি আয়কর হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ঘোষিত হয়েছে —No. 23/2967597/I.R.S Code 501 (C) (3)

আমেরিকা ও নিকটবর্ত্তী দেশসমূহের স্থায়ী রূপে নিবাসী ভক্তদের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে 'মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা' (ত্রৈমাসিক পত্রিকা যা বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি ও গুজরাতী এই চার ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে) সেই পত্রিকা এবং শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যজীবন লীলা ও অমূল্য বাণী সম্বলিত নানা গ্রন্থ উপরোক্ত সেবা সমিতির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় সম্পর্ক স্থাপন করুন —

Dr. Mahadev R. Patel
Ma Anandamayee Seva Samiti Inc.
212 Moore Road
Wallingford, P.A. 19086-6843
Tel : 610-876-6862, Fax : 610-879-1351

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

মা আমার আনন্দময়ী, সুখদায়িনী, শান্তিদায়িনী
জন্মদাত্রী মা ত্রিপুরাসুন্দরী, করুণারূপী, কৃপাময়ী,
দয়াময়ী মা আনন্দময়ী, জগৎরূপিনী জগত্তারিণী।

মায়ের শ্রীপাদপদ্মে —

Every Step with

☎ (0381) 2221975 (O)
2201274 (R)

Deals in : Footwear, Luggage and Leather products.

2, H.G. Basak Road,
Kaman Chowmuhani,
Agartala - 799 001,
Tripura (W)

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

❁ Branch Ashrams ❁

14. NEW DELHI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 011-26826813)
15. PUNE	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ganesh Khind Road, Pune-411007, (Tel : 020-5537835)
16. PURI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Swargadwar, Puri-752001, Orissa. (Tel : 06752-223258)
17. RAJGIR	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O.Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 06112-255362)
18. RANCHI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Main Road,P.O. Ranchi- 834001 (Tel : 0651-2312082)
19. TARAPEETH	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233,
20. UTTARKASHI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193,
21. VARANASI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-221001, U.P. (Tel : 0542-2310054+2311794)
22. VINDHYACHAL	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill, P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, (Tel : 05442-242343)
23. VRINDABAN	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Vrindaban, Mathura-281121 U.P. (Tel: 0565-2442024)

*

IN BANGLADESH	:	
1. DHAKA	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 14, Siddheshwari Lane, Dhaka- 17 (Tel _ 8802-9356594)
2. KHEORA	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী

অমৃত বার্তা

VOL.-8 JANUARY 2004 NO. 1

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHIREE ANANDAMAYEE SANGHA

Branch Ashrams

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Kamarhati Calcutta-700058 (Tel : 25531208)
2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Palace Compound P.O. Agartala- 799001. West Tripura (Tel : 0381-2208618)
3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Patal Devi. P.O. Almora-263602, (Tel : 05962-233120)
4. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O.Dhaul-China. Almora-263881, (Tel : 05962-262013)
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhimpura. P.O. Chandod, Baroda- 391105, (Tel : 02663-233208+ 233782)
6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Bairagarh. Bhopal-462030, M.P. (Tel : 0755-2641227)
7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kishenpur.P.O. Rajpur, Dehradun-248009 (Phone : 0135-2734271)
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalyanvan, 176, Rajpur Road, P.O. Rajpur, Dehradun-248009, (Phone : 0135-2734471)
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005
11. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kankhal.Hardwar-249408, (Tel : 01334-246575)
12. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok. P.O. Kedarnath, Chamoli-246445,
13. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir.P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P. (Tel : 05865-251369)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন
ও
অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ ৮ | জানুয়ারী ২০০৪ | সংখ্যা ১

সম্পাদকমন্ডল

★ ব্রহ্মচারী শিবানন্দ
★ ডঃ শুকদেব সিংহ
★ কুমারী চিত্রা ঘোষ
★ কুমারী গীতা ব্যানার্জী
★ ব্রহ্মচারিণী গুনীতা

কার্য্যকরী সম্পাদক
শ্রী পানু ব্রহ্মচারী

☆

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)
ভারত – ৬০ টাকা
বিদেশে – ১২ ডলার অথবা ৪৫০ টাকা
প্রতি সংখ্যা – ২০ .টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখ্য নিয়মাবলী

* ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে আরম্ভ হয়।

* প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ট মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখা সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রী শ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রী শ্রীমায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।

* প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।

* অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা কেবলমাত্র মনি অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফ্ট দ্বারা **"Shree Shree Anandamayee Sangha - Publication A/C"** এই নামে পাঠাইবার নিয়ম।

* পত্রিকা সম্পর্কিত যোগাযোগ নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে —

Managing Editor,
Ma Anandamayee - Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221 001

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ঃ-
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা — ২০০০/- বাৎসরিক
অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা — ১০০০/- ”
১/৪ পৃষ্ঠা — ৫০০/- ”

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১ ০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪২ কামাচ্ছা, বারাণসী - ১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক — শ্রী পানু ব্রহ্মচারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচী-পত্র

১. মাতৃ-বাণী ১

২. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ ৩
–শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

৩. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলামাধুরী ৭
–স্বামী নির্ম্মলানন্দ গিরি

৪. ভাইজীর দ্বাদশবাণী ১১
–'জয়'

৫. সমকালীন দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী ১৬
–ড০ নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

৬. বিদ্যাপতির পদে শ্রীদূর্গা ১৯
–ড০ শুকদেব সিংহ

৭. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলাকথা ২২
–ড০ বীথিকা মুখার্জী

৮. স্মৃতিচারণ ২৫
–শ্রীমতী রেণুকা মুখার্জী

৯. চিরন্তন (কবিতা) ২৭
–শ্রী শিবানন্দ

১০. আনন্দময়ী স্মৃতি ২৮
–কুমারী চিত্রা ঘোষ

১১. মায়ের কথা ৩০
–শ্রী নিগম কুমার চক্রবর্ত্তী

১২. আশ্রম সংবাদ ৩৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।"

— শ্রীশ্রী মা

পেন্‌সিলভেনিয়া আমেরিকাতে স্থায়ী রূপে পঞ্জীকৃত প্রতিষ্ঠান "মা আনন্দময়ী সেবা সমিতি"র পক্ষ হতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের সকল ভক্তজনকে সপ্রেম 'জয় মা' জানানো হচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলা ও অমূল্য বাণীর প্রচার, বিবিধ আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদন। সৎসঙ্গের পরিচালন, সনাতন ভাগবৎ ধর্ম্মযুক্ত প্রক্রিয়ার পরিচালনা এবং জনজনার্দ্দনের সেবা।

আমেরিকান সরকার দ্বারা এই সমিতি আয়কর হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ঘোষিত হয়েছে —No. 23/2967597/I.R.S Code 501 (C) (3)

আমেরিকা ও নিকটবর্ত্তী দেশসমূহের স্থায়ী রূপে নিবাসী ভক্তদের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে 'মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা' (ত্রৈমাসিক পত্রিকা যা বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি ও গুজরাতী এই চার ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে) সেই পত্রিকা এবং শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যজীবন লীলা ও অমূল্য বাণী সম্বলিত নানা গ্রন্থ উপরোক্ত সেবা সমিতির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় সম্পর্ক স্থাপন করুন —

Dr. Mahadev R. Patel
Ma Anandamayee Seva Samiti Inc.
212 Moore Road
Wallingford, P.A. 19086-6843
Tel : 610-876-6862, Fax : 610-879-1351

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-বাণী

নববর্ষের বাণী

সময়ের সফলতা স্ব-ময় হওয়ার তীব্র লক্ষ্যে ব্রতী হওয়া।

★ ★ ★

সদিচ্ছা জাগরণ যেখানে হয় পূরণও সেই ভগবানই করেন। সদিচ্ছা যেন সদা সর্বদা জেগে থাকে তাহলেই মঙ্গল, কল্যাণ। সৎক্রিয়া ইচ্ছা অনিচ্ছায় করলেও ফল হয়। জপ ধ্যানে মন রাখার সর্বদা চেষ্টা।

★ ★ ★

জীব স্বভাব প্রশ্ন। 'যদি' যেখানে প্রশ্ন সেখানে। যত্র জীব তত্র শিব, সেইটি প্রকাশের জন্য–জীব জগৎ, গতির স্থিতি যেখানে, যাত্রা পূর্ণ যেখানে, শিবত্ব সেখানে।

★ ★ ★

জীব, জগতের যেগতিতে স্থিত সেখানেই দুঃখ কষ্ট। গতি মানে ঘর্ষণ–ক্রিয়ায় এই ঘর্ষণ স্বাভাবিক। সেজন্যই যে যাত্রায় সাধক যোগীগতি, যে ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বলিত সেই জ্ঞানাগ্নিতে যখন ভস্মীভূত যা জ্বলবার, যা গলবার। শিবত্বই যে একমাত্র তাহা প্রকাশ।

★ ★ ★

নিজের উপকার নিজেতে। নিজেই সর্বেতে সর্বময়। মনুষ্য মাত্রেরই ভগবানকে-জানা প্রয়োজন। ভগবানকে জানা মানে নিজকে জানা। নিজকে জানা মানেই ভগবানকে জানা। মানুষেরই ভগবৎ লাভ। মনের হুঁস হওয়া প্রয়োজন।

★ ★ ★

সত্যানুসন্ধানে নিজকে পাওয়ার দিক। পরম পথের যাত্রী হওয়া মানুষের। নিজ বলিয়া মানা হয় তবেই বিশ্ব জগতের উপকার ইত্যাদির প্রশ্ন আসে। বিশ্বময়, বিশ্বাতীত-একাত্মা-নিজ স্বরূপ প্রকাশের যাত্রী হওয়া।

★ ★ ★

আলো প্রকাশ যেখানে জগৎ দৃষ্টিতেই–কাহাকেও ডাকিয়া আনিতে হয়না–উপকারিতা নেওয়ার জন্য সবেতেই সেই আলো নিত্য বর্তমান। সেই মহাত্ম জ্যোতি প্রকাশ হওয়াই দশের কল্যাণ স্বভাবতঃ। যেহেতু এক জ্যোতিতে অনন্ত জ্যোতি, অনন্ত জ্যোতিতে এক জ্যোতি।

★ ★ ★

তাঁহার করুণা যেটুকু বুঝতে দিয়েছেন এটুকু ভাগ্য। নিষ্ঠা আচরণে ব্রতী হতে না পারার আক্ষেপ, এত তাঁর কৃপা। বার বার চেষ্টা হওয়া এ পরিস্থিতিতে।

★ ★ ★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতক্ষণ মন ততক্ষণই কল্পনা। যে কল্পনায় বিক্ষেপ সৃষ্টি করে তা না নিয়ে যে কল্পনায় বিক্ষেপ নিক্ষেপ করে তা নেওয়া কর্ত্তব্য; যতক্ষণ মনের রাজ্যে।

☆ ☆ ☆

ভগবান ভাগ্য বনেন, ভাগ্য বানান, আর ভাগ্যও তিনিই স্বয়ং, ইহা মনে করা। নিয়তি যেখানে বলা হয়, তাঁহারই নিয়ন্ত্রণে নীতি বিধি ইহাত আছেই। সেই জগৎ মানে যা গতি, জীব মানে যা বন্ধনে। সেই স্থিতিতে নিয়তি নিয়ন্ত্রণ নীতি বিধি কার্য কলাপ ক্রিয়মাণ। সেজন্যই এ স্থিতিতে এসব কথা।

☆ ☆ ☆

যে কর্মের যে ফল ভোগ তাহাত তিনি দেবেনই। ধৈর্য সহ্য ও তাঁহাতে প্রকাশিত আছেই–তাহাও প্রকাশ হওয়ার। কারণ ধৈর্য স্বরূপা, ছায়ারূপা, মায়ারূপা মাকেইত বলা হয়। যেখানে যে রূপটি যে স্থিতিতে প্রকাশ হওয়ার ইহাত ধরিয়া বুঝিয়াই নিতে হইবে। অজ্ঞানেতে প্রশ্নত স্বাভাবিকই।

☆ ☆ ☆

মা করুণরূপে, করুণা রূপে মায়েরই এই প্রকাশ। মনে রাখা কর্তব্য, রাস্তা খোলবার জন্য অজ্ঞান পর্দা নষ্ট হওয়ার জন্য–যা ইষ্ট নয়, যা নষ্ট হওয়ারই নষ্ট হওয়াইত। ঐরূপটিই বা কাহার–? ঐ-ঐ।

☆ ☆ ☆

সৎ অনুষ্ঠান, সৎকর্মাদিতে সৌভাগ্য, স্বভাগ্য খোলে, অভাগ্য, দুর্ভাগ্য দূর হতে থাকে। মানুষ মাত্রেরই ভগবানকেই স্মরণীয়। সৎকর্ম যাহাকে বলে–একমাত্র ভগবানইত। মা'ই যেখানে গুরু রূপে নিজের কাছে নিজে গ্রহণ পৌঁছানোও স্বাভাবিক।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

মা–"আমরা দাঁড়াইয়া অন্যান্য সকলের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। একটু পরেই সকলে আসিয়া পৌঁছিল। ইহার মধ্যে আমি গিয়া ঐ অশ্বত্থ গাছের যেখানে নূতন ডালপালা উঠিয়াছে উহা আঙ্গুল দিয়া স্পর্শ করিলাম। স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই এ শরীরের ভাব বদলাইয়া গেল। ভিতর হইতে একটি শব্দ উঠিয়া মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাওয়ার মত হইল। এ শরীরের এমন একটি স্থিতি আসিল যাহা হইতে সাধারণ অবস্থায় ফিরিয়া আসা এবং না আসা দুই-ই সম্ভব ছিল। ভিতর হইতে যে শব্দ উঠার কথা বলিলাম উহা যদি একবার মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাইত তবে বোধ হয় আর ফিরিয়া আসা হইত না। এদিকে লোকজন ঐখানে আসিয়া পড়াতে ঐ স্থিতিতে আর বেশীক্ষণ থাকা হইল না। আমি টলিতে টলিতে হরিবাবার মোটরে গিয়া বসিলাম। এরূপ কিন্তু পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। বাবার নিকট এ শরীরটা কতকটা সঙ্কুচিত অবস্থায়ই থাকে। কিন্তু ঐ দিন কেবল যে বাবার গাড়ীতে গিয়া বসিলাম তাহা নহে, বাবার ডান হাতখানা আমি হাত দিয়া ধরিয়া উহার পাতায় আমার হাতের আঙ্গুল বুলাইয়া দিলাম। ইহাতে বাবা খুব আশ্চর্য্য বোধ করিল, কারণ এ শরীর বাবাকে কখনও স্পর্শ করে নাই। ঐ স্পর্শ করার ফলে বাবার সমস্ত দিনটাই কেমন একটা আনন্দের নেশায় কাটিয়া গেল। পরে অবশ্য বাবার ঐ ভাব ছিল না, এবং অবধূতজীকে বলিয়াছিল, "মায়ের নিকট হইতে কিছু পাইয়াছিলাম, কিন্তু উহা রাখিতে পরিলাম না," যদি ও ঐ স্পর্শের ফল তখনকার মত অনুভূতি হইতে চলিয়া গেল, কিন্তু উহা নষ্ট হইবার নয়। এবার যখন দক্ষিণ ভ্রমণের জন্য পুরী হইতে যাত্রা করা হয় তখন অবধূতজী এবং হরিবাবা উভয়েই বলিয়াছিল, "মা, এই যাত্রা করার অর্থ কি? এই যাত্রার ফলে আমরা নিজেরা যদি বদলাইয়া না যাই, তবে আর হইল কি? কাজেই এইবার আমাদিগকে তোমার কিছু দিতে হইবে।"

"যাহা হউক, আমরা প্রভাস হইতে জুনাগড় হইয়া পোরবন্দর আসিলাম। এই পোরবন্দর হইতেই দ্বারকায় যাওয়ার কথা। ওখান হইতে দ্বারকায় যাইতে হইলে নানা জায়গায় বাস, গাড়ী ইত্যাদি বদল করিতে হয়। এইজন্য হরিবাবা প্রস্তাব করিল যে ঐখান হইতে মোটর গাড়ীতেই দ্বারকা যাওয়া হউক। অন্যান্য লোক অবশ্য অন্যভাবে দ্বারকায় যাইল। এ যাবৎকাল যতবারই এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাওয়া হইয়াছে হরিবাবার ইচ্ছামত প্রত্যেকবারই ভোর ৫টার সময় রওনা হইতে হইয়াছে। ইহাতে দিদির খুব কষ্ট হইয়াছে, কারণ দিদিকে প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া জিনিষপত্র গুছান খাবার ইত্যাদি তৈয়ার করার ঝামেলা বহন করিতে হইয়াছে। এ সকল অসুবিধার কথা হরিবাবাকে বলিলেও সে উহা শুনে নাই। এইবার পরমানন্দ ঠিক করিল যে পোরবন্দর হইতে আহারাদি করিয়া রওনা হওয়া যাইবে। সেই অনুসারে সে সমস্ত আয়োজন করিয়া ফেলিল, ঐখান হইতে চলিয়া আসার পূর্ব্বে পোরবন্দরের রাজার এ শরীরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা ছিল। সে সব বন্দোবস্তও পরমানন্দ করিয়া ফেলিল। কিন্তু এবারও হরিবাবা আপত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানাইয়া বলিল যে মঙ্গলবার দিন দুপুরের পর রওনা না হইয়া বুধবার দিন ভোর ৫টায় রওনা হইতে হইবে। মঙ্গলবার দিন রওনা হইয়া গেলেই বুধবার দিন পূর্ণিমার মধ্যে দ্বারকানাথের দর্শনের সুবিধা হয়, কিন্তু হরিবাবা যখন সম্মত হইল না তখন বুধবার দিনই রওনা হওয়া ঠিক হইল। সেই অনুসারে পূর্ব্বের বন্দোবস্ত উলটপালট করিয়া উহার মধ্যেই রাজার সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হইল। বুধবার কি তিথি তাহা আমি দিদিকে পঞ্জিকা দেখিয়া বলিতে বলিলাম। দেখা গেল যে বুধবার বেলা ১০টা পর্য্যন্ত পূর্ণিমা আছে। পোরবন্দর হইতে দ্বারকা মোটরে যাওয়ার কোন ভাল রাস্তা নাই, মাঠ এবং জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। কাঁচা রাস্তা দিয়া লোকজন এবং গরুর গাড়ী চলাচল করিয়া থাকে, কিন্তু মোটর ঐ রাস্তায় যাওয়া কষ্টকর। রাস্তার এই সকল অসুবিধার জন্য পোরবন্দরের রাজা আমাদিগের জন্য তাহার জীপ গাড়ী এবং উঁচু চাকার মোটরগাড়ী দিয়াছিল। এই অপরিচিত পথে ভোর রাত্রিতে রওনা হইয়া বেলা ১০টার মধ্যে দ্বারকায় গিয়া পৌঁছান একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। কিন্তু এ কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া হরিবাবা যাহা বলিয়াছে তাহাই মানিয়া নিয়াছে। উহাতে যাহা হইয়া যায়, আমরা ৫টার সময় পোরবন্দর হইতে রওনা দিলাম। রাস্তার কোন নিশানা নাই। অনুমানের উপর গাড়ী চালাইতে লাগিল। পূর্ব্বদিক যখন লাল হইয়া উঠিল তখন এক মাঠে কতকগুলি চাষাকে চাষ করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে দ্বারকা যাওয়ার রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করা হইল। তাহারা বলিল যে আমরা ভুল পথে আসিয়াছি। আমরা যে রাস্তায় দ্বারকায় আসিতেছি তাহাতে ভোর ৫টায় রওনা হইয়া বেলা ১১টার পূর্ব্বে দ্বারকায় পৌঁছিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় আমরা ৯টার মধ্যেই দ্বারকায় আসিয়া পৌঁছিলাম। তখনই দ্বারকানাথের দর্শনে যাওয়া হইল। কাজেই পূর্ণিমার মধ্যেই আমাদের দ্বারকানাথ দর্শন হইয়া গেল।

"এদিকে দ্ববকানাথ দর্শন করিয়া প্রভার (ইনি সার আর০ এন০ মুখার্জীর বিধবা পুত্রবধু) ইচ্ছা হইল যে সে কাপড় জামা দিয়া দ্বারকানাথকে সাজায়। কেহ কেহ ব্রাহ্মণভোজন,রুরাইবারও ইচ্ছা প্রকাশ করিল। এইভাবে মহামিলন উৎসবের বন্দোবস্ত যেন আপনা আপনিই হইয়া যাইতে লাগিল। পরদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দ্বারকানাথের ভোগ এবং ব্রাহ্মণভোজনাদি হইল। এই উপলক্ষ্যে দিদি যাহা রান্না করিয়াছিল তাহা খাইয়া সকলেই বলিয়াছিল যে ঐ রূপ সুস্বাদু রান্না তাহারা কখনও খায় নাই। উহা যেন অমৃততুল্য। মোটকথা, ঐ মহামিলন উৎসব উপলক্ষ্যে সকলের প্রাণেই এক অপূর্ব্ব আনন্দের সৃষ্টি হইয়াছিল। আবার দেখ মজাও এমন, এই মহামিলনের সহিত যাহাদের যোগাযোগ ছিল তাহারা যেন আপনাআপনিই ঐখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। মনোমোহন বাবার আমেদাবাদে আসিবার কোন কথা ছিলনা তবুও সে প্রাণের কি এক আবেগে অসুস্থ শরীর লইয়াই আমেদাবাদে আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে আমাদের সহিত জুনাগড় যাইতে বলা হইয়াছিল কিন্তু সে উহাতে সম্মত হইয়াছিল না। সে একদিন আমেদাবাদে থাকিয়া বৃন্দাবন যাইবে বলিল। আমরা জুনাগড় রওনা হইয়া আসিলাম। জুনাগড় পৌঁছিয়া কান্তিভাইকে ফোন করিয়া দেওয়া হইল যে, সে যেন মনোমোহনবাবাকে নিয়া জুনাগড় আসে। কান্তিভাই তাহাই করিল। মনোমোহনবাবা আমাদের সঙ্গে যখন প্রভাসে গেল সে ঐখানে গিয়াই বলিতে লাগিল যে প্রভাস তাহার নিকট খুব ভাল লাগিতেছে।

"বৃন্দাবনে আশ্রম করিবার জন্য যে জমি হইয়াছে ঐ সম্বন্ধে কিছু বলিবার উপলক্ষ্য লইয়াই কিন্তু মনোমোহনবাবার আমেদাবাদে আসা। সে ঐ জমির কথা আমাকে বলিতেঁ বলিতে বলিল, "মা, ঐ জমির উপর একটা 'পচা' কোঠাও আছে। উহাকে মেরামত করিয়া কাজে লাগান যায়।" আমি কিন্তু দ্বারকায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়া দেখিতে পাইয়াছিলাম যে, মনোমোহনবাবা যে কোঠার কথা বলিয়াছিল ঐখানেই এক শিব প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। এ কোন শিব জান? যোগীভাই হরিদ্বারে শিবস্থাপনের জন্য নর্ম্মদা হইতে দুইটি শিবলিঙ্গ আনাইয়াছিল, কিন্তু ঐ দুইটি শিবের একটিও তাহার পছন্দ না হওয়াতে উহা কাশীর আশ্রমেই পড়িয়াছিল। এই দুইটি শিবের একটিকে ঐ কোঠাতে স্থাপিত দেখিয়াছিলাম। তাই মনোমোহনবাবাকে রাত্রিবেলা ডাকিয়া আনিয়া আমি যেভাবে শিবটিকে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছিলাম তাহা তাহাকে বলিয়া কোঠাটি কি ভাবে মেরামত করিতে হইবে তাহা তাহাকে বলিয়া দিলাম। গত শিবরাত্রির সময় দিদি বৃন্দাবনে গিয়া শিব স্থাপন করিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম যে স্থানে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন সেই স্থানে আপনা হইতেই শিবলিঙ্গ প্রকট হইয়াছিল, এখানেও দেখিতেছি যে, ঐ মহাপুরুষের মহামিলনের সঙ্গে সঙ্গেই এক শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়া গেলেন।"

মা এইভাবে কথা শেষ করিলে আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, ঐ অশ্বত্থ গাছটিকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার শরীরের ঐ অবস্থা হইল কেন?" মা গোপীবাবুকে বলিলেন, "বাবা, তুমি অমূল্যকে বুঝাইয়া বল দেখি, আমার ঐরূপ হইয়াছিল কেন?" গোপীবাবু হাসিয়া বলিলেন, "উহা আমি কি জানি?" গোপীবাবু কোন উত্তর দিতেছেন না দেখিয়া মা আমাকে বলিলেন, "সকল জিনিষের মধ্যে সকল জিনিষ আছে ত? কাজেই শ্রীকৃষ্ণের ভাব এ শরীরের মধ্যে আছে। এ শরীরে যাহা দেখা গেল উহাও ঐভাবের একটা প্রকাশ মাত্র।"

মা (হাসিয়া) হাঁ, সাধন করিতে করিতে অনেক সময় ইহাও বুঝা যায় যে আমার এতদিনে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

এইরূপ বলিতে বলিতে রাত্রি ১২॥টা বাজিয়া গেল। বিশ্রাম দিবার জন্য আমরা উঠিয়া আসিলাম।

৩রা ফাল্গুন রবিবার (ইং ১৫/২/৫৩)

আজও রাত্রি ৯॥টার সময় আমরা সকলে শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে একত্রিত হইলাম। আজ ডাঃ পান্নালালও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতিক্রমেই তাঁহাকে আসিতে দেওয়া হইয়াছিল। গতকল্য যে বিবরণ শুনিয়াছিলাম ঐ সম্বন্ধে আমার কিছু জিজ্ঞাসাও ছিল। তাই কোন কথা উঠিবার পূর্ব্বেই আমি মাকে বলিলাম, "মা, কাল তুমি বলিয়াছিলে যে, যখন তুমি চিদাম্বরমের ঐ মহাপুরুষকে এক দেবীমূর্ত্তির নিকট দণ্ডায়মান দেখিলে তখন তোমার খেয়াল হইল যে, তোমার সঙ্গীয় লোকেরাও ঐ মহাপুরুষকে দেখুক, তখন তুমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য বলিয়া উঠিলে, "স্ত্রী দেহ," তোমার সঙ্গে চোখ মিলাইয়া অপরে যে ঐ মহাপুরুষকে দর্শন করিবে ইহা তোমার ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই তুমি মহাপুরুষের দিকে না তাকাইয়া ঐ কথা বলিয়াছিলে।"

মা। হাঁ।

আমি। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, যদি সকলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঐ মহাপুরুষকে দেখিত তবে তাহাদের দর্শনের কোন পার্থক্য হইত কি?

মা। (হাসিয়া) হাঁ। তাহারা যে ভাবে দর্শন করিল তাহাতে তাহারা ঐ মহাপুরুষকে একজন সাধারণ লোক বলিয়াই মনে করিল। আমার সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহারা ঐ মহাপুরুষকে দেখিত তবে অন্যরূপ দেখিত।

আমি। আরও একটি কথা প্রভাসে অশ্বত্থ বৃক্ষটি স্পর্শ করিয়া যখন তোমার দেহত্যাগের খেয়াল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল–

মা। দেহত্যাগের খেয়াল হইল এরূপ কথাত বলা হয় নাই। যদি তুমি ঐ ভাবে উহা বুঝিয়া থাক তবে ভুল করিয়াছ।

আমি। কাল তুমি বলিয়াছিলে যে তোমার ভিতর হইতে একটা শব্দ উঠিতেছিল উহা যদি তোমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িত তবে আর ফিরিয়া আসা সম্ভব হইত না।

মা। আমি যে স্থিতির কথা বলিতেছিলাম উহার দুইটা দিক আছে। ঐ স্থিতি হইতে এমন এক গতিও হইতে পারে যাহা হইলে দেহে থাকা সম্ভব হয় না। আবার ঐ ঐ স্থিতি হইতে ফিরিয়া আসাও যায়। মোট কথা আমি ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম যে শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করিবার সময় শাস্ত্রাদিতে তাহার দেহের যে অবস্থা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে, এ দেহের ভিতরেও তখন ঐ অবস্থাগুলি প্রকাশ হইয়া গেল। এই সকল কথা তোমাদিগকে প্রকাশ করা ঠিক হইল না, কারণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত এ দেহের তুলনা করিতে দেখিলে অনেকেই হয়ত প্রাণে ব্যথা পাইতে পারে।

গোপীবাবু। এ গুলি লিখিয়া রাখিতে দোষ কি?

ইহা শুনিয়া মা হাসিলেন। ইহার পর কথা উঠিল যে, যে স্থানে গিয়া এবং যে অশ্বত্থ গাছটি স্পর্শ করিয়া মায়ের দেহের ঐ অবস্থা হইয়াছিল বাস্তবিক পক্ষে ঐ স্থান ও গাছের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না।

গোপীবাবু বলিলেন, "বহুলোকের একজাতীয় ভাবধারা যদি কোন একটি স্থানকে উপলক্ষ্য করিয়া হয় তবে ঐ ভাবের প্রভাবও ঐস্থানে লক্ষিত হইতে পারে।"

এই সম্বন্ধে মা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কতকটা এইরূপ–শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের প্রভাবটা কোন স্থানবিশেষে নিবদ্ধ নয় বলিয়া, স্থান পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলেও ঐ প্রভাবটা থাকিয়া যাইতে পারে এবং উহা আবার যে কোন স্থানে প্রকাশিতও হইতে পারে।

৫ই ফাল্গুন মঙ্গলবার (ইং ১৭/২/৫৩)

আজ মা বৃন্দাবনে রওনা হইয়া গেলেন। বিকালে কলেজ যাইবার পূর্ব্বে আমি মায়ের সহিত দেখা করিতে গেলাম। মায়ের ঘরে তখন গোপন কথা চলিতেছিল। উহার এক ফাঁকে আমি ঘরে ঢুকিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া আসিলাম।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলামাধুরী

—স্বামী নির্ম্মলানেন্দ গিরি

স্বরূপ-সৌরভ

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর পরম পাবন দিব্য ধ্যানে মনপ্রাণ আনন্দময় হয়ে যায়। আর সেই আনন্দ থেকে পরমানন্দ আর পরমানন্দ থেকে সচ্চিদানন্দ প্রাপ্ত হয়। বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় আধ্যাত্মিক জগতে তিনটি মোহনীয় বিশ্ব-বিশ্রুত মাতৃকা-শক্তির উদয় হয়। তিনজনই মা নামে বিখ্যাত হন। তিনজনই লোক-জননী, ভক্ত-জননী ও বিশ্ব জননীরূপে ভারতের সকল অঞ্চলে এবং বিদেশেও সমাদৃত হয়েছেন। দক্ষিণেশ্বরের মা সারদা, পন্ডিচেরীর মাদার এবং সারা ভারতের বিশেষভাবে সাড়া জাগান শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মার স্বরূপ কি সে বিষয়ে মদীয় জ্ঞান গুরু মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের বিচার বিশ্লেষণ দিয়েই আমরা শুভারম্ভ করতে পারি। এর আগে পাঠকবর্গকে একটা কথা জানিয়ে দেওয়া সমীচীন বলে মনে করি। আমরা, যেমন আমি, আমার বলে জগৎ ব্যবহার করে থাকি ঠিক সেই ভাবে আনন্দময়ীমার জগৎ ব্যবহার দেখা যেত না। নিজের দেহ সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে বা ইঙ্গিত দিতে হলে 'আমি', আমার' এই উত্তম পুরুষের ব্যবহার করতেন না। সর্বদাই 'এ শরীর', 'এ দেহ' এইভাবে প্রথম পুরুষের প্রয়োগ করতেন। তাঁর দেহাত্মবোধ কোন কালেই ছিল না। একথা তিনি বারে বারে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথজীর লেখা 'মাতৃ-স্বরূপ বিষয়ক' প্রবন্ধে কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক অংশের এখানে অবতারণা করছি, তাঁর গভীর গবেষণার ফলশ্রুতি স্বরূপ তিনি প্রথমে মাকে (১) শ্রেষ্ঠ সাধিকা (২) নিত্য সিদ্ধা (৩) ভগবানের পরিকর রূপে (৪) ভগবতী কালীর অংশ (৫) দশভুজা দুর্গা (৬) দশ মহাবিদ্যা স্বরূপ (৭) মহাভাবময়ী রাধা (৮) সাক্ষাৎ কৃষ্ণের আবেশ ইত্যাদি নানাভাবে বিচার করে শেষে লিখে গেছেন কতজনে কতভাবে মাকে দেখে থাকেন এর মধ্যে কোন্‌টি সত্য কোনটি অসত্য তা বলা যায় না কারণ যে যে ভাবে মাকে দেখে বা বোঝে তার নিকট তিনি সেইভাবেই প্রতিভাত হন। তথাপি আমার মনে হয় এর কোনটিও তার প্রকৃত পরিচয় নয়।

উপরিলিখিত মহাবিদ্বান গোপীনাথজীর লেখনীর উপর আর কে লেখনী চালাবে? প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি লিখেছেন যদি কিছু পরিচয় পেতে হয় তবে সন্তান-ভাব, শিশুভাবই শ্রেষ্ঠ ভাব। সন্তানের কাছে মা সমধিক ধরা দিয়ে থাকেন।

বেদই যেমন বেদের স্বয়ং প্রমাণ, তেমনি মায়ের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণীই মায়ের স্বরূপ পরিচয়ের স্বয়ং প্রকাশ। এ বিষয়ে মা তাঁর দিব্য আর্বিভাব লীলাখেলা সম্মন্ধে বিভিন্ন স্থানে যে সব কথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রীমুখ থেকে প্রকাশ করেছেন তার কিছু উদ্ধৃতি বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে দেওয়া হল।

নিজ স্বরূপ সম্মন্ধে মার প্রথম যে উদাত্ত সঙ্কোচবিহীন পরিচয় আমরা পাই সেটি বাজিতপুরে (অধুনা বাংলাদেশ) বধূ জীবনের কালে ১৯২২ সালে ঝুলন-পূর্ণিমার রাত্রিতে মায়ের মধ্যে স্বয়ং গুরুবীজ মন্ত্র আবির্ভূত হয় এবং এইভাবে নিজেই নিজের দীক্ষা হওয়ার পর মা গভীরভাবে জপ ও মন্ত্রের ক্রিয়াদিতে প্রায় সারা দিনরাত মগ্ন থাকতেন। মার ঐ অবস্থায় মার মামাতো ভাই শ্রীনিশিকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুটা বিস্ময়যুক্ত জিজ্ঞাসুর ভাবে মাকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কে?'

"পূর্ণ ব্রহ্মনারায়ণ"–স্বতঃস্ফূর্তভাবে মায়ের শ্রীমুখ থেকে বেরিয়ে আসে। নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে মায়ের এই অমোঘ বাণীর শ্রোতা ছিলেন শুধু তিনজন। প্রশ্নকর্তা নিশিকান্ত ভট্টাচার্য, মায়ের লৌকিক স্বামী শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় (বাবা ভোলানাথ) এবং প্রতিবেশী শ্রী জানকীনাথ বসু।

এর বহুদিন পরে সেবার যখন ঢাকায় থিয়োসফিকল সোসাইটির সমাবেশ হয় এবং সেই সুযোগে মহেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ বহু গণ্যমান্য সদস্যগণ ঢাকার রমনা আশ্রমে মাতৃ-দর্শনে আসেন তাঁদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বাজিতপুরে নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে মা যে আত্মপরিচয় দান করেন দ্বিতীয়বার মায়ের শ্রীমুখ থেকে বহুজন সমক্ষে 'পূর্ণ ব্রহ্মনারায়ণ' এই শব্দত্রয় উচ্চারিত হয় এবং মা ভাবস্থ হয়ে পড়েন। ভোলানাথের জিজ্ঞাসায় মা বলে ওঠেন–"এ শরীর তো নিজে ইচ্ছা করে কিছু করে না। ভেতর থেকে নিজের ভাবে যা বেরিয়ে এল তাই বলা হল"।

"পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ"–এই আত্মপরিচয় দানকারী তিনটি মহান শব্দের ভুরি ভুরি ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গীমায় ও দৃষ্টিতে তাত্ত্বিক বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে এবং করা হয়েও থাকে। আমরা এ বিষয়ে এখানে বিশদ আলোচনায় যাব না। তবে এক্ষেত্রে মায়ের শ্রীমুখ থেকে "পূর্ণব্রহ্মনারায়ণের" পূর্ণতা সম্বন্ধে মা নিজেই বলেছেন-–"অদ্বৈত সাধনায় লোকে নেতি নেতি করে আরম্ভ করে। ইহা তিনি নয়, ইহা তিনি না, বলে জগতের সমস্ত বস্তুকে একদিকে সরিয়ে দিতে দিতে যখন তাঁহার প্রকাশ হয় তখন জগতের নানাত্ব বা বহুত্ব সরে গিয়ে এক সত্ত্বারই প্রকাশ হয়। এই অবস্থায় এক ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু থাকে না। এই জন্যই বলা হয় যে, এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। আবার সাধনায় যেখান হতে আরম্ভ করা, সেখানেই ফিরে আসা আছে তাহা কেমন? না, অজ্ঞান অবস্থায় যেগুলোকে নেতি নেতি বলে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাদেরই আবার চিন্ময় দেহে প্রকাশ হওয়া। চিন্ময়দেহ কি? না, চৈতন্য ময় দেহ, অথবা জগতে যাহা কিছু দেখা যায় তাহাই তাঁহার বিভিন্ন রূপের প্রকাশ বলে জ্ঞান হওয়া। এখানে যে বহুত্ব দেখা যায় উহা বহুত্ব নয়, একত্বই, জাগতিক ভাবে যেরূপে জগতের সমস্ত জিনিষকে ভিন্ন ভিন্ন বলে বোধ হয়, উহা তাহা নয়। এগুলো অপ্রাকৃত কি না, তাই এখানে পর পর, আলাদা আলাদা ভাব নাই। এবং সমস্ত চৈতন্যময় বলে ইহাদিগকে জাগতিক দেখার সঙ্গে তুলনা করা যায় না কেবল তাহাই নহে, একের মধ্যে অনন্ত এবং অনন্তের মধ্যে একত্ব উপলব্ধি হয়। অর্থাৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে তাহা সমস্তই যেমন নিজের মধ্যে দেখা যায়। আবার নিজেকেও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর মধ্যে দেখা যায়। কাজেই এ অবস্থায় কিছু বাদ দেবার নাই, দ্বৈত বল, অদ্বৈত বল, লীলা বল, সব কিছু এখানে পাওয়া যায়–ইহাই পূর্ণত্ব।"

উক্ত স্থিত প্রজ্ঞার লক্ষণগুলি প্রত্যেকটি মায়ের ব্যবহার, কথা-বার্তায়, আচারে, ব্যবহারে, চরিত্রে হুবহু ফুটে উঠত। মা যখন ঢাকায় এসে শাহবাগে থাকতে আরম্ভ করলেন, তখন একদিন তাঁর প্রিয় ভক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র রায় একান্তে কাতরভাবে মাকে জিজ্ঞাসা করলেন–"মা সত্যই আপনি কি বলুন?" মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন-"ছেলে মানুষের মত এ প্রশ্ন কোথা হতে উঠল? জীবের সংস্কারের অনুরূপ দেবদেবীর মূর্তি দর্শন। আমি আগেও যা, এখনও তা, পরেও তা'। তোমরা যখন যে যা বলো যে যা ভাবো, আমি তাই। তবে ইহা খাঁটি যে, এই শরীরের জন্ম প্রারব্ধ ভোগের জন্য হয়নি। তোমরা মনে কর না কেন এ শরীর একটি ভাবের পুতুল, তোমরা চেয়েছো, তাই পেয়েছো, এখন একে নিয়ে সাময়িক খেলা করে যাও। আর বেশী জেনে কি হবে?"

তত্ত্ব-দৃষ্টিতে মা যে ব্রহ্মস্বরূপিনী এ তারই ইঙ্গিত। আবার মা এক স্থানে বলছেন–"তোমরা যে যা ভাব, যে যা বল আমি তাই। "এখানে লীলার আস্বাদন দৃষ্টি নিয়ে তিনি বহু এ ইঙ্গিত পাওয়া গেল। "ব্যবহারিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিসাবে ধরতে গেলে এ শরীরে পূর্ববঙ্গের, প্রজাতিতে ব্রাহ্মণ, স্ত্রী শরীর। কিন্তু এসকল কৃত্রিম উপাধি থেকে আলাদা আলাদা করে দেখতে গেলে জানতে পারবে এ শরীর তোমাদের সকলেরই একই পরিবার ভুক্ত।" "এ শরীরটাতো একটা ভাবের পুতুল। তোরা যেমন খেলতে চাস তা তেমনিতর খেলতে থাকে। এ শরীরের নিজের কিছু করবার বলবার প্রয়োজন নেই। আগেও ছিল না, এখনও নেই, পরেও হবে না। যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে বা পাবে সবই তোমাদের কল্যাণের জন্য। এ শরীরের যদি কিছু নিজস্ব বলতে চাও–জগতের সবই এর নিজস্ব।"

"সাধারণ–অসাধারণ সব তোদের কাছে। এ শরীর সকল সময় সকল অবস্থায় এক ভাবেই রয়েছে। সবই তো খেলা, বেশ সুন্দর করে আনন্দ করে খেলা খেলতে শেখ, তাহলে খেলার ভিতর দিয়ে খেলার চরম পাবি, বুঝলি?"

"এ শরীরটাতো একটা ঢোল, তোরা যে তালে বাজাবি সেরূপ আওয়াজ তো পাবি", "যা বল তাই–নিজের দিকে দেখিয়ে অর্থাৎ পূর্ণ প্রকাশ আর কি।" আবার নিজের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে "এতে কিন্তু তোদের দৃষ্টিতে যত রকম সাধনা ইত্যাদির মত সব কিছু হতে পারে, সবই প্রকাশ হতে পারে, অবাধ গতি প্রকাশ, আর কি।"

শাহবাগ থেকে মা জীবনে প্রথম পদ্মা পার হয়ে প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে ও নিমন্ত্রণে দেওঘরের প্রসিদ্ধ মহাত্মা সচল বিশ্বনাথ বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর তপোবন আশ্রমে এলেন। বালানন্দজী তাঁর দিব্য চক্ষে মায়ের স্বরূপ দর্শন করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভক্তদের বললেন–"এ তো স্বয়ং সিদ্ধা, নিত্য সিদ্ধা।"

ভারতধর্ম মহামন্ডলের প্রচারক স্বামী দয়ানন্দজী মহাশয় বারাণসী ধামে মাকে জিজ্ঞাসা করলেন–"মা তুমি কে? কেউ বলে তুমি অবতার। কেউ বলে তুমি সিদ্ধ জীব। আমি সত্য সত্যই জানতে ইচ্ছা করি তুমি কি? "মা উত্তর দিয়েছিলেন–"তুমি কি মনে কর বাবাজী, তুমি যা মনে কর আমি তা-ই।"

উত্তর কাশীর সিদ্ধ মহাপুরুষ দেবীগিরি মহারাজ, রামঠাকুর মহাশয় এবং খান্নার প্রসিদ্ধ মহাত্মা ত্রিবেণী পুরীজী মাকে জগদম্বা জগদ্ধাত্রীরূপে মনে করতেন।

শৃঙ্গেরী ও কাঞ্চীকামকোটিপীঠের শঙ্করাচার্য, বদ্রীনাথের জ্যোতিঃপীঠের শঙ্করাচার্য, পুরীর গোবর্দ্ধন মঠের শঙ্করাচার্য সকলেই মাকে দর্শন করে সাক্ষাৎ ভগবতীর অংশরূপে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

ভারতের বহু মন্ডলেশ্বর, মহামন্ডলেশ্বর, মহন্ত, সুপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমের মহাত্মাগণ মাকে সদা সর্বদা শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখেছেন। আমরা জানি বহু প্রাচীন কালে মহাভারতের যুগে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সমাপ্তি পর্বে সমাহূতসারা ভারতের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের পূজার আসরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যেমন সর্ব সম্মতিক্রমে (শিশুপাল ছাড়া) সর্বপ্রথম পূজা নিবেদন করা হয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে প্রয়াগে (এলাহাবাদে) পবিত্র ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাকুম্ভের মহাপর্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমাগত সাধু মন্ডলী সম্মিলিত ভাবে সর্বপ্রথম ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠারূপে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মাকে পট্টবস্ত্রাবৃত করে শ্রদ্ধাঞ্জলী ও পুষ্পার্ঘ তুমুল হর্ষধ্বনি ও জয়ধ্বনির মধ্যে সম্পর্ণ করেছিলেন। সেদিনকার সেই অপুর্ব দৃশ্যের সাক্ষী স্বয়ং লেখকও ছিলেন।

একবার দেরাদুনের রাজপুর রোডের কল্যাণ বন আশ্রমে সূক্ষ্মে শ্রীমা একটি অপূর্ব দর্শনীয় দৃশ্য দর্শন করেছিলেন। মা সূক্ষ্মে দেখলেন কোন একটা সুন্দর নূতন স্থান। বেশ একটি উচ্চাসনে মা যেন বসে রয়েছেন এবং মায়ের শরীরকে কেন্দ্র করে উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে চারিদিকে অসংখ্য দেব-দেবীগণ, প্রাচীন মুনি-ঋষিগণ যার মধ্যে বালখিল্য ঋষিগণও ছিলেন, সসম্ভ্রমে মার দিকে চেয়ে আছেন এবং মায়ের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও আদর প্রকাশ করছেন। মায়ের দিব্য শরীর যেন অপূর্বভাবে গড়া, মার শ্রীমুখ থেকে ঐ সূক্ষ্মেই শব্দ উচ্চারিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়,–'অখন্ড ভাবঘন'। মায়ের স্বরূপ সম্বন্ধেও এটি একটি বিশেষ ইঙ্গিত। ঐ অখন্ডভাব ঘনতনু শ্রী আনন্দময়ীমার সংস্পর্শে এসে ভক্তগণও তাঁদের ভাব ও অভিজ্ঞতার কথা নানাভাবে বর্ণনা করেছেন।

ভক্তরাজ ভাইজী তাঁর লিখিত দ্বাদশ–বাণীর প্রথমেই বলেছেন–"ভগবান বা ঈশ্বর বলিতে আমরা যা ধারণায় আনিতে পারি শ্রীশ্রী মা তারই মূর্ত্ত প্রকাশ। তাঁহার দেহ ও লীলাবিলাস সবই অপ্রাকৃত ও অসাধারণ। এই বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকল কর্ম ও জ্ঞানে তিনি একমাত্র পরম উপাস্য ইহা স্থির করিয়া তাঁহার শ্রী পাদ পদ্ম হৃদয়ে বসাইতে পারিলে পরমার্থ পথে অন্য কোন আশ্রয়ের প্রয়োজন হইবে না।"

মায়ের পরমভক্ত পরমানন্দ স্বামীজী সদাই বলতেন–"মা সাক্ষাৎ চলন্ত মূর্তিমতী গীতা"।

মায়ের পরম প্রিয় সেবিকা গুরুপ্রিয়া দেবী তাঁহার রচিত শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী গ্রন্থের ভূমিকায় মার সম্বন্ধে লিখেছেন–"যিনি স্বরূপতঃ মানবীয় বুদ্ধির অগম্য ও পূর্ণানন্দরূপে স্বধামে নিত্য বিরাজমান থাকিয়াও সংসার পথে ক্লান্ত কাতর পথিককে জ্যোতির্ময় চিরশান্তি-ধামের সন্ধান দিবার জন্য করুণাবশতঃ ধরাতলে মানবদেহে আবির্ভূত হইয়াছেন, যিনি কর্ম-ভক্তি-জ্ঞানময় খন্ড ভাবধারার মধ্য-দিয়া কি প্রকার মহাভাবে প্রবেশ করিতে হয় ও কি প্রকার চরমে অবিরাম নৃত্যশীল ভাব-তরঙ্গের পশ্চাতে ভাবাতীত চিরশান্তিময় চিন্ময়–স্বরূপে বিশ্রাম লাভ করা যায় তাহা আপনি আচরণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, সেই শরণাগতবৎসল পরমারাধ্য শ্রীশ্রী ১০৮ যুক্তেশ্বরী মাতা আনন্দময়ীর ভুবনমঙ্গল শ্রীচরণকমলে বার বার প্রণাম প্রণাম"।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজী বলেছেন–"মা আনন্দময়ী ভক্তি বাৎস্যলের সাক্ষাৎ প্রতিমা ছিলেন। কেবলমাত্র তাঁর দর্শনমাত্র করেই অনেক জিজ্ঞাসু ভক্তের সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। উনি দীন দুঃখীদের সেবা করা সাচ্চা ধর্ম বলে মানতেন। তাঁহার পাবন ব্যক্তিত্ব মানবজীবনের জন্য মহান প্রেরণার স্রোত ছিল।"

ঋষিকেশের ডিভাইন লাইফ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-শ্রদ্ধেয় শিবানন্দ স্বামীজীর উক্তিটি বড়ই হৃদয়গ্রাহী-মর্মস্পর্শী–"শ্রীশ্রী আনন্দময়ীমা ভারতীয় আধ্যাত্ম উদ্যানের সবচেয়ে সুন্দরতম ফুল হয়ে সদা বিরাজিত"।

পন্ডিচেরীর অরবিন্দ আশ্রমের যোগীরাজ শ্রী অরবিন্দ মার সমাধি অবস্থার একখানি সুন্দর ফটো দেখে স্বতঃই বলে উঠেছিলেন–"She is ever floating in Sacchidananda sagar' (ইনি সচ্চিদানন্দ সাগরে মগ্না চির ভাসমানা।)

আমরা এখানে মায়ের স্বরূপানুসন্ধান সম্মন্ধে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের কথা দিয়ে যেমন আরম্ভ করেছি তেমনি অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজীর স্বয়ং লিখিত হৃদয়ের উদগার মাতৃ স্বরূপের সমাপন পর্বে সন্নিবেশিত করা সমীচীন বলে মনে করি।

দয়াময়ী মাগো,

মা আমার, তুই তো সব সেজে লীলা করছিস, বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে একমাত্র তুইই ছিলি, তোর ইচ্ছা হল, বহু হবো জন্মাবো, তুইই মহৎ অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্রা, পঞ্চভূত হলি, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সাজলি।

কোটি কোটি প্রণাম তোকে আর তোর লীলাকে। আজ বিজয় লীলাকে প্রণাম করছি।

শ্রী শ্রীহৃষীকেশ আশ্রম। তোর সীতারাম

২১/৬/১৩৭৭ ভোর

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাইজীর দ্বাদশ বাণী

—"জয়"

প্রারব্ধ কাটিতে হইলে উৎকট তপস্যা চাই। শোক দুঃখাদি আমাদের প্রারব্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল-ইহা নিশ্চিতভাবে মনে রাখিয়া সম্পদে ও বিপদে তাঁহার অজস্র করুণাধারার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া চলিতে হইবে।

প্রারব্ধ–শব্দের অভিধানিক অর্থ হল-প্রকৃষ্ট রূপে যা আরব্ধ। পূর্বের আরব্ধ ক্রিয়াই জন্মান্তরে ফল রূপে প্রকাশিত। আমরা বহু সময়েই কি করে দুঃসহ প্রারব্ধের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব তার চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে থাকি। ইতি উতি তার থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে বেড়াই। ভাইজী বললেন--শোক দুঃখাদি আমাদের প্রারব্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল, আর তার থেকে নিষ্কৃতির উপায় হল উৎকট তপস্যা। এখানে একটি সুন্দর জিনিষ দেখার আছে। মনের কি অদ্ভুত মজা। তাকে আমরা যে জিনিষকে যে ভাবে চিনাতে অভ্যস্ত করি সে সেই জিনিষকে সেই ভাবেই চেনে। শ্রীমা বলেন-"মন মানি জগৎ, মনের স্বভাবই হল একটা কিছু মেনে নিয়ে চলা"। আমাদের মন মেনে নিয়েছে প্রারব্ধ ভোগ মানেই দুঃখ ভোগ। 'প্রারব্ধ' শব্দটির সঙ্গে কেমন এক অদ্ভুত ভাবে দুঃখদায়ী আমাদের কৃত পূর্বতন কর্মপ্রবাহের একটা ভাব আমাদের স্মৃতিতে উদয় হয়। কারণ মনকে ঐ ভাবে বারবার শোনান হয়েছে যে প্রারব্ধ অমোঘ, প্রারব্ধ ভোগ করতেই হয়, এ ভোগ থেকে নিষ্কৃতি নেই ইত্যাদি। যখন দেখা গেছে কোন আপাতঃ ভাল মানুষের বিষম দুঃখ উপস্থিত হয়েছে, কারুর অকাল মৃত্যু হয়েছে বা ভয়াবহ ব্যাধি ইত্যাদি হয়েছে ও এই জন্মে ঐ ফল প্রাপ্তির কারণ স্বরূপ কোন কার্যকে দেখা যাচ্ছেনা তখন আমাদের শোনান হয়েছে-প্রারব্ধই এর কারণ। কিন্তু এটা খেয়াল করতে হবে যে প্রারব্ধ সব সময় আমাদের জীবনে শুধুই শোক ও দুঃখাদি আনে না। সে হর্ষ আনন্দও আনে। শুচি, শ্রী ঘরে আমাদের জন্মের সুযোগ আসে শুভ প্রারব্ধকর্ম বশেই। মুক্তির ইচ্ছা,'মহাপুরুষের সংস্রব হয় সাধারণ ভাবে শুভ কর্ম ও প্রারব্ধ বশেই। প্রারব্ধ ক্রিয়া ও তার ফলের সঙ্গে একটা কার্য কারণ সম্পর্ক সূত্র আছে। শ্রীমায়ের কথায়–এখন আগুন দেখতে না পেলেও পোড়ার দাগ দেখলে বলা যায় ওখানে আগুনের ছোঁয়া লেগেছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে পূর্বে যা আরব্ধ হয়েছে তা শুভ কর্মও হতে পারে আবার বিকর্মও হতে পারে। যখন শিশু বয়সে আমরা ঐশ্বর্য ভোগের মধ্যে লালিত হই, বা বড় হয়েও নিজের প্রত্যক্ষ ভাবে অর্জন ব্যতিরেকেও ভোগের পরিবেশ ও উপকরণ পাই কই তখন তো প্রারব্ধ কর্ম কাটতে উৎকট তপস্যার কথা ভাবিনা। কারণ তখন যে আমরা আনন্দে আছি। দুঃখ দায়ী ভোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য উৎকট তপস্যার কথা ওঠে। তবে ভোগের ঐ সময়টি সাধারণ ভাবে আনন্দের হলেও আসলে এক দিক থেকে ওটিতে মন ভাবে আনন্দ করার সময় নয়। কারণ আমাদের জন্মার্জিত শুভ কর্মের ফল ঐ ভাবে ভোগের মধ্যে দিয়ে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। যেন জমানো টাকা ব্যয় করে আনন্দ করা হচ্ছে। কিন্তু জমার ঘরে আরো জমার দিকে খেয়াল না করলে একসময় ভাঁড়ার শূন্য হয়ে পড়বে। সাধারণতঃ মানুষ আপাত মনোরম বিষয় সুখ ভোগের বাসনায় প্রারব্ধের শুভ ফলের অপব্যয় করে ফেলে। এ যেন শিশুর হাতে অর্থ পড়ার মত। সে নিজে ত অর্জন করতেই পারেনা আবার মুল্যবোধ না থাকার জন্য সে অধিক মূল্য দিয়ে অল্প মূল্যের জিনিষ আহরণ করে। মানুষ যদি প্রকৃত অর্থে জ্ঞানবান ও আত্মসচেতন হত, তাহলে সে শুভ কর্মের ফলটি সুন্দর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে পরমানন্দ প্রাপ্তির কাজে লাগাতে পারত।

ভারতীয় অধ্যাত্ম ভাবনার মধ্যে সৃষ্টি রহস্যের কিছু মূল সূত্র অদ্ভুত সুন্দর ভাবে প্রস্ফুটিত রয়েছে। যেমন পূনর্জন্মবাদ, দৈব, ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি জীবের গতি, গুণাতীত স্থিতি, প্রারব্ধ ইত্যাদি। আমরা জন্মান্তর বিশ্বাস করি। জানি ইহ জীবনের যেমন কর্ম বা বিকর্ম তদনুযায়ী জন্মান্তরে গতি লাভ ও অনুরূপ সুখ দুঃখাদি ভোগ অনিবার্য। সব সময় ইহ জীবনের কর্ম সকল ইহ জীবনেই ভোগ হয় না। আবার দেখা যায় যা ভোগ হচ্ছে তা পাওয়ার মত কোন কর্ম ইহ জীবনে করা হয়নি। এগুলি জীবনে আসে জন্মান্তরের কর্ম বশতঃ। শাস্ত্র সাধকের সাধনার প্রাথমিক অবস্থায় এই কারণে বার বার শাস্ত্রীয় শুভ কর্মানুষ্ঠানের উপর বিশেষ জোর দিতে বলেছেন। একটি রূঢ় সত্য সম্বন্ধে আমাদের সকলের অবহিত থাকা উচিত যে আমরা সকলে বর্তমান যে অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্যে আছি সাধারণ ভাবে তা আমাদের নিজ নিজ সঙ্কল্প ও কর্মের কারণেই। "স্বকর্মজালগ্রথিতোহুসি লোকা"। শ্রীগুরু বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন–'সুখস্য দুঃখস্য ন কোহপি দাতা, পরো দদাতি ইতি কুবুদ্ধিরেতা। স্বকর্মজাল গ্রথিতোহুসি লোকা'। অন্যে আমাদের সুখ দুঃখের কারণ এ বুদ্ধিই কুবুদ্ধি। আমাদের নিজ নিজ সঙ্কল্প ও কৃত কর্মই আমাদের জীবনের সুখ দুঃখের কারণ এবং আমাদের পারিপার্শ্বিকের স্রষ্টা তাই-ই যদি হয় তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ এবং অন্তিমে গতি নির্ভর করবে আমাদের বর্তমানের ভাব ও কর্মের উপর। ভাগবতে কত সুন্দর করে বলা আছে যে-দেখ জীবনের কোন সময়ে আপাতঃ কার্য কারণের সম্পর্কে সূত্রের অপেক্ষা না করে যখন সুখের উদ্ভব হয়, জানবে তা জন্মান্তরের শুভ কর্মের ফল। আবার যখন ঐ ভাবে অকারণে দুঃখের আবির্ভাব হয় জানবে জন্মান্তরের বিপরীত প্রারব্ধ কর্মের ফল ঐ দুঃখ ভোগের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। আর তাই জেনে আনন্দে থাকবে। হিসাব সকলকেই চুকাতে হয়। হয় এখন, না হয় পরে। তাহলে আমরা কি বুঝে নেব যে প্রারব্ধ ভোগ অবশ্যম্ভাবী? আর তার ভোগ না হওয়া পর্যন্ত হিসাব চুকায় না। এ কথা সাধারণ ভাবে সত্য হলেও তা পূর্ণ সত্য নয়। ভাইজী ছিলেন সত্যানুন্ধানী ও শাস্ত্রজ্ঞ। তিনি জানতেন কর্মের মধ্যে যা শাস্ত্র অনুমোদিত নয় ও যা নিজের ও পরের আত্মাকে ক্লিষ্ট করে তাই শ্রীগীতার ভাষায় বিকর্ম বা বিপরীত কর্ম, য়ার গতি নিম্নমুখী। বিকর্মের মধ্যেই দুঃখ ভোগের বীজ নিহিত থাকে। এই নিম্নগতির ধারাকে যদি রুদ্ধ করতে হয়, বা বিপরীত ভাবনার সংস্কারকে যদি নষ্ট করতে হয় তাহলে প্রয়োজন হয় কঠিন তপস্যার তাপের যা অগ্নিশিখার মত ঊর্ধ্বমুখী। বহু সময় অনেক জন্মের নিম্নগতির ধারা এত বেগবান হয়ে দাঁড়ায় যে সাধক তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে সাধনা করেও সে গতিকে রুদ্ধ বা নিশ্চেষ্ট করতে পারেনা। এই সময় সাধক আকুল প্রাণে অন্য কোন বিশেষ শক্তিধরের সাহায্য প্রার্থনা করে। সাধকের আন্তরিক আকুতিতে সেই 'পরমই' গুরু রূপে, মহাত্মা রূপে তাকে তখন সাহায্য করতে আসেন। তাকে পথ বলে দেন, শক্তি জোগান। সাধক বিরাটের কৃপায় ধীরে ধীরে স্রোতের অনুকূলতা অনুভব করে তবু একই সঙ্গে তাকে এও শিখতে হয় যে ত্রিগুণময়ী জগতে যতক্ষণ থাকা ততক্ষণ জ্ঞান ও আনন্দের সঙ্গে অজ্ঞান ও দুঃখ পাশাপাশি থাকবেই। শুদ্ধ জ্ঞানের সংস্কার যেমন তাকে দিয়ে ভাল কাজ করিয়ে নেবে তেমনিই অজ্ঞানের কারণ সংস্কারের বসে সে জীবকে অবশ ভাবে বিপরীত কর্মও করিয়ে নেবে। জীব এর জন্য অন্তরে ক্লিষ্ট ও বাহিরে বহু দুঃখের সম্মুখীন হয়। কিন্তু অবশ ভাবেই সুকর্ম ও বিকর্ম তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেন ঘটতেই থাকে ও ফলস্বরূপ অনিবার্য ভাবে তার সুখ দুঃখ ভোগ হতেই থাকে।

দিনের সঙ্গে রাত্রের যেমন সম্বন্ধ, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর যেমন সম্বন্ধ, পাওয়ার সঙ্গে হারানোর যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বন্ধ তেমনি সুখের সঙ্গে দুঃখের সম্বন্ধ। এরা শুধু একটি টাকারই এপিঠ ওপিঠের মত। হাতে একটা টাকা নিলে যেমন তার দুটো দিকই এক সাথে আসে। জীবনে প্রতিটি জিনিষই এমন ভাবে দুটো বিপরীত দিক এক সাথে আমাদের জীবনে নিয়ে আসে।

আরও একটা কথা আমাদের জানতে হবে যে-যে জীবনটা আমরা এখন পেয়েছি সেটাই প্রথম বা শেষ জীবন নয়। জীবের শিবত্বে উত্তরণের পথে–যেটা তার অমোঘ নিয়তি, সেখানে বহু বহু জন্মের মধ্য দিয়ে চলার পথে এটা একটা স্থান মাত্র। বহু জন্মে–কোথা থেকে এসেছি, কোথায় বা যেতে হবে, কিসে পরম আনন্দে স্থিতি পাব, এ সবের খবর না পেয়ে শুধু তৎকালিক আনন্দ ও তৃপ্তির খোঁজে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছি। আশ্চর্য ভাবে সুখের থেকে দুঃখের বোঝাই যেন বেশি বয়ে চলেছি। খেলা যেন এবারে অন্য দিকে মোড় নিয়েছে। যে স্রষ্টার ইচ্ছায় জন্মজন্মান্তরে বিভিন্ন স্বাদ গ্রহণ করে বিভিন্ন রুচি ও সংস্কারের সৃষ্টি করে জন্মান্তর ভ্রমণ করেছি এবারে তাঁরি ইচ্ছায় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ কোথায় ও কেমন করে তা পাওয়া যাবে মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃতত্ব কিসে পাওয়া যাবে তার কথা শুনতে পাচ্ছি। এমন কথা হয়ত জন্মান্তরেও শুনেছি। কিন্তু অধুনা তাতে রুচি লাগছে, প্রতীতি হচ্ছে ও তদনুযায়ী ভাব ও কর্মের শোধনের আগ্রহ জাগছে।

এইখানে দাঁড়িয়ে সাধকের এক অদ্ভূত অভিজ্ঞতাও হচ্ছে। আন্তরিক তীব্র ইচ্ছা না থাকলেও সাধনের মাঝে কখনও কখনও কেমন করে যেন বিকর্মের সৃষ্টি হচ্ছে। শ্রী গীতার ভাষায়–"প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি" (১৮/১৯)। প্রকৃতিই অবশ করে কত কিছু করিয়ে নিচ্ছে। যে সঙ্কল্প শক্তিকে কর্ম শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল তারই রেশ রয়ে গেছে। এমন করে সঙ্কল্প থেকে কর্ম ও কর্ম থেকে নিত্য নতুন বাসনা ও সঙ্কল্পের সৃষ্টি করে জগতের আবর্তকে তা গতিশীল রেখেছে। গাড়ী একটা গতিতে চলছে, হঠাৎ সামনে কিছু এসে গেছে। চালক সজোরে ব্রেকে পা দিয়েছে। তার ইচ্ছা গাড়ীটা এখুনি থেমে যাক্। কিন্তু তা তখনি থামে না। ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সে এগিয়ে চলে, হয়ত বিপদও ঘটায় ও অবাঞ্ছিত কর্মজালের মধ্যে তাকে জড়িয়ে ফেলে। এই যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু হয়ে যাওয়া তার কারণ ঐ পূর্বতন ভাব ও কর্মের রেশ। এসব থাকলেও সাধককে কিন্তু নিরাশ হতে নেই।

আমাদের আশ্রমে স্বামী প্রকাশানন্দ গিরি ছিলেন। তাঁকে একদিন প্রশ্ন করা হল যে শ্রীমায়ের কাছে তো এতদিন হল আসা হয়েছে, এখনো মনের নিম্ন গতি দেখলে ভাল লাগে না, অবসাদ আসে। প্রকাশ মহারাজ প্রথমে শ্রীমায়ের একটি বাণী স্মরণ করিয়ে দিলেন। বললেন–মা বলেছেন-এই শরীরটার কাছে যাদের আসা হয়েছে তাদের নিম্ন গতির ধারা রুদ্ধ। গুরুপ্রিয়াদি জিজ্ঞাসা করেছেন যে যারা প্রত্যক্ষভাবে আসতে পারেনি তাদের কি হবে? মা বললেন–যারা শুধু স্মরণও করছে তাদেরও। এর পর প্রকাশ মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন অমরনাথ দর্শন করেছি কিনা? উত্তরে হ্যাঁ শুনে বললেন যে পাহাড়ের রাস্তাটা কি সমানে নিচুর থেকে উঁচুর দিকে ছিল? বললাম না। কখনো উঁচু কখনো নিচু। তখন প্রকাশ মহারাজ বললেন–চলার পথে গতি যখন নিচুর দিকে হচ্ছিল তখন কি অমরনাথজীর থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলে না উঁচু নিচু গতির মধ্যে দিয়ে তাঁর আরো কাছে এগিয়ে যাচ্ছিলে? চমক ভাঙল। সত্যিই তো। সাময়িক গতি নিচুর দিকে দেখালেও লক্ষ্য স্থির থাকলে তাঁর দিকেই তাঁর কাছেই আমরা এগিয়ে চলেছি। তাই উঁচু নিচু ভাল মন্দের দিকে বিশেষ খেয়াল না রেখে শুধু লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে চলা। শ্রীমা বললেন–মাটি খুঁড়ছো, এখনি হয়ত জলের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু জলের দিকেই এগিয়ে চলেছ। লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে চলা। এরপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমা আরও বললেন–'পূর্বের বাসনাই প্রারব্ধ রূপে কাজ করে'। আচ্ছা এই কর্মচক্র থেকে কি মুক্তি নেই? প্রারব্ধ ভোগ কি অবশ্যম্ভাবী। আমাদের হতাশা দেখে মা মিষ্টি করে বললেন–"দেখ তোমার হয়ত অনেক কাজ জমে গেছে। একা সেই কাজ করতে বহু সময়ের দরকার। এই সময়ে তোমার পরিচিত লোকেরা এসে তোমার অবস্থা দেখে সকলে মিলে হাত লাগিয়ে তোমার কাজগুলি করে দিল। তুমি অল্প সময়ের মধ্যেই অবসর পেলে। তেমনি জপাদিতেও ফল হয়। শীঘ্র কর্ম বন্ধন থেকে অবসর পাওয়া যায়"।

মা কে আবার প্রশ্ন করা হচ্ছে যে–কখনও কখনও আমরা বুঝিয়াও কেন আবার মিথ্যা খেলাতেই জড়াইয়া থাকি? মা বললেন–"আমরা ঠিক ঠিক বুঝি না। ঠিক ঠিক বুঝিলে কখনও খেলায় মজিয়া যাইতে পারি না।" খেলিতে পারি। কিন্তু মজিতে পারি না। জীবন্মুক্ত পুরুষেরাও খেলেন দেখা যায়। কিন্তু সেই খেলায় তাঁহাদের কোনই ভাগ নাই। আমরা আগুনে হাত দিলে পুড়িয়া যাইবে নিশ্চয় জানি। আমরা কি তবুও আগুনে হাত দিই? এইরূপ নিশ্চয় বুঝিলে কেহ সেই কাজ করে না। আমরা মুখে মুখে শুনিয়া বা পড়িয়া জানি মাত্র, কিন্তু বিশ্বাস কই?

আবার মা বলছেন–'কতগুলি কর্ম আছে যাহার দ্বারা পূর্বের কর্মের ফল নষ্ট হয়'। যেমন মূর্খ আছে লেখাপড়া জানে না, লেখাপড়া শিক্ষারূপ কর্মের দ্বারা তাহার মূর্খত্ব দূর হইল। একটা আয়নার ময়লা আছে তাহা ঘসিলে পরিষ্কার হইল। আবার যেমন তোমরা বল যে জীবন্মুক্ত হইলেও প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করিতে হয়। তখন বলা হয় যে হ্যাঁ, উহাও ঠিক। আবার বলা হয় তেমন জ্ঞান হইলে কোন কর্মই থাকিতে পারে না। তেমন উন্নত যে হয় সে কি আর পূর্বের কর্মফলগুলি নষ্ট করিতে পারে না? তার ত কোন কর্মফল থাকে না। যে জ্ঞানাগ্নি এতটা জ্বালাইতে পারিয়াছে সে কি আর সবটা জ্বালাইতে পারে না?' এইখানে শ্রীগীতায় বলা বাণীর পুনরুক্তি শুনলাম শ্রীমায়ের কন্ঠে আমাদের ভাষায়, আমাদের বোধগম্য কথনে। 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা' (৪/৩৭)। জ্ঞানের আগুন জীবের "কাঁচা আমি" কে ও তার সমস্ত কর্ম সংস্কারকে দগ্ধ করে ফেলে। যার "কাঁচা আমির" মৃত্যু হয়েছে, যে জেনেছে–"আমি তো তাঁরই"। সে ত জীবন্মুক্ত। বাইরের দিক থেকে তাকে কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখলেও আসলে তাতে তার কোন বন্ধন নেই। এই প্রসঙ্গে মা বলেছেন–"যেমন পাখার সুইচ বন্ধ করলেও খানিকক্ষণ পাখা ঘোরে"।

সত্যই ত সুইচ বন্দ করার পর পাখার ঘোরা দেখে যদি কেউ ভাবে ও এখনও ঘুরছে কেন, ওর ত যোগান বন্ধ হয়ে গেছে। তাতে বুঝতে হবে যে ঐ ঘোরাটা তার আগের সঙ্কল্প বিকল্পর রেশেই ঘুরছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার 'নিজের আমিটা' 'তাঁর আমি' হয়ে গেছে বলে তার আর কর্ম সংস্কার সৃষ্টির কোন যোগান নেই। দুঃখানি চ সুখানি চক্রবৎ পরিবর্তনের অবসান তার একটু পরে হবেই। ভাইজীর যেমন হয়েছিল। মায়ের সামনে খোলা মনে ভাইজী বললেন–"আমার কি কিছু স্বতন্ত্র ইচ্ছা রাখিয়াছেন–আমি ত জানি আমি যাহা কিছু করিতেছি সব আপনিই করাইতেছেন। (মায়ের কথায় মা)

আমরা প্রারব্ধ কর্ম ভোগ সম্বন্ধে কিছু সাধারণ কিছু অসাধারণ সংবাদ পেলাম। প্রথম হল–যেমন কর্ম তেমন ফল ভোগ করতেই হবে। দ্বিতীয় হল–বিকর্মের ফল ভোগকে ক্ষয় করা যায় তীব্র তপস্যায়।

তৃতীয় হল–সব সময় সব কর্মফল নিজেই ভোগ করতে হয় না। হয়ত কেউ এসে সেই কর্মের সাহায্য করে বোঝাটা কমিয়ে দিয়ে গেল। এ হল মহতের কৃপা। আর শেষ কথা হল–গুরু ইষ্টের কৃপায় জ্ঞানাগ্নির প্রকাশ যা প্রারব্ধ কর্মকেও পূর্ণরূপে জ্বালিয়ে শেষ করে দিতে পারে।

ভাইজী তাঁর জীবনে সমস্তটাই স্তরে স্তরে অনুভব করলেন। প্রথমে উৎকট রোগভোগের মধ্যে দিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্মান্তরের কিছু প্রারব্ধ ক্ষয়। তারপর শুভকর্ম ও তপস্যা দিয়ে যদি কিছু বিকর্ম হয়ে থাকে তার ও তৎজনিত সংস্কারের দহন। শেষে পরমের কৃপায় জ্ঞানস্বরূপ, আত্মস্বরূপের প্রকাশ।

প্রথম দিকে তাঁর উৎকট কষ্ট ভোগ হয়েছে মরণদায়ী যক্ষা রোগে ভুগে। তারপর ভোলানাথজী ও শ্রীমায়ের কৃপায় তাঁর নবজন্ম হয়। সুস্থ হয়ে পুনঃ কাজে যোগ দেন। পরে যার জন্য তাঁর নবজন্ম লাভ সেই লক্ষ্য পূরণের কারণে শ্রীমা তাঁকে সংসারের নিগড় থেকে বার করে নিয়ে যান, সন্ন্যাসের স্থিতিতে স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য। ভাইজী সার্থক করেছিলেন তাঁর মানবজন্ম লাভ। তাই আমাদের জন্য তাঁর অন্তিম নির্দেশ ছিল সম্পদে বা বিপদে শ্রীমায়ের অজস্র করুণাধারার উপর পূর্ন বিশ্বাস ও নির্ভরতা রেখে চলা। সম্পদে-'ভগবান তুমি কত দয়াময় কৃপাময়' এ কথা আমরা অনেকেই বলতে পারি। কিন্তু চুড়ান্ত আত্মনিবেদন ব্যতিরেকে বিপদের মধ্যেও যে তার করুণাই বর্ষণ হচ্ছে এ সত্য অনুভবের মানুষ নিতান্তই দূর্লভ। অদ্ভুত লাগলেও এ সত্য সত্যই। মা যখন শিশুকে বকেন মারেন; তখন শিশুর পক্ষে এই নিগ্রহের মধ্যে দিয়ে অনুগ্রহের প্রকাশ বুঝতে পারা সহজ নয়। ভাইজী কিন্তু পূর্ণভাবে সমস্ত অবস্থার মধ্যে দিয়ে মায়ের অপার অনুগ্রহ ও করুণা আন্তরিক ভাবে অনুভব করেছিলেন। ভাইজীর জীবন সায়াহ্নে মা একদিন হাতে একটা ফুল নিয়ে তার পাপড়ি গুলো ছিঁড়তে ছিঁড়তে ভাইজীকে বলেছেন-"তোর তো অনেক ভাব ঝরে গেছে আরো অনেক বাকি আছে, সব গেলে এই পুষ্প দণ্ডটির মত কেবল সূক্ষ্ম শক্তি রূপে আমি তোর ভিতর থাকব, বুঝলি!" শ্রীমায়ের বাণীর মূর্ত রূপায়ণ হয়েছিল ভাইজীর জীবনে।

আমাদের শত শত প্রণাম ভাইজীর চরণে। শত শত প্রণাম তাঁর আত্মনিবেদনের আদর্শকে। শ্রীভগবান অর্জুনকে অনেক কিছু বলে শেষে বললেন-"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"। (শ্রীগীতা-১৮/৬৪)। জগতের সব ভাব ভাবনার হিসাব ছেড়ে এখন শুধু আমারি শরণ নাও অর্জুন। এখানেই অব্যয়, চিরকালের পরম আনন্দময় ধাম। আপনার ঘরে চিরশান্তির কোলে শাশ্বত স্থিতি পাও। শ্রীমাও ভাইজীকে বললেন-'জীবনে বুদ্ধির খেলা অনেক খেলেছিস। হার জিত যা হবার হয়ে গেছে। এখন নিরাশ্রয়ের মতন তাঁরই পানে চেয়ে তাঁরই কোলে ঝাঁপিয়ে পড় দেখি, তোর আর কোন ভাবনাই ভাবতে হবে না'।

ভাইজী তার হৃদয় ঘট পূর্ণভাবে শ্রীমায়ের ভাষায়-'উপুড় করে জল ঢালার মত, নিজের হৃদয় মনের সকল ভাব উজাড় করে' শ্রী মায়ের চরণে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। তাঁর নিজস্ব সমস্ত ভাবনার ইতি হয়ে গিয়েছিল। তাইতো শেষের সময় তাঁর মুখ থেকে শুনি-"আমরা সকলে এক"। মাকে যে অন্তরে বাহিরে সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি, কি আনন্দ! কি সুন্দর! ভাইজী শ্রীমায়ের পরম প্রিয় তাই তাঁর আত্মার কাছে আমরা প্রার্থনা করি যে শ্রীমায়ের কাছে আমাদের হয়ে তিনি যেন প্রার্থনা জানান যে আমরাও যেন তাঁর আদর্শকে অনুভব করার হৃদয় টুকু পাই ও জীবনকে মাতৃ শ্রীচরণে পূর্ণ ভাবে নিজেদের সমর্পণ করে কৃতকৃত্য হতে পারি।

জয় মা।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমকালীন দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী

(তৃতীয় পর্যায়—রাজনীতি জগত)

—ডক্টর নিরঞ্জন চক্রবর্তী

বিশ্বের আনন্দযজ্ঞে মায়ের আমন্ত্রণ।

কুম্ভমেলায় পূর্ণ হয়েছে সহস্র সহস্র মানুষের হৃদি-কুম্ভ। করুণাময়ী আনন্দময়ী মার দর্শনের একটি ঝলক কত সহস্র জীবনকে ধন্য করেছে তার অন্ত নাই। মাতৃ করুণা বিতরণের এ এক অনন্ত নির্ঝর।

ভারতবর্ষ সাধু সন্তের দেশ, যোগী মহাত্মার দেশ। তাঁরা সকলে কুম্ভস্নানের পরমলগ্নে সমাগত হন কুম্ভ-তীর্থে। সেই অসংখ্য যোগী-মহাত্মা, সাধু-সন্ত ব্রহ্ম-স্বরূপিনী মা আনন্দময়ীর দর্শনে ধন্য, তৃপ্ত। কুম্ভ মেলায় যুক্ত হয়েছে নূতন মাত্রা। সাধু-সন্তের শোভাযাত্রার পুরোভাগে মায়ের দিব্য অবস্থানে প্রণত হয়েছে ভারত আত্মার প্রাণ-তরঙ্গ। সমগ্র ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ যেমন এই দেবীদর্শনে ধন্য হয়েছে, তেমনি সকল যোগী-মহাত্মা, সাধু-সন্তও তৃপ্ত হয়েছেন সমভাবে।

মায়ের কাছে সকল সময়ে সকল স্থানে যেখানেই মা রয়েছেন সেখানেই সাধারণের সঙ্গে রয়েছেন সাধু সন্তেরাও। মাকে ঘিরেই তাঁদের আনন্দ-যজ্ঞ। প্রতি বৎসর সংযম সপ্তাহের যে সকল অনুষ্ঠান ঘটেছে মায়ের উপস্থিতি কালে সেখানেও এই সংঘট্ট, এই মিলন মহোৎসব। ১৯৮১-র সংযম সপ্তাহের অনুষ্ঠানে সৌভাগ্য ঘটেছিল উপস্থিত থাকার। হরিদ্বার-হৃষিকেশ কনখলের সাধুসমাজের মাতচরণে বিনম্র প্রণতি জ্ঞাপনের সে এক বিচিত্র সমারোহ। শংকরাচার্যগণও মাতৃ-বন্দনায় রত। অসুস্থ ওঁকারনাথ ঠাকুরের অঞ্জলিবদ্ধ মাতৃ-স্তুতির সে এক অপার মহিমা। আর সর্বোপরি রয়েছে মাতৃহৃদয়ের অনন্তকরুণার স্নেহ নির্ঝর। ভারতবর্ষের যোগী-মহাত্মা, সাধু-সন্ত সমাজের মাতৃ-চরণে বারম্বার এই প্রণতি যাহা আর কোন মহাত্মার চরণে এভাবে উচ্ছাসিত হয়েছে কি না জানা নেই। তিনি অনন্যা। স্তবগানে তাঁর মহিমা বর্ণনার সীমা নাই। যে সকল মহাত্মার মাতৃ-সান্নিধ্য বার বার ঘটেছে, যাঁরা জগজ্জননীর এই শরীরী রূপের কাছে বার বার নিজেদের প্রাণরস আহরণ করে ধন্য হয়েছেন তাঁদের মধ্যে এলাহাবাদের প্রভুদত্ত্ ব্রহ্মচারী, বৃন্দাবনের হরিবাবা, উড়িয়াবাবা, চক্রপাণিজী, উত্তরকাশীর দেবী গিরিজী, পাঞ্জাবের ত্রিবেণীপুরীজী (খান্না বাবা), হোশিয়ারপুরের অবধূত জী, বম্বের কৃষ্ণানন্দজী, কৈলাশের চেতনদেবজী, হরিদ্বারের গণেশ দত্ত গোস্বামীজীর উল্লেখ বার বার মেলে। ভক্ত ভ্রমরার মত কত শত অসংখ্য মানুষের গুঞ্জরণে মাতৃ-মহিমার প্রকাশ। মাতৃচরণ-কমলে সদাই "ভকত ভ্রমরাগণ ভোর"।

মায়ের কাছে এসেছেন ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, ত্যাগী-ভোগী, গৃহী-সন্ন্যাসী, সকল শ্রেণীর মানুষ, সকল জাতিব মানুষ, সকল দেশের মানুষ। এ আকর্ষণের তুলনা নাই। এই আকর্ষণের গন্ডীতে যে না বাঁধা পড়েছে তার পক্ষে বোঝা সহজ সাধ্য নয়। মাকে একবার কথা প্রসঙ্গে বলেছিলাম, মা তোমার কাছে সহজে পৌঁছানো যায় না। মা সস্মিত প্রসন্নতায় বললেন, "যার এই শরীরের কাছে আসার, সে আসবেই"। আজও সেই মধুর কথাগুলি রোমাঞ্চিত করছে। এই আশ্বাস সকল সিদ্ধ সাধু মহাত্মার। শ্রীরামকৃষ্ণও এই আশ্বাস দিয়েছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের কাছে বাঁধা পড়েছেন সকল শ্রেণীর মানুষ। এঁদের মধ্যে হাজির হয়েছেন রাজনীতির আবর্তে যাঁরা বাঁধা, তাঁরাও। বোধকরি, মুক্তির নিঃশ্বাস নেবার জন্যই করুণাময়ী, শান্তি মূর্তি, মাতা আনন্দময়ীর কাছে পৌঁছেছেন এই শরণাগত, দীনার্তের দল। সমকালীন ভারতবর্ষের খ্যাত-অখ্যাত এই মানুষের হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদিত হয়েছে মায়ের পরম পদ কমলে।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে পন্ডিত মোতিলাল নেহেরুর স্ত্রী শ্রীমতী স্বরূপরাণী নেহেরু মাতৃদর্শনে প্রথম আসেন দেরাদুনে। বৃটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হরিরাম যোশী, স্বরূপরাণী ও তাঁর পুত্রবধূ কমলা নেহেরু এবং নাতনী ইন্দিরাকে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন মাতৃদর্শনের জন্য আনন্দচক মন্দিরে যেখানে তখন মা থাকতেন। পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ এড়িয়ে চলতেন। তাঁদের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব অনুকূল ছিল না। সে কথা স্মরণ করে কমলা নেহেরু মন্দির দ্বার থেকেই মাতৃদর্শন না করে ফিরে আসেন। দু একদিন পরে হরিরামজী তাঁকে বোঝালেন যে কাজটা ঠিক হয় নি। কমলা নেহেরু তখন কাল বিলম্ব না করে গেলেন মাতৃদর্শনে। মাকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে এক বিচিত্র ভাবাবেশে তিনি আচ্ছন্ন হলেন। ঘরে ফিরে সঙ্গে সঙ্গেই হরিরামকে সঙ্গে নিয়ে রাত্রি ১১টায় তিনি মাতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হন। মা তাঁকে পতির অনুমতি বিনা আসতে নিষেধ করেন। এই ঘটনা নেহেরু পরিবারের সঙ্গে মাতৃ-কৃপার সূচনা-পর্ব মাত্র। দেরাদুনে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের জুলাইমাসে মায়ের কাছে শ্বাশুড়ী স্বরূপরাণীর সঙ্গে কমলা নেহেরুর প্রথম আগমন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মুসৌরীতে কমলা নেহেরুর মায়ের কাছে রাত্রিবাস। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে ভাওয়ালীতে অসুস্থ কমলা নেহেরুর পাশে মায়ের দিব্য উপস্থিতি। ১৯৪৭ এর মে মাসে পন্ডিত জওহারলাল নেহেরু এলেন মাতৃ-সন্নিধানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কালে সমসাময়িক ঘটনার জালে সমাচ্ছন্ন হৃদয়ের দিশা-অন্বেষণের শান্তি বাসনায় দেরাদুনে। সঙ্গী ছিলেন সহকর্মী বল্লভভাই প্যাটেল। এর পর হয়েছেন স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। শান্তির আশ্রয়, মাতৃ-সন্নিধানে। তাই মা আনন্দময়ীর কাছ থেকে দূরে রাখেননি নিজেকে। ১৩ই এপ্রিল ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে হৃষিকেশে সাধু সম্মেলনের উদ্‌ঘাটন করেছেন পন্ডিত জওহরলাল। প্রধানমন্ত্রী ভবনে মাকে পদার্পন করবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি। প্রথম রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদের আমন্ত্রণে রাষ্ট্রপতি ভবনে মায়ের ভোগের বন্দোবস্ত। যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না তখন থেকেই জওহরলালের সঙ্গে আনন্দময়ী মায়ের মুখোমুখী সাক্ষাৎ। পরে প্রশাসনিক ব্যস্ততা বহুগুণ বাড়লেও সম্পর্ক অমলিন থেকে গেছে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। জওহরলাল যেমন রাশিয়া সফরে গেলেও মায়ের জন্য ফল আনতে ভুলতেন না। ফল পাঠাতেন কন্যা ইন্দিরার হাত দিয়ে। যেদিন চীন ভারত আক্রমণ করলো সেদিন নেহেরু ছুটে এসেছিলেন মায়ের কাছে। অসুস্থ নেহেরু। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আকুল প্রার্থনায় মা দর্শন দিয়েছেন নেহেরুজীকে দিল্লীতে ১৯৬৪র ২৯শে ফেব্রুয়ারী। স্বরূপরাণী, কমলা নেহেরু ও জওহরলালের এই পারিবারিক সম্পর্ক শুধু অক্ষুন্নই রাখেননি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, তিনি এক মধুময় মাত্রা যোজনা করেছেন এই সম্পর্কের।

জওহরলালের মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী হলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। শাস্ত্রীজীর পর অচিরকালের মধ্যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী বাসভবনে মায়ের পদার্পণ ইন্দিরা গান্ধীর প্রার্থনানুসারে। ১৯৬৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর বারাণসী আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন করতে ছুটেছেন প্রধানমন্ত্রী। দুর্গাপূজার উৎসব ১৯৭০ সালের ৭ই অক্টোবর থেকে ১০ই পর্যন্ত। শ্রীমতী গান্ধী পূজায় অংশ নিয়েছেন মাতৃসকাশে। কালকাজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রমে মাতৃ-আবাসের উদঘাটন দিল্লীতে ২৯শে এপ্রিল ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে। মায়ের কাছে প্রার্থনারত শ্রীমতী গান্ধী। ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী দিল্লীতে মাতৃ-সান্নিধ্যের সুযোগ নিয়েছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। নৈমিষারণ্যে পৌরাণিক অনুসন্ধান সংস্থানের উদ্‌ঘাটন করেন শ্রীমতী গান্ধী ১৯৮১-র ২১শে জুলাই। ১৯৮২-র ১১ই জুলাই দেরাদুনে মায়ের অসুস্থতার সংবাদে বিচলিতা শ্রীমতী গান্ধী সপরিবারে এসে পৌঁছেছেন। এর পর তাঁর বিদেশ-ভ্রমণ। ২৭শে আগষ্ট ১৯৮২ মায়ের তিরোভাব ঘটালো ৮৬বছর তিনমাস ২৫দিনে। এই দুঃসংবাদ পেয়ে ২৮শে আগষ্ট পালামে ফিরেই ক্রন্দনরতা ইন্দিরাজী এলেন কনখলে। মায়ের সমাধিতে তাঁর "স্নেহের ইন্দু" অঞ্জলিবদ্ধ মাটী অর্পণ করে নিজেকে নিঃস্ব করে দিলেন। সকল শান্তি, প্রেরণা ও শক্তির উৎস রূপিণী মাকে হারিয়ে তাই তিনি ক্রন্দন মুখর। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে স্বরূপরাণীর সঙ্গে নেহেরু পরিবারের যে সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল তার সমাপ্তি হল ইন্দিরাজীর চোখের জলে।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রপথিক সুভাষচন্দ্র বসুর মায়ের সাক্ষাৎ ঘটে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে। মাকে ইনি আর কখনও দেখেন নাই। এই ঘটনার দ্রষ্টা ছিলেন মায়ের ছায়াসঙ্গিনী গুরুপ্রিয়া দেবী। শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র দত্তগুপ্ত মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা দেশের কাজে কি ভগবানকে পাওয়া যায়"। মা উত্তর দিলেন, "বাস্তবিক সেবার ভাব জাগিলে সেই পথ দিয়াও ভগবানকে পাওয়া যায়"।— এই বলিয়া সুভাষবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বাবা, তুমি এই যে দেশের কাজ করিতেছ, কেন করিতেছ?" তিনি ধীর ভাবে উত্তর দিলেন, "আনন্দ পাই"। মা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা ইহা কি নিত্য আনন্দ না খন্ড আনন্দ?" শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় বলিলেন, "তা ত বলিতে পারি না"।- - - - মা হাসিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি ত কত জায়গায় বক্তৃতা টক্তৃতা দেও, এখানে কিছু বল না বাবা, আমরা শুনি।" শ্রীযুক্ত সুভাষবাবু বলিলেন, "আমি কি এখানে শোনাতে এসেছি, আমি এসেছি শুনতে"। মা অমনি হাসিয়া বলিলেন, "তবে এই মেয়েটা যা বলবে একটু শুনবে বাবা?" তিনি বলিলেন, "চেষ্টা করব"। মা বলিলেন, "শুধু বাহিরের দিকে লক্ষ্য রাখিও না বাবা, একটু ভিতরের দিকেও লক্ষ্য করিও, তোমার ত শক্তি আছে"। শ্রদ্ধেয় গুরুপ্রিয়া দেবী এই প্রসঙ্গের সমাপ্তি অংশে জানিয়েছেন, মায়ের বক্তব্য সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত সুভাষবাবু জানতে চাহিয়াছিলেন, "সেই পথ কি?" কিন্তু অনেক লোক উপস্থিত থাকায় মার মুখ হইতে এই কথার পরিষ্কার উত্তর বাহির হইল না। অনেক সময় দেখিয়াছি যাহার কথা, শুধু তাহার কাছেই পরিষ্কার ভাবে বাহির হয়, সকলের সম্মুখে সব কথা হয় না। সুভাষবাবু প্রণাম করিয়া বিদায় নিলেন"।[১]

ঢাকার প্যারীবানুর কলকাতার বাড়ীতে কীর্তন আসরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহধর্মিনী বাসন্তিদেবী মায়ের কাছে আসেন। স্বপ্নে তিনি মায়ের দর্শন পেয়েছিলেন। সাক্ষাৎ দর্শনে তিনি অভিভূত। কন্যা অপর্ণা দেবী, দেশবন্ধুর ভগিনী উর্মিলা দেবী সহ বাসন্তী দেবী মায়ের কাছে বারবারই আসতেন। নিজের বাড়ীতেও মাকে নিয়ে গিয়েছিলেন কয়েকবার। তাঁদের অকুন্ঠ শ্রদ্ধার বিনম্র প্রকাশ ঘটেছিল বার বার।

(ক্রমশঃ)

১. (শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী ৬ষ্ঠ ভাগ, পৃঃ ২৮১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যাপতির পদে শ্রীদুর্গা

—ডঃ শুকদেব সিংহ

শ্রীরাধাকৃষ্ণের অলোক লীলার অনিন্দ্য রূপকার কবি বিদ্যাপতি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা তাঁকে তাঁদের ভাবগঙ্গার ভগীরথ রূপেই চিন্তা করেন। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাপতির পরিচয় পরিসীমিত নয়। তিনি যেমন বৈষ্ণবের, তেমনি শাক্তের, শৈব, গাণপত্য ও সৌর সাধকদের। এঁদের সকলের জন্যই পদ লিখেছেন পঞ্চোপাসক পণ্ডিত কবি বিদ্যাপতি। তাই বিদ্যাপতির শাক্ত পদগুলির কয়েকটিতে আমারা তাঁর দুর্গাচিন্তার সম্যক পরিচয় পাই।

দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণীতে বিদ্যাপতির স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ে পাণ্ডিত্যই প্রকাশ পেয়েছে, পদাবলীর পত্রপুটে কবিতার কমল ফুটে ওঠে নি। হয় নি ভক্তি-শতদলের সদ্যোবিকাশ। আমরা বিদ্যাপতির পদমাধ্যমে তাই তাঁর সভক্তি দুর্গা-কল্পনার অনুধ্যান করবো। বিদ্যাপতি তাঁর অতি সংহত একটি পদে ভগবতী দুর্গার জয়গান-যশোগান এভাবে বাণীবদ্ধ করেছেন–

জয় জয় ভগবতি ভীমা ভবানী।
চারিবেদে অবতরু ব্রহ্ম বাদিনী॥
হরি হর ব্রহ্মা পুছইতে ভসে।
একও না জান তুঅ আদি সরসে॥
ভণাই বিদ্যাপতি রাত্র মুকুট মণি।
জীবও রূপনারায়ণ নৃপতি ধরণি॥

(বিদ্যাপতি–মিত্র–মজুমদার সং পদ-১১)

অর্থাৎ–জয় জয় ভগবতি ভীমা ভবানী, তুমি ব্রহ্মবাদিনী, চারখানি বেদে হয়েছে অবতীর্ণা। হরি, হর ও ব্রহ্মা তোমার তত্ত্ব অনুসন্ধান করে বেড়ান। একজনও তোমার আদি-মর্ম জানেনা। বিদ্যাপতি বলেন, রাজাদের মুকুট মণির তুল্য রাজা রূপনারায়ণ পৃথিবীতে জীবিত থাকুন।

বিদ্যাপতি তাঁর এই পদে দেবীকে যে ভীমা রূপে সম্বোধন করেছেন, সেক্ষেত্রে কবির মানসপটে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অসুরবধের ভয়ঙ্কর রূপই যেন প্রতীত হয়েছে। তা ছাড়া, দেবীকে ব্রহ্মবাদিণী বলে অভিহিত করার মধ্যেও রয়েছে ঋগ্বেদে-ব্যক্ত 'দেবীসূক্তম্'-এর অনুসরণ। দেবীসূক্তের বক্ত্রী অম্ভৃণ ঋষির কন্যা তপস্বিনী বাক্। তিনি সূক্তমধ্যে বলেছেন, তিনিই সর্বব্যাপিনী শক্তি, জগতের ঈশ্বরী, ব্রহ্ম তাঁরই আত্মা। সুতরাং এই ব্রহ্মবাদিনী বাক্-ঋষিকে স্মরণ রেখেই বিদ্যাপতির পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছে যে, দেবী ভগবতী ব্রহ্মবাদিনী। এক্ষেত্রে আমরা দেখছি, বিদ্যাপতি দুর্গা-চিন্তায় একদিকে মার্কণ্ডেয় চণ্ডী প্রভৃতি পুরাণের যেমন অনুসরণ করেছেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে শক্তিতন্ত্রেরও করেছেন অনুধ্যান। এমন তত্ত্ব প্রসঙ্গেই কবি দেবীকে আদি শক্তি (আদ্যা শক্তি) রূপে মনে করেছেন, ভেবেছেন ব্রহ্মা বিষ্ণু বা মহেশ্বরের পক্ষেও এই শক্তিতন্ত্রের স্বরূপ বোঝা অসম্ভব।

দ্বিতীয় একটি পদে বিদ্যাপতি দেবীর কিছু রূপের পরিচয় দিয়েছেন, অর্থাৎ রূপায়নী তাঁর মন শক্তির নিঃসীম ক্ষেত্রেও নয়ন-শোভন নীলিমার পেয়েছে সন্ধান। বিদ্যাপতি লিখেছেন–

বিদিতা দেবী বিদিতা হো
অবিরল কেস মোহন্তী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একঙ্গ এক সহস কো ধারিনি
জনি রঙ্গা পুরুনটী ॥

(বিদ্যাপতি–মিত্র–মজুমদার সং, পদ-১)

বাংলায় অর্থ–ঘন কেশ–শোভিনী দেবী, জ্ঞানগম্যা হও। তুমি একাই সহস্রকে ধরে আছো, রঙ্গস্থলে (তুমি) যেন নাগরিকা নর্তকী।

পদটির আপাত অর্থে সুন্দর রূপের প্রকাশ রয়েছে। কেশবতী কন্যা এই দেবী হাজারো লোককে আকৃষ্ট করেন, তিনি নৃত্য পটীয়সী নটীর মতো। কিন্তু এখানেই পদটির চরম ও পরম অর্থ নয়।

চণ্ডীতে রয়েছে দেবী 'শাকম্ভরী'। তিনি নিজ মাহাত্ম্যে পৃথিবীকে শাকসব্জীতে পরিপূর্ণ করে তুলেছেন। এমন শাক সব্জীর সূত্রে দেবীর মস্তকের কেশগুচ্ছের কথাও মনে হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া এ পদের অন্তরে আছে সুগভীর তান্ত্রিক তাৎপর্য। এই দেবী কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, তাই তাঁকে জ্ঞানগম্য হওয়ার জন্য অর্থাৎ অন্তরে উপলব্ধ হওয়ার বিষয়ে তন্ত্রজ্ঞ -কবি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি একাই সহস্রকে ধারণ করেন, এ কথার গূঢ় অর্থ আমাদের মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থিত সহস্রার চক্রে বা পদ্মে তিনিই (কুলকণ্ডলিনী) আসীন হতে পারেন। রঙ্গস্থলে বা যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যেন 'পুরুনটী', এতে বোঝানো হয়েছে আমাদের দেহের মধ্যে নিয়ত দেবাসুরের সংগ্রাম চলছে, এ পরিস্থিতিতে মণিপুর চক্রে সক্রিয় এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। তাই ইনি পুরুনটী।

এরূপর শক্তিতন্ত্রের গভীরে ডুব দিয়েছেন বিদ্যাপতি। তাই তিনি শক্তিকে বিচিত্র রূপে করেছেন প্রত্যক্ষ–

কজ্জল রূপ তুঅ কালী কহিঅ
উজ্জল রূপ তুঅ বাণী।
রবিমণ্ডল পরচণ্ডা কহিঅএ
গঙ্গা কহিএ পানী ॥
ব্রহ্মাঘর ব্রহ্মাণী কহিএ
হরঘর কহিঅত্র গোরী।
নারায়ণ ঘর কমলা কহিএ
কে জান উৎপতি তোরী ॥

(বিদ্যাপতি–মিত্র–মজুমদার, পদ-১)

অর্থাৎ কজ্জলরূপে তুমি কালী বলে কথিতা, উজ্জ্বল রূপে তুমি বাণী। রবিমণ্ডলে তোমাকে প্রচণ্ডা বলে, জলরূপে তুমি গঙ্গা। ব্রহ্মার ঘরে তুমি ব্রহ্মাণী বলে অভিহিতা, হরের ঘরে গৌরী, নারায়ণের ঘরে তোমাকে লক্ষ্মী বলা হয়। তোমার উৎপত্তি কে জানে

বিদ্যাপতির এরূপ বর্ণনায় শক্তিতত্ত্ব তো প্রকাশ পেয়েছেই আরও মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর বিবরণ হয়েছে অনুসৃত। চণ্ডীতে রয়েছে, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সূর্য বরুণ প্রভৃতির অন্তর্নিহিত শক্তিই বহির্গত ও সম্মিলিত হয়ে দুর্গারূপ গড়ে তুলেছে। সুতরাং শক্তিকে বিভিন্ন দেবতার পত্নী রূপে চিন্তা করার ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি যে 'চণ্ডী' অনুসরণ করেছেন তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

অন্য একটি পদে বিদ্যাপতি লিখেছেন, সুবর্ণ পর্বতের শিখরবাসিনী, শুভ্র জ্যোৎস্নার ন্যায় সুন্দর হাস্যকারিণী, যাঁর দন্তপংক্তির অগ্রভাগের বঙ্কিম বিকাশ চন্দ্রকলার মত, এমন দুর্গাদেবীর জয় হোক। (বিদ্যাপতি–মিত্র–মজুমদার সং, পদ-১০)

এ সব ক্ষেত্রে কবি বিদ্যাপতির রূপসৃষ্টির প্রচেষ্টা আছে। কিন্তু তার পরেই তিনি পৌরাণিক বৃত্তান্ত অনুসরণ করে লিখেছেন–

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রুদ্ধ সুররিপু বলনিপাতিনি
মহিস শুম্ভনিশুম্ভ ঘাতিনি
ভীতভক্ত ভয়াপনোদন
পাটল প্রবালে ॥

বাংলায়–যিনি ক্রুদ্ধ দেবশত্রুর বল নিপাত করেন, মহিষাসুর শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করেন, ভীত ভক্তের ভয় দূর করতে যিনি পটু, (সেই দুর্গাদেবীর জয়) মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর এই স্মৃতি-মৌতাত মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যাপতির মনে দার্শনিক চিন্তা দানা বেঁধে উঠেছে। দুর্গা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন–

গগনমণ্ডল গর্ভগাহিনি
সমরভূমিসু সিংহবাহিনি

অর্থাৎ–(দেবী) আকাশ–মণ্ডলের অন্তরশায়িনী যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহের উপর আরূঢ়া। আকাশ মণ্ডলের অন্তরশায়িনী কি রকম? এর উত্তর–দেবী মহালক্ষ্মী। তিনি মুক্তা, কারণ আকাশাদি ভূতেরও অতীত। এই যে তিনি আকাশেরও অতীত অথচ আকাশ প্রভৃতি তাঁরই সৃষ্টি, এক্ষেত্রেই তিনি আকাশের অন্তরশায়িনী বলা চলে।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অর্গলাস্তোত্রে বলা হয়েছে সুরাসুর–'শিরোরত্ন নিঘৃষ্টচরণাম্বুজে' অর্থাৎ সুরগণ ও অসুরদের মস্তকস্থিত রত্ন (মুকুটমণি) তোমার (দেবীর) পাদপদ্মে লুণ্ঠিত হয়। বোধকরি এরই প্রতিধ্বনি তুলে বিদ্যাপতি লিখেছেন–

হরি বিরিঞ্চি মহেস সেখর
চুম্ব্যমান পদে।

অর্থাৎ দেবীর পদ হরি বিরিঞ্চি মহেশের শেখর দ্বারা চুম্ব্যমান। বিদ্যাপতি তাঁর আলোচ্য পদটিতে একদিকে যেমন দেবীর দনুজদলনী ভয়ঙ্কর মূর্তি চিত্রিত করেছেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁর সর্বত্রয়ী শক্তিমত্তার দিয়েছেন পরিচয়। ভয়ঙ্করী মূর্তি প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন–

অষ্ট ভৈরবী সঙ্গ সালিনি
সুকর কৃত্তকপাল কন্দপ্রমালিনি
দনুজ সোনিত পিসিত বর্দ্ধিত
পারনা রভসে।

অর্থাৎ আট জন ভৈরবী (দেবীর) সঙ্গে ঘেরে, দেবী নিজের হাতে কাটা মুণ্ডগুলি দিয়ে মালা পরেছেন। দানবদের রক্ত ও মাংসে (তিনি) পারণা করে (বা উপবাস ভঙ্গ করে) পরম আনন্দ লাভ করেন। চণ্ডীর রক্তদন্তিকা মূর্তির কি এখানে আভাস নেই?

দেবীর সর্বত্রয়ী সত্তা সম্পর্কে বিদ্যাপতির পদে রয়েছে–

জগতিপালন জনন মারণ
রূপ কর্ম সহস্র কারণ

আমরা এই দেবীর কাছে আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তি নিবেদন করি বিদ্যাপতির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলা কথা

মূল ইংরাজী হইতে ভাষান্তর

(দ্বিতীয় অধ্যায়)
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—ডঃ বীথিকা মুখার্জী

খেলার সাথী—

বালিকা নির্মলার খেলার সঙ্গীসাথীর কোনো অভাব ছিল না। প্রথমতঃ তার ছোট ভায়েরা ছিল। নির্মলা তাদের সঙ্গে খেলাধুলা করত, তাদের পরিচর্যা করত এবং অসুখ বিশুখে সেবাযত্নও করত। তারাও সর্বদা নির্মলার সাথে সাথে পিছু পিছু ফিরত। দিদির জন্য তাদের ব্যাকুলতা ছিল দেখার মত। একবার এক উৎসব উপলক্ষে নির্মলার সুলতানপুরে যাবার কথা চলছে, এমন সময়ে তার ভাই কালীপ্রসন্ন হঠাৎ বলল, 'দিদি, যেওনা, নইলে তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না'। সত্যসত্যই সে হঠাৎ গুরুতর অসুখে পড়ল এবং লোকান্তরে প্রস্থান করল। নির্মলা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার কাছে রইল। এইভাবেই তার অন্য ছোট ভায়েরাও নিতান্ত শৈশবে তার সান্নিধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

ভায়েদের প্রতি সে অত্যন্ত স্নেহশীলা ছিল, তাই তাদের মৃত্যুর পর নির্মলাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হতে, কান্নাকাটি করতে না দেখে সকলে অবাক্ হত। এবারও তারা ভাবল, মেয়েটি একটু বেশি সাদাসিধা, অতশত বোঝে না। এভাবে আরম্ভ থেকে সম্পূর্ণ জীবন অবধি শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে সুগভীর স্নেহ ও সম্পূর্ণ বৈরাগ্য একই সাথে পরিলক্ষিত হয়েছে। পরম স্নেহ ও চরম ঔদাসীন্যের এই আপাত বিরোধী সহাবস্থান ছিল তাঁর অন্যতম অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য যা চিররহস্যাবৃত রয়ে গেছে।

ভায়েদের পর পরিবারে দুইটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে, সুরবালা ও হেমাঙ্গিনী। সুরবালা তাঁর বিবাহের অনতিকাল পর ষোল বছর বয়সে ধরাধাম ত্যাগ করেন। হেমাঙ্গিনী মধ্যবয়স অবধি জীবিত ছিলেন। একমাত্র সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র শ্রী যদুনাথ ভট্টাচার্য (ডাকনাম মাখন) তাঁর পিতামাতার পরলোক গমন ও শ্রীশ্রীমায়ের মহাসমাধি গ্রহণের পরও জীবিত ছিলেন। শ্রীশ্রীমা একবার কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে ভায়েদের অকাল মৃত্যুর পর তাঁর খেয়াল হয়েছিল যে দুএকটি খেলার সঙ্গী হলে হয়। সুরবালা তাঁর থেকে ১৪ বছরের ছোট ও সকলের প্রিয়পাত্রী ছিলেন। হেমাঙ্গিনী কিছু পরে জন্ম গ্রহণ করেন। দুজনেই নির্মলাকে ছায়ার মত অনুসরণ করতেন।

নির্মলার অন্যান্য প্রধান বাল্য সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন তার নিজের ঠাকুরমা। খেওরা গ্রামেই ঠাকুরমার আদি নিবাস ছিলে। অতএব সেখানে তাঁর আত্মীয় স্বজন ছাড়াও বন্ধু চেনাপরিচিত মানুষজন ছিলেন। ঠাকুরমা যখন তাঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে যেতেন। নির্মলা প্রায়ই সঙ্গে থাকত। তাছাড়া, ঠাকুরমা যখন বনজঙ্গল থেকে শাকসব্জি, ফলপাকুড় খুঁজে আনতে যেতেন, তখনও নির্মলা সঙ্গে যেত। খেওড়া গ্রামের জমি বড় একটি উর্বর ছিল না। অন্ততঃ যে জমিটুকু ঠাকুরমার সম্পত্তির অন্তর্ভূক্ত ছিল, তাতে বিশেষ কিছু শস্যফসল হত না। তবু ঠাকুরমা তাঁর গৃহস্থালীর সাহায্যার্থে কিছু না কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরবর্তীকালে একদিন মা তাঁর ঠাকুরমার কথা বলছিলেন মায়ের সর্বপ্রধান জীবনী রচয়িত্রী গুরুপ্রিয়া দিদি মায়ের পিতামাতার পারিবারিক অবস্থার বর্ণনা শুনতে শুনতে থাকতে না পেরে বলে উঠলেন, 'চমৎকার! তোমার মা বাবার উপর কত দয়া কইরাছ! তাদের দুবেলা খাওয়াও জোটে নাই!' এই কথার উত্তরে শ্রীশ্রীমা হাসতে হাসতে বলেন যে তাঁর ঠাকুরমার গুণে আর্থিক অনটন সত্ত্বেও কখনও আহারের অভাব হয়নি। ঠাকুরমার রান্নার হাত ছিল অতুলনীয়। এমন স্বাদ আর কারো রান্নায় সচরাচর পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র শাকভাত রাঁধলে তাও অমৃততুল্য হত। ঠাকুরমার রান্নার গুণে পরিবারে সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জনের কখনও অভাব ঘটেনি।

পাড়ায় সকলেই ঠাকুরমাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখত এবং অনুরোধ করত যেন ঠাকুরমা তাদের জমির ফলফসল ইত্যাদি পছন্দমত বেছে নেন। কিন্তু তিনি কখনই তা করতেন না এবং বাড়ির ছেলে মেয়েদের প্রতিও তাঁর কড়া নির্দেশ ছিল, যেন তারা কেউ অন্যের কোনো জিনিষ না ছোঁয়। নির্মলা এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। গ্রামের পথে আসতে যেতে যদি সে দেখত তার সামনে কোনো গাছের ডাল ফলের ভারে আনত হয়ে ঝুলছে, সে অতি সাবধানে পাশ কাটিয়ে বা পথ পরিবর্তন করে যেত, পাছে অন্যের গাছের ফল ছোঁয়া পড়ে যায়।

ঠাকুরমা যে পরিবারের বধূ হয়ে এসেছিলেন তা গ্রামে এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবার বলে খ্যাত ছিল। গ্রামে এই পরিবারের বহু শিষ্য শিষ্যা ছিলেন এবং সকলেই গুরুবাড়িতে নানাবিধ প্রণামী নিয়ে আসতে আগ্রহী ছিলেন। তবুও ঠাকুরমা কারো কাছ থেকে কিছু নেওয়া একেবারেই পছন্দ করতেন না, চাওয়া তো দূরে থাক। গৈরিক ধারণ না করেও তিনি মনে প্রাণে সন্ন্যাস ভাবে ভাবিত ছিলেন। সারাক্ষণ তাঁর অন্তর্মুখী মন পরম পথের যাত্রায় কেন্দ্রিত হয়ে থাকত। ইষ্টমন্ত্র জপ সর্বদা চলত এবং উপাংশু জপের ফলে তাঁর ঠোঁট নড়তে দেখা যেত। অন্য কারো সে মন্ত্র কর্ণগোচর না হলেও নির্মলা ঠিক শুনতে পেত। 'ঠাকুরমা, তুমি সব সময় বিড়বিড় করে এই কথা বল কেন?' একদিন নির্মলা প্রশ্ন করে বসল। ঠাকুরমা চমকে উঠে বললেন, 'চুপ, চুপ, ছোটদের এসব কথা বলতে নেই। আগে বড়-হ, তখন সব জানতে পারবি।' নির্মলা ত তিরস্কৃত হয়ে চুপ করে রইল।

কোনো কিছুই যে মায়ের অগোচর নয়, সে সত্য তাঁর অতি শৈশব কাল থেকেই বারেবারে প্রকাশ পেয়েছে। ঠাকুরমার দূর সম্পর্কের এক ভগ্নী তাঁর নিজের কুলগুরুদেবের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এই বর্ষীয়সী মহিলা লেখাপড়া জানতেন না, ফলে সন্ধ্যা আহ্নিকের নিয়মগুলি বারে বারে ভুলে যেতেন। তিনি একদিন নির্মলাকে একান্তে পেয়ে বললেন, 'নাতনি, সন্ধ্যা আহ্নিকের নিয়ম ভুলে গেছি, তোর মাকে বার বার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়না। তুই বলে দিতে পারিস?' নির্মলা বিনা বাক্য ব্যয়ে সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধাকে জপধ্যান ইত্যাদির বিধি দেখিয়ে দিল, যেন সে কতদিন ধরে এসব করে আসছে। কার কাছে সে এ বিধিবিধান শিখেছে, কী করে সে এসব জানল, এ প্রশ্ন কারো মনেও এল না। আশ্চর্য।

যা একটু ভেবে দেখলে অলৌকিক ঘটনা বলে মনে হয় নির্মলা সে সব কাজ অতি সাধারণ ভাবে, অবলীলাক্রমে করে ফেলত। এই অসাধরণ কাজগুলির পিছনে যে কোন অলৌকিক শক্তি বা অসামান্য প্রতিভা থাকতে পারে, তা নির্মলার সহজ সরল ব্যবহারে ভুলিয়ে দিত। আশ্চর্যান্বিত হয়ে কেউ হয়ত বলত, 'বাঃ, তোর তো ভারি বুদ্ধি!' বা 'আরে, এমন কঠিন কাজটা কী করে পারলি?' ব্যাস, ওই পর্যন্ত!

যে বৃদ্ধাকে নির্মলা সন্ধ্যাহ্নিকের নিয়ম বলে দিয়েছিলেন, তিনি একবার নিজের জন্য একজোড়া শাঁখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিনলেন, কিন্তু পরতে পারলেন না। তাঁর হাত দুখানি ছিল বেশ কঠিন ও বড় আকারের। কেউই সেই শাঁখা জোড়া তাঁর হাত গলিয়ে মণিবন্ধে পৌঁছে দিতে পারলনা। তিনি দুঃখিত মনে উদাস দৃষ্টি মেলে শাঁখা হাতে নিয়ে বসে আছেন দেখে ছোট্ট নির্মলা বলল, 'দিদি, এস, আমি তোমায় শাঁখা পরিয়ে দিই'। বৃদ্ধার মনে সন্দেহ, তাও গেলেন নির্মলার ডাক শুনে। সেও অমনি তার ছোট ছোট হাত দুখানি দিয়ে অতি সহজেই তাঁর হাতে শাঁখা পরিয়ে সকলকে অবাক্ করে দিল। বৃদ্ধা চমৎকৃত হয়ে বললে, 'দিদি, তোর এই কচি কচি হাত দিয়ে আমার শক্ত হাত চেপে ধরে কেমন করে শাঁখা পরালি?'

গ্রাম সম্পর্কের আর এক ঠাকুরমা ছিলেন, নির্মলা যাঁকে চিকন দিদি বলে ডাকত। মাঝে মধ্যে কিছু কিছু পদ রেঁধে নির্মলা তার চিকন দিদিকে খাওয়াত। তিনি খুবই তৃপ্তিসহকারে খেতেন। বলতেন, 'দিদি, তুই যা রাঁধিস, যেন অমৃত'। দৈনিক রন্ধনকার্য নির্মলাকে করতে হতনা, তবুও কখন কেমন ভাবে সে এমন চমৎকার রাঁধতে শিখল, কেউ জানেনা। অবশ্য মা আর ঠাকুরমাকে সে রাঁধতে দেখত, আর রান্নাঘরের বিবিধ প্রয়োজনীয় কাজেও সে সাহায্য করে থাকত। ঠাকুরমার সঙ্গে সে বনেজঙ্গলে জ্বালানি কাঠকুটো সংগ্রহ করতে যেত। সে লক্ষ্য করত যে তার মা অতি যত্নসহকারে সংগৃহীত জ্বালানি কাঠগুলি গোছা করে বেঁধে বেঁধে রেখে দিতেন। দৈনন্দিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত জ্বালানি রাখা থাকত,–কখনো আকস্মিক ভাবে অতিথি অভ্যাগতের আগমন হলে যেন প্রয়োজনীয় জ্বালানির অসংকুলান না হয়, তাই। অতিথির আগমন ঘটলে উনুনে আঁচ পড়ত, উপযুক্ত পাক দ্রব্যাদি রন্ধনের যথাযোগ্য ব্যবস্থা হত। নির্মলার মাতৃদেবী সুগৃহিণীগণের আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। আপন পরিবারের আর্থিক অনটনের আভাস পর্যন্ত তিনি বহিরাগত কোনো জনকে পেতে দিতেন না। অতিথি আপ্যায়নের যতটুকু সামর্থ্য তাঁর ছিল, তাই দিয়েই তিনি অত্যন্ত নৈপুণ্য সহকারে অতিথিবৃন্দের পরিতৃপ্তি সাধন করতেন।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মৃতিচারণ

(বারো)

—শ্রীমতী রেণুকা মুখার্জী

৫ই অক্টোবর, ১৯৪৬—

শ্রীমা সদলবলে সোলন থেকে রওনা হয়ে এসে দিল্লী পৌঁছালেন। প্রথমে কন্যাপীঠের সঙ্গে আমার কাশী যাবার কথা হয়েছিল কিন্তু পরে অনুমতি পেয়ে গঙ্গা ও বিন্দুদির সঙ্গে আমিও দিল্লীতে নামলাম। Dr.J.K.Sen এর বাড়ীতে মার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। আমি একটু গোছগাছ করে নিয়ে মার মুখ ধুইয়ে দিলাম। মা বলছেন, 'J.K.Sen এর পুত্রবধূর কথা শুনেছিস ত? সে পণ্ডিচেরী আশ্রমে একলা রোজ ৫০০ লোকের রান্না রাঁধে। বড়লোকের মেয়ে, যে শোনে সেই ধন্য ধন্য করে। যে যে পরিস্থিতিতে আছে, যে যেখানে আছে, যা করবার তা ভগবৎ ভাবে করলেই সেবার কাজ হয়। যে কোনও কাজ ভগবানের জন্য করছি ভাবলেই পরিশ্রমও হবে না বিরক্তিও লাগবেনা। এদিকের কাজই (অর্থাৎ মায়ের শরীরের সেবা)কাজ আর অন্য কোথাও থেকে অন্য কাজ সব বৃথা তা ভাবলেই কষ্ট। তোরা তো কতবার দুর্গাপূজা দেখলি। কি রকম নিষ্ঠা রাখতে হয়, শুদ্ধ পবিত্র ভাবে সব কাজ করতে হয় শিখেছিস। কন্যাপীঠের মেয়েদের এই সব শেখাতে পারলে, তারাও এইরকম শুদ্ধ পবিত্র ভাবে নিত্য ভোগরাগাদি করতে পারবে।"

মা কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে বিশেষ ফল হবে না। এখন বড় মেয়েদের সুরক্ষিত ভাবে থাকবার জায়গা দিদি করে দিয়েছেন। কন্যাপীঠে থেকে তাদের কাজ কর্ম শেখানো, লেখাপড়া করানো ইত্যাদি, ভগবানের জন্যই আরাধনা হচ্ছে মনে রাখতে হবে। মায়ের সন্নিধি এত আকর্ষক যে মাকে ছাড়া দিন চলতে চায় না। মা চলে গেলে মনে হয় অর্দ্ধেক মন প্রাণ চলে গেল—সব শূন্য, কি নিয়ে থাকব? কিন্তু মাকে 'পাবার' পথ এটা নয়। মাকে পেতে হলে মায়ের কথা শুনতে হবে, মন প্রাণ ঢেলে। মা যা বলছেন তাই শ্রেয়। মা ত নিজেকে পাবার রাস্তাই বলে দিচ্ছেন—করতে পারি না কেন? এবার কন্যাপীঠে পাঠালে দুঃখ করব না—মায়ের কাছেই যাচ্ছি ভেবে নেব—দেখি পারি কি না।

৬ই অক্টোবর, ১৯৪৬—

এক শহরে থাকলেও মায়ের ঘোরাঘুরির বিরাম নেই। অতি সকালেই মুখ ধোবার পর মা সরকার মহাশয়ের বাড়ী রওনা হলেন। সারাদিন সেখানেই থাকা হবে, বিরাট আয়োজন। মার জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। প্যাণ্ডেলে সৎসঙ্গের ও সরকার মহাশয়ের কীর্তনের ব্যবস্থা। তিনি খুব সুন্দর পালা কীর্তন করেন। সরকার মহাশয় চাকুরে লোক; কিন্তু কীর্তনে তাঁর বিশেষ আনন্দ। আর মায়ের উপস্থিতি হলে ত কথাই নেই।

হরিবাবা নিয়মমত পাঠে বসেছেন। হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হল। প্যাণ্ডেলের বাঁস বল্লী সব ভেঙ্গে পড়ে আর কি। লোকেদের মুখে আতঙ্কের ছায়া। এর মধ্যে ঝড়ের আওয়াজ ছাপিয়ে গম্ভীর মধুর কীর্তনের স্বর শুনে আমরা রান্নাবাড়ী থেকে দৌড়ে এলাম। মা নাম করছেন "গোপাল জয় জয় গোবিন্দ জয়" মায়ের সুরে সকলেই যোগদান করল। ঝড় বৃষ্টি ধীরে ধীরে থেমে গিয়ে মিলিয়ে গেল। হরিবাবা আবার পাঠ আরম্ভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করলেন। এই রকম ঘটনা হলে মনে হয় যেন ঝড় বৃষ্টি মাকে দর্শন করতে আসে। তারা আর কি করবে, নিজের স্বরূপেই আসবে।

মা দুপুরে একটু বিশ্রাম করলেন। বিকালে মা হরিবাবাদের নিয়ে গান্ধীজীর বৈকালিক সভা স্থান ভাঙ্গী কলোনী চললেন। সাধুরা গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক। মায়ের ত নিজের ওই রকম কোনও খেয়ালই নেই–সাধুদের ইচ্ছাই পূর্ণ করবেন। জওহরলালজীর Private Secretary উপাধ্যায়জী এসে সব ব্যবস্থা করছেন। তিনি কমলা নেহেরুর সময় থেকে মাকে চেনেন এবং ভক্ত লোক। মায়ের সঙ্গের হট্টগোলকারী লোকেদের ভীড় গান্ধীজীর যে খুব অনুকূল হবে না তিনি জানতেন কিন্তু ওই বিশৃঙ্খল জনতাকে control করাও মুস্কিল। তিনি মাকে ও সাধুদের নিয়ে রওনা হলে আমরা ও অনেকে যে যার ব্যবস্থায় ভাঙ্গী colony পৌঁছলাম।

গান্ধীজী অগ্রসর হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং ওই ভাবেই স্টেজের উপর ওঠবার জন্য এগিয়ে গেলেন। মা কিন্তু একটু দাঁড়ালেন–সাধুদের কথা বললেন এবং পরিচয় করিয়ে দিলেন। সাধুদের ছাড়া মা dias এ উঠবেন না, বুঝতে পেরে লোকেরা হরিবাবাদের জন্য একপাশে জায়গা করে দিল। গান্ধীজী মাকে জড়িয়েই বসেছেন। সভাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন "আমার ছোট বাচ্চী"।

গান্ধীজী কি যেন একটা বিষয়ে টাকা ওঠাবার জন্য আগ্রহ করছিলেন। এক সময়ে বললেন, "তোমরা খোলা প্রাণে দাও, তা না হলে আমার এই বাচ্চীর সামনে আমার মান থাকবে না"। এই জাতীয় কথা বলে সভার লোকেদের হাসিয়ে দিলেন। অন্য দিনের প্রার্থনা সভা কিরকম হয় জানিনা, সেই দিন মায়ের উপস্থিতিতে যেন আনন্দের রোল বয়ে গেল। গান্ধীজী বলছেন মাকে, "তুমি এ রকম ঘুরে বেড়াও কেন? তুমি আমার কাছে থাক। অন্য কোথাও যাবে না"। মা অমনি উত্তর দিলেন, "বাচ্চী হামেশা পিতাজী কে পাস হী হ্যায়। পিতাজী কো ছোড় কর কহীঁ নহী যাতী"।

সময় হলে মা বিদায় নিয়ে রওনা হয়ে এলেন। পরদিন শুনলাম বৃন্দাবন যাওয়া হবে। প্রথমে কথা হল, ব্যাসজীর সঙ্গে আমি কাশী যাব, তারপর মা অনুমতি দিলেন সঙ্গে যাবার। সারা রাতই প্রায় দিদির সঙ্গে জিনিষপত্তর গোছাতে কেটে গেল। কোনও রকমে একটু শোওয়া।

এলাহাবাদের কানহাইয়া লালজী (বুচুন ভাইয়া) মাকে সঙ্গে করে বৃন্দাবন দেখাবেন। প্রথমেই যাওয়া হল. উড়িয়াবাবার আশ্রমে। ইনি এখানকার বিখ্যাত সাধু। হরিবাবার বন্ধু। তবে দুজনের সাধনা পদ্ধতি আলাদা। হরিবাবার আরাধ্য দেবতা শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। তিনি বৈষ্ণব। উড়িয়াবাবা অদ্বৈত বেদান্তী তবে একসঙ্গেই সৎসঙ্গে বসেন। গাঁয়ের লোকেরা খুবই শ্রদ্ধা করে দুজনকেই।

কানহাইয়া লালজীর ব্যবস্থায় আমরা ফলাহারী লুচি তরকারী মিষ্টি মাকে ভোগ দিয়ে সবাই প্রসাদ খেলুম।

সন্ধ্যার সময় সৎসঙ্গে মহারাস হবে। মা সবাইকে নিয়ে চললেন। ছোট ছোট ছেলেদের কৃষ্ণ, রাধা, সখী, গোপাল বালক সাজিয়ে, কৃষ্ণলীলা অভিনয় করায়। সব গান, কথা ব্রজভাষায়, সব সময় বোঝা যায় না। নাচের ভঙ্গীও একেবারে নিজস্ব। ওখানকার লোকেরা তন্ময় হয়ে ভক্তি ভাবে দর্শন করে। আমাদের দলের অবস্থা অন্য রকম। দিদি মায়ের কাছে সামনেই বসেছেন এবং দিদির যা রোজ, চুপ করে বসলেই ঢুলুনি। মা চাদরের মধ্যে হাত রেখে সমানেই অল্প অল্প ধাক্কা দিয়ে দিদিকে জাগিয়ে রাখছেন। আমি দেখিনি কেননা সত্যি কথা বলতে আমারও ওই অবস্থা। তবে আমি পিছনে ছিলাম। নিজেদের ঘরে ফিরে এসে মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছেলেদের খুব মন্দ বললেন, তারা নাকি সমানে কথা বলেছে। আর দিদিকে বললেন, "যাক, আমার আর দুঃখ করবার দরকার নেই যে তুমি রাস দেখতে সময় পাওনা। সামনে মহারাণী হয়ে বসে, এই রকম ঢুলুনি। যাক তোরা সকলে মিলে আমার রাস দেখায় বৈরাগ্য এনে দিলি"। এই সব কথা এমন ভাবে মা বলছেন যে আমরা অনুতপ্ত হয়েও হাসি চাপতে পারছিনা।

বৃন্দাবনে বাঁকে বিহারীর দর্শন হল। মায়ের সঙ্গে পণ্ডিত সুন্দর লালজী ও আমি হেঁটে ফিরছি তখন অভয় কোথা থেকে একটা টাঙ্গা নিয়ে এল। তাইতেই ফিরে এলাম। আজ লক্ষ্মী পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে। সবাইকার জন্য আবার ফলাহারী ব্যবস্থা। মায়ের ঘর ঠিক করে দিতে মা এসে শুলেন। আমি অনেকক্ষণ মার পীঠ টিপে দিলাম। মা বলছেন, "যা খেয়ে আয়"। খেয়ে এসে মার ঘরে শুলাম।

৮ই অক্টেবর, ১৯৪৬—

মায়ের দলবল সব মথুরা রওনা হয়ে গেলেন। মাও রওনা হবার আগে হরিবাবা ও উড়িয়াবাবার সঙ্গে দেখা করে এলেন। তার পর কানহাইয়া লালজী, তাঁর স্ত্রী আমাদের নিয়ে বৃন্দাবন দর্শন করতে চললেন। মা, দিদি, অভয় ও আমি। বহু দর্শনীয় স্থান। মোটরে যেতে যেতে একসময় মা কি জানি কেন বহুক্ষণ ধরে আমার ডান হাত নিজের হাতে ধরে রেখে নিরীক্ষণ করলেন। কিছু হস্তরেখা বদলে দিলেন কিনা কে জানে?

☆

চিরন্তন

—শ্রী শিবানন্দ

মা ছিলেন, মা আছেন, সতত-ই থাকবেন।
অনাথ আতুর জান নিয়ত-ই ডাকবেন।
বুক ভরা স্নেহ আর কোল ভরা ঠাঁই
মেলে দিয়ে সব শরণাগতে ডাকবেন।

সৈকতে ফেটে পড়া তরঙ্গ-মর্ম
রুদ্র প্রবাহে যবে দুনিয়ার ঢেউ,
নাকানি-চোবানি দিয়ে দিশেহারা করলে
মাভৈ মাভৈ রবে কাছে ছুটে আসবেন।

মতিভ্রষ্ট জীবনের অন্তিমে এসে
বিষাক্ত সলিলে তুমি ডুবু ডুবু হলে
দেখবে তোমার পাশে কান্ডারী হয়ে
জীবন-তরণী লয়ে পাশে পাশে ভাসবেন।

জীবনের উত্তরণে, বিবেক বোধনে
তিনি-ই প্রদীপ্ত প্রজ্ঞা, পথের দিশারী।
দেখবে চলার তব অন্তহীন পথে
মা ছিলেন, মা আছেন, সতত-ই থাকবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময়ী স্মৃতি

—কুমারী চিত্রা ঘোষ

দেরাদুন ২৬শে জুলাই, ১৯৬৪—

আজ বৃহস্পতিবার, সকালে বড় মেয়েদের মা বললেন—বারবেলার পূর্বে কিষণপুর দেরাদুন আশ্রমের কুমারী পীঠের বারান্দায় একত্রিত হতে, আর বললেন, "তোমরা এ শরীরকে ডেকে নিতে পারো"। কৃপালজী (গুনীতার মা) সব ব্যবস্থা করেছিল। উপরের বারান্দায় ধূনো দিয়ে পাঠের আসন বিছানো হয়েছিল। মা খাওয়ার পর এসে বসলেন। প্রথমে শান্তা একটু গীতা পাঠ করল। পরে ৫ মিঃ মৌন ও প্রণাম মন্ত্র বলা হল। মা প্রত্যেককে নিজের হাতে চন্দনের টীকা পরিয়ে দিলেন। কাউকে ফুল কাউকে মালা পরিয়ে দিলেন।

মা বললেন যে ঢাকায় সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীতে ভাইজীরা পরস্পরে এইরূপ মিলিত হয়ে নিজেদের মধ্যে, নিজেদের আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা আলোচনা করত। তোমরা ও ঠিক করত, তোমরা যে চাতুর্মাস ব্রত আরম্ভ করছ—এই চারমাস আমরা কারোও দোষ দেখা, কারো ছোট বড়র কথা কওয়া, মনে মনে কারো উপর রাগ পুষে রাখা, এসব কোরবনা। এই "আধ্যাত্মিক মিলন" সপ্তাহে একবার অথবা মাসে দুবার কর। চাতুর্মাস পালন করতে করতে ভাগ্যগুণে বারোমাসই হয়ে যেতে পারেত? এই মনের মিলন, এই সবাই এক সঙ্গে বসা—তোমরা এই পথে এসেছ। এই কয়জন যদি একপ্রাণ না হও—তাহলে বিশ্বপ্রাণ হবে কি করে? তোমরা সবাই এক আত্মা—এই বোধ আনবার চেষ্টা কর। কারো উপর মনে আঘাত লাগে এই রূপ বাক্য প্রয়োগ করা না। ছোটর প্রতি বড়র যেন স্নেহ দৃষ্টি থাকে। যদি বড়কে ছোট কিছু কটু কথা বলে থাকে বড়রা ভাবা আমারই ত ছোট বোন আমি ত বড় তাই ক্ষমা করে নেওয়া। এইসবই ইচ্ছা হলে তোমরা খোলা খুলি মন কষাকষি গুলি ঠিক করে নাও। আর যদি মনে কর যাক গিয়ে এ সব গত কথা—উত্থাপন না করা—তাহলে আজ থেকে সংকল্প নেওয়া যে আমরা সব কিছু মন থেকে ধুয়ে ভগবান তোমার চরণে অর্পণ করলাম। এই সব সাধন পথে বড় বিঘ্ন করে। তাসত্ত্বেও জীব স্বভাবে যদি আবার এসব কথা মনে আসে ভগবান কে বলা—"হে ভগবান আবার তুমি এরূপে এসে আমার সামনে প্রকাশ হয়েছ—তুমি অপসারিত হও"। বলে প্রণাম করা। তোমরা ভগবৎ প্রীতি বন্ধনে একত্রিত হয়েছ। কারো দোষ দেখা মানে এই শরীরেরই দোষ দেখা, কারো উপর রাগ করা মানে এই শরীরের উপর রাগ করা। পাপকে ঘৃণা করা—পাপীকে নয়—সমভাব, সমদৃষ্টি রাখা—এই শরীরের এই সব কথা রক্ষা করার চেষ্টা করা"।

আজ রাতে বড় মেয়েরা মিলিত হয়ে ঐ বারান্দায় একজনের সঙ্গে অপরজনের হস্তমিলন ও কোলাকুলি হল। কারুর মধ্যে আর মনোমালিন্য রইল না। মা বললেন, "এই সভার নাম 'পরমার্থ ভাগবত সংঘ' হল।

আমি কোলকাতা থেকে রবারের রিং এনেছি যাতে বড় মেয়েরা মার সঙ্গে রিং খেলা খেলতে পারে। মা খাটে বসে রিং ছুড়ে দিচ্ছেন—বড় মেয়েরা লুফে নিচ্ছে—মেয়েরা ও ছুড়ছে—মা ধরবার চেষ্টা করছেন।

২৮শে জুলাই, ১৯৬৪ দেরাদুন—

মা আজ রাত্রে বড় মেয়েদের সঙ্গে কন্যাপীঠ, বিদ্যাপীঠ করার মূলে ভাইজীর কতগুলি অভিনব ধারার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা বললেন, "এ শরীরের গৃহস্থাশ্রমে থেকেও স্বভাবতঃ, সাধনার খেলা শরীরে প্রকাশ হয়। ভাইজীর মনে এসেছিল–যে কন্যাপীঠ বিদ্যাপীঠ-এর ছেলে মেয়েদের জাগতিক পড়াশুনার মধ্যেও ধর্ম জীবনের শিক্ষার প্রাধান্য দেওয়া। ছেলে মেয়েদের মধ্যে স্বভাবতঃ যে সংস্কারের প্রাধান্য–তার সেইদিকে অনুকূল করে দেওয়া–যার অদ্বৈত ভাব, কৃষ্ণ–দেবী-দুর্গা, বুদ্ধ তাকে সেই দিকে উদ্বুদ্ধ করা। যারা কুমারী সেবা করবে তাদেরও যদি দেখা যায়–যে সাধনায় মত্ত তাকে ছেড়ে দেওয়া, এছাড়া যারা কুমারী সেবা করবে তারা সত্য পালন, সত্য পথে থাকা, সত্য রক্ষা যাতে নিজেরাও করে ও মেয়েরাও যাতে পালন করে–যার যেটুকু কাজ সেটুকু করে নিজের নিজের সাধনায় ব্রতী থাকা–এতে মন ফাঁক পায় না। এ শরীর ইচ্ছা করলে বলে কয়ে মেয়েদের দিয়ে মেয়েদের পড়াতে পারত, শিক্ষা দিতে পারত, সেই খেয়াল নেই। ভাইজী বলত–যার সৌভাগ্য সংস্কার আছে, সে এ পথে আসবে, সে করবে। যা হবার হবে। যদি দু-চার জন মেয়েকে ও ধর্ম জীবনের ধারা শিক্ষার ছাপ দেওয়া যায় গৃহস্থাশ্রমে যেয়েও সেই ছাপ থেকে যায়।

(ক্রমশঃ)

উৎসব সূচী

১. মকর সংক্রান্তি	১৫ই জানুয়ারী
২. সরস্বতী পূজা	২৬শে জানুয়ারী
৩. শিবরাত্রি	১৮ই ফেব্রুয়ারী
৪. দোল পূর্ণিমা	৬ই মার্চ
৫. শ্রীশ্রী বাসন্তী পূজা	২৮–৩১শে মার্চ
৬. চৈত্র সংক্রান্তি (হরিদ্বারে অর্দ্ধকুম্ভের মুখ্য স্নান)	১৩ই এপ্রিল
৭. অক্ষয় তৃতীয়	২২শে এপ্রিল
৮. শ্রীশ্রী মায়ের ১০৯তম আবির্ভাব উৎসব	২–৭ই মে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের কথা

(২)

—শ্রী নিগম কুমার চক্রবর্তী

পাত্রটি উপুড় করে রাখলে বৃষ্টির জল ধরা যায়না, সোজা করে অর্থাৎ আকাশমুখী করে রাখলে ধরা যায়। আবার পাত্র যত বড় হবে ততই ঘোর বর্ষণে বেশি জল ধরা যাবে। উঠানে বা ছাদে রাখলে জল ধরা যাবে। ঘরের মধ্যে রাখলে ঘোর বর্ষণেও এক বিন্দু জল ধরা পড়বে না। ঈশ্বরের করুণা ধারা অবিরাম বর্ষণের মত। উন্মুক্ত মনে হৃদয়ের পাত্রটি সোজা করে ধরে রাখলে সেই ধারার অবিরাম প্রাপ্তি অবধারিত। এ সবই মায়ের কথা–যেমন বুঝেছি তেমন লিখছি। বিভিন্ন সময়ে "মা" এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ইষ্টমন্ত্র ও নামের মধ্যে একবার "মা" বলেছিলেন যে যদি কোনো কারণে ঠিক সময়ে জপ করা হল না, কোথাও যাবার তাড়ায় বাড়ির বাইরে যেতে হবে, তখন চলার পথেই গাড়িতে বসে বা ট্রেনের মধ্যে জপ করে নিতে হবে। এমন কী প্রয়োজন বোধে জামা বা প্যান্টের পকেটে হাত রেখে জপ করলেও চলবে। এ ছাড়া চলতে ফিরতে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে জপ চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ জপ ততক্ষণ তাঁর সঙ্গে যোগ, তাঁর সঙ্গ পাওয়া, তাঁকে সঙ্গী করে চলা।

কত ভক্তই কত ভাবে "মা"র কাছ থেকে এ সব কথা শুনে থাকবেন, কত প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করে থাকবেন। এ নিয়ে বিস্তারিত ভাবে লেখার প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন জনের মনে ও জীবন ধারায় এর প্রতিফলন বিভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সত্য সেই একটাই, সত্যের উৎস এক, যার চোখে যেমন তরঙ্গোচ্ছ্বাসের অনুভূতি তদনুরূপ। একজন স্বপ্ন দেখলো "মা" তার বাড়িতে এসেছেন, সে ছুটে "মা"র কাছে গেছে, "মা" বললেন, 'আমাকে একটু চাল দিও'। ঘুম ভেঙ্গে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। "মা"র কথাগুলি কিন্তু মনের মধ্যে ভাসতেই লাগলো। সে ভাবলো যে চিঠিতে এ কথা জানালে, যিনি "মা"র কাছে সে চিঠি পড়ে শোনাবেন তিনিও তো এ কথা জেনে যাবেন, "মা"-কে এ কথা জানাবার জন্য ব্যাকুলতা বাড়তে লাগলো, "মা" কোথায় আছেন জেনে সেখানে গিয়ে একান্তে মাতৃদর্শনের জন্য আপন মনে তাঁকে অহরহ খুঁজতে লাগলো। হঠাৎ একদিন দেওঘর নিবাসী অগ্রজ প্রতিম এক বন্ধুর চিঠি আসলো বহু-আকাঙ্ক্ষিত সংবাদ নিয়ে–"মা" অমুক তারিখে কয়েকদিনের জন্য দেওঘরে আসছেন, দেবসঙ্ঘে অবস্থান করবেন, পত্রপ্রাপক এই অবসরে সেখানে গেলে বন্ধুটির জীবনের সাধ পূর্ণ হবার আশা আছে–মাতৃদর্শন হবে। তারপরে দেওঘরে যাওয়া, বন্ধুটির বাড়িতে ওঠা এবং কাল বিলম্ব না করে বন্ধুটিকে সঙ্গে নিয়ে মাতৃদর্শনে যাওয়া। মায়ের সঙ্গে নিভৃতালাপ, স্বপ্নের কথা বলা–সবই বিনা প্রতীক্ষায় ঘটে গেল। "মা" নির্দেশ দিলেন পরদিন প্রাতঃকালে আধমন (২০ কে জি) বাসমতী আতপচাল এনে ভোগের রন্ধনশালায় দিতে, সেই চালের ভোগ রান্না হবে সর্বাগ্রে, যাওয়ার আগে রন্ধনশালায় সে কথা জানিয়ে দিয়ে যেতে। অন্যান্য কথাও হল, বন্ধুটিরও মাতৃদর্শন ও মায়ের সঙ্গে কথাবর্তা হল। বাড়ি ফেরার পথে সন্ধ্যায় বাজারে গিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট বাসমতী চাল কেনা হল।

পরদিন সকালে সেই চাল রন্ধনশালায় দেওয়া হল, মাকে জানানো হল। বন্ধুটিরও আবার মাতৃদর্শন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হল। ভোগগ্রহণও হল। স্বপ্নাদেশ মায়ের কথামত সুসম্পন্ন হল। বন্ধুটি এত মুগ্ধ হলেন যে দেওঘর ছাড়ার সময় স্বপ্নদ্রষ্টাকে জানালেন যে তাঁর জীবনের কোনো সাধ আর অপূর্ণ রইল না। সত্যিই কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি জীবনের সব দুঃখকষ্ট ভুলে গিয়ে অমরলোকে যাত্রা করলেন। সেবারের দেওঘর যাত্রা জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়, দুজনের পক্ষেই।

এইভাবেই "মা" কত ভক্তের জীবনকে ধন্য করেছেন তাঁর অকুন্ঠ কৃপাবর্ষণে। অন্তরের সুধাপাত্রকে সোজা ও বড় করে উন্মুক্ত দিব্যাকাশমুখী করে দিয়েছেন, কী স্বপ্নে, কী দর্শনে, কী কথায়, কী সুখে, কী দুঃখে। এতো শুধু অনুভূতি বা উপলব্ধি নয়, এ এক শাশ্বত গ্রন্থিমোচন, একটার পর একটা, যখন যেটির প্রয়োজন সেটির, করুণার পাত্রের প্রতি সর্বক্ষণ তাঁর খেয়াল রেখে। কার জীবনে কখন কী ঘটা দরকার, কোনটা রোধ করা, কোনটা রোধ না করে পরিপূর্ণ ভাবে ঘটতে দেওয়া–সবই তো তাঁর জানা, তিনিই ব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম, তিনিই ব্রহ্মসূত্র, তাঁর তো চেষ্টা করতে হয়না, গুনতে হয় না, সামনে বসিয়ে কারুর ললাটের লিখন পড়তে হয় না। কার কী জন্মরহস্য তা জানবার চেষ্টা করতে হয় না, কাউকে সেটা বোঝাতে হয় না। তাই তো স্বয়ং অন্নপূর্ণা স্বপ্নের মধ্যে ভক্তের কাছে এসে বলতে পারেন–আমাকে একটু চাল দিও। আবার ভক্ত যখন তাঁর কাছে গিয়ে স্বপ্নের কথা জানায় তখন সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের কী করণীয় তা প্রত্যক্ষে জানিয়ে দেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে তার পরম্পরাবোধ জাগিয়ে দিতে বোধহয় এই লীলা। অপ্রাকৃত লীলাভূমিতে যে লীলা চলছে তারই ছায়া কখন কী ভাবে হঠাৎ ভেসে ওঠে কার চোখে, কী স্বপ্নে কী জাগরণে, তা কী তাঁর কৃপা ছাড়া কেউ বুঝতে পারে?

যত বেশি "মা"র কথা ভাবা যায়, তা সে নীরবে অনন্যচিত্ত হয়েই হোক বা স্মৃতিচারণ করতে করতে হোক, তত বেশিই যেন অন্তরে তাঁর প্রকাশ হয়। সে প্রকাশের মধ্যে যেমন আনন্দানুভূতি আছে তেমন প্রবলতাও আছে। সে প্রবলতা যে কী ও কেমন তা প্রকাশ করা যায় না–সে যে ভাবুকের ভাবনা। তাই বোধহয় শীঘ্রগতিতে লেখনী চলতে চায়না। অনন্তের প্রকাশকে তো সীমাবদ্ধ করা যায় না। "মা" যেমন একবার দক্ষিণভারত থেকে সমাগত কয়েকজন সাধুর সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাঁরা এসেছিলেন শ্রী রমণ মহর্ষির আশ্রম থেকে। লেখক ঘটনাক্রমে (অবশ্যই মাতৃকৃপায়) সেখানে উপস্থিত ছিল। সেই ঘটনাটি কোথাও লিপিবদ্ধ হয়েছে কী না আমার জানা নেই। যতদূর মনে পড়ে সেটি ১৯৭৩-৭৪ সালের কথা। স্থান আগরপাড়া আশ্রমের তিনতলায় মায়ের ঘরের উৎসব উপলক্ষে বা আমার উপস্থিতির কারণ কী সে সব কথা পরবর্তী কোনো লেখায় বর্ণনা করাই বিধেয়। মায়ের সঙ্গে সমাগত সাধুদের সম্পূর্ণ কথোপকথনও লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়, কারণ আমি কোথাও লিখে রাখিনি। যে সারাংশটুকু সংশয়াতীতভাবে স্মৃতিবদ্ধ আছে সেটিরই উল্লেখ করছি নিজের ভাষায়।

কথাবার্তা বেশিরভাগই হচ্ছিল হিন্দীতে। সাধুরা ব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইছিলেন। মা এ বিষয়ে কী বলেন ও কী আদেশ দেন সেই জ্ঞানলাভে তাঁরা আগ্রহী ছিলেন। "মা" তাঁর স্বাভাবিক সরলভাবে বলছিলেন ব্রহ্ম, পরমব্রহ্ম ও আত্মা-পরমাত্মা সম্বন্ধে। সমাগত সাধুরাও গভীর আগ্রহে শুনছিলেন, মাঝে মাঝে প্রশ্নও করছিলেন। আলোচনা ক্রমশঃই উচ্চমার্গে বিচরণ করছিল, "মা" তারই মধ্যে সরলভাবে ব্যাখ্যা করছিলেন। আমি যে একান্তচিত্তে শুনছিলাম সেদিকেও যেন তাঁর দৃষ্টি ছিল। ব্রহ্ম সর্বত্র বিরাজমান, সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার অবস্থান, এ ধরণের কথাও হচ্ছিল। এক সময় বললেন যে পরমব্রহ্মের অবস্থান মনুষ্য শরীরের শীর্ষে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না করলে সেখানে পৌঁছানো যায় না। এই কথাটি বলেই নিজের সত্তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্দেশ্যে বললেন যে এখানে (এই শরীরে) পরমব্রহ্ম সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান। সকলেই অভিভূত, ক্ষণিকের নিস্তব্ধতা ও নিশ্চলভাব। তার মধ্যেই গম্ভীরভাবে বললেন যে যখন কেউ তাঁকে প্রণাম করে তার মাথায় তাঁর করস্পর্শের জন্য প্রার্থনা করে তখন তা গুরুজ্ঞানেই করে।

আমার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ স্পর্শের শিহরণ প্রবাহিত হল। সাধুরা প্রণাম করে বিদায় গ্রহণের পর যখন "মা" কে প্রণাম করলাম তখন যেন কোথায় পৌঁছে গেলাম। সে অনুভূতি বর্ণনাতীত। মাতৃচরণকমলের মঙ্গলচিহ্ন যেন আমার ললাটে অঙ্কিত হয়ে গেল। "মা" স্মিতাননে বিদায় দেবার সময় আমি পরমানন্দে পরিপূর্ণ।

আশ্রমপ্রাঙ্গণে নেমে আসার পর অনেকেই অনেক প্রশ্ন করলেন। আমি তখন যে অবস্থায় তখন মধুর হাস্য মুখ ছাড়া আমার কিছু প্রকাশ করার অবস্থা ছিল না। এখনও বোধহয় এই প্রসঙ্গে কিছু বলার নেই। শুধু একটি গানের কথা ও সুর (যা আমি কোনোদিন ভুলতে পারবো না এবং যা প্রায়ই আমার কানে বেজে ওঠে) যেন শুনতে পাচ্ছি :

অন্নপূর্ণা মা গো আমার অন্নপূর্ণা মা
পূর্ণ করে দাও গো আমায় পূর্ণ করে দাও
জ্ঞান দাও ভক্তি দাও শক্তি দাও মা
বিবেক বৈরাগ্য দাও অন্নপূর্ণা মা
পূর্ণ করে দাও গো আমায় অন্নপূর্ণা মা॥

যতদূর মনে পড়ে (সম্ভবতঃ ১৯৫৯ সালে কালীপূজা বা অন্নপূর্ণা পূজার সন্ধ্যায়) বোম্বাই নিবাসী একটি অল্পবয়স্কা বাঙালী মেয়ে আশ্রম প্রাঙ্গনে একটি ভক্ত সমারোহে "শ্রীশ্রীআনন্দময়ীর" সামনে বসে বহুক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই গানের কলিগুলি এমন সুন্দর করে মধুর কন্ঠে গেয়েছিলেন যে স্বর্গের সুষমায় সকলে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। এতদিন পরেও সেই আশ্রমসন্ধ্যায় মায়ের জগজ্জননীরূপে উপস্থিতির দৃশ্যটি আমার স্মৃতিপটে সমুজ্বল হয়ে জেগে ওঠে এবং নিজে গাইতে না পারলেও আপন মনে সেই গানটি গেয়ে হৃদিস্থিতা "মা" কে ডাকতে থাকি।

জয় মা। জয় মা॥ জয় মা॥।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রম-সংবাদ

১/ *কনখল—*

পরমা জননী করুণাময়ী মায়ের পরম করুণাময় প্রকাশ এই সংযম সপ্তাহ। "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্‌ব্রহ্ম" যার মূল মন্ত্র, সেই সংযম সপ্তাহ মহাব্রতই নিজকে জানা নিজকে পাওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায়। মাতৃপ্রদত্ত অদ্ভুত এই এক "অমরফল", যার সেবনে অনায়াসেই অমরত্ব লাভ করা যায়।

কনখলে মায়ের আশ্রমে প্রতি বছর "সংযম সপ্তাহ মহাব্রত" বিশেষ ভাবে পালিত হয়ে আসছে। বারাণসী, আগরপাড়া প্রভৃতি মায়ের অন্যান্য আশ্রমেও প্রতিবছর সংযম সপ্তাহ পালিত হয়ে থাকে।

এবছর ১লা নভেম্বর হতে ৭ই নভেম্বর, ২০০৩ সমারোহের সঙ্গে ৫৪তম সংযম সপ্তাহ মহাব্রত অনুষ্ঠিত হল কনখলে। ৩১শে অক্টোবর সংযম সপ্তাহের পূর্ব সন্ধ্যায় উদ্বোধনী সভায় প্রথমে কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণীদের বেদপাঠের দ্বারা অনুষ্ঠানের আরম্ভ হল। শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের প্রধান সচিব শ্রী স্বামী ভাস্করানন্দজী সংযম সপ্তাহ উপলক্ষে সমবেত সাধু মহাত্মা ও মাতৃভক্ত ব্রতীদের অভিনন্দিত করলেন নিজের সংক্ষিপ্ত ভাষণের মাধ্যমে। এরপর মহানির্বাণী আখাড়ার প্রাক্তন মহন্ত শ্রীগিরিধর নারায়ণ পুরীজী শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে নিজের অনুভব ও প্রথম দর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে সুন্দর ভাষণ দিলেন। গরীবদাসী আখাড়ার মহামণ্ডলেশ্বর ডঃ শ্যামসুন্দর দাসজী সংযম সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদ ভাষণ দিলেন। শেষে কৈলাস আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর শ্রী স্বামী বিদ্যানন্দজী সংযমের বিশদ্ ভাবে ব্যাখ্যা করে সংযম সপ্তাহে আরোও বেশী সংখ্যায় ব্রতীদের ভাগ নেবার জন্য উদ্বোধিত করলেন। এরপর ছবিদির অবর্তমানে ব্রহ্মচারিণী বিশুদ্ধাদি শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ নিঃসৃত–"হে ভগবান, হে ভগবান, হে ভগবান, হে কৃপাল, হে দয়াল –" কীর্তনের এই পদটি সুন্দর ভাবে গাইলেন। শ্রীমতী গায়ত্রী ব্যানার্জী (বুলুর) কন্যাপীঠের মেয়েদের সঙ্গে "চলো চলো সভি চলো চলো সভি মিলি যাইরে। মা কী সঙ্গতমে হরিগুণ গাইরে" এই গানটি গাওয়ার পর কন্যাপীঠের মেয়েরা "পাদাম্বুজম্ দেবি! তে আনন্দময়ি! শিরসা নমামঃ" এই স্তবগান ও প্রণাম মন্ত্র করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করল।

পরদিন ১লা নভেম্বর, সংযম সপ্তাহের প্রথম দিবস। যথারীতি উষাকীর্তন, দৈনন্দিন সন্ধ্যা বন্দনাদি ও মাতৃমন্দিরে মায়ের পূজা ও আরতির পর প্রাতে ঠিক সাড়ে সাতটায় ব্রতীদের হলঘরে নিজের নিজের আসন গ্রহণের জন্য ঘন্টা বাজানো হল এবং সঙ্গে সঙ্গে বেদপাঠ আরম্ভ হল।

সংযম সপ্তাহের আদিপর্ব হতে প্রাতে মৌনের পূর্বে "সত্যংজ্ঞানম্ অনন্তম্‌ব্রহ্ম" এবং পরে "হে পিতঃ! হেহিতঃ" ইত্যাদি এবং "জয় জয় মা" এই মাতৃনাম কীর্তন এবং বিকালে মৌনের পূর্বে 'হে ভগবান' ও পরে 'হে পিতঃ' ও 'জয় জয় মা' এই সব কীর্তনই মাতৃ নির্দেশে ব্রহ্মচারী বিভুদা (ব্রহ্মানন্দজী) করতেন। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর প্রাতে মৌনের পূর্ব ও পরের কীর্তন ব্রহ্মচারিণী পুষ্পদি (স্বামী ভজনানন্দজী) এবং বিকালের কীর্তন ব্রহ্মচারী তন্ময়ানন্দজী বহু বছর করেছেন। ব্রহ্মচারী তন্ময়ানন্দজীর কোলকাতা আগরপাড়া আশ্রমে স্থায়ীভাবে বাস আরম্ভ করার পর পুষ্পদিই জীবনের শেষ সংযম সপ্তাহ ২০০২ সাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ কীর্তন অপূর্ব ভাবে করে গেছেন। এ বছর গত ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি চিরতরে মাতৃক্রোড়ে শয়ন করেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁরই আদেশে এবছর কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণী গীতা দুই বেলাই মৌনের পূর্বে ও পরের কীর্তন করেছে।

যথারীতি মৌনের পর গীতা চণ্ডী পাঠ ও উপনিষদ পাঠের পর স্বামী বিদ্যানন্দজী ১লা নভেম্বর হতে ৫ই নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচদিন বৃহদারণ্যক উপনিষদের গার্গী–যাজ্ঞবল্ক্য–সংবাদ–এর বিদ্বত্তাপূর্ণ প্রবচন করেন। আবশ্যক কাজে বিদ্যানন্দজীর অন্যত্র গমনের জন্য শেষের দুইদিন স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী উপনিষদের মধুর ভাষণের দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করেন। উপনিষদের ব্যখ্যার পর প্রণাম মন্ত্র করে প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান সমাপ্তি হত। বিরতির সময় কীর্তন এবং বিকালে ধ্যানের পর প্রতিদিন স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত অধ্যাত্ম রামায়ণের শ্রীরামচরিত্র মমস্পর্শী ভাবে মধুর ব্যখ্যা করতেন। পুরাণ পাঠের পর প্রবচন স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, স্বামী প্রকাশানন্দজী, স্বামী কাশিকানন্দজী, ডঃ শ্যামসুন্দর দাসজী, স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দজী সকলেই জ্ঞানগর্ভিত ভাষণের দ্বারা ব্রতীদের পরম পথের সন্ধানের দ্বার উন্মোচিত করেন। ডঃ শ্যামসুন্দর দাসজী ব্রতীদের সাতটি তীর্থ সেবনের নির্দেশ দেন–

"সত্যতীর্থং ক্ষমাতীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
জ্ঞানতীর্থং তপস্তীর্থং কথিতং তীর্থসপ্তকম্।
সর্বভূতদয়াতীর্থং তীর্থানাং সত্যবাদিতা।"

এইরূপে সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, জ্ঞান, তপ, সত্যবচন, সর্বভূতে দয়া—সকলেরই এই সাতটি তীর্থ সেবন করা কর্তব্য।

রাত্রিতে সন্ধ্যাকীর্তনের পর ভোলাগিরি আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী দেবানন্দজী আবেগপূর্ণ প্রবচন ও প্রাণ মাতানো গানের দ্বারা সকলকে মাতিয়ে রাখতেন। সংযমের প্রথমদিন রাত্রিতে মাতৃপ্রসঙ্গের পূর্বে শ্রীসোমেশ চন্দ্র ব্যানার্জী (সমুদা) শ্রদ্ধেয়া পুষ্পদি (স্বামী ভজনানন্দজীকে) শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করেন। এবার মাতৃ প্রসঙ্গের সময় বিডিও দেখানো হত ও শেষে আরতির পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হত।

এবারের সংযম সপ্তাহের বিশেষ ঘটনা হল দিব্য জীবন সংঘের পরমাধ্যক্ষ স্বামী চিদানন্দজীর একদিনের জন্য উপস্থিতি। তিনি শরীরের অসুস্থতা সত্ত্বেও এসে সকলকে দর্শন দেন। ৪ঠা নভেম্বর রাত্রিতে স্বামী চিদানন্দজী মাতৃ মন্দিরে প্রণাম করে হলঘরে ঠিক নিজের ভাষণের সময় উপস্থিত হয়ে সকলকে আশীর্বচন প্রদান করেন। তিনি প্রথমে "জয় জয় মা" এই মাতৃ নাম কীর্তন ঠিক পুষ্পদির সুরেই কীর্তন করে পুষ্পদির পুণ্য স্মৃতিতে অর্পণ করেন। তারপর নাম ও নামীর বিষয়ে সুন্দর প্রবচন ও সুন্দর নাম কীর্তন করে সকলকে আনন্দ সাগরে ভাসিয়ে মৌনের পর ১০ মিনিট মাতৃ প্রসঙ্গে বসে তিনি প্রস্থান করেন।

এবারের সংযম সপ্তাহে ব্রতীর সংখ্যা কিছু অধিক ছিল। বিদেশী ভক্তরাও অধিক মাত্রায় ছিলেন। মোট কথা সংযম সপ্তাহ বেশ জমেছিল।

সংযমের শেষদিন রাত্রিতে কিছুক্ষণ অডিও ক্যাসেটে মহন্তজী স্বামী গিরিধর নারায়ণ পুরীজী শ্রীশ্রী মা ও স্বামী মঙ্গলগিরিজীর সম্বন্ধে নিজের ভাষণ শ্রবণ করান। এরপর বিডিওতে মাতৃলীলা দর্শন ও মহানিশার ধ্যান, পূর্বেও পরে কীর্তন এবং শেষে আরতির সঙ্গে সংযম সপ্তাহ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হল। এরপর সকলে মহন্তজী ও স্বামী ভাস্করানন্দজীকে প্রণাম করে ফল ও প্রসাদ গ্রহণ। পরদিন রাসপূর্ণিমার প্রাতে মাতৃমন্দিরে প্রণাম ও হোমের টীকা লাগিয়ে সংযম সপ্তাহ মহাব্রত উদযাপিত হল। যথারীতি সাধুভাণ্ডারা, রাত্রিতে নামযজ্ঞের অধিবাস, পরদিন মালসা ভোগ ও সন্ধ্যায় নগর কীর্তনের পর দধি ভাণ্ড ভেঙ্গে মহন্ত বিদায়ের পালা কীর্তন সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হল। ছবিদি না থাকায় ব্রহ্মচারিণী বিশুদ্ধাদি দিল্লীর কীর্তন পার্টীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহযোগিতায় অধিবাস ও শেষের কীর্তন করলেন। এদিন চন্দ্র গ্রহণের জন্য সকলে গঙ্গা স্নান করলেন।

এই ভাবে সংযম সপ্তাহের সুষ্ঠু ভাবে সমাপ্তি হ্‌ল।

২। বারাণসী—

বারাণসী আশ্রমে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর হতে ৪ঠা অক্টোবর নবরাত্রি উপলক্ষে চণ্ডী মণ্ডপে দেবীর পাঁচটি ঘট ও বিপিনশ্বরের মন্দিরে একটি ঘট সব শুদ্ধ দেবীর ছয়টি ঘট স্থাপন করে পূজা ও চণ্ডীপাঠ করা হয়। গত ২রা, ৩রা ও ৪ঠা অক্টোবর ক্রমশঃ মহা সপ্তমী, মহাষ্টমী ও মহা নবমী তিথিতে আনন্দ জ্যোতি মন্দিরে শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা, ভোগ, পুষ্পাঞ্জলি ও আরতি অনুষ্ঠিত হয়। পূজার সময় যথারীতি কীর্তন ও ভক্তিগীতি, গীতা চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি চলতে থাকে। সপ্তমীর দিন দিদিমার মন্দিরে ও বিশেষ পূজা হয়। এবার এটোয়ার মাতৃভক্ত বাজপেয়ী পরিবারের অন্যতম সদস্য শ্রী মুকুন্দ প্রসাদ বাজপেয়ীজী পূজার তিন দিনই মায়ের বিশেষ পূজা দেন। নবমীর দিন ২১ জন কুমারী পূজা, ভোজন ও সাধু ভাণ্ডারা, দরিদ্র নারায়ণ ভোজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। পূজার তিনদিনই প্রচুর ভক্তরা প্রসাদ পান।

গত ৯ই অক্টোবর শ্রীশ্রী লক্ষ্মীপূজা, ২৪শে অক্টোবর শ্রীশ্রী কালীপূজা ও ২৬শে অক্টোবর অন্নকূট মহোৎসব মহাসমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। ১লা নভেম্বর হতে ৭ই নভেম্বর সংযম সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়। ১লা ডিসেম্বর হতে ৪ঠা ডিসেম্বর গীতা জয়ন্তী মহোৎসব ও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। ৭ই ডিসেম্বর দাদামশায়ের তিরোধান তিথি উপলক্ষে বিপিনেশ্বর মন্দিরে বিশেষ পূজা ও সাধু ভাণ্ডারা হয়।

মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়—

গত ১৯শে অক্টোবর মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ে মুখ্য অতিথি উত্তরপ্রদেশের মহামহিম রাজ্যপাল প্রোফেসার শ্রী বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীজীর করকমলের দ্বারা "মা আনন্দময়ী গঙ্গা অ্যাম্বুলেন্স সেবার" বর্ষপূর্তি উপলক্ষে "সেবা-সহযোগী-সম্বর্দ্ধনা" এবং স্মারিকা লোকার্পণ সমারোহ অনুষ্ঠিত হয়। সভার অধ্যক্ষতা করেন মাননীয় কাশীনরেশ শ্রী অনন্তনারায়ণ সিংহজী।

এই উপলক্ষে চিকিৎসালয়ের পরিসরে একটি সুদৃশ্য প্যাণ্ডেল রচিত করে বিশিষ্ট কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। কার্যক্রমের প্রারম্ভে প্রবেশদ্বারে চিকিৎসালয়ের বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ এবং প্রবন্ধ সমিতির সদস্যদের দ্বারা মুখ্য অতিথিকে স্বাগত জানানো হয়। মণ্ডপে শ্রীশ্রী মায়ের ছবিতে মাল্যার্পণ করেন মুখ্য অতিথি এবং অধ্যক্ষ মহোদয়। মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের ছাত্রীদের দ্বারা শঙ্খধ্বনি সহ বেদ পাঠের পর কার্যক্রমের আরম্ভ হয় মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের ছাত্রীদের "বন্দে মাতরম্" এই দেশগীতের দ্বারা। মুখ্য অতিথি এবং বিশিষ্ট অতিথিদের মাল্যার্পণ করেন চিকিৎসালয়ের সচিব শ্রী পানু ব্রহ্মচারীজী। স্বাগত ভাষণ করেন চিকিৎসালয়-প্রবন্ধ সমিতির উপাধ্যক্ষ ডা০ হরিশংকর বাজপেয়ীজি। "গঙ্গা অ্যাম্বুলেন্স সেবা" এই স্মারিকার বিমোচন করেন মহামহিম রাজ্যপালজী। মুখ্য অতিথি মাননীয় রাজ্যপালজীকে শ্রী পানু ব্রহ্মচারীজী গরদের চাদর ও স্মৃতিচিহ্ন অর্পণ করে সম্বর্দ্ধিত করেন। এরপর কাশী নরেশ অনন্ত নারায়ণ সিংহজী, আখাড়া গোস্বামী তুলসীদাসের মহন্ত ডা০ বীরভদ্রজী, পূর্বমন্ত্রী হরিশজী, শ্যামদেব রায় চৌধুরী, সাংসদ শংকর প্রসাদ জয়সওয়ালজী, সন্মার্গের সম্পাদক ডা০ আনন্দ বাহাদুর সিংহজী, রোটারীর নিবর্তমান অধ্যক্ষ শ্রী বী০ এ০ গুজরাতী, শ্রী বিপুল শংকর পাণ্ডিয়া এবং বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রী হরিমোহন সাহুজী, শ্রীলক্ষ্মীরাম গোয়েলজী-এই দশজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে রাজ্যপাল মহোদয় স্বয়ং শাল এবং স্মৃতিচিহ্ন দিয়ে সম্মানিত করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিকিৎসালয়ের একজন বিশিষ্ট সেবাপরায়ণ চিকিৎসক ডাঃ প্রকাশ দ্বিবেদীজীর উদ্যোগেই এই "গঙ্গা অ্যাম্বুলেন্স সেবা" আরম্ভ হয়েছে। তাঁর একনিষ্ঠ সেবা পরায়ণতার ফলস্বরূপই আজকের এই বিশেষ আনুষ্ঠান। সুতরাং ডাঃ দ্বিবেদীজীকে রাজ্যপালজী বিশেষ করে শাল ও স্মৃতিচিহ্ন প্রদান করে সম্মানিত করেন। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে প্রখ্যাত পর্যাবরণবিদ্ শ্রী বীরভদ্রজী বলেন, "মা আনন্দময়ী আমাদের পাড়াতেই থাকতেন। আমাদের উপর মায়ের অনেক কৃপা। তাঁর মহান ব্যক্তিত্বই প্রেরণার স্রোত ছিল। 'হরি কথাই কথা আর সব বৃথা ও ব্যথা'ই ছিল মায়ের নির্দেশ। এই চিকিৎসালয় লোককল্যাণের জীবন্ত স্বরূপ। আমরা যেন মাতৃপ্রেরণায় লোক কল্যাণের কাজ করে যেতে পারি।' সাংসদ শ্রী শংকর প্রসাদ জায়সওয়ালজী ত পূর্বমন্ত্রী হরীশজী ও শ্যামদেব.রায় চৌধুরী সকলেই মাতৃচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

মুখ্য অতিথির পদ হতে রাজ্যপালজী বলেন, "আমি জীবনে দুইবার শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন লাভ করেছি। শ্রীশ্রীমা আমাকে দুইটি বাণী বলেছিলেন, আমার খুব ভাল লেগেছে ১) "যে যেখান থেকে যা বলে তাই ঠিক" আর ২) "বিরোধের সঙ্গে বিরোধ"। রাজ্যপালজী বললেন, "আজকাল সেবানিবৃত্ত কথাটি খুব শোনা যায়। কিন্তু মানুষের কখনই সেবা থেকে নিবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। যতক্ষণ শ্বাস থাকবে, সেবা করেই যেতে হবে। আজকাল পাশ্চাত্যে মানবতাবাদের কথা শোনা যায় কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে চরাচরের সেবার নির্দেশই করা হয়েছে"। চরক সংহিতা থেকে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে আরোগ্যই হল পঞ্চম পুরুষার্থ। যদিও পুরাণাদিতে ভক্তিকে পঞ্চম পুরুষার্থ বলা হয়েছে তবে আরোগ্য লাভ না করে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ–কোন কিছুই লাভ হতে পারে না। এই চিকিৎসালয়ে লোক আরোগ্য লাভ করছে খুবই আনন্দের বিষয়"। মহারাজ অনন্ত নারায়ণ সিংহজী ও সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। সবার শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রী বিপুল শংকর পান্ডিয়াজী। মা আনন্দময়ী করুণা (শিশু কল্যাণ বিভাগ) দ্বারা সঞ্চালিত ৫১জন দরিদ্র বাচ্চাদের ও বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করা হয় রাজ্যপালজীর কর কমলের দ্বারা এইভাবে এই অনুষ্ঠানটি অনবদ্য ভাবে সমাপ্ত হয়।

৩। আগরতলা—

আগরতলা শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রমে গত ২রা অক্টোবর হতে ৫ই আক্টোবর, ২০০৩ শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গোৎসব খুবই উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে অতি সুন্দর মনোরম পরিবেশে সুসম্পন্ন হয়েছে। শ্রীশ্রী মার ত্রিপুরার সকল ভক্তবৃন্দ এবং দীক্ষিতগণ এই পবিত্র উৎসবে যোগদান করে আনন্দ লাভ করেছেন। দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিন প্রায় ৫০০ ভক্তবৃন্দ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে তৃপ্তি লাভ করেন। পূজা আশ্রমের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী এবং অতি নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে চণ্ডীপাঠ ও করা হয়েছে।

২৪শে অক্টোবর আগরতলা আশ্রমের অন্যতম উৎসব শ্রীশ্রী শ্যামা পূজাও খুবই উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে সুসম্পন্ন হয়েছে। সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ভক্তবৃন্দ অত্যন্ত সুশৃঙ্খলার সঙ্গে আশ্রমের উমামহেশ্বর মন্দিরে কালী মায়ের পূজা দিয়েছেন। আশ্রমের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী শাস্ত্র সম্মত ভাবে উমা মহেশ্বর মন্দিরে কালী মায়ের বিশেষ নিশি পূজা সম্পন্ন হয়েছে। পরদিন দ্বিপ্রহরে প্রায় আড়াই হাজার ভক্তবৃন্দের মধ্যে "মহা প্রসাদ" বিতরণ করা হয়েছে। সন্ধ্যায় আশ্রমের মন্দির সমূহ বর্ণাঢ্য আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪) *উত্তরকাশী—*

গত ২৪শে অক্টোবর উত্তরকাশীতে শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, কালী মন্দিরে বার্ষিক কালী পূজা মহোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন বিকাল ৬টা থেকেই ভজন কীর্তন ও রাত্রি ১০টায় পূজা আরম্ভ হয়। পূজা সমাপনের পর রাত্রি সাড়ে তিনটায় হোম হয়। পরদিন সাধু ভাণ্ডারা, কুমারী ভোজন ও ভক্তবৃন্দের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৫। *জামশেদপুর—*

শ্রীশ্রীমায়ের জামশেদপুর স্থিত আশ্রমে গত ১৩ই জুলাই, ২০০৩ সাল গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে মাতৃপূজা, গুরুপূজা, শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ পূজা, মাতৃনাম কীর্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। গত ১২ই আগষ্ট শ্রাবণী পূর্ণিমা ও গত ১০ই সেপ্টেম্বর ভাদ্র পূর্ণিমা উপলক্ষে মাতৃনাম কীর্তনাদি পাঠ, শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৭শে আগষ্ট শ্রীশ্রীমায়ের স্মরণ মনন, মৌনাবলম্বন, মাতৃবাণী পাঠ ও আলোচনা, সান্ধ্য নাম কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৪শে অক্টোবর শ্রীশ্রী কালী পূজী ও দীপাবলী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ভজন কীর্তন, পাঠ, সান্ধ্য কীর্তন, সান্ধ্য আরতি, মাতৃ সংগীত, শ্যামা সংগীত ও অন্যান্য নাম কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রী কালী মায়ের বিশেষ পূজার পর ভোগ, আরতি, পুষ্পাঞ্জলি ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। গত ১লা নভেম্বর হতে ৭ই নভেম্বর আশ্রমে প্রত্যহ জপ, ধ্যান, ও বিশেষ পাঠ সহযোগে "সংযম সপ্তাহ" পালন করা হয়েছে। গত ১৮ই নভেম্বর ভাণ্ডারা ব্রতী ও ভক্তদের জন্য করা হয়।

৬। *ভীমপুরা —*

শ্রীশ্রী মায়ের ভীমপুরা আশ্রমে আগামী ২২শে জানুয়ারী হতে ২৮শে জানুয়ারী পর্যন্ত শ্রীমতী জ্যোতি বৎসরাজ তাঁর স্বর্গীয় পতির স্মৃতিতে শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞান যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। বৃন্দাবনবাসী প্রখ্যাত পণ্ডিত শ্রী নবীন চন্দ্র শাস্ত্রী ভাগবতের সুললিত ব্যাখ্যা করবেন।

আগামী ২৬শে জানুয়ারী শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা, ১৮ই ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রী শিবরাত্রি পূজা এবং ৩১শে জানুয়ারী হতে ৯ই ফেব্রুয়ারী সংযম সপ্তাহ ভীমপুরা আশ্রমে অনুষ্ঠিত হবে।

উপর্য্যুক্ত সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে শ্রদ্ধেয় স্বামী ভাস্করানন্দজীর উপস্থিতি বিশেষ ভাবে সকলকে অনুপ্রেরিত করবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোক সংবাদ

১। শ্রীমতী কৃষ্ণা রায় চৌধুরী —

শ্রীশ্রী মায়ের পুরাতন ভক্ত পরিবারের কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণা রায় চৌধুরী গত ৯ই সেপ্টেম্বর ২০০৩ কনখলে মায়ের আশ্রমে চিরতরে মায়ের চরণে লীন হয়েছে। শ্রীমতী কৃষ্ণা রায় চৌধুরী কিছুদিন ধরে আশ্রমেই বাস করছিল। তার আকস্মিক প্রয়াণে সকলেই দুঃখিত হয়েছে। আমরা তার প্রয়াত আত্মার উর্দ্ধগতি ও তার পরিবার বর্গের সান্ত্বনা কামনা করি মাতৃচরণে।

২। রানী কিরণ কুমারীজী–

বর্তমান মণ্ডী নরেশ শ্রী অশোক কুমার সেন—এর ধর্মপত্নী রানী কিরণ কুমারীজী গত ৫ই অক্টোবর ২০০৩ সালে চিরতরে মাতৃ ক্রোড়ে শায়িত হয়েছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে মণ্ডীর রাজ পরিবারের বহুদিনের সম্বন্ধ। ১৯৫১ সনে তৎকালীন মণ্ডী নরেশ শ্রী যোগেন্দ্র সেন এবং রাণী কুসুম কুমারী দেবী সাদর অর্ভ্যথনা করে মাকে মণ্ডী রাজ্যে নিয়ে যান এবং বিরাট শোভাযাত্রা করে মাকে সম্বর্দ্ধনা জানান যা এখন ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। ১৯৫৯ সালে কাশীতে মণ্ডীর রাণীর দুর্গাপূজা চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। আমরা মণ্ডীর বর্তমান মহারানী কিরণ কুমারীজীর অকাল প্রয়াণে মর্মাহত। মাতৃচরণে প্রয়াত আত্মার শান্তি ও পরিবার বর্গের জন্য সান্ত্বনা প্রার্থনা করি।

৩। শ্রী গোপাল মজুমদার (গোপালদা)–

পরম পূজনীয় মহোমহোপাধ্যায় শ্রী গোপীনাথ কবিরাজের একনিষ্ঠ সেবক কৃষ্ণনগরবাসী শ্রী গোপাল মজুমদার প্রায় ৮৩ বছর বয়সে কাশীতে মায়ের আশ্রমে গত ৬ই ডিসেম্বর, ২০০৩ সজ্ঞানে বাবা বিশ্বনাথের কোলে চির আশ্রয় লাভ করেছেন। তিনি আশ্রম বাসী ব্রহ্মচারী ভাবে থাকতেন এবং সকলের কাছে "গোপালদা" বলেই পরিচিত ছিলেন। শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয়কে শ্রীশ্রীমা ১৯৬৯ সালে উপযুক্ত চিকিৎসা ও বিশেষ সেবা যত্নের জন্য আশ্রমে নিয়ে আসেন। ১৯৭৪ সাল থেকে গোপালদা তাঁর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি কবিরাজ মহাশয়ের শেষদিন ১২ই জুন, ১৯৭৬ পর্যন্ত দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে সেবা করে গেছেন। কবিরাজজীর পরলোক গমনের পর গোপালদা স্থায়ী ভাবে আশ্রমেই থেকে যান এবং কবিরাজ মহাশয়ের নির্দেশ মত জপ, ধ্যান নিয়ে ব্রহ্মচর্য জীবন দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করে গেছেন। আশ্রম ও হাসপাতালের বিভিন্ন প্রকার সেবার কাজে তিনি সর্বদাই তৎপর ছিলেন। এরূপ নিঃস্বার্থ সেবা পরায়ণ, মৃদুভাষী ও শান্ত প্রকৃতির লোক খুবই বিরল। সাধু সেবা এবং কুমারী পূজা সেবায় তাঁর নিষ্ঠা ছিল অনুকরণীয়।

কিছুদিন যাবৎ গোপালদার শরীর ভাল যাচ্ছিল না। কয়েকবার তিনি শ্রীশ্রীমায়ের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শেষদিন ও তিনি নিজে হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে আশ্রমে এসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমরা মাতৃচরণে তাঁর উর্ধ্বগমন কামনা করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪। ডা০ প্রভাস চন্দ্র সেন—

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে বারাণসী স্থিত মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ের চিকিৎসা অধীক্ষক (Medical Suptd.) সর্ব্বজনপ্রিয় ডা০ পী০ সী০ সেন গত ১৬ই ডিসেম্বর দেহরক্ষা করেছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ছিল প্রায় ৭০। তাঁহার পরলোক গমনে চিকিৎসা জগতের এবং অসংখ্য জনসাধারণের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

ডা০ সেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা বিজ্ঞান সংস্থান (Institute of Medical Sciences) এর মাইক্রো বায়োলজী বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং পরবর্তী কালে হিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয়ের বিশাল হাসপাতালের চিকিৎসা অধীক্ষক (Medical Suptd.) রূপে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে অবসর গ্রহণ করেন। তার কিছু কাল পরেই কাশী নরেশ স্বর্গীয় বিভূতি নারায়ণ সিংহজীর ব্যক্তিগত অনুমোদনে তিনি মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ের চিকিৎসা অধীক্ষক রূপে ১৯৯৬ সালে যোগদান করেন।

ডা০ সেন একজন খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক রূপেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। শুধু উত্তর প্রদেশই নয় এমন কি মধ্যপ্রদেশ এবং বিহারেরও বহু রোগী তাঁর চিকিৎসাধীন ছিল। সংখ্যাতীত রোগী তাঁর পরলোক গমনে নিতান্ত অসহায় বোধ করছে আজ। অর্থ উপার্জন তাঁর আদৌ কাম্য ছিলনা—মানব সেবাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। দানপাত্রে রোগীরা যা কিছু দিয়ে যেত সম্পূর্ণ অর্থ তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে হাসপাতালের বিভান্ন কাজে প্রদান করে গিয়েছেন। ডা০ সেনের মত একনিষ্ঠ, সৎ এবং নিরহঙ্কারী ব্যক্তি সত্যই দুর্লভ। মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। চিকিৎসালয়ের সকলের আজ একটিই মাত্র উক্তি—"ডা০ সেন কিছু নিয়ে যাননি হাসপাতাল থেকে—শুধু দিয়েই গিয়েছেন।"

ডা০ সেনের স্ত্রী কয়েক বছর আগেই দেহরক্ষা করেন। পারিবারিক কিছু কারণ এবং রোগীদের দেখার অস্বাভাবিক পরিশ্রমের ফলে তিনি কিছুদিন যাবতই সুস্থ ছিলেন না। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে উচ্চরক্ত চাপের জন্য বিশেষ অসুস্থ হওয়ায় তাঁকে তাঁর অতি প্রিয় স্যার সুন্দরলাল হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। সেখানে তাঁর গুণমুগ্ধ চিকিৎসাকবৃন্দ প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাঁর জীবন রক্ষা করতে পারলেন না। শত শত লোকের চোখের জলের সাথে তাঁকে চিরবিদায় দেওয়া হয় ১৬ই ডিসেম্বর রাত্রিতে কাশীর অতি প্রাচীন হরীশচন্দ্র ঘাটে। কাশীর মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকেই বোধহয় এইরূপ শ্রদ্ধার্ঘ দেওয়া হয়েছে।

আমরা সকলেই এই মহান ব্যক্তির জন্য শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে চিরশান্তি প্রার্থনা করছি।

ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য দ্বারা লিখিত কয়েকটি অমূল্য পুস্তক —

আনন্দময়ী মায়ের কথা — শ্রীশ্রী মার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিস্তারিত জীবন আলেখ্য। ভারতের রাষ্ট্রপতি মাননীয় ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মার ভূমিকা সহ এক অনন্য-সাধারণ গ্রন্থ। রেক্সিন বাঁধাই। প্রকাশক — শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ, কনখল, হরিদ্বার - ২৪৯ ৪০৮, মূল্য - ৩৫০/- টাকা।

গল্পে মা আনন্দময়ী বাণী — গল্পে ও কথায় শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য উপদেশ এবং এই মহাজীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ। প্রকাশক - ডি. এম. লাইব্রেরী, ৩২, বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দুই খণ্ডে প্রকাশিত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য২৫/- টাকা ও ৪০/- টাকা।

অমৃতের আহ্বান — শ্রীশ্রী মায়ের বিশিষ্ট কিছু বাণীর বিষদ আলোচনা সহ অপূর্ব গ্রন্থ। প্রকাশিকা — শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী সৎসঙ্গ সম্মিলনীর পক্ষে শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য। এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪, সুন্দর প্রচ্ছদপট সহ বোর্ড বাঁধাই। মূল্য - ৫০/- টাকা।

তিন মায়ের কথা — মা সারদা, মা আনন্দময়ী ও শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের "মাদারের" অমৃত-জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁদের সাদৃশ্য সম্পর্কে এক অভিনব পুস্তক। প্রকাশক —সাহিত্য বিহার, ১ বি, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলকাতা-৯, বোর্ড বাঁধাই। মূল্য ৩৫/- টাকা। প্রাপ্তি স্থান ঃ সাহিত্য - বিহার ও ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। ৫৬ সূর্য্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৯।

প্রাপ্তিস্থান ঃ উপরোক্ত সব কয়টি পুস্তকই কলকাতায় স্থানীয় বিভিন্ন প্রকাশক অথবা শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য, এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪ এই ঠিকানায় উপলব্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

At the lotus feet of Ma

i

Kalipada Dutta
35-H, Raja Naba Krishna Street
Calcutta – 700 005.

With Best Compliments from :

"প্রবাহের ন্যায় যখন যা আসে ঐশ্বরিকভাবে খুব আনন্দের সাথে করে যাওয়া। কর্মীরাই দৈবশক্তির অধিকারী।"

— শ্রী শ্রী মা

Satya Ranjan Kar Chowdhury
87/S, Block - E, New Alipore,
Calcutta – 700 053.
Phone : 478 3545

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

মা আমার আনন্দময়ী, সুখদায়িনী, শান্তিদায়িনী
জন্মদাত্রী মা ত্রিপুরাসুন্দরী, করুণারূপী, কৃপাময়ী,
দয়াময়ী মা আনন্দময়ী, জগৎরূপিনী জগত্তারিণী।

মায়ের শ্রীপাদপদ্মে —

Every Step with

☎ (0381) 22 1975 (O)
20 1274 (R)

Deals in : Footwear, Luggage and Leather products.

2, H.G. Basak Road,
Kaman Chowmuhani,
Agartala - 799 001,
Tripura (W)

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

❁ Branch Ashrams ❁

14. NEW DELHI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 011-26826813)
15. PUNE	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ganesh Khind Road, Pune-411007, (Tel : 020-5537835)
16. PURI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Swargadwar, Puri-752001, Orissa. (Tel : 06752-223258)
17. RAJGIR	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O.Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 06112-255362)
18. RANCHI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Main Road,P.O. Ranchi- 834001 (Tel : 0651-2312082)
19. TARAPEETH	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233,
20. UTTARKASHI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193,
21.VARANASI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-221001, U.P. (Tel : 0542-2310054+2311794)
22. VINDHYACHAL	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill, P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, (Tel : 05442-242343)
23. VRINDABAN	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Vrindaban, Mathura-281121 U.P. (Tel: 0565-2442024)

*

IN BANGLADESH	:	
1. DHAKA	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 14, Siddheshwari Lane, Dhaka- 17 (Tel _ 8802-9356594)
2. KHEORA	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi